শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্

(মহাকাব্যম্)

মহাকবি শ্রীকবিকর্ণপূর বিরচিতম্

(মূল ও বঙ্গানুবাদ)

Shri KESH

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী
এম্. এ. বিদ্যাভূষণ

প্রকাশক ঃ

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী
শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির (শ্রীভূমি)
১১২ ক্যানেল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪৮

প্রাপ্তিস্থান ঃ

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

ডি, এম লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রক ঃ

শ্রীপরেশ চন্দ্র বসু
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১/১ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মূল্য ঃ পনের টাকা মাত্র

Shree Krishna
Chaitanya Charitamritam

MAHAKAVYAM

of

KAVI KARNAPURA

(*An authentic life story of Sree Chaitanya, the Love Incarnate written only nine years after the disapearance of the Lord.*)

Edited with an introduction by :

Prabhupad Prankishor Goswami

M.A. VIDYABHUSHAN

Rupees Fifteen Only

অন্যান্য বই—

বিলাপ কুসুমাঞ্জলি

গোপাল সহস্রনাম

একনাথী ভাগবত

সন্ধানীর সাধুসঙ্গ

জ্ঞানেশ্বরী গীতা

বিচিত্র সাহিত্য

নিকুঞ্জরহস্য স্তব

কথকতার কথা

ভাগবত প্রবেশ

ভারত সংস্কৃতি

(হিন্দী)

সূচীপত্র

সর্গ	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম	বন্দনা, দৈন্য, শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তর্ধানে ভক্তগণের বিরহ	১—১০
দ্বিতীয়	নবদ্বীপ, শ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পরিণয়, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব, বাল্যলীলা, বিদ্যালাভ, মাতার প্রতি হরিবাসরে ভোজন নিষেধ।	১১—৪৫
তৃতীয়	শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দর্শনে, বিবাহ, লক্ষ্মীবিজয়ে শচীর বিলাপ, বিষ্ণুপ্রিয়া পরিণয়।	৪৬—৯২
চতুর্থ	অধ্যাপনা, গয়াযাত্রা, প্রত্যাগমন।	৯৩—১১৭
পঞ্চম	প্রেমোন্মাদ, নবদ্বীপ বিহার।	১১৮—১৬০
ষষ্ঠ	নাম মহিমা প্রচার, শ্রীনিত্যানন্দ মিলন, মুরারিমুখে রামাষ্টক শ্রবণ, ষড়্‌ভুজ প্রকাশ।	১৬১—২০১
সপ্তম	স্বপ্নে কৃষ্ণদর্শন, ভক্তিশিক্ষা দান।	২০২—২৩২
অষ্টম	শ্রীবাস বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ, শ্রীকৃষ্ণভাব প্রকাশ।	২৩৩—২৪৪
নবম	বৃন্দাবন স্মরণ, রাধাগোবিন্দ লীলা।	২৪৫—২৭১
দশম	গোপীগণের প্রেমলীলা।	২৭২—২৯৬
একাদশ	শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস।	২৯৭—৩২৬
দ্বাদশ	সন্ন্যাসলীলা, নীলাচল যাত্রা, কটকে বিগ্রহ দর্শন।	৩২৭—৩৫৪
ত্রয়োদশ	সার্বভৌমগৃহে, সার্বভৌম উদ্ধার, রামানন্দ বিবরণ কূর্মক্ষেত্রে গমন।	৩৫৫—৩৮৬
চতুর্দশ	শ্রীরঙ্গমে গমন, রামভক্ত মিলন, গোদাবরীতীর্থে, রামানন্দমিলন, নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, সার্বভৌমের কাশীযাত্রা, নীলাচলে স্নানযাত্রা।	৩৮৭—৪১২
পঞ্চদশ	বৃন্দাবন স্মরণে বিরহ, গুণ্ডিচা মার্জন।	৪১৩—৪৩৬

সর্গ	বিষয়	পৃষ্ঠা
ষোড়শ	রথযাত্রা, গুণ্ডিচামন্দিরে নৃত্যকীর্ত্তন।	৪৩৭—৪৫২
সপ্তদশ	উপবনে বিহার, শ্রীরূপ সনাতন ও অনুপমের মিলন, বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গে নৃত্য, কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক অভিষেক।	৪৫৩—৪৬৮
অষ্টাদশ	নরেন্দ্রে জলক্রীড়া, দ্বাদশ যাত্রা, মকর, দোলযাত্রা।	৪৬৯—৪৮১
উনবিংশ	বৃন্দাবনে।	৪৮২—৫০৬
বিংশ	গৌড়মণ্ডলে, পানিহাটিতে, শান্তিপুরে, শচীদেবীর দর্শন, নীলাচল গমন, স্বধাম গমন, গ্রন্থকারের দৈন্য।	৫০৭—৫১৮

নিবেদন

কবিকর্ণপূর সেন শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রধান ভক্তগণের অন্যতম। তাঁর বড় দুই ভাই চৈতন্যদাস ও রামদাস। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মূলস্কন্ধ শাখা গণনায় এই গোষ্ঠীর নাম করেছেন।

শিবানন্দের উপশাখা তাঁর পরিকর।
পুত্র ভৃত্য আদি চৈতন্যের অনুচর ॥
চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপূর।
তিনপুত্র শিবানন্দের—প্রভুর ভক্তশূর ॥ চৈঃ চঃ ১।১০।৬০

এই ভক্তশূর কর্ণপূর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ মহাকাব্যম্, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, অলঙ্কার কৌস্তভ, গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রণয়রসশরীর শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুর নীলাচল থাকাকালে প্রতিবৎসর গৌড় বাংলার ভক্তগণকে পথের সবরকম অব্যবস্থার মধ্যদিয়েও নিজের যোগ্যতায় অর্থব্যয়ে, ভোজনাদির ব্যবস্থা, বাসস্থানের সংস্থান করে সঙ্গে নিয়ে যেতেন শ্রীচৈতন্য দর্শনে।

শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভুস্থানে যাইতে সভে লয়েন যার সঙ্গ ॥
প্রতিবর্ষ প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া ॥ ১।১০।৫২-৫৩ ঐ

শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্যদর্শনে স্ত্রী ও পুত্রগণকে সঙ্গে করেই নীলাচল আসতেন। কনিষ্ঠপুত্রের বয়স যখন মাত্র সাত বৎসর তখনই তার প্রতি মহাপ্রভুর বিশেষ করুণা বর্ষিত হয়। এই পুত্রকে

শ্রীচৈতন্যদয়াম্বুধি পুরীদাস বলে সম্বোধন করতেন। শুদ্ধচিত্ত পুরীদাস শ্রীচৈতন্যচরণে প্রণাম করছেন।

'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু বোলে বার বার।
তভু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার॥
শিবানন্দ বালকের বহু যত্ন কৈলা।
তভু সে বালক কৃষ্ণনাম না কহিলা॥
প্রভু কহে আমি নাম জগতে লওয়াইল।
স্থাবর পর্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল॥
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে।
শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞ কহেন হাসিতে॥
তুমি কৃষ্ণনামমন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাঞা কারো আগে না করে প্রকাশে॥
মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান॥

শ্রীচৈতন্য বালকের ওষ্ঠে নিজের পদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করালেন। সুপ্তা বাণী জাগ্রত হলেন দিব্যরসসম্পূট শ্লোক ছন্দে—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥

শ্রীহরির জয় হউক, তাঁকে নমস্কার। ব্রজবালার কর্ণের নীলোৎপল কুণ্ডল, তাঁদের চোখের কাজল, গলার নীলমণিহার আরো সব অলঙ্কার এই চিত্তমনোহারী হরি।

মাত্র সাতবৎসর বয়সে চৈতন্যপ্রভুর কৃপায় যাঁর এমন চমৎকার কাব্যস্ফূর্তি হয়, তাঁরই রচনা এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ মহাকাব্যম্।

মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই দিক্‌পাল চতুষ্টয় শ্রীচৈতন্যলীলা বিস্তারে সর্বজনমান্য। লীলাবর্ণনা আরও অনেকে করেছেন। স্বচ্ছ সরল সাবলীল পরিচ্ছন্ন ভাবগর্ভ তত্ত্ব

ও মাধুর্যরসে পরিপুষ্ট পূর্বোক্ত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ যেভাবে সমাদৃত হয়েছে তার তুলনা নেই। মুরারিগুপ্ত ও কবিকর্ণপূর সংস্কৃত ভাষায়, আর বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বাংলাভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। মুরারি ও কবিকর্ণপূর গ্রন্থান্তরের প্রমাণ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কাব্যস্রষ্টা। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস প্রমাণসাপেক্ষ সিদ্ধান্ত স্থাপন-প্রয়াসী। কোনো তথ্যকে এঁরা বিকৃতভাবে বর্ণনা অন্যথা বাচন বা ইচ্ছাপূর্বক ভ্রান্ত কিংবদন্তী অবলম্বন করতে পারেন না। চৈতন্যলীলা বর্ণনায় পথিকৃৎ মুরারিকে অনুসরণ করেছেন প্রচুরভাবে একাদশ সর্গ পর্যন্ত কবিকর্ণপূর। বৃন্দাবন দাসও ঘটনা পরম্পরার অনুসরণ করেছেন মুরারি গুপ্তের রচনার। কিছু নতুনও সংযোজনা করেছেন।

কর্ণপূর বলেন—আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈঃ ;

কেচিন্মুরারিরিতি মঙ্গলনামধেয়ৈঃ।

যদ্‌যদ্‌ বিলাসললিতং সমলেখি তজ্‌জ্ঞৈ-

স্তত্তদ্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ॥

মহাকাব্য ২০।৪২

শৈশবাবধি যে মুরারি প্রভুর চরিত্র ও বিলাস বিষয়ে পরম অভিজ্ঞ তিনি যে বিলাস লালিত্য বর্ণনা করেছেন, এই শিশু আমি সেগুলি দর্শন করেই লিখেছি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসকে চৈতন্য-লীলার 'ব্যাস' আখ্যা দিয়ে তাঁর সংক্ষেপ বর্ণনার বিস্তার, অলিখিত বিষয়ের সুসঙ্গত বিন্যাস নৈপুণ্যে একক। তিনিও স্থানে স্থানে কর্ণপূরকৃত শ্লোক উদ্ধার করেছেন। মুখ্যতঃ তিনি স্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ ও রঘুনাথদাস গোস্বামার শিক্ষা ও বাণীর প্রাধান্য দিয়েছেন। মুরারি, কর্ণপূর, বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্ববর্ত্তী হওয়ার ফলে ইনি বহুবিষয়ে নতুন ভাবনা ও তথ্য সংগ্রহের সুযোগ পেয়েছেন। বিশেষ করে দেখবার বিষয় মুরারি, কর্ণপূর ও বৃন্দাবন-দাস বাঙ্গলায় বসেই গ্রন্থ রচনা করেছেন আর কৃষ্ণদাস শ্রীধাম

বৃন্দাবনে বিদগ্ধ বৈষ্ণব মণ্ডলীর পরিবেষ্টনে অবস্থান করবার সুযোগ পেয়েছেন।

কর্ণপূর শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ দর্শন, স্পর্শন ও কৃপা সঞ্চারিত। চৈতন্যজীবন কাব্য রচনায় তিনি যে বাস্তবপন্থী হবেন এটা খুব বিস্ময়ের কথা নয়। ব্রজভাবনা বৈদগ্ধী রসিক ভক্তগণের মধ্যে অবস্থান করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বহুল পরিমাণে ভাবতান্ত্রিকতার পরিচয় দিবেন এটাও বিচিত্র নয়। বাস্তবপন্থী কর্ণপূর ও ভাবপন্থী কৃষ্ণদাসের চৈতন্যলীলা বর্ণনা বিন্যাসে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য দেখা গেলেও উভয়ের প্রচেষ্টা এক ও অভিন্ন তা গ্রন্থের নামেই অভিব্যক্ত হয়েছে। কর্ণপূরের গ্রন্থরচনাকালে বৃন্দাবন হতে বৈষ্ণবগ্রন্থ বাঙ্গলায় এসেছে একথা স্বীকার্য নয়, হয়তো কোনো গতিকে কর্ণপূরের গ্রন্থই মহাকাব্য ও চন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি শ্রীবৃন্দাবনে কবিরাজ গোস্বামী দেখবার অবসর পেয়েছেন। তাই মহাকাব্যের অনেক পরে লেখা হলেও স্বকৃত গ্রন্থের নামও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতই রেখেছেন। ইহাতেও অনুমান হয় কর্ণপূরের নির্বাচিত নামও শ্রীবৃন্দাবনের রসিক ভক্ত গোস্বামিগণের অনুমোদিত ও কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছে।

মহাকাব্য সম্বন্ধে প্রাচীনদের বক্তব্য—বন, উপবন, শৈল, সাগর, নগর, প্রভাত, সন্ধ্যা, যুদ্ধ, মন্ত্রণা প্রভৃতি মহাকাব্যে নানাবিষয়ের বর্ণনা থাকা প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এসব বিষয় লীলা বর্ণনা ও দেশ ভ্রমণ ব্যপদেশে বিভিন্ন সর্গে লক্ষ্য করবার বিষয়। নায়ক শ্রীচৈতন্য যে জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের পুত্র এবং ধীরোদাত্ত গুণবিশিষ্ট একথাতো আর বিশেষ করে বলতে হবে না। প্রতিটি লীলায় তাঁর সদ্‌গুণাবলীর প্রকটনে ধীরোদাত্ত নায়কের স্বরূপ অভিব্যক্ত হয়েছে।

রসসৃষ্টিতেই কাব্যের সার্থকতা। রসকেই কাব্যের আত্মা বলা হয়েছে। রসসিন্ধু শ্রীচৈতন্য মাধুর্য্য বর্ণনায় এই মহাকাব্যের প্রবৃত্তি। রসঘন মূর্ত্তিমানরসকেই গ্রহণ করবার আকূতি এই মহাগ্রন্থে।

মহাকবিগণ একটি বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি অবলম্বন করেন যাকে আলঙ্কারিকের 'রীতি' বলা যায়। শব্দ ও অর্থ অলঙ্কারযুক্ত বাক্যবিন্যাসই প্রশংসনীয়। রমণীয় রমণীও যেমন কোনো না কোনো অলঙ্কারের অপেক্ষা রাখে, তেমনি রসযুক্ত বাক্যও অলঙ্কারযুক্ত হলে অধিকতর শোভা ধারণ করে। কাব্যপ্রতিভা স্বাভাবিক ভাবেই কাব্যশরীরে নানাপ্রকার সুষ্ঠু অলঙ্কার দিয়ে দেয়, তার জন্য প্রযত্নের প্রয়োজন পড়ে না।

কাব্যসৃষ্টির মুখ্যতম উদ্দেশ্য রসচমৎকৃতি স্বাদন। কোনো বিশিষ্ট নীতি, ধর্ম বা দর্শন বিজ্ঞান উপদেশ কাব্যাকারে রূপায়িত হলেও উৎকৃষ্ট কাব্য নয়। জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য মার্মিক সম্বন্ধ স্থাপনেই কাব্যের উৎকর্ষ। কর্ণপূর সেই গোপন রহস্যটি ধরে দিয়েছেন। স্রষ্টার পরিকল্পিত কোনো বিশেষ মত বা তন্ত্র খ্যাপনে কাব্য সার্থকতার দাবী করতে পারেনা। তবে তথ্যময় জীবনও নীতিরহিত হয় না। শ্রীচৈতন্যের লীলাকথায় নীতি শিক্ষা আছে। মহানের চরিত্র ও সদ্‌গুণের বর্ণনা অবশ্যই নীতিবোধ উদ্বোধক। বিশেষতঃ জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্তই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব।

কর্ণপূরের শ্লোকমালায় কোনো সিদ্ধান্ত স্থাপনের তাগিদ নেই। কোনো মতবাদ প্রখ্যাপনের প্রচেষ্টা নেই। জীবন সত্ত্বায় সরলগতিতে সৌন্দর্য-বোধের সংপ্রতিষ্ঠা আর সৃজনী কল্পনার চরমোৎকর্ষেই মহাকাব্য জয়যুক্ত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে নীতি-শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত স্থাপনের গুরুদায়ীত্ব বহন করে যুক্তিবহুল ও শাস্ত্রপ্রমাণবাক্য শঙ্কুল হয়ে উঠেছে। চৈতন্যলীলা-ছন্দকে সুসঙ্গত, রসসুন্দর ও প্রেমস্নিগ্ধ আলোকে ভাস্বর করে প্রকাশ করবার বাচনভঙ্গি কর্ণপূর অধিগত করেছিলেন। তাই একটানা জীবন কথার স্রোতেও তিনি বৃন্দাবনীয় প্রেমলীলা সরোবরের আবিষ্কার করে মহাকাব্যকে অলৌকিক ভাবোত্তীর্ণ করেছেন।

কাব্য ও দর্শনশাস্ত্র সম্পূর্ণ পৃথক্। কাজেই কর্ণপূরের মহাকাব্য ও কৃষ্ণদাসের চরিতামৃত আপাততঃ পৃথক্ বলেই মনে হয়। যতদূর সম্ভব বিচারমুলক বিশ্লেষণকে দূরে পরিহার করে শুধু 'কাব্যের জন্যই কাব্য' এই পরম লক্ষ্য রেখে মহাকাব্যের রচনা। শিল্পী যুগচিত্তকে অতিক্রম করতে পারে না। ঐতিহ্য পরম্পরা প্রভাবিত হয়েও মহাকবির মননধর্মের স্বাধীনতা থাকে অব্যাহত, আর সেটিই হয় তার নিজস্ব সম্পদ। বর্ণিতব্য যুগের ভাব ও ভাষাতেই কবিমানসের প্রবৃত্তি নয়। স্রষ্টা কবির সৃষ্টি মহাকাব্য যুগধারার পরিচয় দিয়ে যুগাতীত পরম সত্য নিত্য শাশ্বত মধুর আনন্দকে প্রত্যক্ষ করেছে। কর্ণপূর কাব্যকলায় বিচিত্রছন্দ অলঙ্কারে সৌন্দর্যস্রষ্টা, অতএব শ্রেষ্ঠ শিল্পী। এই মহাকাব্যের সৌন্দর্য উপভোগের অবসরে আত্মসম্বেদন, রসোন্নয়ন ও আনন্দ সাক্ষাৎকারে জীব কৃতার্থ হয়।

লৌকিক রচনার মূলে থাকে কবির আত্মাভিব্যক্তির বাসনানিচয় আর যুগবৃত্তের সঙ্গে প্রকৃষ্ট সহযোগের কল্পনাপ্রিয়তা। আরো থাকে তার জৈবলালসার চরিতার্থতা। এই পারমার্থিক মহাকাব্যে মহাকবি ভগবানের লীলার সহযোগী পার্ষদ। সিদ্ধস্বরূপে নিত্য কৃষ্ণ সুখাভিলাস সংবিধান তাঁর স্বরূপানুবন্ধি ধর্ম। কাজেই ভগবদিচ্ছায় আবির্ভূত তাঁর প্রিয় নিত্যপার্ষদের কবিকর্ম ভগবানের প্রীতি বিধান ভিন্ন অপর কোনো অভিসন্ধির গন্ধযুক্ত থাকতে পারে না। এখানে আত্মপ্রকাশ বাসনা দূরে থাকুক কল্পনাপ্রিয়তা বা জৈব লালসার লেশমাত্রও নেই। বিশুদ্ধ লীলাকথা ভুবনপাবনী বলেই সাধুগণ একে গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন বাণীভঙ্গিতে বাচ্যার্থ, লক্ষণা ব্যঞ্জনা প্রভৃতির প্রয়োগ কুশলতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনো কোনো বিশেষ অনুভূতি কিছু কিছু জড়িয়ে যায়। সম্ভবত এই হেতুই একই বিষয়ের বর্ণনায় বিভিন্ন কবির পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। কর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাস বা

কৃষ্ণদাসের বর্ণনা এই কারণে একরূপ হবে আশা করা সুসঙ্গত হতে পারে না।

কবি ও ঐতিহাসিকের মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান। রম্য-কাব্যে বর্ণিত বিষয়ে বস্তুগত সত্যের চাইতেও সম্ভাব্য সত্যতার সমাদর অধিক। বহুপ্রকার বিচিত্র কথা থেকে কবি তার অভিলষিত প্রসঙ্গগুলিকে সংগ্রহ করে রাখেন তার ভাবসম্পূটে। সেগুলি অপরের সংগ্রহ থেকে অধিক মুল্যবান কিনা তা খতিয়ে দেখবার আগ্রহ থাকেনা। এর ফলে শ্রীচৈতন্য চরিত্রেরও বিচিত্র প্রসঙ্গ বিভিন্ন কবির ভাষায় অধিকতর বিচিত্রতা লাভ করেছে। কাহারও বর্ণনা অযথার্থ বা কিম্বদন্তী বলে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। আর এ প্রকার প্রচেষ্টায় একাংশ স্বীকার অপরাংশ অস্বীকারের দায় গলগ্রহ ন্যায়ে স্বীকার করতে হয়। ভক্তের বাক্যে অব্যভিচারী। চৈতন্য চরিতাঙ্কনে সত্যতম নিত্যতম চিরন্তন প্রিয়তমকে আবিষ্কার করাই কাব্যপ্রতিভার পূর্ণতম অভিব্যক্তি।

কর্ণপূর ইতিহাসের কথাকেও কাব্য সুষমায় মধুমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। বৃন্দাবনের ন্যায় কোনো ভক্তচক্রের পরামর্শ নিয়ে কাব্য বিস্তারের চেষ্টা তাঁর ছিলনা। রামানন্দ মিলন প্রসঙ্গ মহাকাব্যে সংক্ষিপ্ত বলে আক্ষেপের কারণ নেই। চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে যে ভাবে বিস্তার করা হয়েছে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় আবার তাকেও নানা ভাবে পল্লবিত করেছেন। কোন ক্রমবিকাশ নীতিতে মিলন প্রসঙ্গ ও প্রশ্নোত্তর গ্রন্থ হতে গ্রন্থান্তরে অধিকতর যুক্তি সামঞ্জস্য ও সিদ্ধান্ত-পূর্ণ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে সেটি আলোচনার বিষয় হয়ে আছে।

কবিব্যাপার বা কাব্যকৌশল উপন্যস্ত অসম্ভাব্য ঘটনার সমাবেশ দর্শনে মনে নানাপ্রকার প্রতিকূল সমালোচনার বৃত্তির উন্মেষ হতে পারে। সেক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, জীবনের সাধারণ ঘটনাও

কুশল কবির বাচনভঙ্গিতে অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠান হয়ে ফুটে ওঠে। অবিশ্বাস্য ভাববিলাসও সত্য বলে প্রতিভাত হয়, নির্বিশেষ অধ্যাত্ম আলোকও বিদগ্ধ মনের ভাবনারস সঞ্চারে ঘনীভূত রূপ পরিগ্রহ করে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উপমা বা ভাষার রীতিতে অভিনব আনন্দরাজ্যের দ্বার খুলে দেয়।

কর্ণপূর গোস্বামী মহাকাব্যে নানাপ্রকার ছন্দের সংযোজনা করেছেন। শার্দ্দূল বিক্রীরিতম্ থেকে আরম্ভ করে প্রাচীনযুগে প্রচলিত অপ্রচলিত বিবিধ ছন্দের নিশানা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। দশম সর্গের শেষ অংশ থেকেই ছন্দের বিচিত্রতা পরিস্ফুট হয়েছে বিশেষভাবে। কয়েকটি সর্গ ও শ্লোক সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হচ্ছে। ১১শ ১-৮৭ মন্দাক্রান্তা, ১২শ ১-১৩০ ইন্দ্রবজ্রা উপেন্দ্রবজ্রা উপজাতি বৃত্ত। ব্যতিক্রম ৪৯ তম শ্লোক ষট্পদী এরূপ ত্রিপদী বা একপদীও আছে। ১৩শ ৭৯-৮০ রথোদ্ধতা, ৮১-১০৮ স্বাগতা ও রথোদ্ধতা, ১৪শ ১৩৩ ইন্দ্রবজ্রা উপেন্দ্রবজ্রা মিলিত উপজাতি। ১৫শ ১-১০৪ পুষ্পিতাগ্রা, ১৬শ ৩১-৪৭ ভুজঙ্গ প্রয়াত, ১৫শ ১০৫ শ্রগ্‌ধরা, ১০৭ পৃথ্বী, ১০৯ হর্ষিণী, ১১০ মালিনী, ১৭শ ১-২৩ মঞ্জুভাষিণী ঐ ২৬-৪০ চন্দ্রবর্ত্ম ১৭শ ৩০-৩৫ মন্দাকিনী, ৪৪ মত্তময়ূর, ৪৫ কলহংস, ৪৬ ভ্রমর বিলাসিতা, ৪৭ দোধক, ৪৮-৪৯ শালিনী, ৫৪ শশিকলা, ৫৬ লীলখেল, ৫৭-৬২ লোলা। আরো ছন্দ ও বিচিত্র শ্লোক, একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর ও চক্রবন্ধ প্রভৃতি এই মহাকাব্যে দর্শনীয়। এই কাব্যকলাকৌশল প্রদর্শন অল্পবয়স বা স্বল্প জ্ঞানের পরিচায়ক মোটেই নয়। তা ছাড়া সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলাবলম্বনে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে তিনি এক অলঙ্কার শাস্ত্র রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠভূষণ কৌস্তুভমণি স্মরণ করেই মহাকবি তার নাম দিয়েছেন 'অলঙ্কার কৌস্তুভ'। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণি রচনা করে অপ্রাকৃত নায়ক নায়িকা ও তাঁদের সহায় সখী দাস দাসীগণের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত করেছেন।

শ্রীজীব গোস্বামী গোপাল চম্পূতে শ্রীকৃষ্ণলীলাকে নবীনতর মাধুর্য মণ্ডিত করে উপস্থাপিত করেছেন। সেই সকল শাস্ত্র গৌড়ে প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই বাঙ্গলায় মহাকবি কর্ণপূর আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ ও অলঙ্কার কৌস্তুভের ন্যায় রস বিস্তারে প্রাণবন্ত অভিনব গ্রন্থযুগল উপহার দিয়েছেন। বৃন্দাবনে বিদগ্ধ মাধব, ললিতমাধব, বিরচিত হয়েছে, আর কর্ণপূর 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটক রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী কর্ণপূরের গ্রন্থগুলির টীকা রচনা করেছেন যমক, অনুপ্রাস, উপমা, অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুত প্রশংসা, বিরোধাভাষ প্রভৃতি নানা অলঙ্কারে সমৃদ্ধ এই মহাকাব্য সাধারণ বুদ্ধির রচনা নয়। সদৈন্য বাক্যে কবি নিজেকে "শিশু" বলেছেন তার অর্থ এ নয় যে, গ্রন্থ রচনাকালে তিনি এক সাধারণ বালক মাত্র ছিলেন। প্রকৃষ্ট কাব্যকলার সঙ্গে সুপরিচিত না হলে এরূপ মহাকাব্য রচনা হয় না, আর "অলঙ্কার কৌস্তুভ" বা "আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ" কাব্যবিন্যাসও সম্ভব হয় না।

শ্রীবৃন্দাবন ধামস্থ ষড়্ গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে গৌড়-দেশস্থ গৌরভক্ত বৈষ্ণবের মতবাদের বিশেষ কিছু পার্থক্যকে মুখ্যভাবে প্রদর্শন করে যাঁরা তৃপ্তি বোধ করেন, তাঁদের ধারণা যে ভ্রান্তিবিলাস মাত্র এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। মহাকাব্যে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্য শ্রীমদ্‌ব্রজবরবধূ প্রাণনাথ (১।৮)। তিনি ত্রিবিধ তাপতপ্ত জীবের উদ্ধার হেতু অবতীর্ণ (১৭।৭)। চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের কথা তাঁর সাধন নাম সংকীর্ত্তন প্রধান। বিবিধভক্তিযোগমাবির্ভাবয়িতুং শ্রীচৈতন্যরূপী ভগবানাবিরাসীৎ। 'কুলজাতি নিরপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ' এই উক্তিতে কবিকর্ণপূরের বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৪।৪৮

শ্রীচৈতন্য প্রিয়ারবেশের অবেশে অত্যন্ত মনোরম মূর্ত্তি ধারণ করেন নৃত্য সময়ে (১১।২৪)। শ্রীরাধা ভাবে শ্রীচৈতন্যকে মহাকাব্যে

নানাস্থানে বর্ণনা করেছেন। "ক্ষণং গোপীভাবৈঃ ক্ষণমপি চ দাস্যৈঃ" (১১।৬১) ক্ষণে ক্ষণে গোপী ভাবের উদয়ের কথাও এখানে আছে। বৃন্দাবন রমণীজন বিপ্রয়োগ দুঃখও তিনি প্রকাশ করেছেন। (১৫।৪) নিরবধি সেই বিরহ দুঃখ হৃদয়ে ধারণ করেন শ্রীচৈতন্য। (১৫।৫) রসসিন্ধুশশী (৭।৬৫) চৈতন্য ব্রজবালাগণের নাগরেন্দ্র। গৌরচন্দ্র বৃন্দারণ্য চন্দ্র (১৩।৯৩), প্রিয়ৈতৈকসাগর গৌর ১৩।১৪১। গৌর দর্শনে ভক্তগণ সাগর হলেন (১৪।৩৭-৪১), হরিনাম গৌরের স্বনামরত্ন (১৩।১) বলেছেন এই মহাকাব্যে।

কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দের পরিচয়, অটাট্যা = পর্যটন, হিণ্ডীর সমুদ্রের ফেনা, সুরস্থূন = লবঙ্গফুল, সন্নাহপট্ট = পট্ট ডোরী, কশিপু = গদী বা তুলিকা, বিশেষক = তিলক।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্ শ্রীচৈতন্য যুগের প্রারম্ভে ভক্তগণের ভাবনাসম্পূট। শ্রীচৈতন্য ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ, করুণাসাগর, প্রিয়াভাব বিভাবিত অন্তর, স্বনামরত্ন কীর্ত্তন ও দানকুশলী, প্রেম একমাত্র কাম্য, মুক্তি ভগবানের প্রিয় পার্ষদ স্বরূপ লাভ। এই সকল দার্শনিক তত্ত্বও কবি কর্ণপূরের কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে।

সেই যুগের কালপঞ্জী

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম—১৪০৭ শক (নিত্যানন্দচরিত মতে ১৯শে ফাল্গুন শুক্রবার অন্যত্র ২২শে ফাল্গুন (প্রবাসীতে ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২১ পৃঃ) ২৫শে ফাল্গুন। ফণিভূষণ দত্ত শ্রীচৈতন্য জাতক ২৩শে ফাল্গুন শনিবার। সীতাগুণকদম্ব ২৩শে।

তিরোধান—১৪৫৫ শক ৩১ আষাঢ়।

জীবন-কাল—৪৭ বৎসর ৪ মাস ১২ দিন।

কবিকর্ণপূর এই সময়কে ৪৭ বৎসর বলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৪৮ বৎসর বলেন।

সন্ন্যাস ১৪৩১ শক ২৯শে মাঘ।

সন্ন্যাস জীবন ২৩ বৎসর ৫ মাস ২ দিন।

শ্রীচৈতন্য ১৪৩০ শক পৌষের অন্তে গয়া হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন (মহাকাব্য ৪।৭৬) মাঘ মাস হতে কীর্ত্তন ও ভাবপ্রকাশ (৪।৭৬ মহাকাব্য) মাঘ হতে চার মাস বৈশাখ পর্যন্ত ছাত্রদের পড়াইতেন (মহাকাব্য ৫।২৪) জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষের শেষ আটমাস নৃত্যকীর্ত্তন (৫।১২৫ মহাকাব্য)

এই তের মাস সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবন দাস বলেন—

মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিতে
বৎসরেক কীর্ত্তন করিলা যেন মতে। (চৈঃ ভাঃ ২।১।১৭১)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল এক সংবৎসর॥ (চৈ চঃ ১।১৭।৩০)

১৪৩১ শক ২৬শে মাঘ বুধবার শেষরাত্রিতে গৃহত্যাগ।
২৭শে বৃহস্পতিবার কাটোয়ায়।
২৮শে শুক্রবার সন্ন্যাসের উদ্‌যোগ মুণ্ডন প্রভৃতি।
২৯শে শনিবার সন্ন্যাস।

সন্ন্যাসের পর তিনদিন ভাবাবেশে ভ্রমণ (কর্ণপূর ১১।৬১)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ (২।৩।৩)

কর্ণপূর বলেন—শ্রীচৈতন্য কয়েকদিন অদ্বৈতমন্দিরে শচীদেবীর পাচিত অন্নভোজন করেছিলেন (মহাকাব্য ১১।৭৩)

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—এইমত অদ্বৈতগৃহে ভক্তগণ মেলে।
বঞ্চিল কথোকদিন মাত্র কুতূহলে॥ ২।৩।২০

গমনাগমন বিষয়ে কর্ণপূরের নির্দ্ধারণ

১। সন্ন্যাসের পর পুরীতে আঠার দিন মাত্র স্থিতি (মহাকাব্য ১২।৯৪)

২। দাক্ষিণাত্য যাত্রা। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে চাতুর্মাস্য (১৩।৩৫)

৩। সেতুবন্ধ যাত্রা, সেই পথে গোদাবরী তীরে (১৩।৩৫) এক বৎসর পর প্রত্যাবর্ত্তন।

৪। স্নানযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন (১৩।৫০)
(এই হিসাবে ১৪৩২ ও ১৪৩৩ শক রথযাত্রা দর্শন হয় নাই)

৫। ১৪৩৪ স্নানযাত্রা দর্শন পরে অদর্শনে গোদাবরী তীরে রামানন্দ সঙ্গে পুনরায় মিলন। (১৩।৫৭ ও ১৩।৬০)

৬। ১৪৩৪ শক হেমন্তে রামানন্দ সহ শ্রীচৈতন্যের শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন। (১৩।৬০)

"বহুতীর্থভ্রমণকারী সুমহান্ পুণ্যপয়োনিধি" গোবিন্দ এসে পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন। (১৩।১৩০-৩২)

সেন শিবানন্দের পর স্বরূপদামোদর (পুরুষোত্তম আচার্য) শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হন। (১৩।১৩৭-১৪৪)

৭। ১৪৩৫ শকে সন্ন্যাসের ৫ম বর্ষে বিজয়াদশমীর দিন গৌড়ে যাত্রা। (১৯।৫)

মহাকাব্যে ১৯।৬ হইতে ২০।৩৪ পর্যন্ত গৌড়ে যাতায়াত বর্ণনা।

৮। বৃন্দাবন গমন ও নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন (২০।৩৫-৩৭) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। কাল হিসাবে সাড়ে তিন বৎসর গমনাগমন। কর্ণপূর বলেন তিন বৎসর। শক হিসাবে ১৪৩১, ১৪৩২, ১৪৩৩, ১৪৩৫, ১৪৩৬ ও ১৪৩৭ শক প্রতিবৎসরই কিছু গমনাগমন, অতএব কৃষ্ণদাস বলেন, ছয় বৎসর গমনাগমন।

৯ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং মহাকাব্যম্" রচনার কাল গ্রন্থের শেষে—

বেদারসা শ্রুতয় ইন্দু রিতি প্রসিদ্ধি
শাকে তথা খলু শুচৌশুভগে চ মাসি।
বারে সুধা কিরণ নাম্নাসিত দ্বিতীয়া
তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুষ্য ॥

১৪৬৪ শক আষাঢ় মাস সোমবার কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া তিথিতে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়।

১০। চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের শেষে দেখা যায়—

শাকে চতুর্দশকে রবিবাজিযুক্তে
গৌরোহরির্ধরণিমণ্ডলে আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয় লীলা
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ ॥

১৪০৭ শকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। আর সেই ১৪৯৪ শকে তাঁর এই লীলা গ্রন্থের আবির্ভাব।

কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের ৬।৭ বৎসর পর জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্‌মহাকাব্যম্ রচনা সময়ে ১৭।১৮ বৎসর হইলে চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক রচনার সময় তাঁর বয়স ৪৮ বৎসর। গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা ১৪৯৮ শকে সমাপ্ত হয়েছে।

এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থরত্নের প্রথম প্রকাশ বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে ১২৯১ সালে। সম্পাদনা করেন শ্রীরাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন অনুবাদও করেন তিনি। বর্ত্তমান প্রকাশনে ওঁ বিষ্ণুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের স্বহস্ত সংশোধিত অধুনা চালতাবাগান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সেই প্রাচীন গ্রন্থই প্রধানতম অবলম্বন। বরাহনগর পাঠবাড়ীর পুঁথিশালার ৩৯০।১ সংখ্যক পুঁথি-খানাও আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করেছে। যারা গ্রন্থ দ্বারা এবং উপদেশ প্রদান করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাঁদের আন্তরিক

কৃতজ্ঞতা জানাই। কল্যাণীয়া শ্রীমতী জয়শ্রীমা আমার এই দুর্লভ গ্রন্থের অনুলিপি করেছে আর পরমকল্যাণভাজন শ্রীমান নটরাজ কিশোর গোস্বামী বাবাজীবন ধৈর্য সহকারে প্রুফ দেখে গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা করেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি এদের মঙ্গল হউক। শ্রীভূমিতে আমার প্রতিবেশী অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও আংশিক প্রুফ দেখে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থের জন্য শ্রীশ্রীহরিসভা অর্থানুকূল্য করে বৈষ্ণব সাহিত্য প্রকাশে যে উপকার করেছেন তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পরিশেষে শ্রীচৈতন্যের চরণচিন্তামণি সমুদ্ভাসিতান্তর সহৃদয় ভক্তবৃন্দের চরণে প্রার্থনা করি, তাঁরা অদোষদর্শী স্বভাবকৃপালু, অতএব এই গ্রন্থ সম্পাদনে যে সকল দোষত্রুটি হয়েছে, ক্ষমার দৃষ্টিতে দর্শন করে আমাকে কৃতার্থ করবেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশ্যদ্বাদশাস্তন
শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্

প্রথমঃ সর্গঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোজয়তি ॥

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো
গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
তাসাং শশ্বদ্দৃঢ়তরপরীরম্ভসম্ভেদতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ ॥১॥

যস্যাঙ্গ শ্রীমধুরিমপরীনাহ পীযুষসেকৈ
র্ভাস্বচ্চামীকরজলময়ৈঃ শান্তনিঃশেষতাপৈ
র্যস্য শ্রীমৎপদজলরুহান্মাকরন্দ প্রবাহৈঃ
সাক্ষাৎ প্রক্ষালিতমিব জগচ্ছশ্বদানম্যতাং সঃ ॥২॥

জানুপ্রাপ্ত প্রস্মর ভুজাদণ্ড মুচ্চণ্ডচণ্ড—
দ্যোত শ্রেণীপটুতর মহোমণ্ডলী মণ্ডিতাঙ্গম্।
আকর্ণান্তঃ স্খলিত—ললিতাপাঙ্গ মত্যন্তরজ্য—
দৃগণ্ডাভোগং মৃগপতিশতাক্রীড়মানং ভজামঃ ॥৩॥

সচ্চিদাময় ঘন শ্যামকান্তি শ্রীকৃষ্ণ পুরাকালে শ্রীবৃন্দাবনে সমবর্ণা গৌরাঙ্গী রমণীকুলের সহ নৃত্য করিয়াছেন। তিনিই কি সেই গৌরকান্তি গোপসুন্দরীদিগের নিরবচ্ছিন্ন দৃঢ় আলিঙ্গন জনিত অঙ্গমর্দ্দনে শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে বিরাজ করিয়াছেন? ॥১॥

যাঁর অঙ্গের উজ্জ্বল স্বর্ণদ্রবসদৃশ মাধুর্য্যামৃত-সেকদ্বারা সর্ব্বতাপ নিঃশেষে দূর হয়, যাঁর পাদপদ্ম বিগলিত মধুধারায় দৃশ্যজগতের জড়তা প্রক্ষালিত হয়, সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি নমস্কার করি ॥২॥

যাঁর জানুবিলম্বিত বাহুদণ্ড মনোহর, অপাঙ্গ আকর্ণবিস্তৃত, অত্যন্ত

যস্য শ্রীমন্নখমণি সুধা রশ্মি রম্য প্রকাশৈ—
স্ত্রৈলোক্যান্ত র্জটিত জড়িমক্ষালনায়োন্মিষদ্ভিঃ।
স্বীয় প্রেমাম্বুধি লহরিকাপুর পূরেণ ভুয়ো
জাড্যং চক্রে তমিহ তদহো সেবতাং জীবলোকঃ ॥৪॥

স্বীয়ৈর্লীলাবিলসিত রসৈঃ পাদসেবাবিলাসৈ
র্লাস্যোল্লাসৈর্যদয়মকরোৎপূর্ণপুর্ণাং ত্রিলোকীম্।
মন্যে ভূয়স্তদিহ করুণা সৈব নিত্যং নবীনা
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণমতুতরাং তামিমাং জীবলোকঃ ॥৫॥

যত্র শ্রীমন্মধুরিমময়ী কান্তিরেষা জগাম
ব্যাহারান্তং গুরুকরুণতা পূর্ণতামাগতাসীৎ।
বৈদগ্ধীয়ং নিখিলসুভগা হন্ত নির্বাহমাপ্তা
গৌরাঙ্গস্য প্রণম তদিদং পাদপাথোজ যুগ্মম্ ॥৬॥

স্বক্লিমাভ গণ্ডস্থল, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় জ্যোতিঃমণ্ডলে যাঁর অঙ্গ বিমণ্ডিত, শত শত সিংহের বিক্রমে ক্রীড়াশীল সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি ভজন করি ॥৩॥

যাঁর শ্রীমণ্ডিত পদনখমণির সুধামাখাচ্ছটার রমণীয় প্রকাশে ত্রিলোকের চিন্ময়ভোগজড়তা অজ্ঞান দূর করিয়া নিজ প্রেমপারাবারের তরঙ্গাঘাতে ত্রিলোকের অপার্থিব জড়তা বিধান করিতেছে অহো জীবগণ, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সেবা কর ॥৪॥

আমার মনে হয়, ভগবান গৌরাঙ্গ নিজলীলায় বিলসিত রসদ্বারা পাদসেবা বিলাস নৃত্যের উল্লাসে ত্রিলোক পূর্ণ করিয়াছে। উহা তাহার অভিনব এক করুণার প্রকাশ। বারবার সেই কৃপাকে জীবগণ প্রণাম করুক ॥৫॥

যাঁর অঙ্গের কান্তিমাধুরী বর্ণনাতীত পরম গরিষ্ঠ করুণা পূর্ণরূপে বিলসিত বৈদগ্ধী যাঁর সীমাতিশায়ী সেই গৌরাঙ্গের চরণ কমল যুগলে প্রণাম কর ॥৬॥

চিত্রং তাবদ্‌গুণজলনিধেস্তস্য লাবণ্যধাম্নো—
বৈদগ্ধ্যাদের্লবমপি সুধীর্ভাষিতুং কঃ সমর্থঃ।
স্বীয়াং শক্তিং দ্বিগুণগুনিতাং চেদ্বিধায়ৈষ বক্তুং
শক্তঃ শক্তঃ স্বয়মপি নহি শ্রীলগৌরাঙ্গচন্দ্রঃ ॥৭॥

অস্য শ্রীমদ্ব্রজবরবধূ প্রাণনাথস্য লীলা—
লাবণ্যাঢ্যং তরুণিমসুধাসম্ভৃতং তং বিলাসম্।
যে তৎ পদাম্বুজমধুকরা বক্তুমুতো হন্ত তেষাং
শ্রুত্বা কোপি প্রচলহৃদয়শ্চাপলাদেষ বক্তি ॥৮॥

ক্বাসৌ তত্তদ্বিবুধনগরীচক্রচূড়ামণীনাং
ব্রহ্মাদীনাং মুকুটপদবীরত্ননীরাজিতাঙ্ঘ্রিঃ।
চাপল্যৈকপ্রবণহৃদয়ঃ ক্বাহমত্যন্তমুগ্ধ
স্তৎ কারুণ্যং মহদিতি কদাপ্যেষ সদ্ভির্ন হেয়ঃ ॥৯॥

আশ্চর্য্য সেই গুণের সাগর লাবণ্যের ধাম গৌরাঙ্গের লীলা বৈদগ্ধীর লেশমাত্রও বর্ণনা করিতে পারে কোন্ পণ্ডিত? শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেই নিজের শক্তিকে দ্বিগুণিত করিয়া বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন তাহা হইলেও সমর্থ হইবেন ইহা বলা যায় না ॥৭॥

গৌরাঙ্গ চরণকমলভৃঙ্গগণের গুণগান শ্রবণে চপল হইয়া ব্রজবরবধূগণের প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের লীলালাবণ্যাঢ্য তারুণ্যসুধাসিক্ত গৌর বিলাস কথা বর্ণনায় এই ব্যক্তি আমি প্রবৃত্ত ॥৮॥

স্বর্গলোকের দেবতাগণের চূড়ামণি ব্রহ্মাদি দেবগণ নিজের মুকুটমণিদ্বারা যাঁহার পাদপদ্মের আরতি করিয়া থাকেন। সেই দুর্লভ যদুকুল-তিলক কৃষ্ণই বা কোথায়? আর স্বভাবতঃ চঞ্চল মূঢ় মতি আমিই বা কোথায়? তবে এক কথা করুণা নিধানের কারুণ্য বশতঃ কখনই এ ব্যক্তি সাধুদের কাছে হেয় হইবেন না ॥৯॥

যদ্‌যদ্দৃষ্টং শ্রুতমপি চ যত্তস্য লীলাবিলাসৈ
স্তত্তৎপ্রাণৈরতিশয়মহামূঢ়চিত্তায় যন্মে।
ভূয়ো ভূয়ঃ কথিতমিতি যৎ যদ্ধৃতং তত্র তত্র
ক্ষুদ্রোয়ং তৎ কথয়তি কিয়ত্তৎকৃপায়াবশঃ সন্ ॥১০॥

সংপূর্ণোয়ং ভবতি যদি বা নোদ্যমস্তেন কিং মে
যাবত্তাবৎ প্রভুবিলসিতোৎকীর্ত্তনে ভূরি ভাগ্যম্।
যদ্বা শক্তেঃ সমমনুবদন্ নৈব হাস্যায় সোঽয়ং
যস্মান্নৈতৎচরিতমখিলং ব্রহ্মণোপি প্রমেয়ম্ ॥১১॥

যদ্যেতস্মিন্নহহ ভবিতা দূষণং ন প্রমাদাৎ
কিঞ্চিত্তস্মিন্ন খলু সুধিয়ামাগ্রহো জাতু ভাবী।
যত্তে শ্রীমচ্চরণকমলদ্বন্দ্বগাথানুমত্তা
স্তস্মাদেষু ক্ষণমপি ন মে বর্ত্ততে কাপ্যপেক্ষা ॥১২॥

আমি অতি ক্ষুদ্র এবং অতিশয় মূঢ়মতি অতএব প্রভুর লীলা বর্ণনে আমার কিছু মাত্র শক্তি নাই, তবে তাঁহার কৃপা বশীভূত হইয়াই দেখা ও শুনা চরিত্রের বিষয় কিছু কিছু বর্ণনা করিতেছি ॥১০॥

যদিও আমার এই উদ্যম নিষ্ফল হয়, তথাপি প্রভুর বিলাস বর্ণন জন্য যে সৌভাগ্যের উদয় হইবে তাহার প্রতি আর কোন সন্দেহ নাই। অথবা আমি শক্তি অনুসারে বর্ণন করিলেও হাস্যাস্পদ হইব না, কারণ গৌরাঙ্গ চরিত্রের পরিমাণ করিতে ব্রহ্মাদিও সমর্থ হয়েন নাই ॥১১॥

প্রভুর লীলা বর্ণন করিতে উদ্যত হইয়া আমার গ্রন্থে যদি ভূরি ভূরি দোষ থাকে তাহা হইলেও পণ্ডিতেরা কখনও সে সকল দোষ গ্রহণ করিবেন না, কারণ পণ্ডিতগণ ভগবচ্চরণের কথা রসে উন্মত্ত, সুতরাং তাঁহাদের জন্য আর আমার কি অপেক্ষা? ॥১২॥

শ্রীমদ্বৃন্দাবনবরবধূপ্রাণনাথঃ সমস্তং
বিশ্বং প্রেমামৃতলহরিভির্নির্ভরং প্লাবয়িত্বা।
তত্তল্লীলামৃতমপি মুহুঃ স্বাদয়িত্বা বিশেষং
ভূয়স্তাসাং নিকটমগমত্তদ্বিয়োগাক্ষমোসৌ ॥১৩॥

ইত্থং তত্তদ্বিলসিত সুধাপূরমাস্বাদ্য ভূয়ঃ
শিক্ষাব্যাজাৎ প্রথিতকরুণে হন্ত হান্তর্দধানে।
এতৎপ্রাণাঃ ইহা জীবনৈঃ সংবিসৃষ্টাঃ
কেচিদ্ভূমৌ করুণকরুণাঃ সন্তি কেচিৎ প্রযাতাঃ ॥১৪॥

হা গৌরাঙ্গ প্রিয়তম হহা হা প্রভো দীনবন্ধো
হা হা কষ্টং নিজ-ধন-জন-প্রাণ-জাতি-স্বরূপ।
ইত্থং ভুয়ঃ করুণ করুণঃ ক্রন্দতাং বাকপ্রবন্ধ
শ্চিত্তং ভিত্তীরপিচ শতধা হন্ত সদ্যঃ করোতি ॥১৫॥

গোপাঙ্গনাগণের প্রাণবন্ধু সেই হরি একবার প্রেমামৃত লহরীতে জগৎকে পরিপ্লুত করণানন্তর পূর্ব্বলীলামৃত বিশেষরূপে আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদের বিয়োগ সহনে অক্ষম হইয়া পুনরায় তাঁহাদের নিকট গমন করিয়াছিলেন ॥১৩॥

হরি এইরূপে নবদ্বীপে বিরাজ করিয়া লোক শিক্ষাচ্ছলে ধারাবাহী বিলাস সুধার আস্বাদন করত কালক্রমে অন্তর্হিত হইলে তদীয় ভক্তগণ কতকগুলি জীবনাবশেষে কেহ রহিলেন আর কেহ তাঁহার অনুগমন করিতে বাধ্য হইয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে প্রাণপ্রিয়! হে দীননাথ! হে প্রভো! হে গৌরাঙ্গ! হে করুণাময়! তুমি আমাদের ধন, জন, প্রাণ ও জাতি স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? তখন তাঁহার অনুচরগণের এইরূপ কষ্টকর বিলাপ-স্বর যেন শ্রোতৃবর্গের হৃদয় ভিত্তিকে একেবারে শতধা বিদীর্ণ করিতে লাগিল ॥১৪॥১৫॥

কেচিং কেচিদ্বহু বিকলিতাস্তদ্বিয়োগাগ্নিতাপৈ—
দৃ'ষ্ট্বা বিশ্বং প্রলয়সময়প্রায়শূন্যাতিশূন্যম্ ।
অন্তর্বাষ্পব্রণশতকৃতাং বেদনাং তৈর্বিলাপৈ—
দূ'রীকর্ত্তুং রুরুতুরসকৃদ্ধাহহেত্যুচ্চনাদৈঃ ॥১৬॥

হাহা লীনা ভবতি সততং ক্ষোভ শোকাগ্নি পূরে
হাহা প্রাণ প্রিয়তম ভবদ্বিপ্রয়োগে ধরিত্রী ।
পূর্ব্বং যাসৌ তব চরণয়োঃ স্নিগ্ধমুগ্ধৈ বিহারৈঃ
স্নিগ্ধৈরাসীৎ সুকৃতসুকৃতা ধন্য ধন্যাতি পুণ্যা ॥১৭॥

কিং কিং তস্মাদহহ সুকৃতং দীর্ঘ দীর্ঘং সমন্তা—
চ্চক্রে পৃথ্বী তব পদরসৈর্যৎ প্রকৃষ্টা রসাসীৎ ।
হাহা সংপ্রত্যপি বিরহিতা হন্ত সর্ব্বংসহেতি
স্বীয়ং নাম প্রকরণ বশাদন্বিতার্থং চকার ॥১৮॥

কেহ কেহ তাঁহার বিরহাগ্নি সন্তাপে তাপিত ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া প্রলয় কালের ন্যায় এই জগৎকে শূন্য দেখিতে লাগিলেন। কেহ কেহ মর্ম্মভেদনী বেদনা শান্তি করিবার জন্য অত্যুচ্চস্বরে হাহাকার শব্দে রোদন করিয়াছিলেন ॥১৬॥

কেহ কেহ কহিতে লাগিল হে প্রিয়তম! পূর্ব্বে এই ধরণী তোমার পাদপদ্ম স্পর্শে সুস্নিগ্ধ হইয়া পুণ্যবতী ও ধন্যা এই নাম ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে সেই মহীমণ্ডল তোমার বিরহে সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ ও শোকাগ্নি প্রবাহে মগ্ন হইতেছে ॥১৭॥

কেহ কেহ কহিতে লাগিলেন হে প্রভো! আর কি বলিব দেখ এই পৃথিবী ইতিপূর্ব্বে প্রাক্তন পুণ্য বলে তোমার পাদস্পর্শে অপূর্ব্ব রসাস্বাদন করিয়া 'রসা' এই নাম ধারণ করিয়া এখন নিজের সর্ব্বংসহা নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে ॥১৮॥

হাহা নাথ প্রিয়তম মনোনাথ কারুণ্য সিন্ধো
নিঃসীমাগঃ শমনদয়িত প্রেষ্ঠ হাহা হতাঃ স্মঃ
সর্ব্বো লোকস্তব চরণয়ো র্বিপ্রয়োগেঽতি দুর্গে
লীনো দীনঃ শ্বসতি পরমৈর্দুষ্কৃতানাং সমূহৈঃ ॥১৯॥

যে যে স্নিগ্ধাঃ পরম সুহৃদস্তে ত এব প্রযাতা—
স্তে তে ধন্যাঃ প্রভুচরণয়োঃ প্রেমমাত্রৈক সাধ্যাঃ।
হা ধিক্ কষ্টং প্রভুমপি চ তং তং চ সঙ্গং সমেত্য
প্রাণাস্ত স্তদ্বিরহবিকলাঃ সন্তি হা ধিক্ কঠোরাঃ ॥২০॥

যে তৎশ্রীমৎপদ কমলয়োঃ সৌরভীং মাধুরীং বা
তামাসাদ্য ক্ষণমপি ন যৎ সর্ব্বমেব ত্যজন্তি।
তে বা কষ্টং কিমুত পশবঃ কিং নু বৃক্ষা বিরূঢ়াঃ
কিং গ্রাবাণঃ শিব শিব নবা চেতনাভি র্বিহীনাঃ ॥২১॥

কেহ কেহ কহিল হে নাথ! হে প্রিয়তম! হে করুণাময়! হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! হে অপরাধ ভঞ্জন! হে দয়িত! হে প্রেষ্ঠ! তুমি দেখিতেছ না যে জনগণ তোমার পাদপদ্ম দর্শনে বঞ্চিত হইয়া ইতর সামান্যের ন্যায় পাপ পরবশে সদৈন্য দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন ॥১৯॥

আর কেহ কেহ ইহাও কহিতে লাগিলেন, যাঁহারা প্রভুর পাদপদ্মের প্রেমে অত্যন্তবশ হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমাত্মীয় পরম সুহৃদ এবং তাঁহারাই ধন্য, আর আমরা প্রভুর অদর্শনে বিকলেন্দ্রিয় হইয়াও মৃত্যু লাভ করিতে পারিলাম না, অতএব বুঝিলাম প্রাণের মত কঠিন আর কিছু নাই ॥২০॥

যাঁহারা প্রভুর পাদপদ্মের গন্ধে মাধুরী লাভ করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিতেছেন না, হা কষ্ট, তাহাদিগকে, পশু, শুষ্ক-বৃক্ষ ও চেতনাবিহীন পাষাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ॥২১॥

যৎ পাদাম্ভোরুহ যুগ রসাস্বাদনেনৈব তৃপ্তা—
স্ত্যক্ত্বে কান্তং ধনজনগৃহং প্রেমমাত্রৈক সাধ্যাঃ।
দীনাঃ সন্তঃ পরমকৃতিনো হন্ত সন্তঃ সমন্তাৎ
কান্তারান্তর্গিরিষু বিপিনেষ্বেবমেবং চরন্তি ॥২২॥

শ্রীমৎপাদাম্বুজ যুগরসং চক্ষুষাপীয় গন্ধং
তস্যাঘ্রায় প্রণয় মধুরং প্রেমসীধুঞ্চ পীত্বা।
আস্বাদ্যৈ তদ্বচন মধুরং হন্ত কো জীবলোক—
স্তবিচ্ছেদং শিব শিব হা হা কথং হন্ত সোঢ়া ॥২৩॥

অদ্যাপ্যেতচ্চরণকমলদ্বন্দ্বগন্ধেন সর্ব্বে
ত্যক্তাসঙ্গা নিরবধিগলৎ সর্ব্ববন্ধাঃ সমন্তাৎ।
স্বৈরং স্বৈরং নটনরভসৈঃ কীর্ত্তনৈঃ সঞ্চরন্তো
বর্ত্তন্তে তদ্বিরহদহনং কঃ সহেতাস্য তস্য ॥২৪॥

প্রেমের বশবর্ত্তি হইয়া প্রভুর পাদপদ্মের মকরন্দ পানে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করত যাঁহারা অকিঞ্চনের ন্যায় কখন কান্তারে, কখন গিরিগহ্বরে কখন বা কাননে বিচরণ করিতেছে তাঁহারাই পরমকৃতী পণ্ডিত ॥২২॥

যাঁহারা গৌরাঙ্গদেবের পাদপদ্মের মধু চক্ষুদ্বারা পান ও নাসা দ্বারা তাঁহার সৌগন্ধ্য আঘ্রাণ, কর্ণদ্বারা তাঁহার বাক্যামৃতের আস্বাদন এবং মনো দ্বারা তাঁহার প্রণয় মধুর প্রেমামৃত পান করেন, তাঁহাদিগকে কি আর কোন প্রকার বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় ॥২৩॥

যাঁহারা গৌরাঙ্গদেবের বিরহ বেদনা অতি দুঃসহবোধ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মের মকরন্দ গন্ধে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া সর্ব্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই জীবন্মুক্তের ন্যায় স্বচ্ছন্দ চিত্তে নৃত্য ও নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার বিরহাগ্নি তাহারা কিরূপে সহ্য করিবে? ॥২৪॥

কথম্বা দৃষ্টৌ তৌ পরমকরুণৌ হন্ত চরণৌ
কথং বা দম্ভোলিপ্রকরকঠিনোয়ং বত জনঃ।
কথং বা তৎপ্রেম্নঃ পদময়মহো তিষ্ঠতি চ বা
কথং তদ্বিচ্ছেদে শিব শিব বিধের্বৈশসমিদম্ ॥২৫॥

জগচ্ছূণ্যং মন্যে ক্ষিতিরপিচ দুঃখাগ্নিনিবহে
বিলীনা লীয়ন্তে সকল মনুজাস্তত্র বিকলাঃ।
তথাপ্যেতে প্রাণাঃ শিব শিব ন গচ্ছন্তি বিধুরা
অহো চিত্রং শিব শিব বিধির্বাম চরিতঃ ॥২৬॥

অহো অন্যাপ্যস্য প্রিয়গুণগণানাং লবমপি
ক্ষণং সংশৃন্বন্তঃ কতি কতি ন দেহত্যজ ইহ?
সদা শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা সততমনুভূয়াপি চ সুখং
বিনা তং জীবামঃ শিব শিব মহদ্দুষ্কৃতমিদম্ ॥২৭॥

গৌরাঙ্গ দেবের করুণার নিদান সেই চরণদ্বয় কিপ্রকারে দেখিতে পাইব, আমার হৃদয় বজ্রতুল্য কঠিন, কি প্রকারেই বা আমি তাঁহার প্রিয় হইব, আর এই সমস্তের অভাবে কি প্রকারেই বা জীবিত থাকিব? ॥২৫॥

হায়! জগৎ শূন্য প্রায় হইল, মানব মণ্ডলী ভূমণ্ডলের সহিত গৌরাঙ্গদেবের বিরহাগ্নিতে দগ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল, কঠিন প্রাণ অবসন্ন হইয়াও গমন করিতেছে না, অতএব বুঝিলাম বিধাতা বাম হইলে এইরূপ দারুণ ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে ॥২৬॥

যাঁহারা সেই গৌরাঙ্গের গুণের লেশমাত্র শ্রবণ করে তাহাদের আর মৃত্যু মুখ দর্শন করিতে হয় না, হা ধিক, আমরা সর্ব্বদা তাঁহার গুণ শ্রবণ ও তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন জন্য সুখানুভব করিয়াও এক্ষণে তাঁহা ব্যতীত জীবিত রহিলাম, হায়! আমাদের একি সুমহাপাপ? ॥২৭॥

অহো ধন্যৈবেয়ং ক্ষিতিরতিতরাং শ্রীচরণয়ো
রসৈঃ পূর্ণা নাম্না গুণগণমহিম্না চ মহতা।
তদেতদ্বিচ্ছেদানলবিদলিতেয়ং দলতি নো
ন জানীমঃ সীমাং বিধিবিলসিতস্য ক্ষণমপি ॥২৮॥

ইতীহোক্ত দীর্ঘং শ্বসিতমিদমুচ্চৈঃ প্রলপিতং
বপুঃ ক্ষীণং ক্ষীণং নয়নজলমত্যন্ত বহুলম্।
বহন্তোমী স্মৃত্বা প্রিয়গুণগণং ভূরি করুণং
রুদন্তো বিশ্রান্তং বত মুমুহুরাশ্চর্য্যমিতি তৎ ॥২৯॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে মহাকাব্যে
প্রথমঃ সর্গঃ ॥

পূর্ব্বে যে পৃথিবী গৌরাঙ্গদেবের চরণ মকরন্দপাতে ও প্রভুর গুণসমূহ এবং মহিমাতে পরিপূর্ণ থাকায় লোকে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিত, অদ্য সেই ধরণী তাঁহার বিচ্ছেদানলে আমাদের ন্যায় দলিতা হইয়াও বিদীর্ণা হইলেন না, অতএব বিধাতার ক্ষণ বিলাসের কথাও আমরা অবগত নহি ॥২৮॥

করুণা নিধান ভগবান সেই গৌরাঙ্গদেবের তিরোভাব হইলে সকলেই দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, অধিক অশ্রুপাত ও প্রিয়ের গুণ স্মরণে বিলাপ বাক্যের আলাপ করিতে করিতে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাদিগের মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। অহো আশ্চর্য! ॥২৯॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

ইয়ং মহী ভাগ্যবতী মহীয়সী
দিবোপি দিব্যাদপি নির্ম্মলৈর্গুণৈঃ।
মহান্তি রত্নানি যদা দধাত্যতো
দধৌ নবদ্বীপমতীব দুর্ল্লভম্ ॥১॥

অনেকধা সঞ্চিত ভাগ্যসঞ্চয়ং
সমস্তমেকত্র বিধায় সর্ব্বতঃ।
মহীরুহৈরুৎপুলকেয়মুৎসুকা
দধৌ নবদ্বীপ ইতি প্রথাং কিমু ॥২॥

প্রভু কদা বাবতরিষ্যতীত্যদো
বিচিন্তয়ন্ত্যা মনসি প্রফুল্লয়া
মনোরথাক্রান্তিবশাদনেকশঃ
সতাং পদাব্জানুগতির্যয়া দধে ॥৩॥

ইয়ং নবদ্বীপমিষেণ মেদিনী
দধার ভূয়ো মথুরামিবাপরাম্।
বদেদমুষ্যাঃ সুকৃতানি কোনু বা
প্রভোঃ পদস্পর্শরসাকুলাত্মনঃ ॥৪॥

পরম ভাগ্যবতী এই বসুমতী দেবতা ও স্বর্গ হইতেও গরীয়সী হইয়াছে এবং নানাবিধ রত্ন ধারণ করায় ধরণীর যে গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল তদপেক্ষা দুর্ল্লভ নবদ্বীপকে ধারণ করিয়াছে ॥১॥

নানা স্থান হইতে সেই ভাগ্য একত্র সমাবেশিত করিয়া নবদ্বীপ নামে নবীন নগরী ইহাকে ধারণ করাতেই কি ধরিত্রী সর্ব্বদা বৃক্ষ ধারণচ্ছলে পুলকিত হইয়াছে ॥২॥

প্রভু, ধরাতলে অবতীর্ণ হইবেন ইহা শ্রবণ করিয়া ধরার মনে আর আনন্দ ধরে না, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন প্রভু, কবে নবদ্বীপে উদয়

আপ্লাব্য যা ধূর্জ্জটিসজ্জটাতটীং
কপালমালাচ্ছটয়া সমন্বিতাম্।
শশাঙ্কলেখা প্রতিবিম্ব রূপিনী—
মলব্ধপূর্ব্বা শফরীং সমাসদৎ ॥৫॥

প্রভোঃ পদাম্ভোজযুগস্য পাবনী
ধারা মনোজ্ঞা মধুনো মহীয়সঃ।
চকার যত্রাস্পদমুৎসুকা সতী
সমন্ততোঽসৌ বিমলাম্বুবাহিনী ॥৬॥

দ্রব স্বরূপাপি ভবাব্ধিশোষিণী
শুভ্রাপি যাসীদ্ধৃতকৃষ্ণবিগ্রহা।
ক্ষিত্যাশ্রিতাপি হ্যনদীতি বিশ্রুতা
ভ্রমাপহাপি ভ্রমিবিভ্রমাবহা ॥৭॥

সেয়ং নবদ্বীপভুবো মহীয়সীং
শোভামিবাধায় তদন্তবাসিনী।
প্রভোঃ পদাম্ভোজযুগস্য সৌরভ—
প্রাপ্ত্যৈ বভূবোৎকলিকাকুলীকৃতা ॥৮॥

(চতুর্ভিঃ কলাপং)

হইবেন, কবেই বা এই নবদ্বীপ মথুরার ন্যায় পবিত্রতা লাভ করিয়াছে বলিয়া ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শরসে আকুল পৃথিবীর পুণ্য সকল, লোকে কীর্ত্তন করিবে। ধরণী এইরূপ ধ্যান করিতেছেন, এদিকে ধূর্জ্জটির জটাজুট নিবাসিনী সুরধুনী গৌরাঙ্গদেবের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার পাদপদ্মের মধুর ধারা স্পর্শ জন্য সুখানুভব ও তাঁহার পাদপদ্মের সৌরভ আঘ্রাণ করিবার নিমিত্ত যিনি পূর্ব্বে কপালমালী মহাদেবের মৌলি মধ্যস্থিত চন্দ্রলেখা স্বরূপ শফরীকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তিনি আজ তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বীপের শোভা সম্পাদন করিবার জন্য আসিয়াছেন। যিনি

বসন্তি যত্র ক্ষিতিদেবসত্তমাঃ
সদা সদাচারপরাঃ পরায়ণাঃ।
নিরন্তরং বেদবিধান কর্ম্মসু
শ্রুতিস্মৃতীনাং বিধয়ঃ শরীরিণঃ ॥৯॥

প্রভাবভাজাং ভিষজাং মহত্তমাঃ
স্বধর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ বিশাং বরাঃ পরে।
প্রতিষ্ঠয়া নিঃসহশুভ্রয়া সদা
সমন্বিতা যত্র বসন্তি মানবাঃ ॥১০॥

যমেতমদ্বৈতমহাশয়ঃ স্বয়ং
সতাং মহিম্না মহিতো মহীয়সা
অলঙ্কারৈতৎ যদীয়ভাবতঃ
প্রভুর্ধরণ্যাং মনুজৈর্বিলোকিতঃ ॥১১॥

উবাস যত্রানিশমত্যুদারধী—
রধীত সর্ব্বাগমবেদ কোবিদঃ।
সতাং বরিষ্ঠঃ পরমো মহাশয়ঃ
শ্রীবাস নামা দ্বিজবংশ চন্দ্রমাঃ ॥১২॥

দ্রবস্বরূপ হইয়াও সংসার সমুদ্র শোষণ করেন, যিনি শুভ্রা হইয়াও কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছেন যিনি বসুধাশ্রিতা হইয়াও ভ্রমি অর্থাৎ আবর্ত্তের বিলাস সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই বিমলাম্বু বাহিনী নবদ্বীপের শোভা সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করত, তাহার প্রান্তভাগে পূর্ব্বেই প্রবাহিতা হইয়াছেন ॥৩॥৪॥৫॥৬॥৭॥৮

নবদ্বীপ শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র বিহিত ক্রিয়া কলাপে মূর্ত্তিমান্ সদাচার পরায়ণ ভূদেব ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থান। উত্তমবৈদ্য, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি মানবগণ স্ব স্ব জাতীয় স্বভাব এবং জাতীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক নবদ্বীপে আছেন। অপার মহিমা অদ্বৈত মহাশয় ভাবে অভিভূত হইয়া জন্ম দ্বারা নবদ্বীপকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। উদারচেতা সর্ব্ব বিদ্যা

বভৌ মহাবংশসমুদ্ভবঃ সুধী
রনেকবিদ্যাম্বুধিপার পণ্ডিতঃ।
দ্বিজাতিবংশৈকবতংসবদ্‌যতঃ
শ্রীমান্ জগন্নাথ ইতীহ বিশ্রুতঃ ॥১৩॥

গুণৈঃ সমস্তৈরয়মেব শুদ্ধধী—
রধীতবেদো বরণীয় এব হি।
ইতীহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীনা
বরায় যস্মৈ সুধিয়া সুতার্পিতা ॥১৪॥

শচীতি নাম্নাতিশুচেরচীকৢপ—
দ্‌গুণেন সৌশীল্যরসেন তেহনয়া।
প্রতিষ্ঠয়া শুদ্ধতমাং গরিষ্ঠতাং
শচী হি যাং নাপ পুরন্দরপ্রিয়া ॥১৫॥

উপেত্য তং মিশ্রপুরন্দরাহ্বয়ং
নিসর্গযোগ্যং পদবীমুপাশ্রিতম্।
বভৌ শচী চন্দ্রকলেব নিত্যশঃ
শচী সমাসাদ্য পুরন্দরং যথা ॥১৬॥

বিশারদ পরম ধার্মিক ও দ্বিজকুল তিলক শ্রীবাসের নিবাস। সেই নবদ্বীপে মহাবংশ সম্ভূত অনেক বিদ্যাম্বুধিপারগ, দ্বিজকুলাবতংস, শ্রীমান্ জগন্নাথ মিশ্র বাস করিতেন। সমস্ত গুণের আকর, শুদ্ধবুদ্ধি, বেদপারগ, মহামান্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঐ জগন্নাথ মিশ্র মহাশয়কে বিশুদ্ধ মতি সম্ভ্রান্ত কুলজাত, সমস্ত বিদ্যায় অলঙ্কৃত ও পরম পণ্ডিত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে শচীনাম্নী নিজের নন্দিনী সম্প্রদান করিলেন, শচীতে সুশীলতাদি যে সকল গুণ গৌরব ছিল তাহা ইন্দ্র পত্নী শচীতেও ছিল না ॥৯।১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫॥

পুরন্দর পত্নী শচীর ন্যায়, শচীদেবী ঐ সুপথাবলম্বি জগন্নাথ পতিলাভ করিয়া চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥১৬॥

তয়োর্গৃহে সংবসতোঃ সতোঃ সদা
গৃহস্থধর্ম্মঃ সত্বদার সাসদৎ।
ক্রমেণ চাষ্টৌ তনুজাঃ পুরোঽভবন্
তথৈব পঞ্চত্বমুপাযযুশ্চ তাঃ ॥১৭॥

ততশ্চ তৌ সন্ততমেব দম্পতী
বভূবতুর্দুঃখিতমৌ মহত্তমৌ।
প্রযত্নমাধায় সুতার্থমীয়তুঃ
প্রভোঃ পদাব্জং শরণং কৃপাময়ম্ ॥১৮॥

ততোঽতি ভাগ্যেন তয়োরভূৎ সুতঃ
স বিশ্বরূপঃ শুভরূপশোভিতঃ।
মুদং যযৌ সা সুমুখী পিতাপ্যসৌ
ব্যড়ম্বয়চ্চাধনমাত্ত সদ্বসুম্ ॥১৯॥

স বিশ্বরূপঃ শুভরূপগর্ব্বিতাং
তনুং বহং শ্চন্দ্র ইব প্রকাশবান্।
নিপঠ্য কালেন লঘীয়সাপ্যসৌ
সমস্তবিদ্যাম্বুধিপারমাযযৌ ॥২০॥

দুইজনে সর্ব্বদা গৃহে অবস্থান করিতে থাকিলে তাঁহাদের গৃহস্থ ধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং ঐ দম্পতীর অগ্রে ক্রমশঃ আটটি কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় ॥১৭॥

ঐ দম্পতী নিরন্তর দুঃখিত হইয়া উভয়ে পুত্র কামনায় কৃপাময় পরমেশ্বরের চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হইলেন ॥১৮॥

তাঁহারা ঈশ্বরের কৃপাবশতঃ পরম রূপবান বিশ্বরূপ নামে একটি পুত্রলাভ করিয়া বিপুল ধন প্রাপ্ত দরিদ্র ব্যক্তির ন্যায় পরম সন্তোষলাভ করিলেন ॥১৯॥

বিশ্বরূপ সুন্দর রূপ গর্ব্বিত শরীর অবলম্বন করিয়া চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, এবং অল্পকাল পাঠ করিয়াই তিনি সকল শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন ॥২০॥

শিশুঃ স আসীদ্বয়সা লঘীয়সা
সুধীরধীতাগমবেদসঞ্চয়ঃ।
সরস্বতীয়ং রসনাগ্রনর্ত্তকী
বভূব বশ্যেব সদাস্য নির্ভরম্ ॥২১॥

ততশ্চ কালেন শুভেন সুন্দরী
শচী বিশেষং শুশুভে শুভেক্ষণা।
ভবিষ্যদিন্দূদয়শংসিনীং পুরঃ
পুরন্দরাশাং সদৃশী চকার সা ॥২২॥

শচী সতী ভাগ্যমহী মহীয়সী
সুকুক্ষিপীযূষপয়োনিধৌ মুদা।
মনোরমাং দোহদ লক্ষণশ্রিয়ং
ক্ষপাকরস্যেব নবাং কলাং দধৌ ॥২৩॥

ক্রমেণ মাসা দশ তে ত্রয়োধিকাঃ
সমীয়ুরাসন্নতরা সমাপ্তুতাম্।
তপস্যমাসশ্চরমঃ সুমঙ্গলো
বভুব তেষাং জগতঃ সুখৈকভূঃ ॥২৪॥

সুবুদ্ধিমান বিশ্বরূপ, বয়সে শিশু হইলেও সমুদায় বেদার্থ অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও বাক্ পটুতা দেখিলে বোধ হইত যেন সরস্বতী তাঁহার বশীভূতা হইয়াই জিহ্বাগ্রে নৃত্য করিতেছেন ॥২১॥

অনন্তর শুভদর্শনা শচী, কালক্রমে গর্ভবতী হইয়া উদয়িষ্যমান চন্দ্রগর্ভা পূর্ব্বদিক্ বধূর ন্যায় অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে যেমন পূর্ব্বদিক প্রফুল্ল হয়, তদ্রূপ পরম শোভা ধারণ করিলেন ॥২২॥

এইরূপে ঐ ভাগ্যবতী শচীদেবী, স্বীয় কুক্ষিরূপ অমৃত সমুদ্রে চন্দ্র নবকলা ধারণের ন্যায় তিনিও মনোরম গর্ভলক্ষণ ধারণ করলেন ॥২৩॥

এই ভাবে ত্রয়োদশ মাস অতীত হইলে সুমঙ্গল ও জগতের পরম সুখময় ফাল্গুন মাস আসিয়া উপস্থিত হইল ॥২৪॥

অসাবৃতূনাং পতিরগ্রতস্তদা
প্রভোঃ প্রকাশো ভবিতেতি হর্ষিতঃ।
স্বকালমুল্লঙ্ঘ্য নিজং পদং দধা—
বার্ত্তিস্তথা তদ্বিষয়ে হি শোভতে ॥২৫॥

উপৈতুকামা সহকারনায়কং
নবপ্ররোহামবলম্ব্য বীরুধম্।
ক্বণন্ত মত্তভৃঙ্গসমূহনূপুরং
বসন্তলক্ষ্মীর্বিপিনে পদং দধৌ ॥২৬॥

স্ববেশবিন্যাসমিবাকরোদিয়ং
প্রভোঃ প্রকাশো ভবিতেতি সন্ততম্।
বসন্তলক্ষ্মীঃ সততোৎসুকা সতী
সতীব কান্তাগমনে শুচিস্মিতা ॥২৭॥

স্বভাবমাদ্যৎকলকণ্ঠকাকলী—
কলাবিলাসং দধতী শুভস্বরম্।
নবং সমুদ্যন্মধুপুষ্প মাধুরী—
ধুরীণমীষদ্ধসিতঞ্চ কোমলম্ ॥২৮॥

ঋতুরাজ বসন্ত, প্রভুর প্রকাশ হইবার আর বিলম্ব নাই বিবেচনা করিয়া সময়ের আগেই আসিয়া উপস্থিত হইল, এ বিষয়ে আকুলতাই শোভনীয় ॥২৫॥

অনন্তর বসন্তলক্ষ্মী সহকার নায়ক বসন্তের নিকট যাইতে অভিলাষ করিয়া নবপল্লব শোভিত লতাবলম্বি অলিকুলের ঝঙ্কাররূপ নূপুর পদে ধারণ করিলেন ॥২৬॥

শুচিস্মিতা কুলকামিনী পতি সমীপে গমনের সময় যেরূপ বেশ বিন্যাস করে তাহার ন্যায় মধুশ্রী পতি বসন্ত প্রকাশ পাইবেন মনে করিয়া বেশ বিন্যাস করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

ঐ বসন্ত শ্রীর স্বভাবমত্ত কোকিলকুলের মনোহর কাকলীরবে শুভ স্বর-মকরন্দপূর্ণ নবকুসুমের রূপ মধুর হাস্য বহন করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

তমালমালাদলমাধুরীময়ং
ববন্ধ ধম্মিল্লভরং মনোহরম্।
মধুব্রতালীময়চিল্লিবল্লরীং
প্রনর্ত্তয়ামাস সুখং মদালসাম্ ॥২৯॥

উন্মীলয়ামাস চ বামলোচনং
কৃত্বাবতংসং নবচারুপল্লবৈ
র্লবঙ্গপুষ্পাবলিহারহারিণী
দধার বাসো নবমালিকাময়ম্ ॥৩০॥

অশোকমালাদলকুঙ্কুমদ্রবৈঃ
সদঙ্গরাগং বিদধেঽতিহর্ষিতা।
সমাধুরীপুষ্পপরাগচন্দনৈ—
র্মনোহরে কেশরকুট্মলস্তনে ॥৩১॥ (পঞ্চভিঃ কূলকম্)

প্রসেদুরাশা দশ নির্ম্মলং বভৌ
নভো ববুঃ পুণ্যতমাশ্চ মারুতাঃ।
মনাংসি সর্ব্বস্য জনস্য ভেজিরে
প্রসন্নতাং স্বচ্ছমভূন্নদীজলম্ ॥৩২॥

নিবিড় তমালদলের মাধুরীস্বরূপ কেশকলাপে কবরী বন্ধন করিয়া মধুপশ্রেণীরূপ ভ্রূদ্বয়কে নৃত্য করাইতে লাগিলেন ॥২৯॥

ঐ বসন্তলক্ষ্মী মনোহর নবপল্লবে কর্ণভূষণ বিধান করিয়া বামলোচন উন্মীলিত এবং লবঙ্গ কুসুম হার ধারণ করেন, তথা নবমল্লিকারূপ বাস পরিধান করিলেন ॥৩০॥

তৎপরে অশোককুসুম সমূহের কুঙ্কুম দ্বারা অঙ্গরাগ এবং মনোহর মাধুর্য্যময় পুষ্পের পরাগচন্দনে পরিলিপ্ত কেশর পুষ্পের কুট্মলরূপ স্তন মণ্ডল ধারণ করিয়াই যেন হাস্য মুখে অসীম সুষমা প্রকাশ করিলেন ॥৩১॥

সে যাহা হউক অনন্তর দশদিক্ প্রসন্ন হইল, আকাশ নির্ম্মল হইয়া শোভা পাইতে লাগিল, সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল, মানবমণ্ডলীর মন প্রফুল্ল এবং নদীর জল নির্ম্মল হইল ॥৩২॥

তদা শশাঙ্কঃ পরিপূর্ণমণ্ডলঃ
স পৌর্ণমাসীপরিরম্ভহর্ষিতঃ।
ব্যরোচতাতীব জগন্মনোরম—
শ্চুম্বন্ মুহুঃ পূর্ব্বদিগঙ্গনামুখম্ ॥৩৩॥

অসাবৃতূনাং পতিরগ্রতোঽভব—
ত্তথৈব পক্ষঃ সিত এব সোঽভবৎ।
তথা তিথীনাং প্রবরা চ পূর্ণিমা
গুণানুবন্ধী খলু মঙ্গলোদয়ঃ ॥৩৪॥

বনপ্রিয়াস্তৎ সময়ে মধূন্মদা—
স্তদাদি চক্রুঃ সকলং জয়ধ্বনিম্।
তদাদি লাস্যং বিদধুর্মধুব্রতাঃ
স দক্ষিণস্তৎ প্রথমং ববৌ মরুৎ ॥৩৫॥

স নির্ভর স্তম্বভরেণ মন্থরো
লতাং লতাং প্রত্যুপগূহনৈর্নবৈঃ।
পয়োজমাধ্বীক নিদাঘবারিভৃ—
দ্ববৌ মরুচ্চন্দনশৈলনন্দনঃ ॥৩৬॥

ঐ সময়ে পরিপূর্ণমণ্ডল চন্দ্র পৌর্ণমাসীর আলিঙ্গনে হর্ষিত হইয়া, পূর্ব্বদিগ্বধুর মুখচুম্বন করত জগতের মন হরণ করিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৩॥

বসন্ত ঋতু, শুক্লপক্ষ, তিথি শ্রেষ্ঠ পূর্ণিমা ও গুণযুক্ত মঙ্গলের উদয় হইল ॥৩৪॥

কোকিলকুল মদমত্ত হইয়া তৎকালীন মধুর স্বরে মঙ্গল জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং ভ্রমরগণও জয়ধ্বনি শ্রবণে মঙ্গল নৃত্য তথা দক্ষিণানিল প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥৩৫॥

মলয়াচলবায়ু গুচ্ছ গুচ্ছ প্রত্যেক লতায় লাগিয়া মন্থর হইয়া পদ্ম মধু এবং নিদাঘকালীন জলকণা বহনে সৌগন্ধ্য ও শৈত্যযুক্ত হইয়া বহিতে লাগিল ॥৩৬॥

তেতো জগন্মঙ্গলমঙ্গলোদয়ে
জগৎ প্রসাদঃ প্রবভূব নির্ভরম্ ।
অজস্রমেবা শ্রমশূন্যতাং দধৌ
তমিস্রমুচ্ছ্রায়বতা তদোজসা ॥৩৭॥

ততঃ প্রভুর্ভূমিগতো মহৌজসা
ররাজ সর্ব্বাঃ ককুভঃ প্রকাশয়ন্ ।
সমং সমুন্মীল্য সুধাংশুসঞ্চয়ঃ
পপাত ভূমাবিব বিদ্যুতাং চয়ৈঃ ॥৩৮॥

তদোপরাগঃ সমভূত্তথা মুহু—
র্হরিং বদেতি ধ্বনিরুচ্চকৈর্নৃণাম্ ।
স্বনাম সংকীর্ত্তনমন্যথা নহি
প্রকাশমাত্রেণ ভবেৎ প্রকাশিতম্ ॥৩৯॥

সুধানিধিং তৎসময়ে বিধুন্তুদ—
স্তুতোদ সানন্দমরুন্তুদো ভৃশম্ ।
অলং ত্বয়া সংপ্রতি শীতদীধিতিঃ
সমুদ্গতোঽন্যোঽস্তি ভুবীতি ভাবয়ন্ ॥৪০॥

জগন্মণ্ডলে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সময়ে জগৎ অতিশয় প্রসন্ন হইল, তাঁহার স্বীয় তেজে অন্ধকার পদার্থ একেবারে বিলুপ্ত প্রায় হইল ॥৩৭॥

ভগবান্ গৌরাঙ্গদেব ভূমিষ্ঠ হইয়া অঙ্গ জ্যোতিতে দিক্ সকল আলোকময় করিলেন, তখন এরূপ বোধ হইল যেন চন্দ্র উদিত হইয়া বিদ্যুৎ সমূহের সহিত ভূমিতে পতিত হইলেন ॥৩৮॥

মহাপ্রভুর জন্ম সময়ে মানবগণের 'হরিবোল' এই ধ্বনির সহিত গ্রহণ উপস্থিত হইল, ইহা না হইবেই বা কেন, তাঁহার আবির্ভাব মাত্র হরিনাম জগতে প্রকাশিত হইবে ॥৩৯॥

চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিতে লাগিল। হে নিশানাথ, তুমি আর কেন বৃথা উদয় হইতেছ, ঐ দেখ অপর চন্দ্রমা পৃথিবীতে উদিত হইয়াছেন ॥৪০॥

প্রভু র্বুভূষুর্নিজ নামকীর্ত্তনে
নিরন্তরপ্রেমবিলাসলালসঃ।
তদৈব বীক্ষধ্বমথাকরোদসৌ
জগৎ স্বনামামৃত পুরপূরিতম্ ॥৪১॥

অথাবলোক্য শ্রিয় এক-বিভ্রম—
প্রকাশ-বিশ্রাম-মহীরুহাঙ্কুরম্।
পিতাচ মাতাচ সুখাম্বুধৌ মুহু—
র্বভূবতুর্মজ্জনমাত্রচেষ্টিতৌ ॥৪২॥

ততঃ স মিশ্রঃ কৃতপুণ্যসঞ্চয়ৈঃ
সুতং বিলোক্যৈব সুখৈক ভূরভূৎ।
ইয়ত্তয়া বর্জ্জিতমর্জ্জিতং ধনং
দ্বিজোচ্চয়েভ্যঃ সমদাত্তদৈব হি ॥৪৩॥

প্রকাশমাত্রেণ সুদক্ষিণা গ্রহা
বভূবুরস্য প্রথমং সুতুঙ্গকাঃ।
বভূব রাশিঃ স তু সিংহসঙ্গিতো
নক্ষত্রমুখ্যাপি চ পূর্ব্বফাল্গুনী ॥৪৪॥

সে যাহা হউক, চৈতন্যদেব নিজের নাম সংকীর্ত্তন ও প্রেম বিতরণে তৎপর হইবেন বলিয়া অক্ষুব্ধ এই জগৎকে স্বীয় নামামৃত প্রবাহে পরিপূরিত করিলেন ॥৪১॥

মাতা শচী ও পিতা জগন্নাথ নিজের সেই পুত্রটিকে লক্ষ্মীর একমাত্র বিভ্রম প্রকাশের বিশ্রাম-মহীরুহের অঙ্কুর স্বরূপ বিবেচনা করিয়া এবং স্নেহের গাঢ়তা নিবন্ধন বারম্বার দর্শন করিয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥৪২॥

মিশ্র মহাশয় স্বকৃত পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা ঐ পুত্রকে অবলোকন করিয়া আহ্লাদ সহকারে ব্রাহ্মণগণকে স্বোপার্জিত অসংখ্য ধন দান করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥

প্রভুর জন্ম পরিগ্রহ সময়ে গ্রহগণ অনুকূল হইয়া তুঙ্গী হইলেন এবং সেই সময় পূর্ব্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র ও সিংহরাশি আসিয়া উপস্থিত হইল ॥৪৪॥

মনোরমং বস্তু জগদ্বিরাজি য—
স্তদেব তস্মৈ যতুকত্বমাযযৌ।
তমন্তরেণ ক্ষিতিমণ্ডলে ন য—
ন্মনোজ্ঞতাপাত্রমিহাস্তি কশ্চন ॥৪৫॥

সমাধবঃ পার্ব্বণ সর্ব্বরীপতিঃ—
শ্রিয়ং সমেত্য দ্বিগুণাং মনোরমাম্
বভূব তস্যাননচন্দ্র সেবকো
মনোরথো ধাবতি দুর্লভে যতঃ ॥৪৬॥

বিনিদ্রশোনাম্বুরুহাশ্রয়াঃ শ্রিয়ো
বিলোচনে তস্য সিষেবিরে মুহুঃ।
ভ্রুবৌ ভ্রমদ্ভৃঙ্গ বধূগণোঽভজ—
চ্ছ্রুতিদ্বয়ং নূতন পল্লবদ্যুতিঃ ॥৪৭॥

জগতে যে সমস্ত মনোরম বস্তু আছে তৎসমুদায়ই ভগবান্ গৌরাঙ্গদেব ব্যতিরেকে আর কে মনোজ্ঞ পাত্র আছে—এই বলিয়া তাঁহার যৌতুকত্ব প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ সকল রত্নই শ্রীশচীনন্দনের সমীপে উপস্থিত হইতে লাগিল ॥৪৫॥

অনন্তর বসন্তের সহিত পূর্ণিমারাত্রির অধিপতি চন্দ্র মনোহর দ্বিগুণ শোভা ধারণ করত ভগবান্ শচীনন্দনের বদন চন্দ্রের সেবক হইলেন, যেহেতু লোক সকলের মনোরথ দুর্ল্লভ বস্তুর প্রতিই ধাবমান হইয়া থাকে ॥৪৬॥

অপর প্রফুল্ল রক্ত পদ্মের গর্ভ গত শ্রী তাঁহার লোচনদ্বয়ের ও চঞ্চল ভ্রমর বধূগণ তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের এবং নব পল্লব সকল তাঁহার শ্রুতি যুগলের সেবা করিতে লাগিল ॥৪৭॥

তিলপ্রসূনং নবমাশু সেবয়া
বভূব নাসাপুটমুন্নতশ্রিয়া।
সিষেবিরে দর্পণবিম্ববিভ্রমং—
মনোরমং গণ্ডযুগস্য মণ্ডলম্ ॥৪৮॥

নবীনবন্ধুক-নবীনপল্লব—
প্রবালবিম্বানি নিজশ্রিয়া মুহুঃ।
জগন্মনোজ্ঞং যুগপৎ সিষেবিরে
নিতান্তমোষ্ঠাধরমস্য কোমলম্ ॥৪৯॥

শরন্নিশাশোভাসুরসান্দ্রচন্দ্রিকা
স্মিতং সিষেবেহস্য জগন্মনোরমম্।
রদাবলীসম্ভবসম্পদুৎসুকা
স্থিতা পরং সংপ্রতি মৌক্তিকদ্যুতিঃ ॥৫০॥

অপূর্ব্বকার্ত্তস্বর কম্বুবিভ্রমঃ
শিশ্রায় কণ্ঠং ত্রিবলীবিলোভনম্।
যথা নব-স্নিগ্ধ-হিরণ্ময়দ্রব—
দ্যুতিঃসিষেবে মধুরায়তৌ ভুজৌ ॥৫১॥

নবীন তিলকুসুম সকল শোভা দ্বারা তাঁহার সুদীর্ঘ নাসাপুটের সেবা করিতে লাগিল, আর দর্পন-বিম্ব শোভা সকল তাঁহার মনোহর গণ্ডযুগলের সেবায় তৎপর হইল ॥৪৮॥

নবীন বান্ধুলিবৃক্ষের নবীন পত্র ও প্রবাল সকল স্বীয় শোভারূপ সম্পত্তি দ্বারা তাঁহার মনোহর কোমল ওষ্ঠাধরের এককালীন সেবা করিতে আরম্ভ করিল ॥৪৯॥

শারদীয় নিশার সুন্দর চন্দ্রিকা তাঁহার জগন্মনোহর হাস্যের আশ্রয় করিয়াছিল এবং মুক্তামালা তাঁহার দন্ত পঙ্‌ক্তিকে অবলম্বন করিল ॥৫০॥

অপূর্ব্ব স্বর্ণশঙ্খের বিলাস তাঁহার ত্রিবলী বিলোভন কণ্ঠকে আশ্রয় করিল

সুকোমলৈঃ পল্লবরাজিবিভ্রমৈঃ
সমুচ্ছ্বসৎ কোকনদশ্রিয়াং চয়ৈঃ।
অভাজিষাতাং মৃদু-সুন্দরৌ করৌ
তদঙ্গুলীশ্চম্পককোরকাঃ শ্রিতাঃ ॥৫২॥

মহামণীনাং নিচয়ো মহীয়সা
নিজৌজসা তন্নখপঙ্‌ক্তিমাসদৎ।
উপত্যকা শ্রীঃ কলধৌতভূভৃতঃ
সিষেব আপীনমুরস্থলং গুরু ॥৫৩॥

মৃগেন্দ্রমধ্যস্থ বিলাসভাসুর—
স্তদীয়মধ্যং ক্রশিমা সমাসদৎ।
অধিশ্রিতঃ পল্লববিভ্রমোদয়—
স্তদীয়নাভিং ললিতশ্রিয়া যুতঃ ॥৫৪॥

এবং নবীন উত্তপ্ত স্বর্ণকান্তি যেন তাঁহার সুদীর্ঘ ভুজদ্বয়কে সেবা করিতে লাগিল ॥৫১॥

তাঁহার করদ্বয় সুকোমল পল্লবরাজি বিরাজিত প্রফুল্ল কোকনদের অর্থাৎ রক্ত কুমুদের শোভা সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং তাঁহার অঙ্গুলী সকল চম্পক কলিকাকে যেন আশ্রয় করিল ॥৫২॥

মহামণি সমূহ যেন স্বীয় সুপূজিত পরাক্রম সহকারে তাঁহার নখ পঙ্‌ক্তি আশ্রয় করিল, আর স্বর্ণ পর্ব্বতের উপত্যকার শোভা যেন তাঁহার গুরুতর বিশাল বক্ষঃস্থলকে সেবা করিতে লাগিল ॥৫৩॥

তাঁহার মধ্যস্থল কেশরির মধ্যদেশ তুল্য কৃশ, নাভিমণ্ডল কাঞ্চন কমলের ন্যায় মনোহর শোভাবিস্তার করিতে লাগিল ॥৫৪॥

তদূরুযুগ্মং ক্রমবৃত্তকোমলং
হিরণ্যরম্ভাত্ম্যতয়ঃ সমাশ্রিতাঃ।
বিলোহিতাম্ভোজকলা সমুদ্গমঃ
সুকোমলং শ্রীযুততৎপদদ্বয়ম্ ॥৫৫॥

অথেহ নীলাম্বরচক্রবর্ত্তিনা
সমাগতেনাতিসুখান্তরাত্মনা।
গুণৈরনেকৈর্গণিতৈর্ম্মুদং যযৌ
শচী চ সা মিশ্রপুরন্দরঃ স চ ॥৫৬॥

সমুদ্ধরিষ্যত্যসকৃৎ কুলদ্বয়ং
পিতুশ্চ মাতুশ্চ সুখাবহো ভৃশম্।
ইতীহ সর্ব্বঃ কথয়ন্ননেকধা
মুদং পরামাপ নিরস্তকল্মষঃ ॥৫৭॥

স জাতকর্ম্মাণ্যকরোন্মহামতিঃ
সুখৈকভূর্মিশ্রপুরন্দরঃ ক্রমাৎ।
প্রসূন তাম্বূল-সুগন্ধি-চন্দনৈ—
র্দ্বিজাতি সংঘান্ সমপূজয়ন্মুহুঃ ॥৫৮॥

তাঁহার ক্রমবৃত্ত ও কোমল উরুদ্বয় স্বর্ণ রম্ভার ন্যায় এবং তাঁহার চরণদ্বয় রক্তপদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥৫৫॥

মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, মাতা শচী ও পিতা জগন্নাথ মিশ্র ইহারা সকলে প্রভুর দর্শন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন ॥৫৬॥

অন্যান্য নগরবাসিগণ সকলেই কহিতে লাগিলেন সর্ব্ব সুখাবহ এই সন্তানটী পিতৃমাতৃ উভয়কুল পবিত্র করিবেন, সানন্দ চিত্তে এই কথা বারবার বলিতে বলিতে তাঁহাদের শরীর হইতে পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপ সকল দূরীভূত হওয়ায় পরমানন্দ প্রাপ্তি হইয়াছিল ॥৫৭॥

মিশ্র মহাশয় সন্তানের জাত কর্ম্মোপলক্ষে চন্দন, কুসুম ও তাম্বুল দ্বারা দ্বিজগণের পূজা করিতে লাগিলেন ॥৫৮॥

ক্রমাদথোত্থানবিধানমঙ্গলং
চকার হৃষ্টো জগদেকপূজিতঃ।
দিনে দিনে তদ্বয়সা সমং সুখম্
বভূব পিত্রোরতিভূমিমাগতম্ ॥৫৯॥

ততঃ স কালেন সুজানুমণ্ডল—
দ্বয়েন ভূমৌ বিজহার ভূয়শঃ।
চিরং বিয়োগাকুলিতাত্মনঃ ক্ষিতে—
র্জহার তাপং সকলাঙ্গসঙ্গমৈঃ ॥৬০॥

কলস্য পীযূষপয়োধিবিস্ফুর—
ত্তরঙ্গবিপ্রুট্প্রকরস্য কোমলৈঃ।
বচো বিলাসস্য কিয়দ্ভিরুদ্গমৈ—
র্বভৌ পিতুর্মানসহংস উৎসুকঃ ॥৬১॥

ভবিষ্যতীদং নিজকীর্ত্তনাদিভি
র্বিলাসলাবণ্য সুধাময়ৈর্জগৎ।
ইতীব বিশ্বম্ভর ইত্যুদারধী
রচীক৯পন্নাম মনোরমাশয়ঃ ॥৬২॥

সেই জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের কুশলার্থ প্রফুল্ল মানসে পুত্রের ঔত্থানিক কার্য্য অর্থাৎ সূতিকা গৃহ হইতে পুত্রটীকে স্থানান্তরিত করিলেন। কালক্রমে সন্তানের যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই তাঁহাদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল ॥৫৯॥

জানুমণ্ডল দ্বারা ধরাস্পর্শ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে লাগিলেন, সেই উপক্রমে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া চিরবিরহ জন্য তাপ নির্ব্বাপিত হওয়ায় ধরণী অপূর্ব্ব পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন ॥৬০॥

সুধা সাগরের তরঙ্গের ন্যায় মনোহর পুত্রের বাক্ বিলাসে মোহিত হইয়া তাঁহার পিতার চিত্তহংস উৎসুক হওয়ায় ঐ সুধাসাগরে অবগাহন করিল ॥৬১॥

প্রতপ্তকার্ত্তস্বরশৈলভাসুর
স্ফুরত্তনুং স্মেরমুখেন্দুবিভ্রমঃ।
বিলোলনীলালকভালমণ্ডলো
ররাজরাজন্মরুদংশুকোঽসকৌ ॥৬৩॥

প্রভুঃ সমাসাদ্য সশৈশবং নবং
নবেন্দুবন্নিত্যনবং ব্যবর্দ্ধত।
অশেষমাধুর্য্যনিধেঃ সমাহৃতং
মহা-মহা-রত্নমিবাতিহর্ষদম্ ॥৬৪॥

ঝণজ্ঝণৎকারমনোজ্ঞকঙ্কণ
প্রবাল-মুক্তা-মণিহারবিভ্রমৈ—
র্নিতম্ববিম্বৈকবিলম্বিকিঙ্কিণী—
রবেণ শশ্বৎ কুতুকী ননর্ত্ত সঃ ॥৬৫॥

প্রভু সুধাস্বরূপ বিলাস লাবণ্য ও নিজের নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা জগৎকে পরিতৃপ্ত করিবেন তন্নিমিত্তই কি তাঁহার পিতা তাঁহার নাম পূর্ব্বে বিশ্বম্ভর রাখিয়াছিলেন? ॥৬২॥

সে যাহা হউক, তপ্ত কাঞ্চন তুল্য তাঁহার অঙ্গের কান্তি, পূর্ণিমার চন্দ্র মণ্ডলের ন্যায় তাঁহার মুখ মণ্ডলের শ্রী, চঞ্চল অলকাবলি শোভিত তাঁহার ললাটদেশ এবং পরিধান দিগ্বসন শোভা পাইতে লাগিল ॥৬৩॥

চন্দ্র কলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত সুধা সাগর তুল্য তাঁহার শৈশবাবস্থা দেখিয়া দর্শকগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না ॥৬৪॥

যাহাহউক চৈতন্যদেব ঝণৎকার শব্দ বিশিষ্ট মনোজ্ঞ ও কঙ্কণ প্রবাল, মুক্তা ও মণিহারের শোভায় তথা নিতম্বদেশাবলম্বি কিঙ্কিণীর মনোহর রবে কৌতুক বিশিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৬৫॥

অথৈষ কালেন শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিতৌ
পদারবিন্দং মধু মাধুরীময়ম্ ।
ন্যস্যন্নমুষ্যাশ্চিরবিপ্রয়োগজং
জহার তাপং করুণাপয়োনিধিঃ ॥৬৬॥

খেলাবিলাসেন বয়স্যবালকৈ—
র্বিহর্ত্তু কামঃ কমনীয়বিগ্রহঃ
নবৈর্নবৈঃ পল্লবসঞ্চয়ৈরমূন্
জঘান তৈস্তৈর্মৃদিতৈঃ স চাহতঃ ॥৬৭॥

তমেকদা তৈঃ শিশুভির্নিরন্তরং
খেলন্তমেনং জননী বিলোক্য সা ।
অভুদ্বিধর্ত্তুং কৃতকৈতবং রুষা
সমুদ্যতা তং ক্ষণমত্যুদারধীঃ ॥৬৮॥

বিলোক্য তামিত্থমসৌ রুষান্বিতো
বভঞ্জ ভাণ্ডানি বহূনি সন্ততম্ ।
তমীদৃশং তত্র বিলোক্য সা শচী
ববন্ধ ভীতা স্বয়মপ্যতিস্ফুটম্ ॥৬৯॥

করুণানিধান শচীনন্দন যথাকালে ধীরে ধীরে ভূমিতে মধু মাধুরীময় পদারবিন্দবিক্ষেপদ্বারা পৃথিবীর চিরবিরহজাত যাতনার অন্ত করিলেন ॥৬৬॥

অতি সুকুমার সেই জগন্নাথকুমার বিহারার্থ বালকগণের সহিত কেলিবিলাসে প্রবৃত্ত হইয়া বালকদিগের অঙ্গে নবপল্লবের আঘাত করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের হস্তবিক্ষিপ্ত পল্লবদ্বারা আপনার কোমলাঙ্গ তাড়িত করিতে লাগিলেন ॥৬৭॥

একদা জননী তাঁহাকে ঐরূপ ক্রীড়া করিতে দেখিয়া সরোষ মানসে তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হইল ॥৬৮॥

বুদ্ধিমান প্রভু বিশ্বম্ভর তাহা দেখিয়া বিরক্ত মানসে বহু ভাণ্ড ভঙ্গ

উপর্য্যুপর্য্যাহিতভাণ্ডসংহতৌ
সুগর্হিতোচ্ছিষ্ট বিসর্জ্জনস্থলে।
জগাম মাতুঃ পুরতো মহাপ্রভুঃ
প্রকাশয়ন্ জ্ঞানপরাং স বিজ্ঞতাম্ ॥৭০॥

বিলোক্য তত্রাত্যশুচিস্থলে গতং
সুতম্ শচী প্রাহ ভয়াকুলক্রমম্।
জহীহি তাতাশুচিদেশসংস্থিতিং
মমাঙ্কমাগচ্ছ বিধায় শুদ্ধতাম্ ॥৭১॥

নিশম্য মাতুর্বচনং মহাপ্রভু
র্ন্যরূপয়ৎ সচ্চিদচিৎস্বরূপতাম্
অবেহি মাতর্বচনং মমেদৃশং
জহি ভ্রমং চেতসি বিভ্রমাকুলে ॥৭২॥

করিতে লাগিলে মাতা শচী তদ্দর্শনে ভীতা হইয়া বালকটীকে স্বয়ং বন্ধন করিলেন ॥৬৯॥

অনন্তর মহাপ্রভু জননীর প্রতি রুষ্ট হইয়া উপর্য্যুপরি ভাণ্ড সকলে পরিপূর্ণ অপবিত্র উচ্ছিষ্ট বিসর্জনস্থলে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানী ও পণ্ডিতের ন্যায়, বাগ্‌জাল বিস্তার করিতে করিতে মাতার সম্মুখে গমন করিলেন ॥৭০॥

তখন শচী অত্যন্ত অশুচি স্থানস্থিত সন্তানকে কহিতে লাগিলেন, আরে বাপ! বিশ্বম্ভর! তুমি শুচি হইয়া আমার ক্রোড়ে আইস ॥৭১॥

মহাপ্রভু জননীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সৎ ও অসদ্বস্তু বিচারচ্ছলে তাঁহাকে জ্ঞানযোগ প্রদান করত কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ! অবহিত হইয়া আমার বাক্যানুসারে মায়াকুলিত চিত্তের ভ্রম সকল আশু পরিত্যাগ করুন ॥৭২॥

ইদং হি বিশ্বং সচরাচরং তু য—
দ্বিলোক্যতে তদ্‌ভ্রমএব কেবলম্।
পবিত্রতা বাপ্যপবিত্রতাপি বা
কথং ভবেদম্ব বিচিত্রমেব তৎ ॥৭৩॥

যতো হ্যনানাত্ব ইহৈতদাত্মনো
ঘটেত নৈবেদমহং মমেত্যপি।
স এক আত্মৈব সদাবশিষ্যতে
তদন্যদেতৎ সকলং হি বিভ্রমঃ ॥৭৪॥

ইদং হি যদ্বা সুরমর্ত্ত্যরক্ষসাং
তনূষু সর্ব্বাসু বসন্তি পঞ্চ তে।
ক্ষিতির্জ্জলং ব্যোম মহো মরুত্তত—
স্তদাত্মকং সর্ব্বমভিন্নমেব হি ॥৭৫॥

অতঃ পবিত্রং সকলং হি বস্তুতো
নচাপবিত্রং কিয়দপ্যদো ভুবি।
ইত্থং বদন্তং তমুদারধীঃ শচী
দধার সা পাণিযুগেন সত্বরা ॥৭৬॥

আরও বলি হে মাতঃ। এক পরমেশ্বর ভিন্ন এই চরাচর বিশ্ব যাহা দেখিতেছেন ইহা সমস্তই ভ্রম, আপনার মনে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার কথা শ্রবণ করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম ॥৭৩॥

কারণ আত্মা একভিন্ন নানা নহেন, আত্মার যদি নানাত্ব না থাকিল তবে অহং :মম ইত্যাদি বাক্যের ঘটনাই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়? এক আত্মা ব্যতীত অবশেষে আর কিছুই থাকিবে না, ইহা সমস্তই ভ্রম ॥৭৪॥

এই জগৎ, অথবা দেব, মনুষ্য, রাক্ষস, এই সকলের শরীরে পঞ্চভূত বাস করিতেছে, সুতরাং সমুদায়ই অভিন্ন পদার্থ ॥৭৫॥

পঞ্চভূতাত্মক শরীর যদি অপবিত্র না হয়, তবে ত জগতে আর অপবিত্র

ততঃ সমানীয় সুরাপগাজলং
সুতং পরিস্নাপ্য মুদং পরাং যযৌ।
ততশ্চ কালেন তথৈব তং শচী
বিলোক্য তত্রৈব ততর্জ্জ ভাষিতৈঃ ॥৭৭॥

পুনঃ পুনর্মন্দমতেঽশুচিস্থলে
প্রযাসি কিং কিং নু বিরুদ্ধমীহসে।
ইতি ক্রুধা লোহিত-লোল-লোচন—
শ্চুকোপ মাতুর্বচনান্তরে প্রভুঃ ॥৭৮॥

মুহুঃ পুরোক্তং কিমপীহ বর্ত্ততে
নচাপবিত্রং সকলং হি চিন্ময়ম্।
তথাপি গর্হাং কুরুষে সদৈব মা—
মিতীহ লোষ্ট্রেণ জঘান মাতরম্ ॥৭৯॥

কিছুই নাই। শচী পুত্রের মুখে এই কথা শ্রবণ করত সত্বর গিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন ॥৭৬॥

তিনি ভাগীরথীর জল আনয়ন পূর্ব্বক পুত্রকে স্নান করাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। সে যাহা হউক, শচী একদা পুত্রকে পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া করিতে দেখিয়া এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন ॥৭৭॥

অরে দুর্বুদ্ধি বালক! তুমি কেন বারম্বার অশুচি স্থানে গমন করিতেছ? তোমার কি হিতাহিত বোধ নাই? তখন মহাপ্রভু জননীর এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র চঞ্চল লোচনদ্বয়ক্রোধে আরক্ত করিয়া কহিলেন ॥৭৮॥

জননি! আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি সমস্ত জগচ্চিন্ময়, ইহাতে অপবিত্র বস্তু কিছুই নাই, তথাপি আপনি আমাকে বারম্বার তিরস্কার করিতেছেন কেন? এই বলিয়া ক্রোধবেগে জননীকে লোষ্ট্র দ্বারা আঘাত করিলেন ॥৭৯॥

তদা তদাঘাতকৃতব্যথার্দ্দিতা
পপাত ভূমৌ মৃদুলা স্বভাবতঃ।
ততঃ স হা মাতরিতি ত্বরান্বিতো
বদংস্তদঙ্কেঽবিশদ্দ্রবন্মনাঃ ॥৮০॥

স্ত্রিয়ঃ সমাগত্য সুশীতলৈর্জলৈ—
স্ততস্তদাস্যং সিষিচুঃ কৃতত্বরাঃ।
মুমোদ সাপি প্রতিরুদ্ধয়া ধিয়া
তদঙ্গসঙ্গামৃতপূরসেচনৈঃ ॥৮১॥

জগাদ কাচিৎ জগদেকবল্লভং
দ্রবন্মনা নর্ম্মপরা মহাপ্রভুম্।
দদাসি মাত্রে যদি নারিকেলকং
তদৈব সত্তঃ সমুপৈতি সুস্থতাম্ ॥৮২॥

স্বভাবতঃ কোমালাঙ্গী শচী পুত্রের ঐ লোষ্ট্রাঘাতে ব্যথিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে মহামতি বিশ্বম্ভর আর্দ্রচিত্তে হা মাতঃ, হা মাতঃ, বলিতে বলিতে শীঘ্র তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া বসিলেন ॥৮০॥

স্ত্রীগণ সত্বর আগমন করিয়া সুশীতল জল দ্বারা শচীর মুখমণ্ডল সেচন করায় তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হইল এবং তিনি পুত্রের অঙ্গসঙ্গ রূপ অমৃত প্রবাহের সেচনে আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন ॥৮১॥

ঐ সময়ে কোন এক রমণী আর্দ্রচিত্তে পরিহাসচ্ছলে জগতের এক-বল্লভ মহাপ্রভুকে কহিলেন, বৎস! তুমি যদি আপনার জননীকে একটী নারিকেল আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে ইনি সুস্থতা লাভ করিবেন ॥৮২॥

ইতীদমস্যা বচনং নিশম্য স
ত্বরাযুতস্তন্নিকটাদ্বহির্গতঃ।
দদৌ তদা তৎক্ষণপাতনেন তৎ—
সহার্দ্রবৃন্তং সহসা ফলদ্বয়ম্ ॥৮৩॥

বিলোক্য তাস্তৎফললম্ভনং শিশো—
র্দুরাপমন্যৈরপি তৎ নিসর্গতঃ।
সুবিস্মিতা উচুরিমং দ্বিজস্ত্রিয়ঃ
কুতস্ত্বয়া লব্ধমিদং ফলদ্বয়ম্ ॥৮৪॥

সহুঙ্কৃতৈস্তাঃ সহসাতিকোপতো
নিবারয়ামাস ন কিঞ্চিদূচিবান্।
কিমেতদাশ্চর্য্যমমুষ্য চেষ্টিতং
ন হি প্রজেশোপি ভবোপি বেত্তি যৎ ॥৮৫॥

তখন মহাপ্রভু রমণীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর তথা হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ আর্দ্রবৃন্ত দুইটী নারিকেল ফল আনয়ন করিয়া প্রদান করিলেন ॥৮৩॥

দ্বিজ পত্নীগণ শিশুর পক্ষে যাহা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য সেই ফলদ্বয় আনয়ন দেখিয়া বিস্ময়চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস। বল দেখি, তুমি কোথা হইতে এই দুইটী ফল লাভ করিলে ॥৮৪॥

তখন মহাপ্রভু দ্বিজরমণীর বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া ক্রোধারুণ-লোচনে হুঙ্কার করত তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন। তাহাতে রমণীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, এই বালকের কি আশ্চর্য্য চেষ্টা, ব্রহ্মা বা শিব ইহার কিছু মাত্র জানিতে পারে না ॥৮৫॥

কদাচিদেষা নিজমন্দিরে শচী
সুতেন সার্দ্ধং শয়িতা নিশান্তরে।
পুরীমনেকৈঃ পরিপূরিতাং মুহু—
র্জনৈরিবালক্ষ্য সুতং জগাদ তম্ ॥৮৬॥

প্রযাহি তাত স্বপিতুর্গৃহং দ্রুতং
তথেতি যাতস্য স বিপ্রকর্ষতঃ।
মনোরমঃ সুন্দরপাদপদ্ময়ো—
ধ্বর্নিস্তুলাকোটিভবো ব্যবর্দ্ধত ॥৮৭॥

পিতা চ মাতা চ সুনূপুরস্বনং
পদাব্জয়োঃ কেবলয়োর্মনোরমম্।
অকাল-সংফুল্ল-পয়োরুহোল্লস—
ন্মধুব্রতস্যেব রবং তদাশৃণোৎ ॥৮৮॥

পরস্পরং তৌ সভয়ং সমূচতুঃ
কুতস্তুলাকোটিরবো মহানিতি।
অথৈব মিশ্রো নিকটাগতং সুতং
সমাশ্লিষন্ নূপুরশব্দহর্ষিতঃ ॥৮৯॥

অপর কোন একদিবস নিশাযোগে শচী শিশু সন্তানটীকে ক্রোড়ে লইয়া শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে গৃহ বহুলোকে পরিপূর্ণ হইল দেখিয়া আপনার অঙ্কশায়ী সন্তানকে কহিলেন॥৮৬॥

বৎস! তুমি শীঘ্র একবার আপনার পিতৃগৃহে গমন কর। বিশ্বম্ভর জননীর এই আদেশ প্রতিপালনার্থ গমন করিলে দূরতা হেতু পদকমলের নূপুর ধ্বনি সুন্দর রূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥৮৭॥

তখন মাতা শচী ও পিতা জগন্নাথ মিশ্র অকালপ্রফুল্ল পদ্মস্থ মধুকরের ধ্বনির ন্যায় পুত্রের চরণদ্বয়ের নূপুর ধ্বনি শ্রবণ করেন ॥৮৮॥

তাহারা পরস্পর সভয়ে কহিতে লাগিলেন, আহা! কোথা হইতে এরূপ

অথাগ্রজোদ্ব্যষ্টসমাসমাশ্রিতঃ
স বিশ্বরূপঃ সমুপেত্য সদ্বয়ঃ।
গুণাম্বুধেঃ পারমপারমাগতো
বিদন্নিদং বিশ্বমিবাত্মনঃ সমম্ ॥৯০॥

বভূব সর্ব্বজ্ঞতয়া সমন্বিতঃ
প্রভোঃ পদাম্ভোরুহসক্তচেতনঃ।
জগত্যনাসক্তমতির্মহামতিঃ
সমাশ্রিতো নির্ভরশান্তদান্ততাম্ ॥৯১॥

পিতা বিচিন্ত্যাথ বিবাহমঙ্গলং
গুণস্য রূপস্য তদোচিতাং বধূম্।
স চিত্তবৃত্ত্যা নিতরাং ব্যমীমৃগৎ
ক্ষণেন তাং তৎকলনাং বিবেদ সঃ ॥৯২॥

সুমহৎ নূপুরের ধ্বনি হইতেছে? মিশ্র মহাশয় নূপুর শব্দে আহ্লাদিত হইয়া সমীপাগত পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন ॥৮৯॥

এদিকে মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ষোড়শ বৎসর বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া আত্মতুল্য এই বিশ্ব অবগত হইয়া গুণসমুদ্রের অপার পার গমন করিয়াছিলেন ॥৯০॥

তিনি সর্ব্বজ্ঞতাসম্পন্ন এবং মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আসক্ত চিত্ত ছিলেন, ইহা ভিন্ন তাঁহার জগতের অন্য কোন বস্তুতে আসক্তি ছিল না, শমদম গুণ তাঁহাকে যথেষ্ট রূপে আশ্রয় করিয়াছিল ॥৯১॥

পিতা জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বরূপের মাঙ্গলিক বিবাহের নিমিত্ত চিন্তা করিয়া তাঁহার গুণ ও রূপের অনুরূপ একটী কন্যা মনে মনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনিও তাঁহার সেই অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন ॥৯২॥

স বিশ্বরূপঃ পিতরং তথাবিধৈ—
র্মনোরথৈরুৎসুকমাকলয্য তম্ ।
গৃহং বিহায় দ্যুনদীঞ্চ সন্তরন্
যযৌ জিহাসুঃ সকলং মহাশয়ঃ ॥৯৩॥

চকার সন্ন্যাসমদভ্রবিভ্রমো
গুণাম্বুধিঃ সোঽধিসমাপিতক্রিয়ঃ ।
ন নিঃস্পৃহাণাং জগতীহ নিষ্ফলে
মহাধিয়াং ধাবতি চিত্তবিভ্রমঃ ॥৯৪॥

তদৈতদাশ্রুত্য পিতা প্রসূশ্চ সা
বিলাপমুচ্চৈরকরোন্মুমোহ চ ।
ততঃ সমাশ্বাস্য হিতাভিলাষুকৌ
সদাশিষং তত্র সুতে প্রচক্রতুঃ ॥৯৫॥

যখন বিশ্বরূপ মহাশয় ঐরূপ অভিপ্রায়ে পিতাকে সমুৎসুক দেখিলেন তখন তিনি সকল বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া গৃহ বিসর্জন ও গঙ্গা সন্তরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন ॥৯৩॥

প্রভূত বিলাসী, গুণসাগর, বিশ্বরূপ কার্য্যসমুদায় সম্পন্ন করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন ; কারণ, সুবুদ্ধি ও নিঃস্পৃহ সাধুজনের এই নিষ্ফল জগতে কখন চিত্তের বিভ্রম ধাবিত হয় না ॥৯৪॥

অনন্তর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও জননী শচীদেবী বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাবলম্বন শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর তাঁহারা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তদীয় হিতাভিলাষে তাঁহাকে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥৯৫॥

অয়ং বয়ো নূতনমেব সংশ্রিতো
ব্রতাধিশিশ্রায় যতিত্বমেব যৎ।
তদা বিধাতঃ করুণা বিধীয়তাং
সদাত্র ধর্ম্মে নিরতো ভবেদ্‌যথা ॥৯৬॥

ইতীহ ভূয়োতিবিলপ্য দুঃখিতৌ
কনিষ্ঠমেতস্য মনোরমং সুতম্‌।
ননন্দতুঃ ক্রোড়গতং বিধায় তৌ
সুনির্ব্বৃতৌ তত্তনুসঙ্গশর্মভিঃ ॥৯৭॥

উবাচ বাচামৃতপূর পূর্ণয়া
মৃতস্য জীবপ্রদয়া দয়াম্বুধিঃ।
তদঙ্গবল্লীমবগাহ্য মাতরং
তথৈব তাতঞ্চ সদা দ্রবন্মনাঃ ॥৯৮॥

পরে বিধাতাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন হে বিধাতঃ! এই বালক নূতন বয়সেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে; অতএব এরূপ করুণা বিধান করুন যাহাতে ইহার সর্ব্বদা ধর্ম্মে অনুরক্তি থাকে ॥৯৬॥

জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী দুঃখিত চিত্তে এই বলিয়া বারম্বার বিলাপ করিতে লাগিলেন, পরে বিশ্বরূপের কনিষ্ঠ অথচ আপনার মনোরম পুত্র গৌরাঙ্গকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাঁহার অঙ্গ স্পর্শজনিত সুখে নিমগ্ন হইয়া শোক সম্বরণ করিলেন ॥৯৭॥

অনন্তর দয়ার সাগর গৌরাঙ্গ আর্দ্রচিত্তে জননীর অঙ্গলতা অবলম্বন করিয়া অমৃতপ্রবাহপূর্ণ ও জীবনপ্রদ বাক্য দ্বারা মাতাকে ও পিতাকে কহিলেন ॥৯৮॥

গতোগ্রজো মে ভবতীমুপেক্ষ্য য-
ত্তিতিক্ষয়াসৌ পিতরঞ্চ শান্তিমান্ ।
ময়ৈব কার্য্যা জনকস্য তেঽপি চ
ক্ষণাৎ সপর্য্যা সকলৈব নিত্যশঃ ॥৯৯॥

তদা তদাকর্ণয়তোর্বচোমৃতং
কলস্বরেণাতিগভীরমর্থতঃ ।
তদৈব পিত্রোরভবৎ পরিপ্লুতং
সুখৈরনেকৈর্বপুরুত্তনূরুহম্ ॥১০০

তদঙ্গসঙ্গামৃতধারয়া তয়া
মনস্তয়োরাপ্লুতমেব নিশ্চিতম্ ।
অসংবৃতান্তঃ পরিবাহিতেব সা
যদাক্ষণদ্বন্দ্বপথেন নির্গতা ॥১০১॥

মাতঃ, যদিও শান্তিগুণসম্পন্ন আমার অগ্রজ বিশ্বরূপ তিতিক্ষা সহকারে আপনাদিগকে উপেক্ষা করিয়া গমন করিয়াছেন, করুন, দুঃখিত হইবেন না, আমি অল্পকাল মধ্যেই আপনাদিগের সমুদায় পরিচর্য্যা কার্য্য নির্ব্বাহ করিব ॥৯৯॥

পিতা মাতা যখনই পুত্রের এইরূপ গম্ভীরার্থ সুমধুর বচনামৃত শ্রবণ করিলেন তখনই তাঁহাদের শরীর রোমাঞ্চ সহকারে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল ॥১০০॥

পরম প্রিয়তম সেই গৌরাঙ্গের অঙ্গসঙ্গরূপ অমৃত ধারাপাতে তাঁহাদের মনঃ নিতান্ত পরিপ্লুত এবং নেত্রদ্বয় হইতে অজস্র আনন্দাশ্রু ক্ষরিত হইতে লাগিল ॥১০১॥

পঠন্ সপর্য্যাপর এব সর্ব্বদা
তয়োর্মহাকারুণিকঃ সুখাবহঃ।
বয়স্যভাবেন বয়স্যবালকৈ—
র্নিরন্তরং খেলতি খেলয়ত্যপি ॥১০২॥

স্বতন্ত্রমালোক্য কদাচিদাত্মজং
পিতা বচোভির্নিরভৎ'সয়ন্ মুহুঃ।
ততোরজন্যাং শয়িতোতিশুদ্ধধী—
র্দদর্শ সংস্বপ্নমদভ্রভাগ্যবান্ ॥১০৩॥

সুতঃ স্বতন্ত্রো মম কিং সদা ভবে-
দতীবখেলাকুললোলমানসঃ।
ইতীব কৃত্বা বহুমন্যতে ভবান্
নচৈবমাবিষ্কৃতগৌরবিগ্রহম্ ॥১০৪॥

যাহা হউক, মহা কারুণিক সুখপ্রদ গৌরাঙ্গ সর্ব্বদা পিতামাতার পরিচর্য্যা করেন এবং পড়িতে পড়িতে সখ্যভাবে বয়স্য বালকগণের সহিত নিরন্তর খেলা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১০২॥

কোন একদিবস সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন পিতা জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে ক্রীড়াপর দেখিয়া তিরস্কার করত নিশাযোগে সুখে শয়ন করিয়া সৌভাগ্যবশতঃ স্বপ্নে দেখিলেন ॥১০৩॥

একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিলেন, অহে মিশ্রবর "পুত্র স্বতন্ত্র কাহারও বাধ্য নহে, সর্ব্বদা খেলাতেই আসক্তচিত্ত, সে আমার কি করিবে" এই মনে করিয়া তুমি গৌরবিগ্রহকে বহু সম্মান করিতেছ না ॥১০৪॥

পশুর্যথা স্পর্শসুখং মহামণে—
র্ভজন্নপীমং পরিলোকয়ন্নপি।
ন বেত্তি তত্তৎসদসদ্বিবেচনাং
স্বভাবমুগ্ধস্য বিবেচনা কুতঃ ॥১০৫॥

ইত্থং বচোভির্বিত ভর্ৎসয়ন্নমুং
দ্বিজোজগাদাতিরুষারুণেক্ষণঃ।
প্রবুদ্ধ আসীত্তত এব সম্মনাঃ
সুবিস্মিতস্তৎ সকলং জগাদ চ ॥১০৬॥

নিশম্য তংস্বপ্নমতীব বিস্মিতা
বভূবুরুৎসাহপরাশ্চ মানবাঃ।
মনোবচোভিঃ পুরুষর্ষভংপ্রভুং
মহাশয়োসাবিতি সাধু মেনিরে ॥১০৭॥

পশু যেমন মহামণির স্পর্শসুখ গ্রহণ ও স্বচক্ষে তাহা নিরীক্ষণ করিয়াও ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারে না, তাহার ন্যায় তোমাকে দেখিতেছি। স্বভাবমুগ্ধ ব্যক্তির বিবেচনা কোথায়? ॥১০৫॥

ঐ ব্রাহ্মণ এই প্রকার ক্রোধভরে আরক্তনেত্র হইয়া বাক্য দ্বারা তর্জন গর্জন করে কহিতে লাগিলেন, মিশ্র মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিস্ময় সহকারে সকলের নিকট এই সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলেন ॥১০৬॥

শ্রোতৃবর্গ জগন্নাথ মিশ্রের মুখে ঐরূপ স্বপ্ন শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং মন ও বাক্য দ্বারা উৎসাহ সহকারে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ গৌরাঙ্গদেবকে "ইনি সাধু" এই বলিয়া মানিতে লাগিলেন ॥১০৭॥

ততঃ কদাচিন্নিবসন্ স্বমন্দিরে
সমুদ্যদাদিত্যমহোজ্জ্বলঃ ।
স্বতেজসাধ্বস্ততমিস্রসঞ্চয়ো
জগাদ দেবো জননীং পুরস্থিতাম্ ॥১০৮॥

সংশ্রূয়তাং মাতরিদং বদামি য-
স্তথেতি তস্যোদিতমাদদে শচী ।
যমুচ্যতে তাত সমস্তমেব তৎ
করিষ্যতে তৎ বদ তাত ভাষিতম্ ॥১০৯॥

কদাপি মাতর্হরিবাসরে ত্বয়া
ন কার্য্যমেবাদনমিত্যসৌ পুনঃ ।
জগাদ পশ্চাত্তনুজোদিতং শচী
সমাদদে নির্ভরভাগ্যভূষিতা ॥১১০॥

পুনশ্চ তাম্বূলফলাদি শুদ্ধিম-
ন্নিবেদিতং যত্তদপাস্য মাতরম্ ।
জগাদ মাতঃ পরিপালয়াত্মনঃ
সুতস্য দেহং চলিতোঽহমঞ্জসা ॥১১১॥

এক দিবস গৌরাঙ্গদেব সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় অঙ্গ প্রভায় অন্ধকাররাশি বিনষ্ট করত নিজ মন্দিরে উপবেশন করিয়া সম্মুখবর্ত্তিনী জননীকে কহিলেন ॥১০৮॥

মাতঃ! আমি এই যাহা আপনাকে কহিতেছি আপনি যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। শচীমাতা উত্তর করিলেন, বৎস! তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব ॥১০৯॥

মহাপ্রভু কহিলেন, মাতঃ! আপনি কদাচ হরিবাসরে ভোজন করিবেন না; পশ্চাৎ ভাগ্যবতী শচীও পুত্রের কথিত বিষয় স্বীকার করিলেন ॥১১০॥

অনন্তর শুদ্ধ তাম্বূল ও ফলাদি যাহা তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তিনি ঐ

স ইত্থমুত্থায় মহাপ্রভুঃ ক্ষিতৌ
পপাত শম্পাযুতকোটিকোটিবৎ ।
ইতীমমালোক্য বিসংজ্ঞমাকুলা
সিষেচ গঙ্গাসলিলৈঃ শচী চিরম্ ॥১১২॥

ততঃ প্রবোধস্থিরয়া ধিয়া সমং
নবপ্রবোধাম্বুজরাজদীক্ষণঃ ।
সমুত্থিতোঽসৌ মহসা নিসর্গিণা
সমাবৃতঃ শারদচন্দ্রবদ্বভৌ ॥১১৩॥

তদা তদাশ্রুত্য পিতাপি তাদৃশং
জগাম ভূয়ঃ সহ বিস্ময়ং স্বয়ম্ ।
উবাচ বাচশ্চ সদর্থবাচিকাঃ
কিমেতদেতৎ কিমিতীতিরীতিতঃ ॥১১৪॥

সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া জননীকে কহিলেন, মাতঃ! যথার্থ বলিতেছি সহসা আমার শরীর কম্পিত হইতেছে, অতএব আপনি স্বীয় পুত্রের দেহ পরিপালন করুন ॥১১১॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু গাত্রোত্থান করত ভূমিতলে পতিত হইলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া এরূপ বোধ হইল যেন কোটি কোটি বিদ্যুৎ পুঞ্জীভূত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। শচী ধরাশায়ি পুত্রকে বহুক্ষণ যাবৎ অচেতন দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন এবং ভূরি পরিমাণে গঙ্গাজল আনয়ন করত তাঁহার অঙ্গে সেচন করিতে লাগিলেন ॥১১২॥

তাহাতে রাজীবলোচন গৌরাঙ্গদেব প্রবোধিত ও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্বীয় কান্তিতে শারদ চন্দ্রের ন্যায় শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥১১৩॥

অনন্তর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ঐ বিষয় শ্রবণ করিয়া তাদৃশ পুত্রের নিকট

তদাশয়ং তচ্চরিতং তদিঙ্গিতং
বিদন্তি তদ্‌বিভ্রমমত্র কে জনাঃ।
নহি স্বয়ম্ভূঃ শ্রুতয়শ্চ তাঃ স্বয়ং
ভবোঽপি তাবৎ প্রভবো ভবিষ্ণবঃ ॥১১৫॥

গুরোর্গৃহে সম্বসতা মহাধিয়া
সমস্তবিদ্যাঃ সকৃতার্থতাঃ কৃতাঃ।
ক্ষণেন তস্মিন্ বিবিশুশ্চ তাঃ স্বয়ং
পয়োনিধৌ নদ্য ইবোৎসুকা ভৃশম্ ॥১১৬॥

ততঃ পিতা তস্য নিবৃত্তযৌবনো
জরাং স ভেজে জ্বরিতোঽতিদুর্বলঃ।
তথাবিধং তং পরিলক্ষ্য সঃ প্রভু-
র্নিনায় গঙ্গাতটভূমিমাকুলঃ ॥১১৭॥

গমন করিলেন এবং বিস্ময়সহকারে সদর্থ বাক্য দ্বারা কহিলেন, বৎস! এ তোমার কি প্রকার রীতি ॥১১৪॥

প্রভুর আশয়, চরিত্র, ইঙ্গিত এবং বিলাস কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারে? যে হেতু ব্রহ্মা, স্বয়ং মহেশ্বর ও শ্রুতিসকলও তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও অবগত হইতে সক্ষম হয়েন নাই ॥১১৫॥

সে যাহা হউক, বুদ্ধিমান গৌরাঙ্গদেব গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক অল্পকাল-মধ্যে সমুদায় বিদ্যায় পরিদর্শিতা লাভ করিলেন, ইহাতে বোধ হইল সাগরাভিমুখী নদীর ন্যায় সমুদায় বিদ্যা যেন সমুৎসুক হইয়া তাঁহাতে স্বয়ং গিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল ॥১১৬॥

তাঁহার পিতা যৌবনাবসানে জরাক্রান্ত হইয়া জ্বরে অভিভূত হয়ে অতিশয় দুর্ব্বল হইলেন দেখিয়া মহাপ্রভু ব্যাকুল চিত্তে তাঁহাকে ভাগীরথীর তীরে লইয়া গেলেন ॥১১৭॥

পিতুঃ পদং বক্ষসি দুঃখিতাত্মনা
নিধায় তেপে নিতরাং কৃপাবতা।
পিতঃ ক্ব মাং প্রোজ্‌ঝ্য সুদীনমেককং
শিশুং কথং হন্ত ভবান্ গমিষ্যতি ॥১১৮॥

নিশম্য বাক্যামৃতমস্য হর্ষদং
ততোহন্তকালে দ্বিজপুঙ্গবোঽসকৌ।
সমর্পণং তে রঘুনাথপাদয়োঃ
কৃতং সুখী স্যামিতি পুত্রমব্রবীৎ ॥১১৯॥

অথ সা পতিপাদপঙ্কজ—
দ্বয়মালিঙ্গ্য সগদ্‌গদস্বরম্।
পরিদেবনয়ানয়া মুহু—
র্বহুধা নেত্রজলৈরসেচয়ৎ ॥১২০॥

তাঁহার চরণদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করত এই বলিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন, পিতঃ! আমি অসহায় শিশুসন্তান, হায়! আমাকে কোথায় ত্যাগ করিয়া আপনি কি প্রকারে গমন করিবেন ॥১১৮॥

তখন দ্বিজশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ পুত্রের হর্ষপ্রদ ঐ বাক্যামৃত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তোমাকে রঘুনাথের চরণযুগলে সমর্পণ করিলাম, তুমি সুখী হইবে ॥১১৯॥

অনন্তর জগন্নাথভার্য্যা শচী গদ্‌গদস্বরে অনুতাপ করিতে করিতে পতির চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুবারি সেচন করিতে লাগিলেন ॥১২০॥

অপি মাং পরিহায় দুঃখিতা-
মতিদীনাং কুররীমিব প্রভো।
ক নু সম্প্রতি যাসি নীয়তাং
নিজদাসী বহুদুঃখকর্ষিতা ॥১২১॥

দিবি দেবগণে নিরন্তরং
সুমনোবর্ষিণি ভূরিশঃ সুখাৎ।
ভুবি কীর্ত্তনতৎপরে জনে
দ্যুনদীমধ্যগতঃ স নির্ব্ববৌ ॥১২২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেমহাকাব্যে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

তিনি কহিলেন, নাথ! কুররীর ন্যায় দুঃখিতা ও দীনা এই নিজদাসীকে পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি আপনি কোথায় গমন করিতেছেন, আমি বহুদুঃখে কাতরা হইতেছি; আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলুন ॥১২১॥

সে যাহা হউক, শচীমাতা এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে, দেবগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে, পৃথিবীতে মানবসকল হরিকীর্ত্তন করিতে থাকিলে মহাপ্রভুর পিতা গঙ্গার মধ্যগত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥১২২॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

নবীনলাবণ্যসুধাম্বুধারা-
ভৃতা নবীনেন সদঙ্গকেন।
তং যৌবরাষ্ট্রে সকলস্য যূনঃ
প্রসূনচাপোভিষিষেচ ভূয়ঃ ॥১॥

পপাঠ সংপণ্ডিতবিষ্ণুনাম্নঃ
সুদর্শনাদপ্যতিহর্ষভাজঃ।
গুরুত্বমাকল্প্য মহানুকম্পাং
চকার হর্ষাদনয়োঃ কিমেষঃ ॥২॥

ততশ্চ বৈয়াকরণাৎ স গঙ্গা—
দাসাদভূৎ প্রত্যনুভূতবিদ্যঃ
যদেষ বিদ্যামদদাদ্ দ্বিজেভ্য—
স্তেনৈব পুণ্যেন পপাঠ সোঽত্র ॥৩॥

অনন্তর কন্দর্প শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অঙ্গের নবীন লাবণ্যামৃত সন্দর্শন করিয়া সমুদায় যুবকগণের যৌবরাজ্যে যেন পুনর্ব্বার তাঁহাকেই অভিষেক করিলেন ॥১॥

সে যাহা হউক শ্রীমহাপ্রভু সুপণ্ডিত বিষ্ণু ও আনন্দভাজন সুদর্শন এই দুই জনকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন; কিন্তু প্রভুর এ অধ্যয়ন করা নয়, বোধ হয় ইহার দ্বারা তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইল ॥২॥

তাহার পর বৈয়াকরণ গঙ্গাদাসের নিকটে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিলেন, যেহেতু ইনি বহুতর ব্রাহ্মণকে বিদ্যাদান করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পুণ্যবলেই মহাপ্রভু ইহাঁর নিকট পাঠ স্বীকার করিলেন ॥৩॥

সতীর্থবৃন্দৈঃ পরিহাসবদ্ভি—
র্হসন্ বিশেষং সবদাবদেন।
ততান লীলাপ্রতিভানবার্ত্তা-
মুর্ব্বী সত্বর্ব্বীসুরবংশরত্নম্ ॥৪॥

কদাচনাসৌ বনমালিনাম্নো
গৃহে সদাচার্যবরস্য নাথঃ।
জগাম সম্ভাষরসেন হর্ষাদ্—
যদৃচ্ছয়া শ্রীময়গৌরদেহঃ ॥৫॥

নিবর্ত্তমানেন ততঃ সুখেন
সংভাষ্য তং বর্ত্মনি তেন তত্র।
অকারি পীযূষমিব ক্ষরন্তী
নেত্রাতিথিঃ কাচনহেমবল্লী ॥৬॥

সা বল্লভাচার্য্যসুতা চলন্তী
স্নাতুং সখীভিঃ সুরদীর্ঘিকায়াম্।
লক্ষ্মীরনেনৈব মহাবতীর্ণা
প্রভোর্যযৌ লোচনবর্ত্ম তত্র ॥৭॥

ভূদেববংশাবতংস চৈতন্যদেব পরিহাসকারী ছাত্রদিগের শাস্ত্রীয় কথার বাদানুবাদ করিতে করিতে লীলারস সকল বিস্তার করিতেন ॥৪॥

কোন এক দিবস ঐ গৌরবিগ্রহধারী হরি যদৃচ্ছাক্রমে শাস্ত্রালাপরসে হর্ষ প্রকাশ করত বনমালি আচার্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৫॥

কিন্তু তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, সেই সময় পথমধ্যে কোন অনির্ব্বচনীয় স্বর্ণলতা তাঁহার নেত্রগোচর হইল। আহা, হেমবল্লীর কি আশ্চর্য্যরূপ! তাহা হইতে যেন অমৃত ক্ষরণ হইতেছিল ॥৬॥

ঐ হেমবল্লী বল্লভাচার্য্যের কন্যা, স্বয়ং লক্ষ্মী, যিনি প্রভুর সহিত ভূমে

বিলোক্য স প্রাক্তনবল্লভাং তাং
সুখাম্বুধৌ মজ্জনমাততান।
নৈসর্গিকং প্রেম যথাবকাশং
প্রসহ্য নামোদয়তীহ কম্বা ॥৮॥

তথাবিধাং তামবলোক্য রামাং
মনস্যভূদুল্লসিতঃ কৃপাব্ধিঃ।
মণিস্বিনা দুর্লভমাভিরাম্যং
ন হৈমনী হারলতা প্রযাতি ॥৯॥

সা শৈশবাদেকপদেন বালা
সমাগতা যৌবনসীম্নি কিঞ্চিৎ।
পরিত্রুটচ্চাপলজায়মান-
ত্রপা তমালোক্য ননন্দ শশ্বৎ ॥১০॥

অবতীর্ণা হইয়াছেন, তিনি তৎকালে সখীগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গায় স্নান নিমিত্ত গমন করিতে ছিলেন, অকস্মাৎ মহাপ্রভুর নেত্রপথ তাঁহাতেই গিয়া পতিত হইল ॥৭॥

অনন্তর গৌরাঙ্গদেব আপনার সেই পূর্ব্ববল্লভাকে সংদর্শন করিয়া সুখ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন, কেননা স্বভাবসিদ্ধ প্রেমাবকাশ কাহাকে না আমোদিত করিয়া থাকে ? ॥৮॥

সে যাহা হউক, করুণানিধি শচীকুমার ঐ রামাকে তথাবিধ অবলোকন করিয়া মনোমধ্যে অতিশয় উল্লসিত হইলেন। আহা, মণিব্যতিরেকে যেমন স্বর্ণহারের মনোহর শোভা প্রকাশ পায় না তদ্রূপ ॥৯॥

ঐ বল্লভাচার্য্যের কন্যা শৈশব অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া চাঞ্চল্যপরিহারকারিণী লজ্জাসহকারে শচীতনয়কে অবলোকন করত নিরন্তর আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন ॥১০॥

অথাজগামৈষ নিরীক্ষ্য কান্তাং
তৈস্তৈর্বয়স্যৈর্বিহরংস্তথৈব ।
পঠন্ সদোদ্গ্রাহপরঃ পরেশো
ররাজ গূঢ়স্পৃহরম্যলীলঃ ॥১১॥

অথাপরেদ্যুর্বনমালিনামা
প্রভোঃ য আচার্য উপেত্য বেশ্ম ।
নমশ্চকার প্রণতো মহাত্মা
শচীং শুচিঃ সংকথয়ন্ বিধিজ্ঞঃ ॥১২॥

সুতায় তে দেবি বৃতাস্তি কাচিৎ
কন্যাতিধন্যা গুণরূপশীলৈঃ ।
সা বল্লভাচার্যসুতা বরাঙ্গী
মূর্তেব লক্ষ্মীঃ ক্ষিতিতোঽবতীর্ণা ॥১৩॥

অনন্তর গৌরাঙ্গদেব কান্তাকে অবলোকন করিয়া বয়স্যগণের সহিত বিহার এবং পাঠ করিতে করিতে গৃহে আগমন করিলেন কিন্তু তৎকালে তাঁহার বিবাহবিষয়ে অতিশয় ইচ্ছা হইলেও তাহা প্রকাশ না করিয়া মনোরম লীলাসহকারে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥১১॥

অনন্তর কোন একদিবস আচার্য্য বনমালিনামক একজন মহানুভব বিশুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর গৃহে আগমন করিয়া বিনয়পুরঃসর শচীদেবীকে নমস্কার করত কহিলেন ॥১২॥

দেবি ! রূপ, গুণ ও শীলতাসম্পন্না কোন একটী কন্যা মনে মনে আপনার পুত্রকে বরণ করিয়াছেন ; তিনি বল্লভাচার্য্যের কন্যা, তাঁহার তুল্য অঙ্গসৌষ্ঠব অতি বিরল, তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ভূমিতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন ॥১৩॥

বিধীয়তাং তত্র লঘুপ্রযত্ন-
স্তনূজরত্নস্য বিবাহকার্য্যে।
যদীচ্ছসি শ্রীমতি তাং সদঙ্গাং
শ্রিয়ং বধূরত্নমনিন্দ্যশীলাম্ ॥১৪॥

ইত্যস্য সংশ্রুত্য বচোমৃতং সা
তূষ্ণীমভূন্নৈব কিমপ্যুবাচ।
অশ্রদ্দধানা বচনেঽস্য তস্মিন্
সুতেঽপি তল্লক্ষণলক্ষণার্থা ॥১৫॥

নৈবাকলয্যাশু বচাংসি শচ্যা
যযৌ স আচার্য্যবরোঽতিদুঃখী।
বিলোকয়ামাস মনঃকথাভিঃ
কষায়িতাস্যোঽথ মহাপ্রভুং তম্ ॥১৬॥

হে শ্রীমতি! আপনি যদি সেই শোভনশীলা লক্ষ্মীকে বধূরত্নরূপে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে পুত্ররত্নের বিবাহকার্য্যে শীঘ্র যত্ন বিধান করুন ॥১৪॥

অনন্তর শচী বিপ্রবর বনমালির ঐ বচনামৃত শ্রবণ করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন এবং পুত্রের ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবার বাসনা আছে কিনা জানিতে সমুৎসুক হইয়া বনমালির বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতে শ্রদ্ধা করিলেন না ॥১৫॥

অনন্তর আচার্য্যবর বনমালী শচীর বাক্য অবগত হইতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনের কথায় কষায়িতাস্য, অর্থাৎ শুষ্কমুখ হওত, মহাপ্রভুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১৬॥

অসৌ নবদ্বীপকিশোরচন্দ্র-
শ্চন্দ্রাননশ্চন্দ্রসহস্রকান্তঃ।
আচার্যমালোক্য ননাম হৃষ্টো
দৃঢ়ং পরিষ্বজ্য চ ধীরমূচে ॥১৭॥

আসীঃ ক্ব গন্তা ত্বময়ে মহাত্মন্
কথং নু বা ত্বং বিমনাঃ প্রয়াসি।
স আহ মাতুশ্চরণৌ তবৈব
দ্রষ্টুং গতঃ সম্প্রতি যামি দুঃখী ॥১৮॥

ন কিঞ্চিদূচে তমিদং স শৃণ্বন্
স্বমেব গেহং প্রযযৌ কৃপাব্ধিঃ।
তদীয়য়া তদ্বিমনস্তয়াসীৎ
স্বয়ং দয়াবারিনিধিঃ সুদুঃখী ॥১৯॥

অনন্তর নবদ্বীপের কিশোরচন্দ্র শচীতনয় যাঁহার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বদনমণ্ডল ও সহস্রচন্দ্রতুল্য অঙ্গকান্তি, তিনি আচার্য্যকে অবলোকন করিয়া প্রণাম করিলেন এবং হর্ষচিত্তে দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক ধীরভাবে কহিতে লাগিলেন ॥১৭॥

হে মহাত্মন্! আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন এবং কেনই বা দুঃখিত হইয়া প্রতিগমন করিতেছেন? এই প্রশ্নে আচার্য্যবর উত্তর করিলেন, আমি তোমার জননীর চরণদর্শন জন্য আসিয়াছিলাম, সম্প্রতি দুঃখিত হইয়া যাইতেছি ॥১৮॥

তখন কৃপাসাগর গৌরহরি আচার্য্যের ঐ বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কোন উত্তর প্রদান না করত স্বয়ং গৃহে গমন করিলেন, কিন্তু দয়ানিধি তাঁহার বিমনস্কতায় আপনিও অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন ॥১৯॥

আগত্য গেহং জননীং ততোঽসৌ
পপ্রচ্ছ নাথঃ স্তনয়িত্নুধীরম্।
কিমুক্তমাচার্যবরায় মাত-
স্ত্বয়া যতোঽসৌ বিমনাঃ প্রয়াতি ॥২০॥

কথং ন তস্যানুমতৌ মতিস্তে
বভূব নামোদিতমুক্তমস্য।
প্রীতির্যথা স্যাৎ সুজনস্য সাধো-
স্তথৈব কর্ত্তুং সুজনঃ প্রমাণম্ ॥২১॥

বিজ্ঞায় পুত্রানুমতিং মুদাসৌ
প্রস্থাপয়ামাস তদাত্মলোকম্।
আচার্যবর্য্যানয়নায় শীঘ্রং
নিষ্পাদ্যতে কিং ন তদীচ্ছয়া যৎ ॥২২॥

অনন্তর নবদ্বীপনাথ গৃহে আগমন করিয়া মেঘতুল্য গভীর স্বরে জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! আপনি আচার্য্যকে কি বলিয়াছেন, যেহেতু তিনি বিমনস্ক হইয়া গমন করিতেছেন ॥২০॥

হা কষ্ট! আপনি কেন তাঁহার অনুমত বিষয়ে সম্মত হয়েন নাই? কেন আপনি তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করেন নাই? যাহা হউক আপনার একার্য্য ভাল বোধ হইতেছে না। মাতঃ! সাধুর যাহাতে প্রীতি সম্পাদন হয় তাহা করাই সাধুজনের নিদর্শন ॥২১॥

তখন বুদ্ধিমতী শচী পুত্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আহ্লাদসহকারে আচার্য্যকে আনয়ন করিবার জন্য শীঘ্র আপনার একটি লোক প্রেরণ করিলেন এবং তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আচার্য্য যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা কি না সম্পন্ন হইবে, অর্থাৎ তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন করিব ॥২২॥

দ্রুতং স আগত্য শচীং প্রণম্যা-
বদৎ কিমাজ্ঞাপয়তীশ্বরী মে ।
বিধীয়তেঽসৌ শিরসা নিয়োগো
নিযুজ্যতাং তত্তব কিংকরোঽস্মি ॥২৩॥

বিজ্ঞাপিতং যোঽস্তি যদত্র তাত
তদেব কর্ত্তুং ত্বমিহ প্রমাণম্ ।
ত্বং বৎসলোঽতীব সুহৃৎকুটুম্বং
স্নিগ্ধঃ স্বয়ং চেত্যথ সা জগাদ ॥২৪॥

ততঃ সমাকর্ণ্য বচঃ স ধীরঃ
স্বধীতসর্ব্বাগমএব তূর্ণম্ ।
শচীং নমস্কৃত্য শুচির্জগাম
বিধিৎসুরেতস্য বিবাহকার্য্যম্ ॥২৫॥

ইত্যবসরে আচার্য্য বনমালী শীঘ্র আগমন করিয়া শচী মাতাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, ঈশ্বরি! আমাকে কি আজ্ঞা করিতেছেন? আমি আপনার কিঙ্কর; আমাকে নিয়োগ করুন, আমি মস্তকদ্বারা বিধান করিব ॥২৩॥

অনন্তর শচী আচার্য্যকে কহিলেন, বৎস! এবিষয়ে আমি যাহা তোমাকে কহিব, তাহা সম্পন্ন করিতে এক তুমি মাত্রই সমর্থ, যেহেতু তুমি আমার প্রতি প্রীতিমান্ এবং আমার অতি সুহৃৎ কুটুম্ব ও স্নিগ্ধ। অতএব স্বয়ং সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ কর ॥২৪॥

তখন নিখিল শাস্ত্রার্থদর্শী ধীরপ্রকৃতি সেই আচার্য্য শচীদেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক বিশ্বম্ভরের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে শীঘ্র যাত্রা করিলেন ॥২৫॥

সবল্লভাচার্যগৃহেতিহর্ষাৎ
জগাম কৌতূহলপূর্ণচেতাঃ।
তূর্ণং বিলোক্যৈনমসাবুদস্থাৎ
প্রত্যুদ্‌গমোঽগ্রার্চ্চনমেব সাধোঃ ॥২৬॥

স বল্লভোভূমিসুরৈকরত্নং
দিদেশ তস্মৈ বরমাসনং তৎ।
পপ্রচ্ছ পশ্চাচ্চ বিনীতচেষ্টঃ
সদৈব ধীরো বিনয়েন ভাতি ॥২৭॥

অনুগ্রহোঽয়ং ময়ি তে বভূব
স্ফুটং যদত্রাগমনং ত্বদীয়ম্।
কার্য্যং কিয়দ্বাপ্যবশিষ্যতে ত-
দ্বক্তুং মহাধীস্ত্বমিহ প্রমাণম্ ॥২৮॥

আচার্য্যের চিত্ত কৌতূহলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং হর্ষসহকারে গমন করিতে করিতে অল্পকাল মধ্যে বল্লভাচার্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন; তাহাতে ঐ বল্লভাচার্য্য পরম সাধু আচার্য্যকে সমাগত দেখিয়া প্রত্যুদ্‌গমনপুরঃসর তাঁহার যথাবিধি সম্মান করিলেন ॥২৬॥

ভূদেবাগ্রগণ্য ঐ বনমালিকে আসন প্রদান করিতে আদেশ করিয়া পশ্চাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন। যাঁহারা বিনয়ী ও ধীর, তাঁহারা স্বভাবত বিনয় দ্বারাই শোভা পাইয়া থাকেন ॥২৭॥

হে মহাশয়! আপনি যখন আমার গৃহে আগমন করিলেন তখন স্পষ্টই বোধ হইল, আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ হইয়াছে। যাহা হউক হে ধীরবর! এমন কি করিতে হইবে, কোন্ কার্য্যই বা অবশিষ্ট আছে, আপনি আজ্ঞা করুন ॥২৮॥

ইত্থং নিশম্যাশু মহানুভাবঃ
প্রভোর্বিবাহে ঘটনাং বিধিৎসুঃ।
উবাচ হর্ষোদ্‌গতরোমবৃন্দঃ
শুভস্বরাং বাচমনিন্দিতাত্মা ॥২৯॥

গুণৈর্বরো মিশ্রপুরন্দরাত্মজঃ
শরীরবত্তামতনুঃ কিমাশ্রিতঃ।
য এষ সৌন্দর্য্যময়ীং তনূমিমাং
জগত্রয়ীলোকবিমোহিনীং শ্রিতঃ ॥৩০॥

য এষ নিষ্ণাততয়া তয়া বিধে
র্বিধানদক্ষস্য বিধানকর্ম্মণি।
বিধায় সৌন্দর্য্যসমূহমগ্রতঃ
সুধাময়ঃ কোপ্যতনুর্বিনির্ম্মমে ॥৩১॥

তখন মহাত্মা ও মহানুভাব বনমালী আচার্য্য বল্লভাচার্য্যের ঐ প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর বিবাহ ঘটনা বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন ॥২৯॥

হে আচার্য্যবর! জগন্নাথমিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভর সর্ব্বগুণসম্পন্ন, তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় তনুহীন কন্দর্প যেন তাঁহার ঐ তনুতে গিয়াই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আহা, গৌরাঙ্গদেব এরূপ আশ্চর্য্যরূপ অবলম্বন করিয়াছেন যে, যদ্দর্শনে ত্রিলোকীস্থ লোকমাত্রেরই মন বিমোহিত হইয়া যায় ॥৩০॥

জগদ্বিধানদক্ষ বিধাতা সৌন্দর্য্যসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া আপনার সৃষ্টিকার্য্যে নিপুণতা দ্বারা প্রথমতঃ এই সুধাময় গৌরবিগ্রহরূপ কন্দর্প নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥৩১॥

যদাস্যচন্দ্রং বিধিনা বিধায় তং
চিরায় ভূয়িষ্ঠমিবাত্মসৌষ্ঠবম্ ।
বিদাম্বভূবে গদতা প্রতিক্ষণং
চতুর্ভিরাস্যৈরপি সাধু সাধ্বিতি ॥৩২॥

অতঃ সুতায়াস্তব যোগ্যবিভ্রমঃ
স কল্পবল্যা ইব কল্পভূরুহঃ ।
যোগোস্তু মুক্তামণিবর্য্যয়োরিব
প্রিয়াকরঃ সর্ব্বজগজ্জনস্য সঃ ॥৩৩॥

নিশম্য সৌম্যোথ স বল্লভদ্বিজো
দ্বিজৈকরত্নং তমুবাচ হর্ষতঃ ।
বিচিন্ত্য ভূয়ো মনসা শুভংযুনা
সখ্যেন বিখ্যাতযশঃসমুচ্চয়ঃ ॥৩৪॥

ঐ গৌরাঙ্গদেবের রূপমাধুর্য্যের বিষয় আর কি বর্ণন করিব, বিধাতা যাঁহার মুখচন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়া চিরকালের জন্য ভূমিতলে আপনার শিল্প-কর্ম্মের সৌষ্ঠব সন্দর্শন করাইয়া স্বয়ং প্রতিক্ষণে চারিমুখে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন ॥৩২॥

অতএব হে মহাশয়! যেমন কল্পতরুর সহিত কল্পলতার, এক উৎকৃষ্ট মণির সহিত যেমন মুক্তার যোগ উপযুক্ত হয়, তাহার ন্যায় আপনার কন্যার সহিত বিশ্বম্ভরের যোগ, সমস্ত লোকের সুখাবহ হইবে সন্দেহ নাই ॥৩৩॥

তখন বল্লভাচার্য্য যাঁহার প্রশস্ত মনহেতু সর্ব্বত্র যশঃ বৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি দ্বিজরত্ন বনমালির ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল মনোমধ্যে চিন্তা করত সহাস্য বদনে কহিলেন ॥৩৪॥

ভাগ্যাতিভাগ্যেন মহানুভব ! মে
যোগেন তৎ সংপ্রতি তেন ভূয়তে।
তথাবিধস্যাস্য সমং তথাবিধে—
র্যথাতথং স্যাদ্‌ঘটনা মনোরমা ॥৩৫॥

যদীশ্বরঃ স্যান্ময়ি সুপ্রসাদভাক্
ভাগ্যোদয়ো বা যদি মে মহান্ ভবেৎ।
যদস্তি পুত্র্যাঃ সুকৃতং মহত্তরং
তদেদৃশস্তৎ পতিরেব নিশ্চয়ঃ ॥৩৬ ॥

যথা গুণৈঃ কাঞ্চনহারবল্লী
রত্নেন সন্নায়কতাং গতেন।
নিষ্পন্নতাং যাতি তথা ত্বদীয়ৈ—
গুর্ণৈস্তয়োঃ সংঘটনা ঘটেত ॥৩৭॥

হে মহানুভাব! যদি তোমার সাহায্যে ও পরমেশ্বরের প্রসাদে এই অঘটন ঘটনা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যদি মহাত্মা গৌরাঙ্গ আমার কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন তাহা হইলে ইহার তুল্য আর সৌভাগ্য কি ? ॥৩৫॥

হে ব্রাহ্মণ! ঈশ্বর যদি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েন অথবা যদি আমার মহৎ ভাগ্যের উদয় হয়, কিম্বা যদি আমার কন্যার সুমহৎ পুণ্য থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার এতাদৃশ পতিলাভ হইবে ॥৩৬॥

বল্লভাচার্য্য আরও কহিলেন, হে মহাশয়! গুণগুম্ফিত স্বর্ণহার মধ্যগত নায়ক মণিসহযোগে যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে, তেমনি আপনার গুণে যদি ঐ দুইয়ের সংঘটনা ঘটিত হয় তাহা হইলে তদ্রূপ ভাবে সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই ॥৩৭॥

ইত্যুচিবাংস্তাং বিনয়োক্তিবত্তয়া
তয়া মহাপ্রীত ইমং জগাদ সঃ।
তবেদৃশা সদ্বিনয়েন সত্বরং
সংপৎস্যতে সর্ব্বমশেষমঙ্গলম্ ॥৩৮॥

ইত্থং স সংভাষ্য মিথো দ্বিজাগ্রো
জগাদ ভূয়ো নিলয়েষু শচ্যাঃ।
ন্যবেদয়ৎ সর্ব্বমদভ্রভাগ্যো
বিবাহকৌতূহললোলচিত্তঃ ॥৩৯॥

শচী তথা তৎসকলং বিদিত্বা
হর্ষেণ পূর্ণামবিদত্তনুং স্বাম্।
বিচিন্ত্য মূর্ত্তিং নিজভাগ্যরাশিং
তনূজরত্নং নিভৃতং জগাদ ॥৪০॥

বল্লভাচার্য্য বিনয়োক্তি সহকারে এই প্রকার বলিলে আচার্য্যবর বনমালী পরম প্রীতি লাভ করত কহিলেন, মহাশয়! আপনার ঈদৃশ বিনয় দ্বারা সমুদায় মঙ্গল শীঘ্র সম্পন্ন হইবে ॥৩৮॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ বনমালী এই প্রকারে পরস্পর সম্ভাষণ করিয়া পুনর্ব্বার শচী-দেবীর গৃহে গমন করিলেন, তৎকালে তাঁহার চিত্ত বিবাহকৌতূহলে অতিশয় চঞ্চল হইয়াছিল, সুতরাং শচীদেবীর নিকটে গিয়া ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥৩৯॥

অনন্তর শচীমাতা আচার্য্যের মুখে পুত্রের বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং মনোমধ্যে আপনার সৌভাগ্য মূর্ত্তিমান্ বিবেচনা করিয়া নিভৃতে গমন পূর্ব্বক পুত্রকে কহিলেন ॥৪০॥

বিবাহমাঙ্গল্যবিশেষদক্ষিণো
বিধীয়তাং তৎসময়ঃ সুখাবহঃ।
তদা তদাকর্ণ্য স চিত্তবৃত্তিভি—
শ্চকার নাথঃ কলনাং কলানিধিঃ ॥৪১॥

দ্রব্যাণ্যদভ্রাণি মনোজ্ঞবিভ্রমো
মাতুর্নিদেশাদহরত্তদা রহঃ।
চকার কালং শুভলগ্নভূষিতং
সোঽয়ং তদা কিং স্বয়মেব ভূষিতঃ ॥৪২॥

মৃদঙ্গচারুধ্বনিভঙ্গিসঙ্গী
সঙ্গীতকোলাহল উচ্ছ্রিতোঽভূৎ।
তথৈব তত্রাতিশয়ো গরীয়া-
ন্নৃত্যোদ্গমো হর্ষিতনর্ত্তকানামৌ ॥৪৩॥

বৎস! মাঙ্গল্য বিবাহের একটা সুখাবহ সময় নিশ্চয় কর। তখন কলানিধি গৌরহরিও মাতার এই বাক্য শ্রবণ করত চিত্তবৃত্তিদ্বারা একটা দিবস স্থির করিয়া—॥৪১॥

মাতার নিয়োগাধীন নির্জনে উত্তম দ্রব্যসকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং শুভলগ্নবিভূষিত একটী সময় স্থির করিলেন। তখন বোধ হইল ঐ সময় যেন স্বয়ংই বিবিধ উৎসবে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল ॥৪২॥

আহা! তৎকালের মাধুর্য্যময় শোভার বিষয় আর কত বর্ণন করিব, উহা মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি সহ সঙ্গীতের কোলাহলে বর্দ্ধিত, তথা নর্ত্তকগণের নৃত্যভঙ্গীতে অতিশয় গরিষ্ঠ ॥৪৩॥

ভূদেববেদধ্বনিভিঃ সমন্তা-
ন্মৃদঙ্গনাদৈর্জ্জয়নাদমিশ্রৈঃ।
সচন্দনৈরাগুরবৈঃ প্রধূপৈ-
রৌশীরবদ্ভিঃ স ররাজ কালঃ ॥৪৪॥

উর্ব্বীসদুর্ব্বীসুররত্নদত্তাং
জাজ্বল্যমানামধিবাসলক্ষ্মীম্।
আসাদ্য ভাতিস্ম সরোহিণীকো
যথা সুধারশ্মিরথৈষ নাথঃ ॥৪৫॥

ততো দ্বিজেভ্যঃ প্রদদুঃ প্রকামং
তাম্বূলমাল্যান্যপি চন্দনানি।
রেজুস্তদা তে সকলা মহান্তঃ
স্মেরাননা হর্ষসমুদ্রমগ্নাঃ ॥৪৬॥

চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি ও জয়ধ্বনি মিশ্রিত মৃদঙ্গশব্দ এবং চন্দন, অগুরু, উশীর বিশিষ্ট ধূপসকলের সৌরভে সেই কাল আশ্চর্য্যরূপে শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৪॥

সে যাহা হউক তৎকালে গৌরাঙ্গদেব প্রধান প্রধান ভূদেবদিগের প্রদত্ত অতিশয় রূপে জাজ্বল্যমানা অধিবাসলক্ষ্মী লাভ করিয়া রোহিণীসহাধিষ্ঠিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪৫॥

তদনন্তর নবদ্বীপচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্টরূপে তাম্বুল, মাল্য, বস্ত্র ও চন্দনাদি প্রদান করিলেন ; তাহাতে ঐ সকল মহানুভব ব্রাহ্মণেরা হাস্যবদনে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥৪৬॥

স বল্লভোভ্যেত্য তদা সতুর্ব্বী-
গীর্ব্বাণরত্নৈর্দ্বিজসুন্দরীভিঃ।
মহাপ্রভোর্গন্ধসুগন্ধি মাল্যৈঃ
শুভাধিবাসং বিদধে বিধিজ্ঞঃ ॥৪৭॥

অথ প্রভাতে বিমলার্কভূষিতে
স্বয়ং কৃতস্নানবিধির্যথাবিধি।
প্রভুঃ পিতৄনর্চ্চয়িতুং যথা তথা
নান্দীমুখশ্রাদ্ধমথাকরোদসৌ ॥৪৮॥

ততো দ্বিজাতিশ্রুতিপাঠনাদৈ-
র্মৃদঙ্গনাদৈঃ পণবস্বনৈশ্চ।
বরাঙ্গনাবক্ত্রবিনির্গতৈস্তৈ-
রুলুলশব্দৈস্তুমুলো মহোঽভূৎ ॥৪৯॥

শচী দ্বিজানাং মহিলা যথাযথং
তত্তৎসপর্য্যাগ্রহিলাস্তদাবদৎ।
অলং ময়া ভর্ত্তৃপদাব্জহীনয়া
কর্ত্তব্যমেতদ্ভবতীভিরেব হি ॥৫০॥

ঐ সময়ে বিধিজ্ঞ বল্লভাচার্য্য ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীদিগের সহিত সমাগত হইয়া চন্দন ও সুগন্ধি মাল্য দ্বারা মহাপ্রভুর শুভ অধিবাস বিধান করিলেন ॥৪৭॥

তৎপরে চৈতন্যদেব বিমল ভাস্করশোভিত প্রভাতকালে যথাবিধি স্নানকার্য্য সমাধা করিয়া পিতৃগণের অর্চ্চনা নিমিত্ত যে রূপ শাস্ত্রে বিধান আছে তদনুসারে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিলেন ॥৪৮॥

ইত্যবসরে ব্রাহ্মণদিগের বেদমন্ত্রপাঠ, মৃদঙ্গের ধ্বনি পণববাদ্য ও নারীদিগের উলু উলু শব্দে মহা উৎসব হইতে লাগিল ॥৪৯॥

ঐ সময়ে শচী যথাবৎ পূজাপ্রাপ্তা দ্বিজপত্নীদিগকে কহিলেন, হে

সমাতুরিত্থং করুণোদিতং প্রভু-
র্নিশম্য তাতস্মৃতিদুঃখবিহ্বলঃ।
মুক্তাফলস্থূল বিলোচনাম্ভসাং
বিন্দূন্ববাহ প্রবরোরুবক্ষসি ॥৫১॥

তথাবিধং তৎসময়ে বিলোক্য সা
সুতং সুদীনাহ সহাঙ্গনাগণৈঃ।
পিতঃ কথং মঙ্গলকর্ম্ম কুর্ব্বতা
বিমুচ্যতে বারি দৃশোরমঙ্গলম্ ॥৫২॥

স মাতুরিত্থং বচনেন নাথো
দ্রাঘীয়সা নিশ্বসিতেন তেন।
ম্লানোরুবক্ষাঃ করুণং বভাষে
প্রভাতচন্দ্রপ্রতিমাস্যচন্দ্রঃ ॥৫৩॥

সুন্দরীগণ! আমি পতির পাদ-পদ্ম হইতে বিরহিত হইয়াছি। এই সমুদায় মঙ্গলকার্য্যে আমার অধিকার নাই, অতএব তোমরা আমার পুত্রের মঙ্গল-কার্য্য সমাধা করিতে যত্নবতী হও ॥৫০॥

তখন গৌরাঙ্গদেব মাতার মুখে এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতার স্মরণহেতুক অতিশয় দুঃখে বিহ্বল হইলেন এবং স্থূল মুক্তাফলসদৃশ অশ্রুবিন্দু-সমূহে বিশাল বক্ষঃস্থল সেচন করিতে লাগিলেন ॥৫১॥

অনন্তর শচী তৎকালীন পুত্রকে ঐরূপ শোকাকুল দেখিয়া সুদুঃখিত চিত্তে নারীগণের সহিত কহিলেন, বৎস! তুমি মঙ্গলকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া চক্ষুর অমঙ্গলস্বরূপ জল মোচন করিতেছ কেন? ॥৫২॥

গৌরচন্দ্র জননীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস দ্বারা বিশাল

ধনানি কিম্বা মনুজা ন সন্তি মে
যেনেদৃশং মাতরুদীরিতং বচঃ।
ত্বয়াদ্য দৈন্যেন পরাশ্রয়াগ্রহো
বিধীয়তে কিং বদ দুঃখতপ্তয়া ॥৫৪॥

ত্বয়ৈব দৃষ্টং দ্বিজসজ্জনেভ্যঃ
প্রকামমুৎকথং রভসাদ্বিকীর্ণঃ।
তাম্বুলমাল্যানি চ গন্ধবন্তি
প্রকর্ষতোঽলঙ্করণাংশুকানি ॥৫৫॥

পিত্রাপি হীনোঽহমকুণ্ঠশক্তিঃ
কিং মাতরিত্থং পুরতো মমোক্তম্।
অমর্ত্যকার্য্যেষু সদৈব শক্তা-
স্তথাপি যল্লৌকিকমেব কুর্য্যঃ ॥৫৬॥

বক্ষঃস্থল ম্লান করত প্রভাতকালীন চন্দ্রসদৃশ মলিন বদনে কহিতে লাগিলেন ॥৫৩॥

মা! বলুন দেখি, আমার ধন বা জন নাই বিবেচনা করিয়া আজ কি আপনার মুখে এইরূপ বাক্য উদ্গত হইতেছে? হায়! আপনি দুঃখে কাতরা হইয়া দৈন্যবশতঃ পরের অর্থনিমিত্ত কি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন? ॥৫৪॥

মা! আপনি ত দেখিলেন আমি হর্ষসহকারে ব্রাহ্মণসজ্জনকে যথেষ্ট ধন, তাম্বূল, সুগন্ধি মাল্য ও উত্তম উত্তম বস্ত্রালঙ্কার সকল প্রদান করিলাম ॥৫৫॥

হে মাতঃ! আমি পিতৃহীন বলিয়া আমার শক্তি নাই, এই যে আপনি আমার অগ্রে কহিলেন, ইহা আর বলিবেন না। আমরা যখন দৈব কর্ম্মে সতত সমর্থ, তখন লৌকিক কর্ম্মের কথা কি? ॥৫৬॥

ইতীরিতং তস্য নিশম্য মাতা
তং সান্ত্বয়িত্বা মধুরৈর্বচোভিঃ।
সচন্দনৈরাগুরবানুলেপৈ-
র্লিলেপ বক্ষঃস্থলমাত্মজস্য ॥৫৭॥

ত্রৈলোক্যমাধুর্য্যময়ার্য্যকান্তিঃ
প্রসূনমাল্যাভরণানুলেপৈঃ।
বিভূষিতঃ স্মেরমুখো বিরেজে
সৌন্দর্য্যলক্ষ্ম্যেব বৃতঃ স্বয়ং সঃ ॥৫৮॥

তস্মিন্ ক্ষণে বল্লভভূমিদেবঃ
সমাপ্য কার্য্যং পিতৃদেবতানাম্।
বিভূষয়ামাস বিভূষিতাঙ্গীং
সুতামলঙ্কারকুলৈর্মহার্ঘ্যৈঃ ॥৫৯॥

অনন্তর মাতা পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করত চন্দনের সহিত অগুরুর অনুলেপন দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থল লেপন করিয়া দিলেন ॥৫৭॥

তাহাতে ত্রৈলোক্যের মাধুর্যময় শ্রেষ্ঠ কান্তিবিশিষ্ট শচীতনয় জননীদত্ত অগুরু চন্দন অনুলেপন দ্বারা বিভূষিত হইয়া হাস্যবদনে মনোহর শোভা ধারণ করিলেন। তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া বোধ হইল সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী কর্তৃকই যেন তিনি স্বয়ং বৃত হইয়াছেন ॥৫৮॥

সে যাহা হউক, ঐ সময়ে ভূদেব বল্লভাচার্য্য দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য সমাধা করিয়া বহুমূল্য বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা স্বভাবসুন্দরাঙ্গী স্বীয় কন্যাটিকে অলঙ্কৃত করিলেন ॥৫৯॥

বরস্য সৌন্দর্য্যভৃতাং বরস্য
দ্বিজা স্ততোঽস্যানয়নায় জগ্মুঃ।
সংপ্রেষিতাস্তেন ততস্তদৈব
শুভস্বরাং বাচমমন্দমূচুঃ ॥৬০॥

বিধীয়তাং সংপ্রতি বৎস যাত্রা
পন্থান এতে শুভদা ভবন্তু।
অথৈষ বন্ধুদ্বিজসজ্জনাদ্যৈ
র্দোলামধিশ্রিত্য যযৌ প্রসন্নঃ ॥৬১॥

প্রদীপ্তদীপাবলিভির্বিশিষ্টং
তস্যাবিশৎ সদ্ভবনং মনোজ্ঞম্।
ততোঽভি-গম্যালয়মধ্যমেনং
নিনায় বিপ্রো নিজভাগ্যরাশিম্ ॥৬২॥

তৎপরে সৌন্দর্য্য পদার্থের সীমাস্বরূপ সেই গৌরাঙ্গদেবের আনয়ন নিমিত্ত দ্বিজগণকে প্রেরণ করিলেন, তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া সুমধুর স্বরে গৌরাঙ্গদেবকে কহিলেন ॥৬০॥

বৎস! সম্প্রতি যাত্রা কর, তোমার সম্বন্ধে এই সকল পথ শুভপ্রদ হউক! এতৎ শ্রবণে গৌরাঙ্গদেব প্রসন্ন বদন হইয়া দোলায় আরোহণ করত বন্ধু বান্ধব ও ব্রাহ্মণসজ্জনের সহিত যাত্রা করিলেন ॥৬১॥

ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহারা সমধিক ও সমুজ্জল দীপমালা দ্বারা পরিশোভিত আচার্য্যের সুশোভন ভবনে উপস্থিত হইলে বল্লভাচার্য্য আগমন করিয়া আপনার সৌভাগ্য রাশিকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন ॥৬২॥

পাদ্যাদিনা তং বরয়াম্বভূব স
দ্বিজো নবদ্বীপমহৌষধীশ্বরম্ ।
বভৌ বৃতস্তেন মহাপ্রভুস্তদা
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীললিতাং তনুং শ্রিতঃ ॥৬৩॥

স গৌরচন্দ্রঃ কণকাঙ্গদাদিভি
র্বিরাজমানোরু ভুজান্তরঃ স্বয়ম্ ।
কল্পদ্রুমশ্রীরুচিরস্য বিভ্রমং
জহারহারী তপনীয়ভূভৃতঃ ॥৬৪॥

সুতাং সমানীয় শরন্নিশাপতে
র্জ্যোৎস্নামিব স্নাপিতদিগ্বধূগণাম্ ।
প্রভাবনিধ্বস্ততমিস্রসঞ্চয়াং
স্বলঙ্কৃতাং তাং প্রভবে দদৌ দ্বিজঃ ॥৬৫॥

নবদ্বীপের মহৌষধি স্বরূপ সেই ঈশ্বর গৌরাঙ্গদেবকে বরণ করায় তৎকালীন ঐ মহাপ্রভুর শরীর ত্রৈলোক্যস্থ সমস্ত লাবণ্য সম্পন্ন হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥৬৩॥

সে যাহা হউক গৌরাঙ্গদেবের বিশাল ভুজান্তর কনক নির্মিত অঙ্গদাদি অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়াতে এরূপ শোভা বিস্তার হইতেছিল যে, তদ্বারা যেন কল্পবৃক্ষ ও কনকময় সুমেরু পর্বতের মনোহর শোভার বিভ্রম অপহৃত হইতে লাগিল ॥৬৪॥

অনন্তর দ্বিজবর বল্লভাচার্য্য শরৎকালীন নিশাপতির জোৎস্নার ন্যায় স্নাপিত দিগ্‌বধূ সকলের তুল্য আপনার তনয়া যিনি অঙ্গদ্বারা অন্ধকার রাশি বিনষ্ট করিতেছিলেন তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়া প্রভুর হস্তে সম্প্রদান করিলেন ॥৬৫॥

চিরায় সা লব্ধফলং মনোরথং
বিলোক্য বালা চরণাম্বুজং প্রভোঃ।
সমাশ্রিতা দীপ্তিমুবাহ ভূয়সীং
সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীরিব সা স্বয়ম্বরা ॥৬৬॥

পরস্পরং তৌ সুমনঃসমূহৌ
বিচক্রতুঃ প্রেমরসেন সার্দ্ধম্।
তয়োরভিক্ষাসমমাবিরাসী
ত্তদৈব চিত্রা শশিনোরিবাসৌ ॥৬৭॥

অথোপবিশ্য প্রভবে প্রদাতুং
সুতাং দ্বিজোঽসৌ বিধিনা বিধিজ্ঞঃ।
বরায় পাদ্যং বিনিবেদ্য হৃদ্যং
হৃদিস্থিতং প্রেমবিলোচনাভ্যাম্ ॥৬৮॥

তখন বল্লভদুহিতা প্রভুর পাদপদ্ম সন্দর্শন করিয়া চিরকালের মনোরথ ফল লাভ হইল বিবেচনা করত স্বয়ম্বরা সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীর ন্যায় অতিশয় শোভা ধারণ পূর্ব্বক দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ॥৬৬॥

সে যাহা হউক ঐ দুই পরস্পর একমন হইয়া প্রেমরসের সহিত বিরাজ করিতে থাকিলে তাঁহাদের দুইজনকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল চন্দ্রমা যেন চিত্রার সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥৬৭॥

অনন্তর বিধিজ্ঞ শুদ্ধবুদ্ধি বল্লভাচার্য্য আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া বিধি পূর্ব্বক প্রভুকে কন্যা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত হৃদিস্থিত উৎকৃষ্ট প্রেমরূপ পাদ্য লোচনদ্বয় দ্বারা শ্রেষ্ঠ বরকে নিবেদন করিয়া—॥৬৮॥

তমর্ঘ্যমর্ঘ্যং মধুপর্কভূষিতং
সবিষ্টরং সুন্দরমাসনং ততঃ।
ক্রমেণ তস্মৈ মহনীয়মূর্ত্তয়ে
দদৌ বরস্য প্রবরায় শুদ্ধধীঃ ॥৬৯॥

দত্ত্বা তনূজাং মহিতায় তস্মৈ
বভার হর্ষং সদৃশং সমুৎসুকঃ।
ইমানি চাসৌ মনসি প্রকামং
বহির্বিভেদাথ তনূরুহেষু ॥৭০॥

ততো নিবৃত্তে মহিতে মহোৎসবে
প্রিয়াং সমাদায় কৃপামহাম্বুধিঃ।
ররাজ রাজন্মুখপদ্মবিভ্রমো
যথা শশী চন্দ্রিকয়া সমন্বিতঃ ॥৭১॥

তৎপরে ক্রমপূর্ব্বক বিষ্টর আসনের সহিত মধুপর্কভূষিত উৎকৃষ্ট অর্ঘ্য পূজনীয়মূর্ত্তি, বরশ্রেষ্ঠকে অর্পণ করিলেন ॥৬৯॥

তদনন্তর সমুৎসুক হইয়া মহামান্য বরকে কন্যা সম্প্রদান করতঃ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন; দ্বিজবরের মনোমধ্যে যে সকল আনন্দ ছিল তাহাই যেন লোমাঞ্চরূপে বাহিরে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৭০॥

যাহা হউক মহোৎসবক্রিয়া সমাধানানন্তর কৃপাসাগর শচীতনয় লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়া চন্দ্র যেমন চন্দ্রিকার সহিত শোভা পান তদ্রূপ প্রফুল্ল মুখকমলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন ॥৭১॥

বিশ্বম্ভরো বিশ্বজনায় কৌতুকং
বিকীর্য্য বিশ্বার্ত্তিভরৈর্মহাপ্রভুঃ ।
লক্ষ্মীং সমাদায় শরীরিণীং শ্রিয়ং
সৌন্দর্য্যসারস্য জগাম বেশ্মনি ॥৭২॥

দ্বিজাঙ্গনানামথ সঞ্চয়ৈঃ সা
শচী সুতোদ্বাহসুখৈরনেকৈঃ ।
অস্ফূর্ত্তিমত্তাং ধিয়মেত্য গেহে
প্রবেশয়ামাস বধূং সুতঞ্চ ॥৭৩॥

দত্ত্বা দ্বিজেভ্যো বহুধৈব হর্ষিতা
বসূনি বাসাংসি-চ চন্দনানি ।
লেভে তদা নির্বৃতিমুত্তমাং শচী
সমাপ্তিকৃত্যা হি মহাজনোত্তমা ॥৭৪॥

তৎপরে বিশ্বম্ভর বিশ্বের আর্ত্তিসমূহে কাতর বিশ্বজনের প্রতি কৌতুক বিস্তার করিতে করিতে সৌন্দর্য্যসারের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে যাত্রা করিলেন ॥৭২॥

অনন্তর শচী যে সকল দ্বিজরমণী পুত্রোদ্বাহসুখে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া বিহ্বল আনন্দচিত্তে পুত্রবধূ ও পুত্রকে গৃহে প্রবেশ করাইলেন ॥৭৩॥

তখন ঐ শচী অতিশয় আহ্লাদ-সহকারে ব্রাহ্মণদিগকে ধন, বস্ত্র ও চন্দন প্রভৃতি দান করিয়া উত্তম সুখানুভব করিলেন, যেহেতু মহাজনের উদ্যম কখন বিফল হয় না ॥৭৪॥

বসন্ স ইত্থং নিজমন্দিরে প্রভু-
র্মুমোদ লক্ষ্ম্যা সহ কান্তয়া তয়া।
সদা জনন্যা পরিচিন্তিতক্রিয়ো
গৃহস্থধর্ম্মং সমুদারমাবহন্ ॥৭৫॥

কান্তাঙ্গসঙ্গামৃতধারয়া তয়া-
ভিষেচয়ন্তী হৃদয়েশয়দ্রুমম্।
মনোভিলাষস্তবকোচ্চয়ং সুখ-
প্রসূনবৃন্দং বিররাজ সা ভৃশম্ ॥৭৬॥

উরস্তরাগস্য কিমব্জকোরকৌ
মনোহরে হারলতাফলে কিমু।
লাবণ্যসিন্ধোঃ কিমু কোকশাবকৌ
মনোজদন্তাবলকুম্ভকৌ কিমু ॥৭৭॥

এইরূপে মহাপ্রভু সর্ব্বদা লক্ষ্মীনাম্নী কান্তার সহিত স্বীয় গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক আনন্দানুভব করতঃ জননীর অভিপ্রায়ানুরূপ উৎকৃষ্ট গৃহস্থধর্মসকল নির্ব্বাহ করিতে তৎপর হইলেন ॥৭৫॥

তখন সেই বল্লভনন্দিনী পতির অঙ্গসঙ্গরূপ অমৃতধারা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম কান্তরূপ কল্পতরু যাহাতে অভিলাষরূপ স্তবক ও সুখরূপ পুষ্পসমূহ উৎপন্ন হইতেছে, তাঁহাকে অভিষিক্ত করতঃ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭৬॥

অনন্তর গৌরাঙ্গপত্নীর বক্ষঃস্থলরূপ তড়াগে যে দুই স্তন উদ্গাত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় ঐ দুইটী কি পদ্মকলিকা? কি মনোহর হারলতার ফল? কি লাবণ্যসাগরচারী চক্রবাক-শাবকদ্বয়? অথবা কন্দর্পহস্তীর কুম্ভদ্বয় ॥৭৭॥

বিধের্নিজং সৌষ্ঠবমুন্নিনীষতো
নির্ম্মাণরম্যে কিমু হেমকুম্ভকৌ।
স্তনৌ নবারব্ধসমুদ্গকৌ প্রভোঃ
সংবিভ্রতী হর্ষভরং বভাস সা যুগ্মকম্ ॥৭৮॥

মুখেন মন্দাক্ষবিনম্রচক্ষুষা
স্মিতানুপৃক্তেন সদোষ্ঠরোচিসা।
স্মেরেণ গণ্ডেন মধূকপাণ্ডুনা
মনোধিরাজস্য মনো জহার সা ॥৭৯॥

সুসীমভাজা স্তনকোরকেণ সা
বলদ্বলীকেন কৃশোদরেণ চ।
নিতম্বিনা সজ্জঘনেন সুন্দরী
সদা মনোনাথ মনঃ সমাদদে।৮০॥

তদঙ্গসংসর্গসুধাম্বুরাশেঃ
প্রবাহ-সংগাহন-শীতলস্য।
লাবণ্যমত্যন্তনিতান্তকান্তং
বভূব গৌরাঙ্গমহাপ্রভোস্ততঃ ॥৮১॥

কিম্বা বিধাতা যে উত্তম সৃষ্টি করিতে পারেন তাহার নিদর্শনস্বরূপ ঐ দুইটি কি মঙ্গল হেমঘটস্বরূপ? যাহা হউক বল্লভদুহিতা এইরূপে স্বীয় নবোদ্গত স্তনদ্বয় দ্বারা মহাপ্রভুর হর্ষাতিশয় বিধানপূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭৮॥

ঐ লক্ষ্মীদেবী লজ্জায় বিনম্র চক্ষুঃ ঈষৎহাস্য ও বিম্বোষ্ঠযুক্ত বদন এবং হাস্যপ্রফুল্ল মধুক পুষ্প তুল্য পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডযুগলদ্বারা, তথা সুমনোহর স্তনকলিকা, ত্রিবলীবদ্ধ ক্ষীণোদর, নিতম্ব ও সুন্দর জঘনদ্বয় দ্বারা সর্ব্বদা প্রিয়তমের মনোহরণ করিতে লাগিলেন ॥৭৯॥৮০॥

অনন্তর প্রিয়তমার সংসর্গরূপ সুধাসাগরে অবগাহন করিয়া শীতলাঙ্গ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মনোহর লাবণ্য প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৮১॥

ইত্থং কিয়ন্ত্যত্র দিনানি নাথো
নীত্বা কৃপাব্ধি করুণৈকসিন্ধুঃ।
যযৌ মঘোনো দিশি সজ্জনৌঘৈঃ
সার্দ্ধং সমৃদ্ধৈর্নিজসৎকৃপাভিঃ ॥৮২॥

স যত্র যত্র প্রভুরুদগতোঽভূ-
দভূতপূর্ব্বঃ শতচন্দ্রতুল্যঃ।
বিলোক্য নাথং খলু তত্র তত্র
রূপামৃতেনাপি মুমোহ লোকঃ ॥৮৩॥

লাবণ্যপীযূষনিধৌ মনুষ্যা
বিলোক্য বক্ত্রেন্দুমদৃষ্টপূর্ব্বং।
বিলোচনাভ্যাং সততং পিবন্ত-
স্তৃষ্ণাবিকারস্য ন পারমীয়ুঃ ॥৮৪॥

এই প্রকারে কৃপাসাগর গৌরাঙ্গদেব কিছু দিন গৃহে অবস্থিতি করিয়া কৃপাভাজন সজ্জন ও ধনাঢ্য লোকসকলের সহিত পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন ॥৮২॥

অভূতপূর্ব্ব শতচন্দ্রসদৃশরূপসম্পন্ন গৌরাঙ্গদেব যেখানে যেখানে গমন করিতে লাগিলেন, তত্রত্য জনসমূহ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া তদীয় রূপামৃতে বিমোহিত হইতে লাগিল ॥৮৩॥

মানবগণ প্রভুর লাবণ্যামৃত-সমুদ্রে অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রভুর মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া নিরন্তর লোচনদ্বয় দ্বারা পান করত তৃষ্ণাবিকারের পার গমন করিতে সমর্থ হইল না ॥৮৪॥

পরস্পরং তে কথয়াম্বভূবুঃ
ক এষ কস্যৈষ মহানুভাবঃ।
পুণ্যেন বা কেন দধার গর্ভে
সুনির্বৃতা কা সুকুমারমেনম্ ॥৮৫॥

অনঙ্গ এবায়মভূচ্ছরীরী
বিধায় লক্ষ্মীং দ্বিগুণাং স্বকীয়াং।
অস্মাকমক্ষ্ণোঃ শ্রবণদ্বয়স্য
ন গোচরঃ কুত্রচিদেবমেষঃ ॥৮৬॥

স্ত্রিয়স্তথোচুর্নয়নোৎপলাভ্যাং
তদাস্যপীযূষরসং পিবন্ত্যঃ।
ক এষ কন্দর্পসমস্তদর্পং
তিরস্করোত্যঙ্গরুচৈব শশ্বৎ ॥৮৭॥

এবং পরস্পর কহিতে লাগিল ইনি কে? এই মহানুভাব কাহার সন্তান? কোন্ ভাগ্যবতী কোন্ ভাগ্যবলে এই সুকুমারকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে? ॥৮৫॥

কি আশ্চর্য্য! এ প্রকার পুরুষ যে কোন স্থানে আছেন তাহা আমাদের নয়নদ্বয় বা শ্রবণদ্বয়ের গোচর হন নাই; বোধ হয় অনঙ্গ আপনার দ্বিগুণ লাবণ্য প্রকাশ করিয়া শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন সন্দেহ নাই ॥৮৬॥

তৎপরে স্ত্রীগণ স্ব স্ব নয়নোৎপল দ্বারা তদীয় মুখমাধুরী পান করিতে করিতে কহিতে লাগিল ইনি কে? স্বীয় অঙ্গকান্তি দ্বারা যে নিরন্তর কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করিতেছেন? ॥৮৭॥

সৌভাগ্যরাশেঃ কতরেব বল্লী
লীলাবতোঽস্যানুপমৈব লীলা ।
রতিং বিধায়াত্র রতিং ন কা বা
তিরস্করোত্যদ্ভুত এষ সর্গঃ ॥৮৮॥

শৃণ্বন্নসৌ মুগ্ধবধূজনেরিতা
বাচো নবদ্বীপকিশোরচন্দ্রমাঃ ।
লাবণ্যলক্ষ্মীস্তিমিতেন রজ্যতা
কটাক্ষপাতেন দদর্শ তাঃ প্রভুঃ ॥৮৯॥

যন্নামমাত্রশ্রবণেন দেহিন-
স্তরন্তি সংসারসমুদ্রমুল্বণম্ ।
সোঽপি স্বয়ং লোচনবর্ত্ম সংশ্রিত-
স্তদ্বর্ণ্যতাং কেন কৃপা মহাপ্রভোঃ ॥৯০॥

ইনি কি আমাদের সৌভাগ্যরাশির কোন লতা, অহো! এই লীলা বিশিষ্ট পুরুষের কি অনুপম লীলা! যাহা হউক এই সৃষ্টি অতি অদ্ভুত, ইঁহাতে রতিবিধান করিয়া কোন্ স্ত্রী না রতিকে তিরস্কার করিয়া থাকে? অর্থাৎ রতি যে কন্দর্পকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন ইনি ঐ কন্দর্প অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক ॥৮৮॥

অনন্তর নবদ্বীপকিশোরচন্দ্র চৈতন্য মুগ্ধ স্ত্রীগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে লাবণ্যলক্ষ্মীপরিপূরিত সুভঙ্গিকটাক্ষপাত দ্বারা তাহাদের প্রতি অবলোকন করিলেন ॥৮৯॥

ঐ সকল স্ত্রী আরও বলিতে লাগিল, যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে দেহধারী জনসকল ভয়ানক সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হয়, তিনিই কিনা আজ আমাদের নেত্রপথ অবলম্বন করিলেন! অহো! মহাপ্রভুর কৃপা কে বর্ণন করিবে? ॥৯০॥

পদ্মাবতীং দ্বীপবতীং কৃপাবান্
স্নানেন সৌভাগ্যবতীং চকার।
তস্যাস্তটং সাধুভিরর্হিতোঽসৌ
মহাপ্রভুঃ সস্পৃহমধ্যবাৎসীৎ ॥৯১॥

মহদ্ভিরুচ্চৈঃ পুলিনৈঃ সুশোভৈ-
স্তরস্বিনা দীপ্তিমতী জবেন।
তদঙ্গসঙ্গামৃতপূরপূর্ণা
সৈষা তদা স্বস্তটিনীসমাভূৎ ॥৯২॥

তরঙ্গহস্তৈঃ শফরীবিলোচনৈ-
র্নিতম্বরূপৈঃ পুলিনৈর্বিসারিভিঃ।
পদ্মাবতী তুল্যগুণা মৃগীদৃশাং
চকার কৌতূহলমস্য শাশ্বতম্ ॥৯৩॥

সে যাহা হউক, অনন্তর কৃপাবান্ গৌরাঙ্গদেব স্নানদ্বারা যে দ্বীপবতী পদ্মাবতীকে ভাগ্যবতী করিলেন তিনি তাহার তটে সাধুগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥৯১॥

অত্যুচ্চ পরমসুন্দর দ্বীপবতী স্রোতস্বতী সেই এই পদ্মাবতী মহাপ্রভুর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া অমৃতবেগে পূর্ণা হইয়া ত জাহ্নবীর তুল্যত্বকে প্রাপ্ত হইল ॥৯২॥

এই পদ্মাবতী প্রভুর কৌতুকের নিমিত্ত তরঙ্গরূপ হস্ত, সফরীরূপ নেত্র ও পুলিন রূপ প্রশস্ত নিতম্ব ধারণ করিয়া মৃগলোচনা কামিনীদিগের ন্যায় মনোহর শোভা বিস্তার করিতে লাগিল ॥৯৩॥

মহাত্মনাং পুণ্যসমূহভাজাং
কুর্ব্বন্ সুখং নেত্রমহোৎপলস্য ।
মমাদ মাদৎকরিরাজগামী
জগন্মনোহারি-বিহার-লীলঃ ॥৯৪॥

তত্রৈব নাথঃ কিয়তঃ স মাসা-
নধ্যাপয়ন্ কোমলচিত্তবৃত্তিঃ ॥
জগজ্জনাহ্লাদকরাস্যচন্দ্রো
নিনায় কোটীন্দুসমানকান্তিঃ ॥৯৫॥

অথাত্র লক্ষ্মীর্নিজমন্দিরে সা
প্রাণাধিনাথস্মৃতিমাত্রচেষ্টা ।
পদাব্জসংবাহনমার্জ্জনাদ্যৈঃ
শ্বশ্রূসপর্য্যানিরতা বভূব ॥৯৬॥

নিরন্তরং প্রাণপতেঃ সমাগমং
বিচিন্তয়ন্তী চিরমুৎসুকাত্মনা ।
সম্মার্জ্জন-স্বস্তিক-লেপনাদিভি-
শ্চকার সা দেবগৃহেভিষেবণম্ ॥৯৭॥

সে যাহা হউক গজেন্দ্রমন্দগামী, জগন্মনোহারী বিহারলীলাসম্পন্ন গৌরাঙ্গদেব যাঁহার বদনচন্দ্র জগজ্জনের আনন্দপ্রদ, যাঁহার কোটিচন্দ্রতুল্য কান্তি, যিনি কোমলচিত্ত, তিনি তথায় অধ্যাপনবৃত্তি অবলম্বন করতঃ কতিপয় মাস যাপন করিলেন ॥৯৪।৯৫॥

এ-দিকে লক্ষ্মীদেবী নিজমন্দিরে প্রাণনাথের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া পাদসম্বাহন ও মার্জ্জনাদি কার্য্য দ্বারা শ্বশ্রূর পরিচর্য্যা প্রভৃতি কার্য্যে নিরতা হইলেন ॥৯৬॥

এবং উৎসুক চিত্তে সর্ব্বদা পতির আগমন চিন্তা করতঃ মার্জ্জন ও স্বস্তিক লেপনাদি দ্বারা দেবগৃহের সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৯৭ ॥

সুশীতলাভিঃ শুচিশীলতাভি-
র্গিরা সুধাপুরিতয়াতিমৃদ্ব্যা।
মেনে শচী মূর্ত্তিমতীং শ্রিয়ং তাং
তনূমিবান্যাং তনুজস্য তস্য ॥৯৮॥

ইত্থং গৃহে তত্র বধূদ্বিতীয়া
বিচিন্তয়ন্তী তনুজাগমং সা।
নিনায় কালং চিরমাসজন্তী
বধ্বাং সুতস্নেহমতিপ্রবৃদ্ধম্ ॥৯৯॥

বিজ্ঞায় কালাদযথাবিহারিণঃ
প্রভোর্মতং সা নিজচিত্তবৃত্তিভিঃ।
তামেব বিচ্ছেদরুজং বতাশ্রিতা
তদাতিরোধাত্তমিহাকরোন্মনঃ ॥১০০॥

অনন্তর শচী পুত্রবধূর সুশীলতা ও পবিত্র ব্যবহার দেখিয়া তথা সুকোমল মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রের তনুর ন্যায় মূর্ত্তিমতী অন্য লক্ষ্মী বলিয়া বিবেচনা করিলেন ॥৯৮॥

যাহা হউক শচীদেবী কেবল পুত্রবধূর সহিত দ্বিতীয় হইয়া সন্তানের আগমনচিন্তা করতঃ পুত্রের প্রতি যে অতিশয় স্নেহ আছে তাহা বধূর প্রতি বিধান করতঃ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ॥৯৯॥

অনন্তর লক্ষ্মীদেবী কালবশতঃ স্বীয় চিত্তবৃত্তি দ্বারা অযথা বিহারশীল প্রভুর মত অবগত হইয়া অর্থাৎ তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন নিশ্চয় করিয়া অতিকষ্টে তদীয় বিচ্ছেদজন্য পীড়া উপশম করিবার নিমিত্ত মনঃস্থির করিলেন ॥১০০॥

দৈবাদথো মন্দিরমধ্যমাগত-
শ্চক্ষুঃশ্রবাঃ ক্রূরতরঃ সুপামরঃ।
বধ্বাঃ পদং শারদপদ্মসৌরভং
ভেজে কঠোরৈর্দশনৈঃ কঠোরধীঃ ॥১০১॥

তথাবিধাং তামবলোক্য দুঃখিতা
শচী চকারাথ বিষপ্রমার্জ্জনম্।
তথা প্রসঙ্গোত্তমসঞ্চয়ানসৌ
যত্নং সমানীয় চিরং বধূপ্রিয়া ॥১০২॥

অনেকধা তৈর্বিহিতাঃ প্রকারাঃ
বিষস্য দূরীকরণায় নৈব।
শেকুস্তদাদৈবকৃতং বিদিত্বা
মোহং সমীয়ুর্বিকলাশ্চ সর্ব্বে ॥১০৩॥

একদিন লক্ষ্মীদেবী মন্দিরমধ্যে অবস্থিত আছেন ইতি মধ্যে দৈবক্রমে অতিপামর ক্রূর স্বভাব একটা কালসর্প আসিয়া শারদ পদ্ম গন্ধতুল্য তদীয় চরণতলে কঠোর দশন দ্বারা দংশন করিল ॥১০১॥

বধূপ্রিয়া শচী তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন হইতে দেখিয়া দুঃখিত চিত্তে বিষ নিবৃত্তির অনেক প্রকার চেষ্টা করিলেন এবং যত্নসহকারে বিষবৈদ্য সকল আনয়ন করিয়া তাহাদের দ্বারাও প্রতকিারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥১০২॥

কিন্তু বিষবৈদ্যসকল বিষ নিবারণের নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন ঐ দংশনকে দৈবকৃত জ্ঞান করিয়া সকলের মোহ উপস্থিত হইল ও চিত্ত ব্যাকুল হইল ॥১০৩॥

তদীশ্বরেণেরিতমেব মত্বা
বধূং বধূস্নেহকৃশা কৃশাঙ্গীম্।
গঙ্গাতটেঽন্যামিব তত্র গঙ্গাং
নিনায় ধন্যামতিদুঃখদগ্ধা ॥১০৪॥

ততো বিমানে দিবি রাজমানে
প্রসূনবর্ষৈর্দিবিষদ্ভিরাপ্তৈঃ।
পত্যুঃ পদাব্জং হৃদি গাঢ়মেষা
ততঃ পরিষ্বজ্য জহৌ তনুং স্বাম্ ॥১০৫॥

ততোঽঙ্কমারোপ্য সুদুঃখিতা শচী
বধূং বিমুগ্ধা রুদতী বিলাপিনী
জগাদ কৃচ্ছ্রাদ্বচসা গরীয়সা
ক্ষোভেণ শোকেন চ গদ্গদস্বরম্ ॥১০৬॥

অনন্তর বধূস্নেহকাতরা অতিদুঃখসন্তপ্তা শচী এই বিষয় ঈশ্বরপ্রেরিত বিবেচনা করিয়া দ্বিতীয় গঙ্গার ন্যায় ভাগ্যবতী বধূকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন ॥১০৪॥

তদনন্তর স্বর্গে দেবগণ বিমানারোহণে আগমন করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকিলে লক্ষ্মীদেবী হৃদয়মধ্যে পতির চরণদ্বয় গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করতঃ স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিলেন ॥১০৫॥

তখন শচী পুত্রবধূর মৃত কলেবর ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বিমুগ্ধচিত্তে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং অতি কষ্টে ক্ষোভ ও শোকহেতু সকরুণ বাক্যপ্রয়োগ করতঃ বধূর উদ্দেশে গদগদস্বরে কহিলেন ॥১০৬॥

গতঃ সুতো মে ভবতীং সমর্প্য
প্রিয়স্তবাসৌ ময়ি দুঃখভাজি
হীনাত্ত্বয়াতস্তমুখং কথং বা
দ্রক্ষ্যামি দুঃখৈকনিবাসভূমিঃ ॥১০৭॥

ত্বয়া কৃতা প্রীতিরতীব গৌরবং
নিরন্তরং যত্র বিশেষভক্তয়া
কথন্ত্বিদানীং পরিদেবনান্বিতো
বিলোক্যতে ন ক্ষণমপ্যয়ং জনঃ ॥১০৮॥

আহূতমাত্রৈব ময়া দদাসি
প্রহর্ষভীতিস্মিতভক্তিলজ্জম্।
প্রত্যুত্তরং হন্ত কথন্ত্বিদানীং
ন ভাষসে মাং রুদতীং সশোকাম্ ॥১০৯॥

বৎসে! আমি অতি হতভাগ্যা, কেবল দুঃখের আধারস্বরূপ, আমার পুত্র যখন বিদেশে গমন করেন, তখন আমি দুঃখিত হইব বিবেচনা করিয়া তোমাকে আমার নিকট রাখিয়া যান। হায়! এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে সেই পুত্রের মুখ কিরূপে অবলোকন করিব? ।১০৭।

হে বৎসে! তুমি যাহার প্রতি বিশেষ ভক্তিসহকারে প্রীতি ও গৌরব বিধান করিয়াছ, সেই আমি অতিশয় ব্যথায় কাতর হইতেছি। কেন এখন ক্ষণকালের জন্য আমাকে অবলোকন করিতেছ না? ॥১০৮॥

বৎসে! আমি যখন তোমাকে আহ্বান করিতাম, তৎক্ষণাৎ তুমি আমার আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রহর্ষ, ভীতি, ঈষদ্ধাস্য, ভক্তি এবং লজ্জার সহিত উত্তর দিতে, হা কষ্ট! সেই আমি শোকে রোদন করিতেছি, এখন কেন কথা কহিতেছ না? ॥১০৯॥

যদ্বা ময়ি প্রীতিলবোঽপি নাস্তি তে
বভূব দৈবেন যদীদৃশী গতিঃ।
অমুং তব প্রাণপতিং মমাত্মজং
ন বীক্ষ্য কিংবা ব্রজসি প্রিয়ংবদে ॥১১০॥

অসৌ তব প্রাণপতিঃ প্রিয়ঙ্করো
নিরন্তরং প্রেমনবপ্রকাশিনি।
অমুং প্রতি প্রীতিলবোঽপি নাস্তি তে
কিং মাতরিত্থং ক্রিয়তে যতস্ত্বয়া ॥১১১॥

নিরন্তরং যা গমনায় পত্যু-
র্বিচিন্তয়ন্তী ত্বমুদশ্রু সুভ্রু।
বিলোক্য মাং সাধ্বসপূর্ব্বমাসীঃ
সলজ্জমশ্রূণ্যপসারয়ন্তী ॥১১২॥

অথবা হে বৎসে! যদি চ আমার প্রতি তোমার প্রীতির লেশমাত্রও না থাকে, দৈববশতঃ এরূপ ঘটনা হয় হউক, কিন্তু হে প্রিয়ংবদে! তোমার যে প্রাণপ্রতি আমার সন্তান, তাঁহাকে দর্শন না করিয়া কি গমন করিতেছ? ॥১১০॥

হে নবপ্রেমপ্রকাশিনি! এই তোমার প্রাণপতি, নিরন্তর প্রিয়ঙ্কর; হে মাতঃ! তুমি যখন এরূপ ব্যবহার করিতেছ, তখন বোধ হইল ইঁহার প্রতি তোমার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রীতি নাই ॥১১১॥

হে সুভ্রু! যে তুমি নিরন্তর পতির আগমনচিন্তা করিতে করিতে সজল নয়ন হইতে এবং আমাকে দেখিয়া যে তুমি ভয়ে লজ্জাবনত বদনে অশ্রু পরিত্যাগ করিতে ॥১১২॥

যা ত্বং ত্রপায়ৈ ময়ি সাধ্বসায়
স্বজীবিতেশস্য বিয়োগদুঃখং
দত্ত্বা বহিশ্চেতসি তপ্যমানা
লজ্জাবতী প্রত্যহমেবমাসীঃ ॥১১৩॥

সা ত্বং তদীয়াস্যসুধাময়ুখং
তবৈব চেতঃকুমুদৈককান্তম্
কঠোরচিত্তে তমবীক্ষ্য সাক্ষাৎ
কথং কুতো বা ব্রজসি প্রসহ্য ॥১১৪॥

কথং মহাক্রূরমতে বিহায় মাং
স্বভাবমৃদ্বী ভবতা বধূরিয়ং
অদংশি সর্প ক্ষণমপ্যসৌ দয়া
ত্বামেব পস্পর্শ ন সাম্প্রতং ননু ॥১১৫॥

হে বৎসে! আর যে তুমি লজ্জা নিমিত্ত ও ভয় নিমিত্ত আমাতে বাহিরে স্বায় প্রাণনাথের বিয়োগদুঃখ প্রদান করিয়া পরিতাপবতী ও লজ্জাবতী হইয়া প্রত্যহ অবস্থিতি করিতে ॥১১৩॥

হে কঠোরচিত্তে! সেই তুমি, আপনার চিত্তরূপ কুমুদের একমাত্র কান্তস্বরূপ পতির মুখচন্দ্র সাক্ষাৎ সন্দর্শন না করিয়া হঠাৎ কি প্রকারে কোথায় গমন করিতেছ? ॥১১৪॥

হা কষ্ট! অরে ক্রুর! অরে সর্প! তুই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার এই কোমলস্বভাবা বধূকে দংশন করিলি কেন? নিশ্চয় জানিতে পারিলাম সম্প্রতি দয়া তোকে স্পর্শ করে নাই ॥১১৫॥

যদঙ্গমেতৎ কুসুমৈঃ সুদূয়তে
বাষ্পোষ্মণা চাপি শিরীষকোমলম্
কথং নু বা তেঽসহতাতিদুঃসহং
বিষাগ্নিতেজস্তদিদং হতাস্মি তৎ ॥১১৬॥

ইত্থং সুদীনা বিলপন্ত্যনুক্ষণং
বিলোচনদ্বন্দ্বজলেন ভূয়সা।
চকার সা ক্ষালিতমেব সন্ততং
স্নেহেন বধ্বা বদনেন্দুমণ্ডলম্ ॥১১৭॥

সমাপ্য কৃচ্ছ্রেণ চিতোচিতাঃ ক্রিয়াঃ
গৃহং যযৌ রোদনমেব কুর্বতী।
কথং বধূশূন্যমবেক্ষ্যতে গৃহং
তনূজরত্নঞ্চ তথেতিদুঃখিতা ॥১১৮॥

অরে কীটাধম! যে অঙ্গ শিরীষকুসুম-সদৃশ কোমল এবং যাহা কুসুমাঘাত ও বাষ্পগত উষ্মাতে পরিতপ্ত হয়, অরে খল! বল দেখি, সেই অঙ্গ কি প্রকারে তোর দুঃসহ বিষাগ্নি-তেজ সহ্য করিল, হায়! আমি যে হত হইলাম ॥১১৬॥

অনন্তর শচীমাতা অতিশয় দুঃখে কাতরা হইয়া অনুক্ষণ বিলাপ করিতে করিতে স্নেহসহকারে লোচনদ্বয়ের প্রবল অশ্রুধারা দ্বারা নিরন্তর বধূর বদনচন্দ্র সেচন করিতে লাগিলেন ॥১১৭॥

তৎপরে অতিকষ্টে বধূর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধানানন্তর রোদন করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন এবং অতিশয় দুঃখে কাতরা হইয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! এখন বধূশূন্য গৃহের প্রতি আমার পুত্ররত্ন কি প্রকারে দৃষ্টিপাত করিবে? ॥১১৮॥

অথাগতো গৌরসুধাময়ূখঃ
কিয়দ্দিনান্তরমেব গেহে ।
নিস্তার্য্য তত্রত্যজনানজস্রং
স্বমাতৃদুঃখান্যপহর্ত্তুকামঃ ॥১১৯॥

বিলোক্য হর্ষং ন তথাবিধং সা
সুতং চিরং প্রোষিতমপ্যগচ্ছৎ ।
বধূবিয়োগেন সুদুঃসহেন
তদা যদাধিক্যমনেন ভেজে ॥১২০॥

বিধায় ভূয়ো ভুবি দণ্ডবন্নতিং
রজঃ সমাদায় পদদ্বয়স্য ।
তথাবিধাং তামবলোক্য দুঃখিতাং
প্রপচ্ছ নাথো মনসা বিদন্নপি ॥১২১॥

অনন্তর গৌরচন্দ্র তত্রত্য জনসকলকে উদ্ধার করিয়া কিয়দ্দিনানন্তর জননীর দুঃখশান্তির নিমিত্ত গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১১৯॥

কিন্তু বিদেশাগত পুত্ররত্নকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আর পূর্ব্ববৎ হর্ষ লাভ করিতে পারিলেন না, বরঞ্চ পুত্রকে দেখিয়া তাঁহার বধূনিধন জন্য শোক আরও প্রবল হইয়া উঠিল ॥১২০॥

তখন গৌরাঙ্গদেব জননীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বারংবার তদীয় চরণদ্বয়ের ধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে জননীকে শোকদুঃখেকাতরা দেখিয়া, যদিচ সর্ব্বজ্ঞ মনের দ্বারা সকলি জানিতে পারেন, তথাপি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১২১॥

স্বকীয়বাণীসুধয়াবগাহয়-
ন্নয়ং জনন্যাঃ সকলাং তনূং ততঃ।
জগাদ মাতর্মলিনেব লক্ষ্যসে
কথং ত্বমেবং ননু কথ্যতামিতি ॥১২২॥

ইত্থং সমস্তং বুবুধে মহাপ্রভু-
স্তদপ্যনুক্তং সহসা হসন্ মুহুঃ।
তদীয়নেত্রদ্বয়নির্ভরোদ্গতৈঃ
পয়োভিরাখ্যানিতমেব সাক্ষাৎ ॥১২৩॥

বধূস্তবাসৌ পরলোকমাগতা
মাতস্তদত্রাস্তি মহদ্ধি কারণং।
ইয়ং কদাচিন্ন-হি মানুষী ভবেৎ
কস্যাপি হেতোঃ পৃথিবীং সমাগতা ॥১২৪॥

প্রভুবর স্বকীয় বচনামৃতে জননীর সর্ব্বশরীর প্লাবিত করতঃ কহিলেন, মাতঃ! আপনাকে কেন মলিনের ন্যায় দেখিতেছি? আপনি ইহার কারণ বলুন ॥১২২॥

যদিচ জননী তদ্বিষয়ের কিছু উক্তি করিলেন না, তথাচ তদীয় নেত্রদ্বয়ের বাষ্প জল সকলই উহা বলিয়া দিল। মহাপ্রভু হাস্য করিতে করিতে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কহিলেন ॥১২৩॥

মাতঃ! আপনার বধূ যে পরলোকে গমন করিয়াছেন, তাহার মহৎ হেতু এই-তিনি মানবী নহেন, কোন কারণবশতঃ পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন ॥১২৪॥

অহং হি জানামি তদেতদস্যা
যং কারণং ভূমিমুপাগতায়াঃ।
তথাগতায়াশ্চ সমস্তমেব
তত্ত্যজ্যতাং মাতরিহ প্রমোহঃ ॥১২৫॥

ইত্থং নিশম্যাশু বচঃ সুতস্য
শচী যযৌ নির্বৃতিমুত্তমাং সা।
ননন্দ পুত্রেণ সমং তথান্যৈঃ
স্ববন্ধুভিঃ স্বৈর্বিভবৈঃ শচীব ॥১২৬॥

ততোঽতিবেলং মনসা বিচিন্ত্য
তনূজরত্নস্য বিবাহকার্য্যম্।
সমানয়ামাস তদৈব কাশী-
নাথং দ্বিজশ্রেষ্ঠমদীনসত্ত্বা ॥১২৭॥

জননী! আপনার বধূ যে কারণে পৃথিবীতে আগমন করেন এবং যে নিমিত্ত তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন, তৎসমুদায় আমার বিদিত আছে। আপনি শোক পরিত্যাগ করুন ॥১২৫॥

অনন্তর শচী, পুত্রের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকসন্তাপ হইতে আশু শান্তিলাভ করতঃ আপনার পুত্র, ঐশ্বর্য্য ও বন্ধুদের সহিত পরম সুখে ইন্দ্রাণীর ন্যায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন ॥১২৬॥

তখন পুত্ররত্নের বিবাহ কার্য্য মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া সহর্ষে দ্বিজশ্রেষ্ঠ কাশীনাথকে গৃহে আনয়ন করিলেন ॥১২৭॥

আনীয় তং ক্ষিপ্রমুবাচ বিপ্রং
তদাত্মজোদ্বাহবিধিং বিবিৎসুঃ।
সমুচ্যতাং মত্তনুজায় কন্যাং
সনাতনো বিপ্রবরঃ প্রদাতুম্ ॥১২৮॥

ইত্থং নিশম্যৈয বচাংসি বিপ্রঃ
ক্ষিপ্রং প্রমোদেন সনাতনায়
ন্যবেদয়ন্ মাঙ্গলিকং বিধিৎসু-
র্বৈবাহিকং তৎ সকলং বিধিজ্ঞঃ ॥১২৯॥

তদা তদাকর্ণ্য বচো বিমৃশ্য
স্বৈর্বন্ধুভিঃ কার্য্যমবশ্যমেতৎ।
ইত্থং বিচিন্ত্যাথ জগাদ হৃষ্টো
নির্ণীয়তাং কাল ইদং বিধেরম্ ॥১৩০॥

পুত্রোদ্বাহবিধিৎসু শচী তাঁহাকে আনয়ন করিয়া কহিলেন, হে কাশীনাথ! তুমি বিপ্রবর সনাতনকে গিয়া বল তিনি আমার পুত্ররত্নকে আপনার কন্যা সম্প্রদান করুন ॥১২৮॥

বিপ্রবর কাশীনাথ বিবাহবিষয়ক সকল বিধিতে পারদর্শী ছিলেন, শচীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শীঘ্র সনাতনের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন—হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি শচীতনয়কে কন্যা সম্প্রদান করুন ॥১২৯॥

তখন সনাতন কাশীনাথের মুখে গৌরাঙ্গ আমার কন্যা গ্রহণ করিবেন শুনিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শ করতঃ হৃষ্টচিত্তে কাশীনাথকে কহিলেন, মহাশয়! তবে আপনি বিবাহের নিমিত্ত দিন স্থির করুন ॥১৩০॥

নিশম্য সর্ব্বং বচনং স বিপ্রঃ
সুখেন শীঘ্রং সমুপেত্য শচ্যৈ
ন্যবেদয়ত্তৎ পরিকর্ণ্য সাঽপি
তুতোষ সানন্দ মমন্দভাগ্যা ॥১৩১॥

সনাতনেন প্রহিতোঽথ কশ্চিৎ
সমেত্য তাং তত্র জগাদ নত্বা
গুণেন রূপেণ বরাং বরাঙ্গীং
স যাচতে তে তনয়ায় দাতুম্ ॥১৩২॥

বিষ্ণুপ্রিয়াং প্রাপ্য তবাত্মজঃ প্রিয়াং
যথার্থসংজ্ঞামিব তাং করোতু সঃ।
বৃত্তে বিবাহে ভবতাং সুনির্বৃতা-
বুমামহেশাবিব তৌ পরস্পরম্ ॥১৩৩॥

অনন্তর কাশীনাথ সনাতনের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া শচী মাতাকে কহিলেন দেবী! সনাতন আপনার পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, এই কথা শুনিয়া মহাভাগ্যবতী শচী অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন ॥১৩১॥

এমত সময়ে সনাতন কর্ত্তৃক প্রেরিত কোন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শচীকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! সনাতন আপনার পুত্রকে, রূপে গুণে সর্ব্বপ্রধানা স্বীয় পরমাসুন্দরী কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ॥১৩২॥

তিনি কহিয়াছেন—আপনার পুত্র আমার কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিষ্ণুপ্রিয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন; বিবাহকার্য্য সমাধা হইলে উমামহেশ্বরের ন্যায় দুইজনে পরম সুখানুভব করুন ॥১৩৩॥

গত্বা স সর্ব্বং দ্বিজপুঙ্গবায়
ন্যবেদয়ত্তৎ কথিতং সমস্তম্ ।
সৎপণ্ডিতঃ সোঽপি সনাতনস্তৈঃ
সনাতনৈর্হর্ষভরৈরুদাসে ॥১৩৪॥

দ্রব্যাণি ভদ্রাণি স শুদ্ধকীর্ত্তিঃ
সমাহরৎ কৌতুকলোলচেতঃ ।
নির্ণীয় কালং তরসাধিবাসং
বিধাতুকামো মুমুদে সুতায়াঃ ॥১৩৫॥

শুভেন লগ্নেন বিভূষিতে ততঃ
প্রকাশমানে সময়ে সমন্ততঃ ।
শুভাধিবাসং বিদধে মহামতি-
র্মহাধিয়ামাপ্তফলা মনোরথাঃ ॥১৩৬॥

তখন পরমপণ্ডিত সনাতনপ্রেরিত কাশীনাথ ব্রাহ্মণের মুখে শচী দেবীর উক্তিসকল শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন ॥১৩৪॥

অনন্তর বিশুদ্ধকীর্ত্তি সনাতন আহ্লাদিত চিত্তে মাঙ্গলিক দ্রব্যসকল আহরণ করিয়া শীঘ্র কন্যার শুভ অধিবাসের কাল নির্ণয় করতঃ অতিশয় হর্ষানুভব করিলেন ॥১৩৫॥

তৎপরে মহামতি সনাতন শুভকাল উপস্থিত দেখিয়া আপনার কন্যার শুভাধিবাস করিলেন, যেহেতু মহাবুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের সমস্ত কার্য্যই সফল হইয়া থাকে ॥১৩৬॥

ততো দদৌ ভূসুরপুঙ্গবেভ্য-
স্তাম্বূলমাল্যানি সচন্দনানি।
সংপ্রেষিতৈস্তৈরপি কারয়িত্বা
জামাতুরগ্রে মুদিতোঽধিবাসম্ ॥১৩৭॥

অথ প্রভাতে প্রভুরাহ্নিকীং ক্রিয়াং
স্নাত্বা চকার হ্যুনদীপয়ঃসু সঃ।
কিয়দবিলম্বেন চ তং মহীসুরা
হর্ষাদলংচক্রুরলং প্রসাধনৈঃ ॥১৩৮॥

উচুশ্চ সাধো বিজয়স্ব সাধু
সাধুর্বিবাহস্য বভূব কালঃ।
ইত্থং নিশম্যারচয়ৎ কৃপালু-
র্যাত্রাং সমারুহ্য মনোজ্ঞদোলাম্ ॥১৩৯॥

তদনন্তর ঐ বিপ্র বিপ্রশ্রেষ্ঠগণকে তাম্বুল, মাল্য ও চন্দনাদি প্রদান করিলেন, এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগকে প্রেরণ করিয়া অগ্রে জামাতার অধিবাসন করাইলেন ॥১৩৭॥

অনন্তর প্রভু প্রভাতসময়ে ভাগীরথীজলে স্নান ও আহ্নিক ক্রিয়া সমাধা করিলে কিয়ৎক্ষণানন্তর ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বসনভূষণে ভূষিত করিলেন ॥১৩৮॥

এবং কহিলেন, হে সাধো! বৈবাহিকী যাত্রার শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন দয়াপর গৌরাঙ্গদেব ব্রাহ্মণদিগের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোহর দোলারোহণ পূর্ব্বক বিবাহার্থ যাত্রা করিলেন ॥১৩৯॥

সন্তপ্তচামীকরগৌরদেহো
দোলামুপেতঃ শরদভ্রশুভ্রাং।
দুগ্ধাম্বুরাশেরুপরি প্ররূঢ়ং
শৃঙ্গং সুমেরোঃ স জিগায় সদ্যঃ ॥১৪০॥

জামাতরং বীক্ষ্য সমীপমাগতং
প্রোদ্গম্য হর্ষেণ তনূরুহৈঃ সমং।
পাদ্যাসনাদ্যৈর্বরয়াম্বভূব
ক্ষণেন কন্যাঞ্চ দদৌ সকৃদঃ ॥১৪১॥

দ্বিজস্ত্রিয়ঃ স্বস্তিকধূপদীপৈ-
রমুষ্য নির্মঞ্ছন-মাদরেণ।
চক্রুঃ সমানীয় ততঃ স কন্যাং
প্রাদাৎ দ্বিজস্তস্য পদাম্বুজেভ্যঃ ॥১৪২॥

আহা! তৎকালীন গৌরাঙ্গদেবের আশ্চর্য্য শোভার কথা আর কি বলিব? তাঁহার দেহ, দাহোত্তীর্ণ সুবর্ণ অপেক্ষাও গৌরবর্ণ, তিনি শরৎকালীন মেঘতুল্য শুভ্রবর্ণ দোলায় আরোহণ করিয়া যেন দুগ্ধসাগরের উপরিস্থ সুমেরুর শৃঙ্গকে জয় করিতেছিলেন ॥১৪০॥

সে যাহা হউক, তখন দ্বিজশ্রেষ্ঠ সনাতন সমাগত জামাতাকে অবলোকন করিয়া হর্ষভরে লোমাঞ্চের সহিত প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ কন্যাদানার্থ উদ্যত হইয়া পাদ্য ও আসনাদি দ্বারা বরকে বরণ করিলেন ॥১৪১॥

ঐ সময়ে দ্বিজপত্নীগণ স্বস্তিক ধূপ দীপ প্রভৃতি দ্বারা গৌরাঙ্গদেবের নির্মঞ্ছন করিতে লাগিলে তখন দ্বিজবর আপনার কন্যা আনয়ন করতঃ তদীয় চরণারবিন্দে অর্পণ করিলেন ॥১৪২॥

উন্মীলৎপটুপটহপ্রকৃষ্টঢক্কা-
নিস্বানৈঃ স্ফুটরটিতৈশ্চ মর্দ্দলানাং।
শ্রীমদ্ভির্জয়নিনদৈঃ প্রসূনবৃষ্ট্যা
রেজাতে স্মিতসুমুখৌ পরস্পরং তৌ ॥১৪৩॥

ইত্যেবং গৃহমনয়ৎ বধূং মহদ্ভি
র্বাদিত্রধ্বনিসহিতৈর্জয়ধ্বনৈশ্চ।
সা হৃষ্টা সপদি নিবেশয়াঞ্চকার
স্ত্রীরত্নং মুদিতমনাঃ শচী স্বগেহম্ ॥১৪৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

তৎকালীন উত্তম উত্তম পটহ, ঢক্কা, মর্দ্দল প্রভৃতি তুমুল শব্দে বাজিতে লাগিলে এবং স্থানে স্থানে জয়ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইলে গৌরাঙ্গদেব ও তদীয় পত্নী পরস্পর হাস্যবদনে মনোহর শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৪৩॥

অনন্তর বিবাহবিধি সমাধা হইলে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি ও জয়ধ্বনি-সহকারে শচীদেবী কন্যারত্নের সহিত পুত্ররত্নকে গৃহে আনয়ন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন ॥১৪৪॥

চতুর্থঃ সর্গঃ

অথ কৃপারসবারিনিধীন্দুনা
স্বজনমানসকৈরববন্ধুনা।
দয়িতয়া সহ তত্র বিরাজিতা
নিজগৃহে জগৃহে গৃহমেধিতা ॥১॥

দ্রুতসুবর্ণসুবর্ণরুচঃ শুচে-
র্মধুরকোমলশীতলবিভ্রমঃ।
শ্রিয়মসৌ মধুরামতিসুন্দরী
মবপুষো বপুষোঽনুরুচাহরৎ ॥২॥

অমুমবেক্ষ্য হৃদা হৃদয়েশয়ঃ
সপদি নিশ্চিতমিত্থমমন্যত।
ইমমৃতে মম মন্মথতা জনৈ-
রনুকথং নু কথং ন হসিষ্যতে ॥৩॥

অনন্তর গৌরাঙ্গদেব যিনি দয়ার সাগর এবং স্বজনগণের মানসরূপ কুমুদের চন্দ্রস্বরূপ, তিনি আপনার দয়িতার সহিত বিরাজমান হইয়া নিজ-গৃহে গৃহমেধীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥১॥

আহা! গৌরাঙ্গদেবের আশ্চর্য্য রূপ আর কি বর্ণন করিব? তিনি দাহোত্তীর্ণ সুবর্ণের মনোহর বর্ণ অপেক্ষাও মধুর কোমল এবং শীতলশোভা-বিশিষ্ট গৌরবর্ণ; অপর তাঁহার শরীরের এরূপ সৌষ্ঠব যে তদ্দ্বারা তিনি যেন কন্দর্পের অতি সুন্দর মধুর শোভা হরণ করিতেছিলেন ॥২॥

আহা! হৃদয়েশয় কন্দর্প গৌরাঙ্গদেবকে অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ মনোমধ্যে এই নিশ্চয় করিলেন যে, এই গৌরাঙ্গমূর্ত্তি-ব্যতিরেকে জনসকল আমার মন্মথতা-বিষয়ে কথায় কথায় কেন না হাস্য করিবে? অর্থাৎ

নিজপদাব্জরসৈরতিশীতলৈ-
র্জগদপূরয়দাত্তকৃপারসঃ।
য ইহ তৎকথনে বিরমন্ত্যহো।
তনুধরা নু ধরাসু বসন্তি তে ॥৪॥

অথ গুরুত্বমুপেত্য বিকস্বরা-
ম্বুজবিলোলবিলোচনখেলনৈঃ।
দ্বিজগণং সমপাঠয়দেষ যৎ
প্রতিভয়াতিভয়াকুলিতো গুরুঃ ॥৫॥

বিবিধশিষ্যসদস্যপি রাজতঃ
কনকগৌরতনোর্মধুরত্যুতেঃ।
সুখবতঃ পরিপাঠয়তোঽস্য সা
সুরুচিরা রুচিরাস সুধারসম্ ॥৬॥

গৌরাঙ্গমূর্ত্তির যেরূপ অপরূপ মাধুর্য্য ইহা সন্দর্শন করিলে অবশ্য জগতের মন অপহৃত হইবে সন্দেহ নাই ॥৩॥

যে গৌরাঙ্গদেব কৃপাপরবশ হইয়া আপনার চরণপদ্মের শীতল রস দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, হায়! তাঁহার গুণকথন-বিষয়ে বিরত হইয়া যে সকল তনুধারী ধরায় বাস করিতেছে তাহাদের জীবন ব্যর্থ ॥৪॥

অনন্তর প্রফুল্ল কমললোচন গৌরাঙ্গদেব গুরুত্ব স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এরূপ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন যে, তদীয় প্রতিভা অর্থাৎ নবোল্লেখশালিনী প্রজ্ঞা দেখিয়া গুরু বৃহস্পতি অথবা গুরু গঙ্গাদাস অতিশয় ভয়াকুলিত হইলেন ॥৫॥

যাহা হউক মধুরকান্তি কনকগৌরতনু গৌরহরি নানাবিধ শিষ্যমণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া মধুর বাক্যে অধ্যয়ন করাইতে লাগিলে তাঁহার প্রসিদ্ধ মনোহর রুচি অতিশয় সুধারস ক্ষেপণ করিতে লাগিল ॥৬॥

দশনরশ্মিভিরচ্ছরদচ্ছদৌ
স্নপয়তা সততং বদনেন্দুনা।
স্মিতসুধামধুরেণ মহাপ্রভু-
র্ঘনরুচা নবচারুরুচির্বভৌ ॥৭॥

সকলশিষ্যমুখানি মহাপ্রভোঃ
কলয়তঃ ককুভঃ সততারুণাঃ।
বিদধিরে বহুবিভ্রময়াবলৎ-
করুণয়াঽরুণয়া নয়নশ্রিয়া ॥৮॥

করতলেন গিরাং গুরুবিভ্রমৈ-
র্ভ্রমবতা স বভৌ পরিতঃ স্ফুরন্।
কনকশৈল ইবোদ্গতগৈরিকো-
দয়লতা লয়তাণ্ডবখেলনাম্ ॥৯॥

তখন মহাপ্রভু দশন জ্যোৎস্না দ্বারা নিরন্তর নির্ম্মল রদচ্ছদ স্নপনকারী মুখচন্দ্র, ঈষৎ হাস্য অমৃতমাধুর্য্য এবং মেঘ তুল্য গম্ভীর বাক্য দ্বারা নূতন মনোহর রুচিতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭॥

মহাপ্রভু যখন সতত বলবৎ করুণাবিশিষ্ট অরুণ শ্রীসম্পন্ন নয়ন দ্বারা শিষ্যগণের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তখন দিক্‌সকল বহু বহু বিভ্রম ধারণ করিতে থাকে ॥৮॥

আর যখন তিনি বিভ্রমবিশিষ্ট স্থূল করতলদ্বারা চতুর্দিকে স্ফূর্ত্তিশীল হইয়া এরূপ শোভা প্রকাশ করতঃ বাক্যপ্রয়োগ করিতেছিলেন যে, কনক-শৈলোৎপন্ন গৈরিকের ন্যায় হইয়া যেন লয়তাণ্ডবের খেলাকে বিধান করিতে লাগিলেন ॥৯॥

অয়ময়ং নু কিমস্য কিমস্য বা
কিময়মর্থ উতস্বিদয়স্ত্বিতি।
কলকলোঽস্য বভূব সুখায় স
ত্রিচতুরৈশ্চতুরৈঃ পরিতঃ কৃতঃ ॥১০॥

প্রভুমুখে যুগপৎ পতয়ালুভি-
র্বিস্তৃমরৈরলিভির্বিদধে মুহুঃ।
বিততপক্ষবিধূননসক্ষণৈ-
র্দিগবলাগবলাবলিবিভ্রমা ॥১১॥

কিসলয়ং সলয়ং কিমু বারুণং
সকমলং কমলং কিমুবেত্যলিঃ।
ইহ তদা হতদাক্ষ্য ইব প্রভোঃ
করদলং রদলঞ্ছনয়াভজৎ ॥১২॥

গৌরাঙ্গদেবের চতুর্দিকে বিচক্ষণ তিন চারিজন শিষ্যেরা ভোঃ কি ইহার অর্থ, এই অর্থ কি ইহার এই অর্থ, কিংবা এই অর্থ, অহে! এই অর্থ এইরূপ কলকল ধ্বনি করিতে থাকিলে ঐ শব্দসকল তাঁহার সুখের নিমিত্ত হইল ॥১০॥

প্রসরণশীল অলিকুল উৎসবের সহিত বিস্তৃত পক্ষ কম্পন করতঃ মহাপ্রভুর সম্মুখে এককালীন এরূপে পতিত হইতে লাগিল যে তদ্দ্বারা যেন দিগঙ্গনা-সকল মহিষশৃঙ্গসমূহের বিভ্রম ধারণ করিতে লাগিল ॥১১॥

মহাপ্রভু যখন শিষ্যসভায় উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন তৎকালীন তাঁহার করতল অবলোকন করিয়া ভ্রমর মনে মনে এরূপ বিতর্ক করিতে লাগিল যে, একি অরুণবর্ণ চঞ্চল মৃণাল বটে, না ইহা সজল কমল বটে, নিশ্চয়করণ বিষয়ে অলি বিমূঢ় হইয়া তদীয় ঘন রেখাঙ্কিত করদলে গিয়া পতিত হইল ॥১২॥

নখসুধাংশুসুধাং শুচিমুক্ষতা
সুরুচিরেণ চিরেণ মধুব্রতঃ।
করদলেন দলেন রুচাপ্যভূদ্-
ধবলতা বলতা সুচিরোষিতঃ ॥১৩॥

স পরিতঃ পরিতক্ষ্য ধুরীণতাং
মধুরিমা ধুরি মানবতাং শ্রিয়াম্।
ভূবি হিতং বিহিতং রচয়ন্ সতা-
মগমদাগমদাক্ষ্যমমুষ্য কিম্ ॥১৪॥

প্রভুমুখেন্দুগলদ্‌বচনামৃতং
মৃতজনস্য চ জীবিতদায়ি তৎ।
শ্রুতিপথেন নিপীয় চিরেণ তে
মুদমিতা দমিতাখিলকল্মষাঃ ॥১৫॥

গৌরাঙ্গদেবের দলিত সূর্য্যকান্তিসদৃশ মনোহর হস্তদল যাহা চিরকাল ব্যাপিয়া নখচন্দ্রের শুক্লবর্ণ সুধা সেচন করিতেছিল তদ্দ্বারা ভ্রমর মুগ্ধ হইয়া পুষ্পমকরন্দ-শোভিত শুভ্রবর্ণ লতাসকলে চিরকালের জন্য উদাসীন হইল অর্থাৎ সেই সকল লতায় আর অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিল না ॥১৩॥

অপর ঐ ভ্রমর সর্ব্বপ্রকারে মধুর মাধুর্যের ধুরীণতা পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়া সাধুমানী ব্যক্তিদিগের বিহিত হিত রচনা পূর্ব্বক গৌরাঙ্গদেবের আগমদাক্ষ্য অর্থাৎ আগমশাস্ত্রনৈপুণ্য কি প্রাপ্ত হইল? ॥১৪॥

মৃতজনের জীবনদায়ী গৌরচন্দ্রের বদনচন্দ্রবিগলিত বচনামৃত শ্রুতিপথে পান করিয়া চিরকালের জন্য সেই সমুদায় শিষ্যের অখিল কল্মষ সকল একেবারে দগ্ধ হইয়া গেল ॥১৫॥

ধবলপক্ষসপক্ষরুগংশুকঃ
শুকচঞ্চুরুচং চুলুকীকৃতাম্।
মধুরয়োর্দধেঽধরয়োরসৌ
মধুরয়ো যদয়ং পরিজৃম্ভতে ॥১৬॥

নববিকস্বরপঙ্কজভাস্বরং
স্মিতমধুদ্রববিশ্ববিলোভনম্।
জহসুরস্য মুখেন্দুমবেক্ষ্য তে
রসময়ং সময়ন্তমশোণতাম্ ॥১৭॥

বিধুরসৌষ্টবতাং লভতাং মুহু-
র্বিধুরসৌ বলতা বদনাংশুনা।
মধুরসান্বিতপুষ্পমনোরমো
মধুরসাধুরসাবভিবর্ত্ততাম্ ॥১৮॥

মহাপ্রভুর পরিধেয় বসন শুক্লপক্ষসদৃশ শুক্লবর্ণ, নাসাপুট যেন শুকপক্ষীর চঞ্চুকে চুলকীকৃত করিয়াছে, এবং তিনি জৃম্ভাহেতু অধরদ্বয়ে যেন মধু প্রবাহ বিধান করিতেছেন ॥১৬॥

গৌরাঙ্গদেবের নববিকসিত পঙ্কজসদৃশ বিশ্ববিলোভন মধুদ্রব স্বরূপ ঈষৎহাস্যবিশিষ্ট মুখচন্দ্র যাহা রসময় কোকনদকে তিরস্কার করিতেছিল তাহা সন্দর্শন করতঃ শিষ্যসকল হাস্য করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

আহা! গৌরাঙ্গদেবের বলবৎ বদনচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া চন্দ্র অসৌষ্ঠব লাভ করিলেন এবং মধু রসান্বিত পুষ্প মনোরম মধু অর্থাৎ বসন্ত মহাপ্রভুর মুখমাধুর্য্য সন্দর্শনে অসাধুরূপে অবস্থিত হইল ॥১৮॥

ইতি জনঃ পরিপাঠয়তি প্রভৌ
প্রভবতা প্রতিভানরসাঙ্কিনা।
মধুরিমানমবেক্ষ্য সমুজ্জগৌ
নবসুধা বসুধামিব কিং শ্রিতা ॥১৯॥

ইতি কিয়ন্তি দিনানি মহাপ্রভুঃ
সমনয়ৎ পরিপাঠ্য কৃপানিধিঃ।
নিজতনোর্মহসা স দিনন্দিনং
প্রভবতা ভবতাপচয়ানপি ॥২০॥

স জননীভগিনীপতিনা গয়াং
সমমুপৈতুমনাস্তদনন্তরম্।
নিজমনোরমচেষ্টিতবিভ্রমৈঃ
সুমনসাং মনসাং মুদমাবহৎ ॥২১॥

সে যাহা হউক, গৌরাঙ্গদেব বলবৎ প্রতিজ্ঞা সমুদ্রদ্বারা শিষ্যগণকে অধ্যাপন করিতে থাকিলে তত্রত্য জনসকল তদীয় অপরূপ রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিল—নবসুধা বসুধাকে আশ্রয় করিয়াছে না কি? ॥১৯॥

এইরূপে কৃপানিধি মহাপ্রভু কিছুদিন শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইতে থাকিলে দিন দিন তাঁহার অঙ্গলাবণ্য এমত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, তাহাতেই যেন ভবতাপ সকল একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গেল ॥২০॥

অনন্তর গৌরহরি জননীর ভগিনীপতি আচার্য্যরত্নের সহিত গয়াধামে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজ মনোরম চেষ্টা বিলাস দ্বারা সাধুজনদিগের মনোমধ্যে আনন্দ বিধান করিতে লাগিলেন ॥২১॥

প্রথমমুল্লসিতো বিজয়োদ্যমে
পরিসমাপ্তবিধির্মহিতো মুহুঃ।
দ্বিজগণেন সুখৈর্ববৃধে জয়-
স্বনবতা নবতামরসেক্ষণঃ ॥২২॥

দ্বিজগণৈর্ভগণৈরিব সংক্ষরন্
দ্যুতিসুধা বসুধাসু শশীব সঃ।
সুকথিতৈঃ পথি তৈর্বিলসন্ প্রভু
রসময়ং সময়ং তমমন্যত ॥২৩॥

ক্বচ বিলোক্য মনোজ্ঞতমাং স্থলীং
স্থলপয়োরুহপাদপয়োরুহাম্।
উপতরঙ্গিণি তেন বিশবিভ্রমে-
ন মধুপা মধু পাতুমনুৎসুকাঃ ॥২৪॥

গয়া গমনোদ্যত নবপদ্মেক্ষণ মহাপ্রভু প্রথমতঃ উল্লসিত হইয়া শ্রাদ্ধাদি বিধি সমাপন করিলেন, পরে জয়ধ্বনিবিশিষ্ট দ্বিজগণকর্তৃক মুহুর্মুহুঃ পূজিত হইয়া পরমসুখে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥২২॥

অপর, চন্দ্রমা যেমন নক্ষত্রমালামধ্যে শোভা পাইয়া থাকেন, মহাপ্রভুও তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীপ্রাপ্ত হইলেন এবং পথমধ্যে সৎকথার প্রসঙ্গে গমন করিতে করিতে সেই সময়কে মধুর হইতেও মধুর বোধ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

অনন্তর মহাপ্রভু ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া একটি মনোরম প্রদেশ অবলোকন করত তাহাতে উপবেশন করিলে অলিকুল ব্যাকুল হইয়া স্থলপদ্মের মৃণালভ্রমে তদীয় পাদপদ্মে মধুপান করিতে অতিশয় সমুৎসুক হইল ॥২৪॥

নিভৃত-নীল-মধুব্রত-লোচনৈ-
র্ললিত-কেশর-দন্ত বিকস্বরৈঃ।
বিকসিতাম্বুরুহাননমণ্ডলৈ-
র্মধুরসাধুরসা মধুশালিনী ॥২৫॥

মদনমন্থরহংসবধূগতি-
প্রতিপদোল্লসিতা মধুরাকৃতিঃ।
কমলিনীততিরস্য মুদং দধে
সরসি কো রসিকো বিলসেন্ন হি ॥২৬॥ যুগ্মকম্

মধুকরা মধুপানমদোন্মদাঃ
কিমিদমেব গদন্তি মুহুর্মুহুঃ।
স্ফুটসরোজবনীষ্ববনীতলে
কলভতাং লভতাং রসিকো জনঃ ॥২৭॥

সরসি কা রসিকা বিরতা ভবে-
ত্তরসি কো রসিকোঽধৃততৎকুচঃ।
ননু কথন্নু, কথঞ্চন তৌ মতৌ
কমলকোমলকোরকবন্নযৌ ॥২৮॥

তদনন্তর সরোবরমধ্যে ভ্রমররূপ লোচনসমূহে, কেশররূপ দন্তশ্রেণীতে, বিকসিত পদ্মরূপ মুখমণ্ডলে হংসদিগের মধুর শব্দে ও তাহাদিগের গমন-মাধুর্য্যে উৎকৃষ্ট মধুররস বিশিষ্টা, মধুশালিনী মধুরাকৃতি কমলিনী সকল গৌরাঙ্গদেবের হর্ষবিধান করিতে লাগিল। সে যাহা হউক এতাদৃশ সরোবরে কোন্ রসিক বিলাস না করে? ॥২৫।২৬॥

তখন অলিকুল মধুপানে ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিল, এই অবনিতলে রসিকজন কি নলিনীবনস্থ করিশাবকের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে? ॥২৭॥

তাহারা আরও কহিল সরোবরে কোন্ রসিক বিরতা হয়, আর কোন্

ইহ দৃশাং সুদৃশাং সুষমাং সমাং
তুলয়িতুং লয়িতুঞ্চ মুহুর্মুহুঃ
কুবলয়ং বলয়ং পবনৈর্বনৈ-
রকতি বা কতি কা মধুরা ধুরাঃ ॥২৯॥

তনুতরঙ্গতরঙ্গমবীক্ষ্য সা-
হতনুতরঙ্গগতং প্রিয়মাকুলা।
তনুতরঙ্গময়ন্ত্যখিলং পয়ো-
হতনুতরঙ্গমমুষ্য সিতচ্ছদী ॥৩০॥

কলরুতা গরুতামবধূননং
বিদধতী দধতী প্রণয়ং প্রিয়ে।
অকৃতকা কৃতকাহপি মুদং বিভো-
র্মদকলোদকলোলিতচক্রিকা ॥৩১॥

রসিক বক্ষঃস্থলে তাহার কুচমণ্ডল ধারণ না করে, আর কোন্ রসিকই বা কোমল কমল কোরকদ্বয়কে স্তনদ্বয় বলিয়া মান্য না করে ? ॥২৮॥

আহা! ঐ সরোবরমধ্যে যে সকল কমল আছে তাহারা সুলোচনা রমণীদিগের লোচনসকলের সুষমাতুলনা এবং আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত বারংবার সজল পবনের সহিত কত কত মধুর ভার প্রাপ্ত না হইয়াছিল ॥২৯॥

তখন রাজহংসীগণ নিজ নিজ পতিকে রঙ্গ করিতে না দেখিয়া তাহারা সরসীকে তরঙ্গাকুলিত করিয়া অতিবেগে স্বীয় পতি হংসের নিকট ধাবমান হইতে লাগিল ॥৩০॥

এবং মধুরভাষিণী সেই হংসীগণ কাকুরবে পক্ষদ্বয় বিধূনন করিতে করিতে সরোবরকে আবর্ত্তিত করতঃ মহাপ্রভুর তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল ॥৩১॥

তনুতরঙ্গজবেন তরঙ্গিতং
নিকটগং সরসঃ সরসং তটম্ ।
পরিবিলোক্য যযৌ মুদমুত্তমাং
সুরুচিরে রুচিরেব হি কামিনঃ ॥৩২॥

অমলশীকরশীতলমেত্বরঃ
কুবলয়ং কলয়ন্ বলয়াকৃতি ।
বলয়সাধ্বসসাধ্বতিমন্থরঃ
শ্রমহতীর্মহতীর্বিদধে মরুৎ ॥৩৩॥

অথ পথি প্রথিতাতিসুখোদ্গমং
লঘু চলন্তমলন্ত মবেক্ষ্য সঃ ।
কিমনুরাগরসৈরতিলোহিতো
দিনপতির্ন পতিষ্যতি বিহ্বলঃ ॥৩৪॥

তরঙ্গাকুলিত সেই সরোবরের তট অবলোকন করিয়া অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেব অসীম আনন্দ লাভ করিলেন, যেহেতু মনোহর বস্তু সন্দর্শন করিলে কামী পুরুষেরও মন অতিশয় আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়া থাকে ॥৩২॥

সে যাহা হউক অনন্তর অমল জলকণাবাহী সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ বহনশীল হইয়া মহাপ্রভুর পথশ্রমজনিত মহতী শ্রান্তি নিবারণ করিতে লাগিল ॥৩৩॥

ঐ সময়ে দিনকর মহাপ্রভুকে সুখসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া যখন অনুরাগরসে অরুণবর্ণ হইলেন, তখন সকলেই অনুমান করিতে লাগিল এই দিনপতি বিহ্বল হইয়া পতিত না হন্ ? ॥৩৪॥

অথ বিলোক্য গতঞ্চরমাচলে
পিপতিষুং পরিপক্কফলাকৃতিম্ ।
দিনকরং ভ্রমরৈঃ সহ নিঃসৃতৈ-
র্গতরসা তরসা ভবদব্জিনী ॥৩৫॥

অপততা ক্বচনাপিচ নির্গতা
মদকলালিকুলেন সমন্ততঃ ।
সহজবৈরবতীচ বভূব সা
কুমুদিনী মুদিনী রজনী তদা ॥৩৬॥

নববিকাশপরাঽপি কুমুদ্বতী
মধুকরৈঃ সুতরাং পরিবোধিতা ।
বলবতা দয়িতেন যথা ভবেৎ
প্রিয়তমায়তমানবিরামতঃ ॥৩৭॥

ঐ সময়ে পরিপক্ক ফলের আকারবিশিষ্ট পতনেচ্ছু দিনমণিকে নিঃসৃত অলিকুলের সহিত অস্তাচলগত হইতে দেখিয়া নলিনীসকল মলিন হইয়া পড়িল ॥৩৫॥

তখন ভ্রমরগণকে গুন গুন শব্দে নলিনীর প্রতি অত্যাদর প্রকাশপূর্ব্বক তাহাতে পতিত দেখিয়া কুমুদিনীর হর্ষদায়িনী রজনী যেন প্রতিহিংসায় বৈরভাব অবলম্বন করিল ॥৩৬॥

প্রিয়তমার প্রসন্নবদন দেখিবার নিমিত্ত প্রিয়তম যেমন তাহার নিদ্রাভঙ্গ করে, তদ্রূপ ভ্রমরগণও কুমুদিনীকে মুদ্রিত দেখিয়া তাহাদিগকে প্রতিবোধিত করিতে লাগিল ॥৩৭॥

অবিরতং নলিনী মধুমাধুরী-
মদমদা অপি পুষ্পলিহো মুহুঃ।
কুমুদিনীমভজন্নিরতস্পৃহা
নবরসা বরসাধুজনাঃ খলু ॥৩৮॥

শিষয়িষুর্নিশি কারুণিকস্ততঃ
ক্বচন নীবৃতি-নির্বৃতিমানসঃ।
সহসমস্তজনেন সুনিদ্রতা-
ঘটনতোঽটনতো বিররাম সঃ ॥৩৯॥

দিনমুখস্য বিলোকয়তস্ততো-
ঽপরদিনে লঘু বাতি নভস্বতি।
রুচিরতাং করুণাময়বারিধে-
র্হৃদয়মুদ্ধরমুৎসুকতা যযৌ ॥৪০॥

রসিক জনসকল যেমন নিরন্তর একরসের আস্বাদন করিতে করিতে বৈরক্তিপ্রযুক্ত অন্যরসের আস্বাদন করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ মধুপান-মত্ত ভ্রমরগণও কমলিনীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুমুদিনীকে অবলম্বন করিতে লাগিল ॥৩৮॥

তখন পরমকারুণিক মহাপ্রভু শয়নেচ্ছু হইয়া জনপদে আর ভ্রমণ করিলেন না, সেই স্থানেই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল, মহাপ্রভু প্রভাতকালের রমণীয়তা সন্দর্শন করিয়া মহা মহা আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন ॥৪০॥

সপদি সঙ্কুচতা দলতা নবং
দলচয়েন ততঃ সমবিভ্রমা
উদয়তাবিশতালিকুলেনচ
প্রবসতাবসতা রজসাঽপিচ ॥৪১॥

দিনমুখেস্য ততান মহাপ্রভো-
র্মুদমনেকতমাং পথি গচ্ছতঃ।
কুমুদিনী নলিনীচ সমন্ততো
বিধিকৃতেঽধিকৃতেব বিচিত্রতা ॥৪২॥ যুগ্মকম্

স হৃদয়ে হৃদয়েপ্সিতমীক্ষণা-
দকৃতকোঽকৃতকো ন হি বিভ্রমঃ।
স্মরণতো রণতোপি মুদং প্রভো-
র্দিবিরতা বিরতা বিততির্দধে ॥৪৩॥

অনন্তর অলিকুল কুসুমরেণুতে ধূসর বর্ণধারণ পূর্ব্বক নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া দেখিল, পুষ্পাদির দলসকল উদ্ভিন্নপ্রায় হইয়াছে; সুতরাং তৎকালীন তাহারা কমলবনে প্রবেশপূর্ব্বক পদ্মের মধুপানে প্রবৃত্ত হইল ॥৪১॥

অনন্তর বিচিত্র শোভাশালিনী নলিনী ও কুমুদিনী প্রাতঃকালে মহাপ্রভুকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে অসীম আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল ॥৪২॥

তদনন্তর প্রভু বনস্থলীর ঐরূপ শোভাসন্দর্শন করিতে করিতে বিলসিত চিত্তে বনমধ্যে গমন করিতে লাগিলে তদ্দর্শনে পক্ষিগণ পরম পরিতৃপ্ত লাভ করিয়া প্রভুর প্রীতিসাধন করিতে লাগিল ॥৪৩॥

চিরমিব প্রতিবোধমুপাগতা
গিরিভুবো বিভুলোচনবর্ত্মগাঃ।
বিবিধপত্রিরবেণ জয়ধ্বনিং
সপদি সম্পদি সন্ততমাদধুঃ ॥৪৪॥

সুহরিতা হরিতালরুচাঞ্চয়ৈঃ
ক্বচন কাঞ্চনকান্তরুচিঃ ক্বচিৎ।
ঘনসমান-সমা স্বরুচাহসিতা
ক্বচ সিতা চ সিতাচ্ছশিলাচয়ৈঃ ॥৪৫॥

বিকসিতৈঃ কসিতৈঃ কুসুমোচ্চয়ৈ-
রিব দরী বদরী-বিধুরায়িতা।
বিহসতীহসতীক্ষণগে প্রভা-
বধরভূধরভূরতিসুন্দরী ॥৪৬॥ যুগ্মকম্ ॥

অগবয়ৈর্গবয়ৈঃ শরণীকৃতং
বিস্মরৈঃ স্মরৈরুপশোভিতম্।
বৃততরং ততরঙ্কুভিরীশ্বরঃ
স্থলমলোলমলোকয়দধ্বনি ॥৪৭॥

তখন গিরিস্থলী প্রভুর চরণরেণু স্পর্শ করিয়া প্রতিবোধিত হইয়াই যেন পক্ষিদিগের কণ্ঠরবচ্ছলে জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল ॥৪৪॥

ঐ পর্ব্বতীয় নিম্নভূমিসকল হরিতালতুল্য হরিদ্বর্ণে, কাঞ্চনের পীতবর্ণে, চন্দ্রকান্ত শিলার ন্যায় শ্বেতবর্ণে ও কষ্টিপাষাণতুল্য কৃষ্ণবর্ণে বিবিধরূপ ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর দর্শনেই যেন হাস্য করিতে লাগিল ॥৪৫।৪৬॥

তখন মহাপ্রভু গো, গবয় এবং নানাবিধ মনোরম মৃগসকল দ্বারা পরিশোভিত ঐ বনস্থলীকে মুহুর্মুহুঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥

অনৃজুলোচন-লোচনবিভ্রমৈ-
রনুপদং নু পদং নটয়স্ত্যসৌ।
দ্রুততমং তত-মঞ্জুরসং ন তং
বশয়িতা শয়িতা মৃগসন্ততিঃ ॥৪৮॥

ইতি স বর্ত্মনি গৌরসুধানিধি-
বিবিধকৌতু কবীক্ষণ কৌতুকী।
বিরুরুচে সুখমগ্নমনা ব্রজন্
বিবিধ-সদ্বিধ-সৎপরিপালিতঃ ॥৪৯॥

পথি স চীরনদে প্রভুরাতনোৎ
প্লবন-তর্পণ-পূজনমুৎসুকঃ।
জ্বরিতমস্য বপুঃ সমভূত্ততো
ন চরিতং চরিতং ভবতি প্রভোঃ ॥৫০॥

এবং তিনি ঐ বনস্থলী মধ্যে যে সকল মৃগকুল ব্যাকুল চিত্তে নৃত্য করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিল, তাহাদিগের চমৎকার বক্রলোচনের শোভা দেখিয়া পরমপরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন ॥৪৮॥

অনন্তর চমৎকার রূপধারী সেই গৌরহরি গৃহস্থ এবং উদাসীনের সাহায্যে নিজের উজ্জ্বলকান্তিতে গন্তব্য পথ সকল সমুদ্ভাসিত করিতে করিতে স্বচ্ছন্দ চিত্তে গয়াধামে গমন করিতে লাগিলেন ॥৪৯॥

তদনন্তর তিনি পথ মধ্যে চীর নামক নদে মুহুর্মুহুঃ স্নান তর্পণ ও পূজা করিতেছিলেন হঠাৎ দারুন জ্বর তাঁহার শরীর আক্রমন করিল বটে কিন্তু তাঁহার নিয়মের কোন প্রকার ক্রম ভঙ্গ করিতে পারিল না ॥৫০॥

পথি শরীরগতেয়মসুস্থতা
কথমভূৎ প্রতিকূলকরী মম।
ইতি বিচিন্তয়তা দ্বিজ সঞ্চয়ো
নিজগদে জগদেককৃপালুনা ॥৫১॥

অথ বিচিন্ত্য ভৃশং মনসাত্মনো
জ্বরশমায় মহাপ্রভুরৌষধম্।
ক্ষিতিসুরাঙ্ঘ্রিপয়ো ন্যদিশৎ স্বয়ং
নহি কৃপাং হি কৃপাম্বুধিরুজ্ঝতি ॥৫২॥

জ্বরশমোথ বভূব মহাপ্রভোঃ
সপদি তেন তদীয়পদাম্বুনা।
জগতি তচ্চরিতানি বিদন্তু কে
সুনিভৃতা নিভৃতানি জগত্রয়ে ॥৫৩॥

তখন জগতের এক কৃপানিধান ভগবান্ সেই মহাপ্রভু পথে কিরূপে এই শরীর অসুস্থ হইল, ইহা যে আমার প্রতিকূলকারী মনোমধ্যে এরূপ নিশ্চয় করিয়া সহচর বিপ্রগণকে কহিলেন ॥৫১॥

অনন্তর মনে মনে নিশ্চয় করিলেন বিপ্রপাদোদক ব্যতিরেকে জ্বর উপশমের মহৌষধ আর নাই অতএব আপনারা পাদোদক অর্পন করুন। তাহাতে জ্বর নিবৃত্তি হইবে, যেহেতু কৃপা সমুদ্র কখন কৃপা পরিত্যাগ করেন না ॥৫২॥

এই বলিয়া গৌরহরি বিপ্রপাদোদক সেবা করিলেন, তাহাতেই তাঁহার জ্বর শান্তি পথ অবলম্বন করিল, অতএব পরমকারুণিক সেই গৌরাঙ্গদেবের বিচিত্র মহিমার বিষয় এ সংসারে কে অবগত হইতে পারে? ॥৫৩॥

অথ সমেত্য স রাজগিরিং প্রভু-
র্দ্বিজগণেন মুদা ব্যতনোত্তদা।
পিতৃসমর্হণমুত্তমমাদরা-
দুপরমে পরমেষ্ঠিসরস্যপি ॥৫৪॥

অখিলতীর্থবরেষু পিতৃক্রিয়াঃ
স কৃতসদ্বিধি তত্র সমাপয়ন্।
অথ গয়াং সহ ভূসুরসঞ্চয়ৈ-
রবিশদাবিশদাত্মভিরুৎসুকৈঃ ॥৫৫॥

অথ স গৌরকিশোরসুধাকরঃ
প্রথিতমীশ্বরপূর্ব্বপুরীতি তম্।
সপদি বীক্ষ্য মুদং নিরপায়িনীং
হৃদি তদাদিতদাপি যযৌ প্রভুঃ ॥৫৬॥

অনন্তর মহাপ্রভু সহচর সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া গয়াধামের এক প্রদেশে রাজগিরি ও ব্রহ্মসরোবরে উপস্থিত হইয়া তথায় ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা করিলেন ॥৫৪॥

মহাপ্রভু এইরূপে অনেক তীর্থদর্শন এবং তাহাতে কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধানান্তর বিশুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মনগণের সহিত প্রফুল্লচিত্তে গয়াধামে প্রবেশ করিলেন ॥৫৫॥

অনন্তর গৌরকিশোর সুধাকর ঈশ্বরপুরী নামক একটি সন্ন্যাসীকে সন্দর্শন করিয়া অতুল আনন্দলাভ করিলেন ॥৫৬॥

তমবনম্য নিপত্যচ ভূতলে
বহুল-হর্ষ-পরিপ্লুত-মানসঃ।
অথ জগাদ গভীরঘনস্বরাং
বিনয়তো নয়তোষকরীং গিরম্ ॥৫৭॥

তব পদাম্বুজযুগ্মমিদং প্রভো
বহুল ভাগ্যভরেণ বিলোকিতম্।
বদ যথা হরিভক্তি গুণাদ্ভবেৎ
প্রভবতো ভবতোয়ধিশোষণম্ ॥৫৮॥

ইতি নিশম্য মহাপ্রভু-ভাষিতম্
মুদমবাপ্য যতিঃ স মহাশয়ঃ।
মনুমদাৎ প্রভবে করুণানিধিঃ
কৃতদয়ং তদয়ং তমমন্যত ॥৫৯॥

তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভূতলে পতিত হওত সমুৎসুক চিত্তে বিনয় পূর্ব্বক প্রীতিকর ও ঘন গম্ভীর স্বরে নীতিগর্ভ বাক্যে কহিলেন ॥৫৭॥

হে প্রভো! অদ্য সৌভাগ্যক্রমে আপনাকে দর্শন করিলাম, যে প্রকার হরিভক্তির গুণ প্রভাবে ভব সমুদ্র পার হইতে পারি আপনি আমাকে সেইমত উপদেশ প্রদান করুন ॥৫৮॥

অনন্তর সেই মহাত্মা যতি মহাপ্রভুর ঐ বাক্য শ্রবন করিয়া করুনার্দ্র চিত্তে তাঁহাকে গোপীজন বল্লভের মন্ত্র উপদেশ করিলেন ॥৫৯॥

অমুমবাপ্য মনুং ব্রজভাবিনী—
জনপতেঃ পুলকাঙ্কুরশোভিনা।
বিগলদশ্রুভৃতা বিনয়াদয়ং
নিজগদে জগদেককৃপাবতা ॥৬০॥

যতিপতে ভবতঃ পদসঙ্গমাৎ
সুমহতীহ বভূব কৃতার্থতা।
স্বগুরুভক্তিরিতি প্রতিগৃহ্নতা
বিচকরে চ করে পদজং রজঃ ॥৬১॥

অথ স ফল্গুনদীপ্লবনে যথা—
বিধি বিধায় পিতৄন্ সমতর্পয়ৎ।
শবমহীভৃতি পিণ্ডমদাদথো
করুণতোঽরুণতোপ্যরুণেক্ষণঃ ॥৬২॥

মহাপ্রভু যতির নিকট কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রেম পুলকিত চিত্তে সজল নয়নে বিনয় বচনে যতিকে কহিলেন ॥৬০॥

হে যতিপতে! আমি অদ্য আপনার প্রসাদাৎ কৃতার্থ হইলাম বলিয়া ভক্তির সহিত তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন ॥৬১॥

অনন্তর করুণানিধান অরুণলোচন গৌরাঙ্গদেব তথা হইতে গমন করিয়া ফল্গুতীর্থে উপনীত হওত তাহাতে স্নান তর্পণ সমাধানানন্তর প্রেতশিলায় গিয়া পিণ্ডদান করিলেন ॥৬২॥

সমবতীর্য্য ততো ব্যতনোৎ ক্রিয়াঃ
পিতৃগণস্য স দক্ষিণমানসে।
দ্বিজগণৈশ্চ তথোত্তরমানসে
সহৃদয়ৈর্হৃদয়ৈক সুধাকরঃ ॥৬৩॥

পিতৃগণস্য গয়াশিরসি ক্রিয়া
অথ বিধায় হরেঃ পদপদ্ধতিম্।
প্রভুরবেক্ষ্য মুদং হৃদি নির্ভরাং
স সহসা সহ সাধুজনৈর্যযৌ ॥৬৪॥

কথমভূন্ন্ হরেঃ পদপদ্ধতিং
সমবলোকয়তো মৃদুতৈব ন।
ইতি বিচিন্তয়তোঽস্য দৃশোর্ঝরো
বিপুলকঃ পুলকশ্চ তদাভবৎ ॥৬৫॥

ইতি তথাবিধয়া নিজচেষ্টয়া
সপদি মুক্তসমস্তজনপ্রভুঃ।
অভবদুল্লসিতশ্চলিতুং তদা
মধুবনে ধ্রুবনেন চলত্তনুঃ ॥৬৬॥

তদনন্তর নবদ্বীপচন্দ্র সেই গৌরাঙ্গদেব তথা হইতে দক্ষিণ ও উত্তর মানস সরোবরে এবং গয়াশিরে পিণ্ড প্রদান পূর্ব্বক গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া সহচরগণের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥৬৩।৬৪॥

পরে তিনি মনে মনে এইরূপ কহিলেন হায়! আমি গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিলাম তথাপি আমার হৃদয় কেন কোমল হইল না?

এই বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে তৎকালীন তাঁহার চক্ষুঃ অশ্রুজল পরিপূর্ণ এবং পুলকে আকুল হইল ॥৬৫॥

তৎপরে মহাপ্রভু ঐ প্রকার কোন ইষ্ট সাধন মানসে তৎক্ষণাৎ

অথ দিবঃ সমভূদশরীরিণী
সপদি গীর্নবমেঘবরাকৃতিঃ।
পুনরুপৈষ্যতি তত্র মহাপ্রভুঃ
স্বভবনং ভব নন্দয়িতুং পুনঃ ॥৬৭॥

ইতি নিশম্য দিবো গিরমুত্তমাং
প্রমুদিতেন মহাপ্রভুনা ততঃ।
নিজগৃহে চলিতুং মহিতাশয়ৈঃ
প্রববৃতেঽববৃতেন মহীসুরৈঃ ॥৬৮॥

অথকিয়দ্দিনমাত্রবিলম্বতো
নিকটমাগত আত্মজ ইত্যসৌ।
নিজগৃহান্ সমপুরয়দুৎসবৈঃ
সুমহতামহতা হি মনোরথাঃ ॥৬৯॥

সমুদায় পরিবার-বর্গ পরিত্যাগ করিয়া কম্পিত কলেবরে মধুবনে প্রবেশ করিলেন ॥৬৬॥

অনন্তর নবীন নীরদের ন্যায় মনোহররূপ দর্শন এবং হঠাৎ এইরূপ দৈববাণী হইল যে, অহে গৌরহরি! পুনরায় গৃহে গমন করিয়া সাংসারিক সুখের আস্বাদন করগে ॥৬৭॥

তখন মহাপ্রভু এইরূপ মধুর দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের সহচর ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হওত গৃহের প্রতি যাত্রা করিলেন ॥৬৮॥

এদিকে শচীদেবী পুত্রকে গৃহে আগমন করিতে দেখিয়া নানাবিধ উৎসবে গৃহ পরিপূর্ণ করত স্বীয় মনোরথ সুসিদ্ধ করিলেন ॥৬৯॥

মৃদুমৃদঙ্গযশঃ-পটহোল্লসৎ-
পণব-কাহল-কাংস্য-সুমর্দ্দলৈঃ।
যুগপদেব ভৃশং পরিতাড়নাৎ
ধ্বনিরভূন্নিরভূত ইবোচ্ছ্রিতঃ ॥৭০॥

অতিসুখেন পরিপ্লুতমানসা
সুরুচিরেণ চিরেণ তনূভুবা।
গৃহমুপেত্য ততো দদৃশে মুদা
স্বজননী জননীতিষু কোবিদা ॥৭১॥

প্রভুরথো জননীপদজং রজঃ
করতলেন শিরস্যদধান্মুহুঃ।
অথ পপাত স দণ্ডবদুৎসুকো
ভুবি নয়ং বিনয়ং বিদধন্মুহুঃ ॥৭২॥

তখন মধুর মৃদঙ্গ, যশঃ, পটহ, পণব, কাহল, কাংস্য ও মার্দ্দল প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনিতে দিগ্বিদিক্ সকল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥৭০॥

ইত্যবসরে মহাপ্রভু দীর্ঘদিনের পর গৃহে আগমন করিয়া লোকনীতি নিপুণা ও প্রফুল্ল বদনা নিজের জননীকে সন্দর্শন করিলেন ॥৭১॥

অনন্তর মহাপ্রভু সমুৎসুক চিত্তে জননীর পাদপদ্মের ধূলি হস্ত দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন ॥৭২॥

সুঘনং সুততং সুঘনং সুততং
সহসা শুষিরৈঃ সহ সাশুষিরৈঃ।
অথ বাদ্যমভূদথ বাদ্যমভূ-
রভসোদ্যম ভূরভসোদ্যমভূঃ ॥৭৩॥

অথ কাঞ্চন কাঞ্চননব্যলতাং
মৃদুলাং মৃদুলাঞ্চিত-শুভ্রপটাম্
মুদিতামুদিতামথ বীক্ষ্য তনুং
বসু তস্য সুতস্য সসর্জ্জ শচী ॥৭৪॥

দ্বিজগণায় সনর্ত্তক-বাদক-
প্রভৃতয়েঽপিচ ভিক্ষুগণায় সা।
নিজসুতাগমনোল্লসিতা দদৌ
নিভৃত-সংভৃত-সম্পদিজং বসু ॥৭৫॥

গয়ায়া ইত্যেবং স্বগৃহমগমদ্ভূরিকরুণ-
প্রভুঃ পৌষস্যান্তে সকলতনুভৃত্তাপশনঃ।
ততো মাঘস্যাদৌ নিরবধি নিজৈঃ কীর্ত্তনরসৈঃ
প্রকাশং চাবেশং ভুবি বিকিরতি স্মানুদিবসম্ ॥৭৬॥

তখন পুনরায় কাংস্য, বংশী, বীণা ও মুরজ প্রভৃতির মনোহর ধ্বনি হইতে লাগিল ॥৭৩॥

তৎপরে শচী তপ্তকাঞ্চন তুল্য গৌরবর্ণ শুভ্রবসনধারী নিজ পুত্রের শরীর অবলোকন করিয়া তদীয় আগমন মহোৎসবে উল্লসিত হইয়া নর্ত্তক, বাদক, গায়ক, ভিক্ষুক ও ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট ধন দান করিতে লাগিলেন ॥৭৪।৭৫॥

সে যাহা হউক এইরূপে সকল জীবের তপোপশমন, অতি দয়ালু মহাপ্রভু

ইতি ক্ষণোৎক্ষিপ্তসমস্তচেষ্টিতঃ
প্রতিক্ষণং গায়তি নির্ভরং মুহুঃ।
পদে পদে রোদিতি রোমহর্ষণৈ-
র্বিমুক্তকণ্ঠং করুণাপয়োনিধিঃ ॥৭৭॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

পৌষ মাসের অন্তে গয়া হইতে গৃহে আগমন করিলেন, তদনন্তর মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতে নিরন্তর নিজ কীর্ত্তন রস দ্বারা প্রকাশ ও আবেশ দিন দিন পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৭৬॥

এইরূপে করুণা নিধি মহাপ্রভুর উৎসবে সমস্ত চেষ্টা আক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি ক্ষণে ক্ষণে লোমাঞ্চের সহিত মুক্ত কণ্ঠে গান এবং পদে পদে বারম্বার রোদন করিতে লাগিলেন ॥৭৭॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ

আগত্যস্বগৃহমথ স্বকীর্ত্তনাদ্যৈঃ
সংরেজে নিরবধি রোদনৈর্বিভিন্নঃ।
দৃষ্ট্বৈবংবিধিমনিশং সবিস্ময়াসী-
দিত্যেতৎ কিমিতি কিমিত্যথ প্রসূঃ সা ॥১॥

যামিন্যাং শয়িতবতঃ শচী কদাচিৎ
পুত্রস্য প্রথমমবেক্ষ্য রোদনং সা।
ব্রূহীত্থং কিমহহ তাত রোদিষি ত্বং
সাশঙ্কং তমিতি জগাদ ভূরিভাগ্যা ॥২॥

তৎশ্রুত্বা ন কিমপি চেত্ত্ববাচ নাথঃ
প্রেমার্দ্রো নয়নজলাসিক্তসর্ব্বগাত্রঃ।
সাত্যন্তং নিরবধি চিন্তিতা তদাসীৎ
প্রেমেত্যেতদপি বিবেদ দৈবযোগাৎ ॥৩॥

অনন্তর মহাপ্রভু গয়াধাম হইতে গৃহে আগমন করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন ও নিরবধি রোদন সহকারে অধৈর্য্য হইয়া শোভা বিস্তার করিতে থাকিলে, শচীমাতা এবম্বিধভাব অবলোকন করত একি একি বলিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥১॥

একদা ভূরিভাগ্যবতী শচীদেবী রজনীতে শয়ান তনয়ের প্রথম রোদন অবলোকন করিয়া সশোকচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন হে বৎস! তুমি কেন রোদন করিতেছ বল? ॥২॥

তৎকালীন মহাপ্রভু প্রেমে আদ্র ও নয়ন জলে অভিষিক্ত হইতে ছিলেন জননীর বাক্য শ্রবন করিয়া কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না,

জ্ঞাত্বৈতৎ বিমলমনাঃ শচী তনূজং
সার্দ্রাক্ষী বিনয়পরা ভৃশং যযাচে।
মহ্যং যদ্ধনমখিলং প্রযচ্ছসি ত্বং
প্রেমাখ্যং কিমু ন দদাসি সাম্প্রতং তৎ ॥৪॥

দেবানামবিদিতমেতদত্যলভ্যং
প্রেমেদং যদবগতং ত্বয়া গয়ায়াম্।
দীনায়ৈ তদিহ হ মে প্রযচ্ছ তাত
স্নেহস্তে যদি ময়ি তিষ্ঠতি ক্ষণঞ্চ ॥৫॥

ইত্যস্যা গিরমধিগম্য গৌরচন্দ্রঃ
স্নেহার্দ্রঃ প্রতিবচনং দদৌ জনন্যৈ ॥
তস্মাতস্তব ভবিতা চিরেণ নূনং
যত্তে স্যাদ্‌গুরুতরবৈষ্ণবানুকম্পা ॥৬॥

তাহাতে শচীদেবী অতিশয় চিন্তা করিতে করিতে সহসা জানিতে পারিলেন যে ইহা পুত্রের প্রেম বিকার ভিন্ন অন্য কিছু নহে ॥৩॥

তখন বিশুদ্ধ চিত্তা শচীদেবী দৈবযোগে পুত্রের তাদৃশভাব অবগত হইয়া বিনয় সহকারে অশ্রুমুখে বারম্বার যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন আমাকে বহু ধন যাহা দিতেছ তন্মধ্যে এক্ষনে প্রেমধন কি দিবে না? ॥৪॥

হে বৎস! আমি অতি দুঃখিনী সম্প্রতি তুমি গয়াধামে দেবদুর্ল্লভ যে প্রেমধন লাভ করিয়াছ, যদি আমার প্রতি তোমার ক্ষণকালের জন্যও স্নেহ থাকে তাহা হইলে ঐ প্রেমধন আমাকে বিতরণ কর ॥৫॥

গৌরচন্দ্র জননীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহার্দ্র চিত্তে কহিলেন মাতঃ! সুদীর্ঘ কালানন্তর যখন আপনার প্রতি বৈষ্ণবদিগের গুরুতর অনুকম্পা হইবে তখনই আপনি প্রেমধন লাভ করিতে পারিবেন ॥৬॥

তচ্ছ্রুত্বা মুদমধিকাং যযৌ ততঃ সা
তন্নূনং মম ভবিতেতি হৃষ্টচিত্তা।
গৌরাঙ্গোপি তদধিগম্য মাতৃচিত্তং
বিপ্রেন্দ্রান্ বিনয়পরো জগাদ ভূয়ঃ ॥৭॥

প্রেমায়ং নিরবধি মৃগ্যতে জনন্যা
ভক্তিশ্চ প্রভুচরণে গরীয়সীয়ম্।
তে স্যাতাং সপদি যথাশিষো ভবদ্ভি-
র্যুজ্যন্তাং তদনু তথোচুরেবমেতে ॥৮॥

ইত্যেবং ক্বচন রুদন্ বিলোচনাভ্যাং
ধারাণাং শতশতমাদধাত্যুরঃসু।
শ্লেষ্মাণং ক্ষিপতি মুহুর্মুহুঃ স্ববিষ্ঠং
নাসাভ্যাং ভুবি বিলুঠন্ ক্বচিৎ স নাথঃ ॥৯॥

অনন্তর পুত্রের এই বাক্য শ্রবন করিয়া শচীদেবীর আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না, তখন তিনি হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, হায়! আমি কি প্রেমধন লাভ করিতে পারিব? তখন গৌরাঙ্গদেব জননীর অন্তঃকরণের ভাব বুঝিতে পারিয়া বিনয় সহকারে ব্রাহ্মনদিগকে কহিলেন ॥৭॥

হে মহোদয়গণ! আমার জননী প্রেম এবং প্রভুর চরণে গরীয়সী ভক্তি অন্বেষণ করিতেছেন অতএব আমার জননীর অন্তঃকরণ মধ্যে যাহাতে প্রেম ও ভক্তির উদয় হয় আপনারা সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন, এতচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মনেরাও তদনুরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥৮॥

দ্বিজগণের মুখে এই প্রকার আশীর্ব্বাদ বাক্য শ্রবন করিয়া গৌরাঙ্গদেব এরূপ আহ্লাদিত হইলেন যে নয়নদ্বয়ের অশ্রুজল সমূহে তদীয় বক্ষঃস্থলে শতশত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, নাসারন্ধ্রে শ্লেষ্মা নির্গত হইতে আরম্ভ হইল এবং তিনি ভূমিতে লুণ্ঠনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন ॥৯॥

প্রত্যূষপ্রভৃতি দিনং সমস্তমেব
প্রেমাশ্রুপ্রচুরবরৈ রুদন্ বিনীয় ।
যামিন্যাং ভবতি সতি প্রভুঃ প্রবোধে
বৈকল্যাদ্দিনমিতি তর্কয়াম্বভূব ॥১০॥

সন্ধ্যায়াং কিমপি রুদন্ বিমুক্তকণ্ঠঃ
প্রাতঃ স্যাৎ কথমপি চেদ্বহিঃ প্রবোধঃ ।
তন্নক্তং ব্রজতি কিয়ৎ কদেতি গৌরো ।
বৈকল্যাদ্বদতি ন তস্য কালভেদঃ ॥১১॥

নামৈকং শ্রবণপথং যদৈব গচ্ছে-
ত্তৎসোঽয়ং ভুবি বিলুঠন্ বলপ্রকামম্ ।
দ্রাঘিষ্ঠৈঃ শ্বসনসমীরণৈঃ সকম্পৈ-
র্নেত্রান্তপ্রসৃমরধারয়াচ রেজে ॥১২॥

মহাপ্রভু প্রাতঃকাল অবধি সমস্ত দিন বিনয় সহকারে প্রেমাশ্রু ও উচ্চ রবে রোদন করিতে করিতে রাত্রি উপস্থিত হইলে প্রভু ব্যাকুলতা বশতঃ এ দিন হইল নাকি এই বলিয়া বিতর্ক করিতে থাকেন ॥১০॥

অনন্তর সন্ধ্যাকালে গৌরাঙ্গদেব বিমুক্ত কণ্ঠ হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন যখন বাহ্য প্রকাশ দেখিতেছি তখন প্রাতঃকাল হইল, রাত্রি কি গমন করিয়াছে ? এইরূপে গৌরহরির কালের ভেদ হইতে লাগিল ॥১১॥

যখন মহাপ্রভুর একটিমাত্র নাম কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হয় তখন তিনি প্রবলরূপে ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়েন এবং দীর্ঘনিশ্বাস সমীরণ ও কম্পনের সহিত নেত্রান্তের পবিত্র জলধারার অতিশয়রূপে বিরাজিত হইতে থাকেন ॥১২॥

সোৎকণ্ঠং নিরবধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণে-
ত্যাজল্পন্ ক্বচন বিভিন্ন-সন্নকণ্ঠঃ।
হর্ষোদ্বৈস্তনুরুহসঞ্চয়ৈর্বিভাতি
প্রায়োহয়ং প্রতিদিনমেবমেব ভূত্বা ॥১৩॥

স স্নাত্বা দিবসমুখে করোতি পূজা-
মশ্নাতি প্রতিদিবসং মুদা নিবেদ্য।
সদ্বিপ্রানপি পরিপাঠয়ন্নুদারান্
মাঘাদ্যানিতি চতুরো নিনায় মাসান্ ॥১৪॥

প্রেমার্দ্রঃ সপুলকমেকদা মুরারে-
র্বৈদ্যস্যালয়মগমৎ কৃপাসমুদ্রঃ।
তত্রাসৌ সপদি নিবেশ্য দেবগেহে
সংভিন্নো নয়নজলৈঃ সমধ্যবাৎসীৎ ॥১৫॥

সে যাহা হউক তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম জপ করিতে করিতে অতিশয় হর্ষসমন্বিত পুলকাঞ্চিত শরীরে শোভা বিস্তার করেন, প্রতিদিন তাঁহার এইরূপ অবস্থা উৎপন্ন হয় ॥১৩॥

গৌরহরি প্রাতঃস্নান, পূজা ও যথাকালে নিবেদিত বস্তু আহার করিয়া বিশুদ্ধ কুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণকুমারদিগকে অধ্যয়ন করাইয়া মাঘাদি মাস চতুষ্টয় অতিবাহিত করিলেন ॥১৪॥

অনন্তর, একদিবস সেই কৃপাসমুদ্র গৌরহরি মুরারি বৈদ্যের গৃহে গমন পূর্বক তথায় সহসা দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া সজল নয়নে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

আশ্চর্য্যং দশনযুগেন গাং বলীয়ান্
বারাহং বপুরিদমাবহন্ ক এষঃ।
মর্ম্মস্পৃক্ তুদতি মহামহী ধ্রতুল্যো
ভূয়েঽসাবিতি নিগদন্ সসর্পা পশ্চাৎ ॥১৬॥

ইত্যুক্ত্বা সপদি তথা তদীয় ভাবং
সংগৃহ্নন্ ভুবি ভুজজানুভি র্ব্রজন্ সঃ
ঘূর্ণা ভিস্তরলতরেণ দৃগ্যুগেন
দ্রাঘিষ্ঠামপি বিদধে চ হূংকৃতিং তাম্ ॥১৭॥

দন্তাগ্রৈঃ সপদি স পৈত্তলাম্বুপাত্রং
ধৃত্বাসৌ বহুভয়মুন্মুখোতিদূরে।
সংক্ষিপ্যংস্তদনু মুরারিগুপ্তমূচে
রূপং মে সহজমুদীরয়েতি শশ্বৎ ॥১৮॥

তদনন্তর ঐ স্থলে যে ঘটনা হইল বলি শ্রবন কর, মহাপ্রভু সেই দেবালয় মধ্য হইতে কহিতে লাগিলেন, অহো ! এ-কে ? ইঁহাকে যে বড় বলবান্ দেখি, ইনি দন্তাগ্রে ধরণী ধারণ করিয়া প্রকাণ্ড পর্বত সদৃশ বারাহী মূর্তি ধারন পূর্বক আমার মর্মস্পর্শি বেদনা দিতেছেন, এই বলিতে বলিতে পশ্চাৎদিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥১৬॥

তদনন্তর মহাপ্রভু এই কথা বলিয়া বরাহ ভাব অঙ্গীকার করত ভূমিতে হস্ত ও জানু নিক্ষেপ পুরঃসর গমন করিতে করিতে ঘূর্ণিত চঞ্চল লোচন যুগল হইয়া ভীষণরূপে হূঙ্কার করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

পরে শীঘ্র করিয়া একটী বৃহৎ পিত্তলের জলপাত্র দন্তাগ্রে ধারণ পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিয়া মুরারিগুপ্তকে কহিলেন হে মুরারে ! আমার স্বাভাবিক রূপ বর্ণন কর ॥১৮॥

তচ্ছ্রুত্বা ভুবি নিপতন্ স ভীতভীতো
নো বিদ্মো বয়মিহ তে স্বরূপমেতৎ।
আত্মানং স্বয়মেবমাত্মনৈব বেত্থে-
ত্যূচেঽসৌ প্রতিবচনৈশ্চ গীতয়োক্তৈঃ ॥১৯॥

ভূয়োঽসৌ স হসিতবন্মধুদ্রবৈস্তৈঃ
প্রত্যূচে প্রতিবচনৈঃ প্রভুস্তমেনম্।
বেদোঽয়ং ননু কিমু বেত্ত্যয়ং বিমুগ্ধ
সংমোহাদবচিনুতেঽন্ধবৎ স নিত্যম্ ॥২০॥

ইত্যুক্তা শ্রুতিগদিতং নিপঠ্য ভূয়ঃ
সোৎপ্রাসং স পরিহসন্নুবাচ নাথঃ
বেদানামিহ খলু নাস্তি শক্তিরেষা
জ্ঞাতুং মামিতি নিগদন্ যযৌ স্বগেহম্ ॥২১॥

গুপ্ত মহাশয় মহাপ্রভুর মুখে এই বাক্য শ্রবন করিবামাত্র ভয়ে ভীত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন এবং কহিলেন, প্রভো! তোমার রূপ তুমিই বলিতে পার, আমরা তোমার স্বরূপ বর্ণন করিতে সমর্থ নহি এই বলিয়া প্রতিবচন প্রদান করিলেন ॥১৯॥

মহাপ্রভু পুনরায় হাস্তবদনে সুমধুর বাক্যে কহিলেন, হে বৈদ্যরাজ! বেদ আমার মহিমার বিষয় কিছুই অবগত নহেন, কিন্তু নিত্য অন্ধের ন্যায় অন্বেষণ করিয়া থাকেন ॥২০॥

এই বলিয়া শ্রুতিপাঠ করত সপরিহাস বচনে কহিলেন, হে মহাশয়! আমাকে জানিতে পারে বেদের এরূপ শক্তি নাই, এই বলিতে বলিতে স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিলেন ॥২১॥

অন্যেদ্যুঃ স্বগৃহমভি ক্ষপেশকোটি-
শ্রীযুক্তঃ পরপরভাগভাক্ প্রতীকঃ।
শ্রীবাসং নিজপুরতঃ স্থিতং মহস্বা—
নভ্যূচে সহ বলহূঙ্কৃতৈর্বচোভিঃ ॥২২॥

ত্বং ভোঃ পশ্যসি ন কি-মত্র পঞ্চবক্ত্রান্
ষড়্বক্ত্রানঽপিচ চতুর্মুখান্ সমেতান্।
সোপ্যূচে ন খলু বিলোক্যতে ময়াসৌ
ষড়্বক্ত্রপ্রভৃতিজনঃ সমাগতোয়ম্ ॥২৩॥

ইত্যুক্তে সতি তদনূপতস্থিরাংসং
নাম্না শ্রীপতিমনুজং দদর্শ বিপ্রঃ।
সোভ্যেত্য শ্রুতিনিকটেষু ধীর-মূচে-
ঽদ্বৈতস্যাগমনকথাং প্রভুং দিদৃক্ষোঃ ॥২৪॥

কোটিচন্দ্র বিনিন্দিত অঙ্গ-কান্তিশালী গৌরহরি আপনার গৃহের সমীপে সম্মুখবর্ত্তি শ্রীবাসকে অবলোকন করিয়া বারম্বার হুঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন ॥২২॥

ওহে শ্রীবাস! পঞ্চবক্ত্র ষড়্বক্ত্র ও চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি সকলে সমাগত হইয়াছেন, তুমি কি ইঁহাদিগকে দেখিতেছ না! এতচ্ছ্রবনে শ্রীবাস কহিলেন, প্রভো আপনি যে কহিতেছেন ষড়্বক্ত্র প্রভৃতি সকলে সমাগত হইয়াছেন, কৈ, আমি ত তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না ॥২৩॥

এই বলিয়া শ্রীবাস স্বীয় পশ্চাদ্বর্ত্তি নিজ অনুজ শ্রীপতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, শ্রীপতি নিকটে আগমন করিয়া ধীরস্বরে তাঁহার কর্ণের সমীপে কহিলেন, প্রভুর দর্শনাভিলাষে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আগমন হইয়াছে ॥২৪॥

আচার্যঃ কিমিহ সমাগতোঽস্তি তস্যৈ
তজ্জ্ঞাত্বা সপদি সমুত্থিতোঽহ্ জিরেষু।
আগত্য প্রতিপদহুংকৃতাং স বাণীং
প্রত্যূচে মহিত-মহামহঃ সমূহঃ ॥২৫॥

তে জ্ঞাস্যন্ত্যহহ সপদ্য মুত্র যে যে
যাস্যন্তি ক্ষ্মামধুনাধিকার হীনাঃ
ইত্যুক্ত্বা গুরুতর হুংকৃতৈর্-বিভিন্নঃ
শ্রীবাসালয়মগমৎ দ্রুতং প্রভুঃ সঃ ॥২৬॥

তত্রৈব দ্রুতমধিগত্য গাঢ়বন্ধং
সম্বধ্যার্গলমবরদ্বয়ে বিকুর্ব্বন্।
বহ্বাবিষ্কৃত-সহজ-প্রকাশ-ভাস্বা-
নাবাসে রহসি ররাজ গৌরচন্দ্রঃ ॥২৭॥

তখন শ্রীবাস অঙ্গনে উপবেশন করিয়াছিলেন, আচার্য্য প্রভুর আগমন শ্রবন করিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, আচার্য্য কি আগমন করিয়াছেন? ইতিমধ্যে পরমগুরু মহাতেজস্বী পূজ্যতম সেই মহাপ্রভু প্রতি-পদে গুরুতর হুঙ্কার ধ্বনি করিতে ২ আগমন করিয়া কহিলেন ॥২৫॥

সম্প্রতি যাহারা এক্ষণে অধিকারহীন হইয়া পরলোকে গমন করিবে তাহারাই জানিতে পারিবে, গুরুতর হুঙ্কার পূর্ব্বক এই মাত্র বলিয়া অতিসত্বর পৃথক্ হইয়া শ্রীবাসের গৃহে গমন করিলেন ॥২৬॥

গৌরাঙ্গচন্দ্র তথায় শীঘ্র উপস্থিত হইয়া দৃঢ়রূপে দ্বার অবরোধ করত গৃহাভ্যন্তরে বহু বহু সূর্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥২৭॥

অদ্বৈতো নিজনিলয়াৎ সমাগতোঽসৌ
সপ্রাদুষ্কৃতসহজো বিলোকিতব্যঃ
ইত্যেবং মনসি বিধায় সংপ্রতিজ্ঞাং
তৎকালে বহিরুদভূৎ কবাটয়োস্তৎ ॥২৮॥

শ্রীবাসদ্বিজকুলচন্দ্রমঃ কনীয়া-
নেষঃ শ্রীপতিরথ তৎসমাগমং তম্ ।
সাশঙ্কং সপদি নিবেদয়াঞ্চকার
জ্ঞাত্বৈবৈতৎ স্বয়মমুচৎ প্রভুঃ কবাটম্ ॥২৯॥

সঙ্কল্পো মনসি কৃতো যথৈব তেন
শ্রীভাজং প্রভুমবলোক্য তং তথৈব ।
অদ্বৈতস্তৃণনিচয়ং রদৈর্গৃহীত্বা
সুস্নিগ্ধো ভুবি নিপপাত দণ্ডবৎ সঃ ॥৩০॥

তখন অদ্বৈতাচার্য্য নিজ গৃহ হইতে আগমন করিয়া স্বাভাবিক রূপে প্রাদুর্ভূত গৌরহরিকে অবলোকন করিব বলিয়া মনোমধ্যে এই সৎ প্রতিজ্ঞা বিধান করিয়া বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥২৮॥

এদিকে দ্বিজকুল চন্দ্র শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপতি বিশঙ্কিত মনে দ্বার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুকে আচার্য্য মহাশয়ের আগমন সম্বাদ প্রদান করিলেন. তখন গৌরহরি আচার্য্য মহাশয়ের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিবা মাত্র তৎক্ষনাৎ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন ॥২৯!

ঐ সময়ে আচার্য্যবর মনে করিলেন আমি যেরূপ মনোমধ্যে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম মহাপ্রভুকে তদনুরূপেই অবলোকন করিলাম, এই বলিয়া দন্তে তৃণগুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক সপ্রেমে প্রভুর অগ্রে দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন ॥৩০॥

ত্বং দৃষ্ট্বা প্রভুরপি দোর্দ্বয়েন শীঘ্রং
শ্রীভাজং স্বয়মিব মুন্নিনায় পশ্চাৎ।
হর্ষেণাশিথিলিত-মাশ্লিষদ্বিশেষম্
প্রেমাশ্রু-স্রবণঝরৈঃ সিষেচ ভূয়ঃ ॥৩১॥

ইত্যেবংবিধবিবিধোল্লসদৃবিহারৈ-
র্বিশ্রান্তোঽভবদৃতুনায়কো বসন্তঃ।
অত্রান্তে প্রভুনটনাবলোক হৃষ্টঃ
কিং গ্রীষ্মঃ প্রহসতি মল্লিকা বিকাসৈঃ ॥৩২॥

বিচ্ছেদাদিব সুরভের্দিনান্যমূনি
প্রত্যগ্রাদতিবিধুরাণি সংশ্রয়ন্তে।
উদ্দীপ্যদ্দিনকরজাতবেদসঃ কিং
জ্বালাভির্নিরবধি দেহদাহবর্ত্ম ॥৩৩॥

তখন মহাপ্রভু দুইবাহু দ্বারা ধারণ করিয়া তৎক্ষনাৎ তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন এবং প্রেমাশ্রু সমূহ দ্বারা তাঁহাকে অতিশয় রূপে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

প্রভুদ্বয় এইরূপে বিহার করুন এদিকে ঋতুরাজ বসন্ত বিবিধ বিহারে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে বসন্ত অর্থাৎ বসন্ত ঋতুর অধিকার বিনষ্ট হইলে, প্রভুর নৃত্য দর্শন কৌতুকী গ্রীষ্ম ঋতু যেন মল্লিকা কুসুম বিকাশচ্ছলে হাস্য করিতে লাগিল ॥৩২॥

বসন্তের অবসানে গ্রীষ্ম ঋতুর দিন সকল অতিশয় প্রচণ্ড বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, দিনকরের কিরন জাল অগ্নির ন্যায় জীবলোককে দগ্ধ করিতে লাগিল ॥৩৩॥

উদ্দামদ্যুমণিরুচো মুহুর্জ্জ্বলন্ত্যো।
যদ্যপ্যাশ্রয়ময়মম্বু শোষয়ন্তি।
পদ্মিন্যাস্তদপি দধাত্যতীব সৌখ্যং
দুঃখঞ্চ প্রিয়বিহিতং প্রিয়ং তনোতি ॥৩৪॥

নৈদাঘং নিজমহসা নিদাঘরশ্মিং
ন্যক্কুর্ব্বন্ সততং নবনবেন গৌরঃ।
অন্যেদ্যুর্দ্বিজতনুজান্ বিপাঠয়ন্ স
প্রোদ্ভিন্নপ্রকট নিজপ্রকাশ আসীৎ ॥৩৫॥

ইত্যেতদ্বিধসহজপ্রকাশভাস্বান্
নির্ভিন্নঃ সদরুণসর্ব্বগাত্রযষ্টিঃ
প্রত্যগ্রোন্মিষদরুণোৎপলাঙ্ঘ্রি যুগ্মঃ
শ্রীবাসালয়মগমদ্‌বিমুক্তসঙ্গঃ ॥৩৬॥

গ্রীষ্মকালে মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ জাল যদি পদ্মিনীদিগের আশ্রয় স্বরূপ জল শোষন করেন তথাচ তিনি পদ্মিনীর সুখ বিধান করিয়া থাকেন, যেহেতু প্রিয়ব্যক্তি দুঃখ বিধান করিলেও তাহা সুখের নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥৩৪॥

সে যাহা হউক, গৌরাঙ্গদেব সতত স্বীয় নিত্য নূতন তেজঃ দ্বারা নিদাঘকালীন ঐ নিদাঘ রশ্মিকে তিরস্কার করিয়া বিরাজ করিতে করিতে অন্য এক দিবস ব্রাহ্মণদিগের তনয়গণকে অধ্যয়ন করাইয়া অতিশয় রূপে শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

অনন্তর স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ সূর্য্য স্বরূপ গৌরহরি অরুণবর্ণ গাত্রযষ্টি ধারন করিয়া একাকী নির্ব্বেদ যুক্ত চিত্তে অরুণ কমল সদৃশ চরণযুগল দ্বারা শ্রীবাসের আলয়ের প্রতি গমন করিলেন ॥৩৬॥

উন্মীলদ্দ্যুমণিগণপ্রকাশভাজং
প্রত্যগ্রস্ফুটতরশোণসারসাক্ষম্
গচ্ছন্তং দ্রুতমরুণাঙ্ঘ্রিপদ্মযোস্তৈ-
র্বিন্যাসৈঃ পথি দদৃশুর্জনাঃ সচিত্রম্ ॥৩৭॥

তৎপুর্য্যাং সপদি নিবেশ্য দেবগেহ-
স্যালিন্দোপরি পরিতস্থিবান্ পরেশঃ
ধ্যায়ন্তং গৃহমধি নির্ভরৈকতানং
শ্রীবাসং প্রকটপ্রকাশমাজুহাব ॥৩৮॥

তচ্ছ্রুত্বা সপদি গৃহাদ্বহির্বভূব
ধ্যানাদি প্রকটমপোহ্য বিপ্রমুখ্যঃ।
উন্মীলৎ গুরুমহসং মহায়ত্তাঙ্গং
সোঽদ্রাক্ষীন্নিজপুরতঃ স্থিতং পরেশম্ ॥৩৯॥

আহা! তৎকালীন মহাপ্রভুর শোভার কথা আর কি বলিব, তাঁহার নয়ন যুগল উদয়শীল সূর্য্যের ন্যায় অরুণ বর্ণ, উনি যখন অরুণবর্ণ চরণ কমলের বিন্যাস দ্বারা গমন করেন সেই সময় লোক সকল আশ্চর্য্য রূপে দর্শন করিতে থাকে ॥৩৭॥

অনন্তর মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে উপস্থিত হইয়া তদীয় দেবগৃহের অলিন্দোপরি উপবেশন করিলেন এবং গৃহ মধ্যে একান্ত ধ্যানপরায়ন শ্রীবাসকে উচ্চস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

তখন বিপ্রশ্রেষ্ঠ মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যানাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং চক্ষুঃ উন্মীলন করিবা মাত্র সম্মুখে মহাতেজস্বী শোভনাঙ্গ শচীতনয় গৌরাঙ্গদেবকে সম্মুখে দর্শন করিলেন ॥৩৯॥

উদ্‌ভ্রান্তঃ প্রকটনিজপ্রকাশবেগৈ-
রজ্যদ্ভির্মহিত তনূন্ন বৈর্মহোভিঃ
পাথোভিঃ সুরসরিতো মমাভিষেকং
শীঘ্রং কুর্ব্বিতি নিজগাদ গৌরচন্দ্রঃ ॥৪০॥

তচ্ছ্রুত্বা সপদি সহোদরৈরমুষ্য
শ্রীরাম প্রভৃতিভিরুৎসুকৈর্মহদ্ভিঃ।
তচ্চেষ্টাসুখবিবশৈস্তদাহ্রিয়ন্ত
দ্রব্যানি স্বয়মিব জগ্মুরাহৃতত্বম্ ॥৪১॥

তৎ কৈশ্চিন্নবকলসীশতং সমন্তা-
দাজহ্রে ঝটিতি তথা জলৈঃ পুপূরে।
সর্ব্বাভিঃ সবিধগতাভিরঙ্গনাভিঃ
স্বর্বাপীজলহরণায় শীঘ্রমীয়ে ॥৪২॥

অনন্তর অভিনব তেজোময় শ্রীমূর্ত্তিধারী গৌরচন্দ্র নিজ শোভায় সুশোভিত হইয়া শ্রীবাসকে কহিলেন, গঙ্গাজল আনয়ন করিয়া শীঘ্র আমাকে অভিষেক কর ॥৪০॥

শ্রীরাম প্রভৃতি শ্রীবাসের সহোদর ভ্রাতৃগণ অতিশয় ঔৎসুক্য সহকারে মহাপ্রভুর অভিষেক চেষ্টায় বিবশ হইয়া যে সকল অভিষেচনিক দ্রব্য আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তৎসমুদয় দ্রব্য যেন স্বয়ংই আহৃত হইতে লাগিল ॥৪১॥

অনন্তর শ্রীবাসের কতিপয় ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ একশত নূতন কলস আনিয়া উপস্থিত করিলে অঙ্গনাগণ শীঘ্র গঙ্গাজল আনয়ন করিতে গমন করিলেন ॥৪২॥

গম্ভারীবিরচিতপীঠমধ্যরাজী
শ্রীগৌরঃ প্লবনচিকীর্ষয়াজিরান্তঃ।
দুগ্ধাব্ধেরুপরিগতস্যমেরুশৃঙ্গ-
স্যাভিখ্যাং সপদি বিড়ম্বয়াম্বভূব ॥৪৩॥

আনীতৈরতি লঘুজহ্নুকন্যকায়াঃ
পাথোভিঃ সুরভিসুবাসিতৈঃ প্রকামম্
কর্পূরাগুরুগুরুগন্ধসারবদ্ভিঃ
শ্রীবাসস্তমভিষিষেচ হৃষ্টচিত্তঃ ॥৪৪॥

দ্রাঘিষ্ঠৈর্নিরবধি-শশ্বদুন্মিষদ্ভি-
স্তেজোভিঃ কণকনিকাশরাজিগৌরৈঃ।
অত্যচ্ছাবপুষি পতন্ত্যমুষ্য ধারা
গৌরাঙ্গীক্রিয়ত ইবাভিষেকবারাম্ ॥৪৫॥

তদনন্তর মহাপ্রভু যখন অঙ্গন মধ্যভাগে ধবলাকার গম্ভারী পীঠোপরি উপবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহাকে ক্ষীরসাগর মধ্যস্থিত সমেরু শৃঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ॥৪৩॥

যাহা হউক, এদিকে কামিনীগণ সত্বর জাহ্নবী জল আনয়ন করিলে তাহাতে কর্পূর অগুরু প্রভৃতি গুরুতর গন্ধদ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা হৃষ্ট চিত্তে মহাপ্রভুর অভিষেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন ॥৪৪॥

তৎকালীন মহাপ্রভুর কনক সদৃশ গৌরবর্ণ অঙ্গের অতিশয় তেজোরাশি দ্বারা যে সকল অভিষেক বারিধারা অঙ্গে পতিত হইতেছিল সে সমুদায়ই গৌরবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল ॥৪৫॥

গঙ্গানাং কলসশতেন সজ্জলানাং
সেকোঽয়ং ঝটিতি পটীবদঙ্গভাজম্
নির্ব্যঢ়োঽভবদনুভূয় তজ্জলং ভূ-
রুচ্ছ্বাসৈঃ সুবহুকৃতার্থতাং জগাম ॥৪৬॥

স্নানান্তে বরবসনেন সারয়িত্বা
গাত্রান্তঃ করযুগলেন তস্য পশ্চাৎ।
শ্রীবাসস্তনুতরশুভ্রশুদ্ধবাসো-
দ্বন্দ্বেন প্রসরবতা সুখেন ভেজে ॥৪৭॥

শ্রীগৌরস্তনুবসনদ্বয়ং গৃহীত্বা
নীহারপ্রচয়সুপৃক্তমেরুশোভাম্
জগ্রাহোদ্ভটমহসা মহীয়সাসৌ
সংভিন্নো দ্রুতমবিশচ্চ দেববেশ্ম ॥৪৮॥

তখন পৃথিবী গৌরচন্দ্রের অঙ্গ বিগলিত অভিষিক্ত বারিধারা সকল অঙ্গে পটী বস্ত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জানিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

সে যাহা হউক শ্রীবাস গৌরাঙ্গদেবের স্নানানন্তর হস্তে উৎকৃষ্ট বসন গ্রহন করিয়া তদ্দ্বারা তদীয় গাত্রজ্জল অপসারণ করত পশ্চাৎ শুভ্রবর্ণ দুইখানি সুপ্রশস্ত সূক্ষ্ম বসন মহাপ্রভুর অগ্রে অর্পন করিলেন ॥৪৭॥

তখন মহাপ্রভু বসনদ্বয় পরিধান করিয়া নীহার সংসিক্ত সুমেরু পর্ব্বতের শোভা ধারন পূর্ব্বক সুমহত্তেজে দেদীপ্যমান হইয়া শীঘ্র দেবগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥৪৮॥

তস্যান্তঃ সপদি নিবিশ্য গৌরচন্দ্রঃ
পর্য্যঙ্কে ললিতরুচৌ মহামহস্বান্
দেবানাং প্রতিকৃতিসঞ্চয়ং সমন্তা-
দাক্ষিপ্য স্বয়মকরোৎ সুখোপবেশম্ ॥৪৯॥

অপ্রাপ্যাবিসরমমুষ্য বেশ্মমধ্যে
তেজোভির্বহিরপি সন্ধিভির্ব্যভেদি
তৎকালে জননিচয়স্য হর্ষরাশিঃ
স্বান্তান্তঃ পুলকভরৈর্বহির্বভূব ॥৫০॥

সর্ব্বে তৎসময়মবাপ্য হর্ষমগ্না
গৌরাঙ্গং পরিবিবিদুস্ত্রিলোকনাথম্
শ্রীবংশীধ্বনিমথ শুশ্রুবুশ্চ সর্ব্বে
রম্যং তন্মুখকমলোদ্গতং চিরায় ॥৫১॥

তথায় পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিয়া মহাতেজোময় শরীরের শোভায় দেবমূর্ত্তি সমূহকে আক্ষেপ করিয়া সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥৪৯॥

অনন্তর যখন গৃহভ্যন্তরে মহাপ্রভুর তেজ সমূহ অবসর প্রাপ্ত না হইয়া সন্ধি সকলের দ্বারা বহির্ভাগে নির্গত হইতে লাগিল, তখন জন সমূহের অন্তর্ব্বর্ত্তি হর্ষরাশি যেন পুলকভরে বহির্ভাগে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৫০॥

তদনন্তর জন সকল হর্ষে নিমগ্ন হইয়া গৌরাঙ্গ দেবকে ত্রিলোকনাথ বলিয়া অবগত হইল এবং কখন কখন মহাপ্রভুর মুখ কমলোৎপন্ন সুমধুর বংশীর ঐ সকল মানবগন শ্রবণ করিতে লাগিল ॥৫১॥

তত্রাপে সুখমতুলং সমস্তলোকৈ-
রাসেদে পুলককুলৈরথোঞ্চদঙ্গম্
সংভেজে নয়নজলৈঃ স রোমহর্ষঃ
শ্রীগৌরে জয়তি তথাবিধে তদানীম্ ॥৫২॥

গৌরাঙ্গোঽবদদথ ভূসুরৈকরত্নং
শ্রীবাসং পরমমহামহোবিভিন্নঃ
এতস্মাদ্ভবনবরাদ্ভবদ্গৃহান্ত-
র্যাস্যামীত্যথ সততপ্রকাশরম্যঃ ॥৫৩॥

তচ্ছ্রুত্বা ঝটিতি সহোদরৈঃ সমস্তৈ-
স্তদ্গেহং সুখবিবশৈঃ সমস্কৃতোচ্চৈঃ ।
মধ্যদ্বারি চ বহুবেষ্টনৈস্তথা তৈ-
রাবব্রে ভবতি সুগোপিতং যথা তৎ ॥৫৪॥

তাহাতে ঐ সকল ব্যক্তির অতুল হর্ষোদ্গম হওয়াতে অঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হইল এবং তৎকালীন সজল নয়নে অতিশয় হর্ষিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি জয়ধ্বনি বিধান করিতে লাগিল ॥৫২॥

তৎপরে গৌরচন্দ্র অতিশয় তেজোরাশি প্রকাশ পূর্ব্বক দ্বিজকুল প্রদীপ শ্রীবাসকে কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি এই গৃহ হইতে তোমার গৃহে গমন করিব ॥৫৩॥

গৌরাঙ্গদেবের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুখেবিবশ হইয়া শ্রীবাসের অনুজগণ সেই গৃহ সুশোভিত এবং তাহার মধ্যদ্বার যে প্রকারে সুন্দর গোপিত হয় সেই রূপে আবরণ করিলেন ॥৫৪॥

শ্রীবাসস্তদনু গদাধরং বভাষে
খট্বান্তং সকলমমুত্র নীয়তাং তৎ।
ইত্যুক্তঃ স চ সকলং নিনায় তত্র
প্রেমার্দ্রো নিরবধি-বিস্মৃতাত্মচেষ্টঃ ॥৫৫॥

সচ্চন্দ্রাতপমুপরি প্রতত্য তূর্ণং
তস্যান্তে সুরুচিরচামরাণি তেনে।
পর্য্যঙ্কোপরি কশিপূত্তমং নিপাত্য
শ্রীমদ্ভির্বরবসনৈরথানুবব্রে ॥৫৬॥

গৌরাঙ্গস্তদথ গৃহং ব্রজন্ বিরেজে
তেজোভির্লঘু তিরয়ন্ বিবস্বদোজঃ।
শম্পানাং শতশতকোটিকোটিবৎ স
প্রোন্মীল্য ক্ষিতিমিব সংশ্রিতশ্চকাস্তি ॥৫৭॥

অনন্তর শ্রীবাস গদাধরকে কহিলেন হে ভ্রাতঃ। তুমি এই গৃহস্থিত খট্বা প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণ দ্রব্য আমার গৃহে লইয়া চল, এই বলিলে গদাধর প্রেমে আর্দ্রীভূত ও নিরন্তর আত্ম চেষ্টা বিস্মৃত হইয়া তদগৃহস্থিত দ্রব্য সমুদায় তাঁহার গৃহে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন ॥৫৫॥

তদনন্তর শীঘ্র করিয়া সেই গৃহের উপরিভাগে উৎকৃষ্ট চন্দ্রাতপ ও চামর বিন্যস্ত করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি উত্তম তুলিকা আস্তরন করত তাহাতে সুশোভন-বসন দিয়া আচ্ছাদন করত তৎসমুদায় গৌরচন্দ্রকে অর্পণ করিলেন ॥৫৬॥

অনন্তর গৌরাঙ্গদেব সেই গৃহে গমন পূর্ব্বক স্বীয়তেজোরাশি দ্বারা সূর্য্যতেজকে লঘুরূপে তিরোহিত করিয়া শোভিত হইলেন এবং ভূতল আশ্রয় করাইয়া যেন অসংখ্য সৌদামিনীর ন্যায় অত্যন্ত উন্মীলিত হওত প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥৫৭॥

পাদাম্ভোরুহযুগলং বিলাসপূর্ব্বং
বিন্যস্য ক্ষিতিষু চলন্মহামহস্বান্।
পর্য্যঙ্কং পরমমনোহরং স ভেজে
মেরোঃ সচ্ছিখর ইবান্যশৈলপৃষ্ঠম্ ॥৫৮॥

সদ্গৌরৈঃ পরমমহোভিরুন্মিষদ্ভিঃ
সর্ব্বাপূঃ পরিমিলিতা তদা তদীয়ৈঃ।
বভ্রাজ প্রমথমিব প্রজেশসৃষ্টাং
ন্যক্কুর্ব্বন্ত্যনিশমিলাবৃতস্য শোভাম্ ॥৫৯॥

কৈশ্চিদ্বা পরিপিপিষে ন গন্ধসার-
স্তাম্বূলং ন হি কতি সজ্জিতং প্রচক্রে।
আজহ্রে কুসুমশতং তদা ন কৈশ্চিৎ
পূর্ণা ভূঃ কিমিব মহোৎসবৈস্তদানীম্ ॥৬০॥

মহাতেজস্বী মহাপ্রভু পাদপদ্ম যুগলকে বিলাস পূর্ব্বক ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করত গমন করিয়া সুমেরুর শোভিত শিখরদেশ যদি অন্য পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে শোভা পায় তাহার ন্যায় মনোহর পর্য্যঙ্কোপরি গিয়া উপবেশন করিলেন ॥৫৮॥

তখন শ্রীগৌরাঙ্গের সুপ্রকাশিত অথচ প্রশস্ত গৌরবর্ণ পরম তেজোরাশি দ্বারা সমস্ত পুরী প্রকাশিত হইয়া প্রজাপতি সৃষ্ট ইলাবৃতবর্ষের শোভাকে যেন ন্যক্কার করত দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥৫৯॥

আহা! তৎকালে কোন্ ব্যক্তিই বা চন্দন ঘর্ষন করে নাই? কোন্ জনই বা অসংখ্য তাম্বুল সজ্জিত করে নাই? কোন্ ব্যক্তিই বা শত শত পুষ্প আহরণ করে নাই, এবং কোন মহোৎসবেতেই এ পৃথিবী পরিপূর্ণ হয় নাই? অর্থাৎ তৎকালীন বিবিধ মহোৎসবে পৃথিবী পূর্ণা হইয়াছিল ॥৬০॥

কর্পূরৈর্মরিচসিতাভিরপ্যখণ্ডা-
নন্দস্যানুভবসহোদরং সমন্তাৎ।
কৈর্নো বা সপদি পয়োবিভাবনাদি-
ব্যাপারৈ রস ইব সম্মদাৎ প্রসস্রে ॥৬১॥

সোৎকণ্ঠং সপদি গদাধরেণ পুষ্পৈঃ
সামোদৈরতিরুচিরৈঃ স্বয়ং তদানীম্।
মাল্যৌঘঃ প্রবণতরেণ সৌষ্ঠবেন
স্বস্বান্তৈরিব স মনোরথৈ র্জুগুম্ফে ॥৬২॥

উত্তংসং কুটিলকচোচিতং বতংসৌ
সশ্রীক শ্রুতি যুগলোচিতৌ তথৈব।
নৈপুণ্যাদ্বিরচিত পুষ্পবন্ধরম্যং
গ্রৈবেয়ং তদনু ললাটিকাঞ্চ কান্তাম্ ॥৬৩॥

অপর, কোন্ ব্যক্তিগণই বা তৎক্ষণাৎ হর্ষ হেতু ঐ সময়ে কর্পূর, মরিচ, সিতা ও দুগ্ধের বিভাবনাদি ব্যাপার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অখণ্ডানন্দের অনুভব তুল্য রসকে বিস্তার করে নাই ॥৬১॥

তখন স্বয়ং গদাধর সুগন্ধ অথচ অতি মনোহর পুষ্প দ্বারা উৎকণ্ঠা সহকারে তৎক্ষণাৎ সুন্দর রূপে অনেক প্রকার মাল্য রচনা করিলেন, অতি স্পৃহা বশতঃ পুষ্পের ন্যায় তাঁহার মনও তৎকালে আমোদিত অর্থাৎ সহর্ষ ও অতি রুচির হইয়াছিল, ইহাতে বোধ হইল তিনি যেন মনের দ্বারাই মাল্য গ্রন্থন করিয়াছিলেন ॥৬২॥

তৎপরে তিনি কুটিল কেশের উপযুক্ত উত্তংস অর্থাৎ শিরোভূষণ, সুশোভন কর্ণযুগলের উপযুক্ত অবতংস অর্থাৎ কর্ণভূষণ এবং নিপুণতা সহকারে পুষ্প বন্ধ দ্বারা রমণীয় গ্রৈবেয় অর্থাৎ কণ্ঠভূষণ এবং তৎপশ্চাৎ মনোহর ললাটিকা রচনা করিলেন ॥৬৩॥

হারঞ্চ গ্রথনসুকৌশলাতি মুগ্ধং
কেয়ূরে বলয়যুগঞ্চ কঙ্কণে চ।
সর্ব্বাসামপি বিদধে তদঙ্গুলীনাং
সচ্ছোভাচিতরুচিরোর্ম্মিকাসমূহম্ ॥৬৪॥

রম্যং সারসনমপি ক্রমাৎ পদাব্জে
মঞ্জীরং তদনু তদঙ্গুলীবিভূষাম্।
নির্ম্মায় ক্ষণত ইতঃ স গৌরদেহে
সোৎকণ্ঠং চিরমুপযোজয়াম্বভূব ॥৬৫॥

আপাদাঙ্গুলি-বর-ভালপট্টদেশং
শ্রীখণ্ডাগুরু-ঘনসার-কুঙ্কুমানাম্।
সৎপঙ্কৈর্ব্বপুরলিপত্তদীয়মেতৎ
সোৎকণ্ঠং নিবিড়মনন্তভাগ্যরাশিঃ ॥৬৬॥

তদনন্তর সুকৌশলে অতি সুন্দর হার, কেয়ূর অর্থাৎ বাহুস্থিত তাড়, বলয় কঙ্কন এবং সমস্ত অঙ্গুলীর উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট শোভা সম্পন্ন অঙ্গুরী রচনা করিলেন ॥৬৪॥

তাহার পর মনোজ্ঞ সারসন পাদপদ্মে নূপুর তদন্তে অঙ্গুলীভূষণ এই সকল ক্ষণকাল মধ্যে যথাক্রমে নির্ম্মাণ করিয়া অতি উৎকণ্ঠা সহকারে শ্রীগৌরাঙ্গের শরীরে অঙ্গে অঙ্গে উপযোজিত অর্থাৎ পরিধান করাইলেন ॥৬৫॥

অনন্তর, অনন্ত ভাগ্যরাশি সেই গদাধর পাদপদ্মের অঙ্গুলী হইতে উৎকৃষ্ট কপাল পর্য্যন্ত চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও কুঙ্কুম পঙ্কসকলের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের গৌর অঙ্গ অতি উৎকণ্ঠায় প্রগাঢ়রূপে লেপন করিলেন ॥৬৬॥

লিপ্তস্যাপিচ বপুষো ঘনং সুপঙ্কৈঃ
শ্রীখণ্ডাগুরুরচিতৈ রতিপ্রমোদৈঃ।
তেজোভিঃ পরিতিরয়দ্ভিরেতদুচ্চৈ-
রুদ্দ্যোতৈঃ কনকনিকায়-চারুগৌরৈঃ ॥৬৭॥

তৈরেতৈঃ কুসুমবিভূষণৈঃ সমস্তৈ-
স্তৈরেতৈর্মলয়জ-কুঙ্কুমস্য পঙ্কৈঃ।
তেজোভির্নিজবপুষো নিসর্গগৌরৈঃ
সংভিন্নঃ ক ইব বভূব গৌরচন্দ্রঃ ॥৬৮॥

দ্বারাগ্রেঽঙ্গিরভুবি বেষ্টনানি দৃষ্ট্বা
নাস্মাভিঃ প্রভুরবলোকিতব্য এব।
ইত্যেবং মনসি বিভাব্য তেপুরুচ্চৈঃ
শ্রীবাসপ্রভৃতিসগর্ভ্যসর্ব্বপত্ন্যঃ ॥৬৯॥

আনন্দপ্রদ অথচ সুগন্ধ শ্রীখণ্ড ও অগুরুর পঙ্ক দ্বারা ঘন লিপ্ত অবয়বের উক্তবিধ ভূষণ বস্তুর অতিশয় তিরস্কারকারী ও উদ্দ্যোতিত সুতরাং কনক রাশির ন্যায় মনোহর গৌরকিরণ তথা সেই সেই কুসুম ভূষণ, সমস্ত মলয়জ ও কুঙ্কুম পঙ্ক এবং নিজাঙ্গের নৈসর্গিক গৌরকান্তি দ্বারা শ্রীগৌরচন্দ্র মিশ্রিত হইয়া, যেন অন্য কোন পৃথক্ গৌরচন্দ্রের ন্যায় হইয়াছিলেন ॥৬৭॥৬৮॥

দ্বারাগ্রে অঙ্গন ভূমিতে আবরণ সকল অবলোকন করিয়া আমরা কি মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পাইবই না এইরূপ মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া শ্রীবাস প্রভৃতির ভ্রাতৃপত্নীগণ অতিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন ॥৬৯॥

গৌরাঙ্গঃ সপদি তথাবিধা বিদিত্বা
তাঃ সর্ব্বাঃ কৃতসুকৃতা দ্বিজাতিপত্নীঃ।
এতাঃ কিং গৃহমধি নো বিশন্তি সর্ব্বা
আগচ্ছন্ত্বিতি নিদিদেশ তত্র পশ্চাৎ ॥৭০॥

শ্রীবাসস্তদনু নিদেশমেতদীয়ং
জ্ঞাত্বা তাঃ সপদি সমাজুহাব হর্ষাৎ।
তাঃ সর্ব্বা অপি বিবিশুঃ সহর্ষলজ্জং
বৈকল্যাদ্গৃহমবলোকনায় তস্য ॥৭১॥

আবিশ্য প্রকটিতসৎপ্রকাশরম্যং
তং দৃষ্ট্বা মুদমতুলামভূতপূর্ব্বাম্।
সংপ্রাপুর্ভুবি চ নিপেতুরাত্ততোষা-
স্তৎ পাদাম্বুজমপি নির্ভরং প্রপন্নাঃ ॥৭২॥

শ্রীগৌরাঙ্গ সেইসকল পুণ্যবতী ব্রাহ্মণপত্নীদিগকে তদবস্থ জানিয়া "ইঁহারা সকল কি গৃহ প্রবেশ করিতে পাইতেছেন না, আগমন করুন" এই বলিয়া পশ্চাৎ সেই স্থানে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন ॥৭০॥

অনন্তর শ্রীবাস শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ অবগত হইয়া হর্ষভরে সকল স্ত্রীগণকে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন, তখন তাহারা গৌরচন্দ্র দর্শনার্থ বিহ্বল হইয়া হর্ষিত ও লজ্জিতবদনে গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥৭১॥

অনন্তর তাঁহারা প্রবেশপূর্ব্বক প্রকটিত সৎপ্রকাশ দ্বারা রম্যমূর্ত্তি গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া অতুল ও অভূতপূর্ব্ব হর্ষলাভ করিলেন এবং পরিতোষপ্রাপ্তি হেতু তদীয় চরণারবিন্দে প্রপন্ন হইয়া ভূমিতে প্রণাম করিলেন ॥৭২॥

মচ্চিত্তা ভবত সদেত্য ভীক্ষমুক্ত্বা
সর্ব্বাসাং শিরসি পদারবিন্দযুগ্মম্ ।
কারুণ্যামৃতরসসেচনাতিসার্দ্রঃ
শ্রীগৌরঃ পরমগুণাম্বুধির্ব্যধত্ত ॥৭৩॥

তৈরেতৈরতিমহতাং সতাং মহদ্ভিঃ
শ্রীবাসপ্রভৃতিভিরেব সৎপ্রকাশঃ ।
পশ্যদ্ভির্নিজনিজচিত্তহর্ষরাশি-
র্দেহীব প্রথমমলং তদা ব্যতর্কি ॥৭৪॥

সর্ব্বে তচ্চরণসরোরুহাং সমীপম্
স্বর্ণাঢ্যং সকলমিহ প্রচিক্ষিপুস্তে ।
তৈরেতৈরথ সমভূত্তদৈব খট্টা
সংকল্পব্রততিরিবাতিরত্নসূঃ সা ॥৭৫॥

অনন্তর "তোমরা সকলে মৎপরায়ণ হও" এই বলিয়া মহাগুণনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ সকল স্ত্রীগণের প্রতি কারুণ্যামৃতরস সেচন করত আর্দ্র চিত্ত হইয়া তাঁহাদের মস্তকে পাদপদ্ম সমর্পন করিলেন ॥৭৩॥

তদনন্তর অতি মহৎ সাধুগণ হইতেও মহত্তম প্রসিদ্ধ এই শ্রীবাসাদি সৎ-প্রকাশ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া নিজ নিজ চিত্তের হর্ষরাশিই যেন মূর্ত্তিমান হইয়াছেন এই বলিয়া প্রথমতঃ তৎকালে অতিশয়রূপে তর্ককরিতে লাগিলেন ॥৭৪॥

তৎপরে তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মসমীপে স্বর্ণযুক্ত বিবিধ বস্তু অর্পন করায় তৎকালে সেই সকল দ্রব্য দ্বারা মহাপ্রভুর খট্টা যেন প্রসিদ্ধ কল্পলতার ন্যায় অতিশয় রত্নপ্রসবিনী হইল ॥৭৫॥

কার্পাসং বসনযুগং জহৌ নিবীয়
ক্ষৌমং শ্রীযুতমথ হেমগৌরদেহঃ।
তদ্বস্ত্রং দ্বিজবনিতাভ্য আত্মনৈব
স্নেহেন ন্যদিশদসৌ কৃপাসমুদ্রঃ ॥৭৬॥

ভূয়োঽন্যচ্ছুচি বসনং দদৌ প্রসন্নঃ
প্রাসাদং নিজপরমপ্রিয়েভ্য এভ্যঃ
পর্য্যঙ্কোপরি পরিতস্থিবান্ বিলাসী
সংরেজে সুবিলসিতানি তানি কুর্ব্বন্ ॥৭৭॥

উৎসার্য্য ক্ষণমনুলিপ্তমেব ভূয়ঃ
সংধত্তে মলয়জপঙ্কমিষ্টগন্ধি
মাল্যানি ক্ষণনিহিতানি তানি হিত্বা
ভূয়োঽসৌ রহসি দধাতি পুষ্পমালাঃ ॥৭৮॥

সে যাহা হউক, তদনন্তর কৃপানিধি হেমকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গ পট্টবসন পরিধান করিয়া কার্পাসবস্ত্র দুইখানি পরিত্যাগ করিলেন এবং স্নেহ সহকারে স্বয়ং সেই বস্ত্র ব্রাহ্মণবনিতা-দিগকে দান করিতে অনুমতি করিলেন ॥৭৬॥

অনন্তর প্রসন্ন হইয়া আপনার পরমপ্রিয় শ্রীবাসাদি ভক্তদিগকে পুনর্ব্বার প্রসাদস্বরূপ অন্য পবিত্র বসন অর্পন করিলেন এবং বিলাসশালী হইয়া পর্য্যঙ্কের উপর উপবেশনপূর্ব্বক ঐ সকল দত্ত বস্ত্রকে সুশোভিত করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭৭॥

শ্রীগৌরচন্দ্র কিছুকাল অনুলিপ্ত চন্দন পঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার মনোহর গন্ধ চন্দন পঙ্ক ধারণ করিতেছেন, এবং তৎক্ষণাৎ সমর্পিত পুষ্পমাল্য সকল পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে নতুন পুষ্পমালা সকল পরিধান করিতেছেন ॥৭৮॥

তাম্বূলং সততমুপাশ্নতোঽস্য ভূয়-
স্ত্যক্তেনাপ্যতিবহলেন চর্ব্বিতেন।
পূর্ণঃ স্যাৎ সপদি পতদ্গ্রহস্তদেনং
বারংবারমপনয়ন্তি বিপ্রপত্ন্যঃ ॥৭৯॥

আঘ্রেয়ং সপদি বিজিঘ্রতি স্ম নাথো
ভোগ্যঞ্চ প্রতিবুভুজে কৃপাসমুদ্রঃ।
আদেয়ং যদপি দধার সর্ব্বমেবং
গৌরাঙ্গঃ সবিলসিতং চকার ভূয়ঃ ॥৮০॥

যূয়ং নৃত্যথ ঝটিতীত্যথো কৃপাবা-
নদ্বৈতপ্রভুবরমাদিদেশ ধীরম্।
তচ্ছ্রুত্বা মুদিতমনাঃ সমং মহদ্ভি-
র্গায়দ্ভিঃ সুখবিবশৈরসৌ ননর্ত্ত ॥৮১॥

অপর, শ্রীগৌরাঙ্গ নিয়ত তাম্বুল ভোজন করিতেছেন ও পুনঃ পুনঃ অতিচর্ব্বিত তাম্বুলগুলি পরিত্যাগ করত পতদ্গ্রহ পূর্ণ করিতেছেন, এবং বিপ্রপত্নীগণ বারম্বার ঐ পতদ্গ্রহ পরিষ্কার করিতেছেন ॥৭৯॥

অনন্তর দীননাথ দয়াসাগর গৌরহরি আঘ্রণোপযোগি বস্তু সমূহ শীঘ্র আঘ্রাণ করিলেন, ভোগ্যযোগ্য বস্তু ভোগ সমুদায় করিলেন, এই প্রকারে অতি বিলাসের সহিত সমুদায় কার্য্য পুনঃ করিতে লাগিলেন ॥৮০॥

তদনন্তর কৃপাবান্ মহাপ্রভু "তোমরা সকলে শীঘ্র নৃত্য কর" এই বলিয়া পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ প্রভুবর অদ্বৈতকে আদেশ করিলেন, তখন অদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর আজ্ঞা শ্রবন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে গায়নশীল সুখবিবশ মহদ্ব্যক্তিগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৮১॥

শ্রীবাসোদিত-সমুপাগতা সকম্পং
সা দেবী সকলজগজ্জনস্য মাতা ।
মাতেতি প্রথিতবতী মহাপ্রভোর্যা
তৎকালে প্রভুপুরতো বভূব ভীতা ॥৮২॥

তাং দৃষ্ট্বা সপদি মহাপ্রভুর্মুখাব্জং
তত্তির্য্যক্ সচকিতমেব সামি চক্রে ।
তদ্দৃষ্ট্বা হৃদি সমবাপ্য দুঃখমেষ
শ্রীবাসঃ সভয়মুবাচ গৌরচন্দ্রম্ ॥৮৩॥

নৈবেদং পরমদয়স্য তে কৃপালো-
র্যোগ্যঞ্চেদ্বয়মপি কুত্র তে ভবামঃ ।
নৈতত্তে প্রভুবর যুজ্যতে প্রভুত্বং
তৎপশ্চাৎ ত্বরিতমুবাচ তাঞ্চ বিপ্রঃ ॥৮৪

যিনি মহাপ্রভুর মাতা বলিয়া বিখ্যাতা এবং যিনি সমস্ত জগজ্জনেরও মাতা, সেই শচীদেবী শ্রীবাসের বাক্যে উপস্থিত হইয়া তৎকালে প্রভুর অগ্রে ভয়ে কম্পিতাঙ্গী হইলেন ॥৮২॥

মহাপ্রভু জননীকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ সচকিতভাবে মুখপদ্ম অর্দ্ধ সঙ্কুচিত করিলেন, তদ্দর্শনে শ্রীবাস হৃদয়ে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া সভয়ে শ্রীগৌরচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন ॥৮৩॥

হে ভগবন্! তুমি পরম দয়ালু, কৃপা সমুদ্র, তোমার এরূপ কর্ম্ম উপযুক্ত নহে, যদি উপযুক্তই হয় তবে আমরা তোমার কোথায় অর্থাৎ কেহই নহি, হে প্রভুবর! তোমার প্রভুত্বের উপযুক্ত করা হয় নাই, এই বলিয়া পশ্চাৎ বিপ্রবর শ্রীবাস সেই শচীদেবীকে কহিলেন ॥৮৪॥

আগচ্ছ প্রণম নিপত্য ভূমিপৃষ্ঠে
শ্রুত্বৈবং পুনরপি তাং বিলম্ব-মানাম্
নায়ং তে সুত ইতি নম্যতাং নিপত্য
ক্ষ্মাপৃষ্ঠে ত্বরিতমিতি প্রিয়ং জগাদ ॥৮৫॥

ইত্যেবং পরিকলয়ন্ত্যসৌ নিপত্য
ক্ষ্মাপৃষ্টে প্রভুমনমত্তদৈব দেবী
শ্রীবাসস্তদবসরে জগাদ নাথম্
সাশঙ্কং ক্রুতহৃদয়ো ভয়েন ধীরঃ ॥৮৬॥

কারুণ্যং কুরু ভগবন্ প্রভো তদস্যৈ
যেনেয়ং ত্বয়ি ন করোতি পুত্রভাবম্
যেনেয়ং তবচরণে ভবেৎ প্রপন্না
তেনৈব প্রভবতি নির্বৃতির্মমাপি ॥৮৭॥

মাতঃ! শচীদেবী! আগমন করিয়া ভূতলে নিপতিত হইয়া প্রণাম করুন, কিন্তু শচীদেবী আসিতে বিলম্ব করায় পুনর্ব্বার কহিলেন, জননি! ইনি আপনার পুত্র নহেন, অতএব আপনি শীঘ্র ভূপৃষ্টে পতিত হইয়া প্রণাম করুন, এই প্রিয়বাক্য উপদেশ করিলেন ॥৮৫॥

দেবী শ্রীবাসের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্টে পতিত হইয়া ভগবদ্ভাবে পুত্রকে প্রণাম করিলেন, তখন ঐ অবসরে সুপণ্ডিত শ্রীবাস শঙ্কিত হইয়া ভয় হেতু চঞ্চল হৃদয়ে মহাপ্রভুকে কহিলেন ॥৮৬॥

হে ভগবন্। হে প্রভো! আপনি এই শচীদেবীর প্রতি সেই প্রকার করুণা করুন, যাহাতে ইনি আপনার প্রতি পুত্র ভাবনা না করেন এবং যাহাতে আপনার চরণে প্রপন্না হয়েন, তাহা হইলেই আমিও সুস্থতা লাভ করিতে পারি ॥৮৭॥

ইত্যুক্তে সতি সহসা মহাশয়োঽস্যা
মূর্দ্ধ্নি শ্রীযুত-পদপঙ্কজং স নাথঃ
আধায় প্রথিত-কৃপস্তথৈব তস্যৈ
কারুণ্যং পরিকলয়ন্নুবাচ হৃষ্টঃ ॥৮৮॥

স্পৃষ্টে্ৎপদকমলে তদৈব চিত্রং
নেত্রাভ্যামভিদধতী জলং গরীয়ঃ
বিভ্রান্তা পুলকিতদেহযষ্টিরাসীৎ
সোদ্দামং নটনপরা হতত্রপৈব ॥৮৯॥

এতৈঃ সা বহুবিধচেষ্টয়া প্রসহ্য
ব্যাবৃত্তা সুচিরমিবাপ চিত্তধৈর্য্যম্
ক্রন্দন্তী নয়ন জলেন ধৌতদেহা
সংভিন্না সভয়মসৌ জগাম গেহম্ ॥৯০॥

শ্রীবাস এই বাক্য বলিলে অনাথনাথ মহদন্তঃকরণ মহাপ্রভু ভগবদ্ আবেশে শচীদেবীর মস্তকে শ্রীমৎ পাদপদ্ম অর্পণ পূর্ব্বক কৃপা প্রকাশ করত তৎ-প্রযুক্তই তাঁহার প্রতি তদ্রূপ কারুণ্য করিয়া হৃষ্ট চিত্তে কহিলেন ॥৮৮॥

কি আশ্চর্য্য! শচীদেবী আমার এই চরণ কমলদ্বয় স্পর্শ করিয়াই দুই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন জলধারা ধারণ করিতেছেন এবং পুলকিতাঙ্গী হইয়া নির্ল্লজ্জার ন্যায় উন্মত্তভাবে অতিশয় নৃত্য করিতেছেন ॥৮৯॥

অনন্তর শচীদেবী এই সকল শ্রীবাসাদি ভক্তগণ কর্তৃক বহুবিধ চেষ্টায় সহসা ঐরূপভাব হইতে সুচির কালের মধ্যেই চিত্তে ধৈর্য্য লাভ করিলেন এবং ক্রন্দন করিতে করিতে নয়ন জলে ধৌতাঙ্গী হওত পৃথক্ ভূত হইয়া ভীতচিত্তে গৃহে গমন করিলেন ॥৯০॥

উন্নিদ্র-প্রথম-সরোজপত্রনেত্রো
গৌরাঙ্গঃ পরমবিলাসবান্ কৃপাবান্।
যামিন্যা বিগতকৃশদ্বিযামবত্যা-
স্তদ্‌যামদ্বয়মনয়ত্তথা-বিহারৈঃ ॥৯১॥

আশ্লেষৈঃ কতিচ তথৈষ কাংশ্চিদন্যা-
নাচুম্বৈস্তদনুচ চর্ব্বিতৈস্তথান্যান্।
ইত্যেবং পরমকৃপানিধিঃ সুতৃপ্তান্
চক্রে সদ্বিলসিতলীলয়া মহত্যা ॥৯২॥

ইত্যেবং পুনরপি দেবতালয়েঽসৌ
সংগত্য ক্ষণমবতস্থিবান্ বিরেজে।
তৎপশ্চাদতিকরুণঃ ক্রমাচ্চ তূর্ণাং
ভ্রাতৄণামপি চতুরো গৃহান্ জগাম ॥৯৩॥

প্রথম বিকসিত পদ্মদলের ন্যায় যাঁহার নেত্র, সেই পরম বিলাসী, কৃপালু গৌরাঙ্গদেব দুই প্রহর রাত্রির পর বিগত নিদ্র হইয়া অবশিষ্ট প্রহরদ্বয় ভক্তসঙ্গে তদ্রূপ বিহার দ্বারা যাপন করিলেন ॥৯১॥

অর্থাৎ কোন কোন ভক্তকে আলিঙ্গন, কোন কোন ভক্তকে চুম্বন এবং কোন কোন ভক্তকে চর্ব্বিত বস্তু প্রদান ইত্যাদি রূপ বিবিধ বিহার দ্বারা পরম কৃপানিধি গৌরহরি মহতী সুবিলাস লীলায় ভক্তগণকে অতিশয় পরিতৃপ্ত করিলেন ॥৯২॥

এইরূপে মহাপ্রভু পুনর্ব্বার দেবালয়ে গমন করিয়া ক্ষণকাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক শোভিত হইলেন, তৎপশ্চাৎ অতিশয় করুণাশালী মহাপ্রভু শ্রীবাসের ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের গৃহে গমন করিলেন ॥৯৩॥

ইত্যেবং বহু বিলসন্ কৃতপ্রকাশো
ভূয়োঽপি প্রভুরধিগম্য দেবগেহম্।
তান্ সর্ব্বানবদদলং বিলম্বিতৈস্তদ্
গচ্ছামীত্যতিকমনীয়গৌরদেহঃ ॥৯৪॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনমমুষ্য তে সমস্তা
অদ্বৈতপ্রভৃতয় এবমেব মূচুঃ।
এবং চেদ্বয়মপি তদ্গলে কৃপাণং
বদ্ধৈতৎ সপদি শরীরমাজহীমঃ ॥৯৫॥

গৌরাঙ্গোঽপ্যথ হসিতং বিধায় সত্রা-
গিত্যেতৎ কিমিতি কিমাথ বাক্যমেতৎ।
উক্ত্বৈবং ক্ষণমবতস্থিবান্ ধরণ্যাং
হুঙ্কারৈঃ সহ নিপপাত চিত্রমেতৎ ॥৯৬॥

অতিকমনীয় গৌরদেহ মহাপ্রভু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক এই প্রকারে বহুবিধ বিলাস করিতে করিতে পুনর্ব্বার দেবগৃহে গমন করিয়া সেই সকল ভক্তগণকে কহিলেন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই অতএব আমি গমন করিতেছি ॥৯৪॥

তখন অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া এই এই বাক্য কহিলেন প্রভো! আপনি যদি এ প্রকার করেন তাহা হইলে আমরা সকলে গলদেশে খড়্গ বন্ধন করিয়া এখনি শরীর পরিত্যাগ করিব ॥৯৫॥

অনন্তর গৌরাঙ্গদেব হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমরা শীঘ্র একি বাক্য বলিতেছ" এই বলিয়া ক্ষণকাল ধরণীতে অবস্থিত হইয়া সহুঙ্কারে পতিত হইলেন, যাহা হউক ইহা অতীব আশ্চর্য্য ॥৯৬॥

ইত্যেবং ভুবি সুচিরং বিলুঠ্য নাথো
নিশ্চেষ্টঃ সমজনি হেমগৌরদেহঃ ।
তৎকালচ্যুতমিব কাঞ্চনাচলস্য
ক্ষ্মাপৃষ্ঠে জ্বলদনিশং মনোজ্ঞশৃঙ্গম্ ॥৯৭॥

ভূয়োঽয়ং মৃদি চ বিলুঠ্য চত্বরান্তঃ
সংমূর্চ্ছন্নিব বিররাম রম্যমূর্ত্তিঃ ।
চেষ্টাস্যং ন কিমপি নোত্তরঞ্চ কিঞ্চি-
ন্নস্পন্দঃ শ্বসিতসমীরণশ্চ নৈব ॥৯৮॥

চিক্ষেপ ক্ষিতিষু যথা ভুজৌ তথা তৌ
তাদৃক্ষাবিব কিল তস্থতুশ্চিরায় ।
তস্থৌ শ্রীপদযুগলং তথা যথাসৌ
চিক্ষেপ ক্ষণমনু বিস্মৃতাঙ্গচেষ্টঃ ॥৯৯॥

অনাথনাথ স্বর্ণকান্তি গৌরাঙ্গদেব এইরূপে বহুক্ষণ ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া চেষ্টাশূন্য হইলেন, তখন মহাপ্রভুকে দেখিয়া বোধ হইল যেন কনকাচল সুমেরুপর্ব্বতের তৎকালপতিত নিরন্তরজাজ্বল্যমান মনোহর শৃঙ্গ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়াছে ॥৯৭॥

রমনীয়মুর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ পুনর্ব্বার অঙ্গনমধ্যে বিলুঠনপূর্ব্বক যেন মূর্চ্ছিত হইয়াই বিরাম প্রাপ্ত হইলেন, তৎকালীন তাঁহার অঙ্গচেষ্টা, উত্তরদান, স্পন্দনাদি এবং নিশ্বাস বায়ু প্রভৃতি কিছুই ছিলনা ॥৯৮॥

অপর ভূতলে যেমন হস্তক্ষেপন করিলেন, হস্তদ্বয় তদ্রূপই যেন চিরকালের নিমিত্ত রহিল এবং পদযুগল যেমন নিক্ষেপ করিলেন পদযুগল তদ্রূপই যেন চিরকালের নিমিত্ত রহিল, এইরূপে গৌরহরি ক্ষণকাল অঙ্গচেষ্টা বিস্মৃত হইলেন ॥৯৯॥

ইত্যেবং ভবতি সতি ক্ষপাব্যপায়ে
পর্য্যাসীৎ সপদি রবিঃ সমুদ্গতোঽভূৎ।
মূর্চ্ছাভির্গতসকলক্রিয়ঃ প্রকামং
নৈবায়ং প্রকৃতিমবাপ গৌরচন্দ্রঃ ॥১০০॥

তে সর্ব্বে পরমপরং সহস্রভারৈ-
র্দুঃখানাং কিমিতি কিমিত্যুদীরয়ন্তঃ।
নিশ্চেষ্টং প্রভুমবলোক্য ভূমিপৃষ্ঠে
স্বিন্নাঙ্গাঃ পরিমুমুহুর্দ্রুতং সমন্তাৎ ॥১০১॥

যাতৈষা সপদি নিশা সমুদ্গতোঽর্কঃ
সম্পন্নোঽপি চ ঘটিকার্দ্ধ এষ সোঽপি।
যামার্দ্ধস্তদনু চ যাম এষ ভূতো
হা হা কিং তদপি বুবোধনৈষ নাথঃ ॥১০২॥

সে যাহা হউক এইরূপ ব্যাপারে রজনী শেষ হইলে পর শীঘ্র সূর্য্যদেবের উদয় হইল কিন্তু তখনও গৌরচন্দ্র সম্যক্ মূর্চ্ছাগত রহিলেন, কোন ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না ॥১০০॥

অনন্তর ঐ সকল ভক্তগণ অসংখ্য দুঃখভারে আক্রান্ত হইয়া পর ও অপরে সকলেরই একি হইল? একি হইল? এই কথা বলিতে বলিতে ভূপৃষ্ঠে প্রভুকে নিশ্চেষ্ট অবলোকন করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে শীঘ্র মোহগ্রস্ত হইলেন ॥১০১॥

এবং কহিতে লাগিলেন, এই রজনী দেখিতে দেখিতে গত হইল, সূর্য্যদেবও উদিত হইলেন, অর্দ্ধঘটিকা সময়ও হইল, পুনর্ব্বার অর্দ্ধপ্রহর হইল এবং একপ্রহর হইল, হা কষ্ট হা কষ্ট! এখনও ত কৈ গৌরচন্দ্র চেতন পাইলেন না ॥১০২॥

ইত্যেতৎ সততমুদীরয়ন্ত এতে
দুঃখার্ত্তাশ্চলিত ইতি প্রতেপুরুচ্চৈঃ।
সংরুদ্ধে পরমদৃঢ়ে কবাটবন্ধে
তৎপুর্য্যাং তমভিনিবেশ্য তে নিষেদুঃ ॥১০৩॥

অদ্বৈতস্ত্বথ শতহুঙ্কৃতৈঃ করেণ
ক্ষিপ্তাম্ভো বদনমমুষ্য সংসিষেচ।
গৌরাঙ্গস্তদপি ন বোধতামবাপ
স্পন্দং নিঃশ্বসিতসমীরণং ন চাপি ॥১০৪॥

চিন্তাভির্মনসি বিভাব্য কীর্ত্তনং ত-
চ্চক্রুস্তে মধুমধুরং সুধীরধীরম্।
তচ্ছ্রুত্বা স তু চিরকালমেব নাথো
নহ্যেব প্রকৃতিমিয়ায় গৌরচন্দ্রঃ ॥১০৫॥

ভক্তগণ এইরূপ পরস্পর বিলাপকরত দুঃখে কাতর হইয়া "ইনি চলিয়াছেন" এই জ্ঞানে অত্যন্ত শোকানলে সন্তপ্ত হইলেন এবং সেই পুরীতে অতিশয় দৃঢ় কবাট দ্বারা সংরুদ্ধ গৃহে মহাপ্রভুকে প্রবেশ করাইয়া সকলেই অবস্থান করিয়া রহিলেন ॥১০৩॥

অনন্তর অদ্বৈত প্রভু শত শত হুঙ্কার শব্দপূর্ব্বক হস্তে জল লইয়া ক্ষেপন করত মহাপ্রভুর বদন সেচন করিলেন কিন্তু তথাপি মহাপ্রভু চেতনা বা স্পন্দন অথবা নিশ্বাস বায়ু কিছুই লাভ করিতে পারিলেন না ॥১০৪॥

তৎপরে ভক্তগণ অনেক চিন্তার পর অতিশয় ধীর ও সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন কিন্তু তৎশ্রবণে দীর্ঘকালেও নাথ গৌরচন্দ্র প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন না ॥১০৫॥

অশ্রান্তং শ্রবণপথৈঃ প্রবিশ্য চেত-
স্তস্যৈতৎ সুমধুরকীর্ত্তনামৃতেন।
তৈঃ সার্দ্ধং সুখিতমনোভিরত্র ভূয়ঃ
সন্তেনে সপদি তনূরুহেষু হর্ষঃ ॥১০৬॥

যদ্ধর্ষৈঃ সমমুদভূৎ স রোমহর্ষো
গৌরস্য প্রকৃতিমুপেয়ুষঃ সমন্তাৎ।
তদ্দুঃখৈঃ সমমপি নির্ভরৈর্বিবৃত্তিং
পার্শ্বস্য প্রভুরকরোৎ ক্রমেণ তত্র ॥১০৭॥

গৌরাঙ্গশ্চিরমনুভূয় কীর্ত্তনং তৎ
প্রব্যক্তং দৃঢ়শয়িতঃ শনৈরুদস্থাৎ।
তৈর্ভূয়স্ত্যজতি সতি প্রভৌ প্রকাশা-
বিষ্কারং ব্যঘটি তদাস্য বেশভূষা ॥১০৮॥

অনন্তর সুমধুর সঙ্কীর্ত্তনরূপ অমৃত নিরন্তর শ্রবণপথ দ্বারা চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া সুখিত মনা ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গেই অতি শীঘ্র রোম সকল হর্ষোৎপাদন করিল অর্থাৎ লোমাঞ্চ দর্শনে ভক্তগণেরও হর্ষোদয় হইল ॥১০৬॥

সর্ব্বতোভাবে স্বভাব সম্পন্ন গৌরচন্দ্রের আনন্দে যেমন রোমহর্ষ হইল তৎক্ষণাৎ প্রভু তেমনি দুঃখিতভাবে সেই স্থানেই ক্রমে ক্রমে পার্শ্ব পরিবর্ত্তনও করিলেন ॥১০৭॥

গৌরাঙ্গদেব নিশ্চেষ্টভাবে শয়ান হইয়া অনেকক্ষণ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন অনুভব করত অল্পে অল্পে গাত্রোত্থান করিলেন এবং মহাপ্রভু প্রকাশ-আবির্ভাব পরিত্যাগ করিলে পর তৎকালে ঐ সকল ভক্তগণ গৌরচন্দ্রের যথাস্থানে তৎসমুদায় বেশভূষা পরিধান করাইয়া দিলেন ॥১০৮॥

উত্থায় প্রভুরথ দেবগেহভিত্তিং
সংহৃত্য প্রকটনিজপ্রকাশতেজঃ।
ভূয়োঽসৌ মৃদুমধুরাং দধার লক্ষ্মীং
নৈদাঘো রবিরিব শারদেন্দুরাসীৎ ॥১০৯॥

আশ্বস্য ক্ষণমথ দন্তসৎ প্রসূন-
দ্যোতৈস্তৈরধরদলে বিভেদয়ন্ সঃ।
প্রত্যূচে চিরশয়িতো যথা প্রবুদ্ধো
নিদ্রান্তে কিমপি কথঞ্চনাপ্যজানন্ ॥১১০॥

এতাবান্ কিমু সময়ঃ সুষুপ্তিভাজা
নিদ্রায়ামতি গমিতো ময়া চিরায়।
প্রত্যূষে যদহমপাঠয়ং দ্বিজাতী-
নাশ্চর্য্যং কিমিতি তদেব সংস্মরামি ॥১১১॥

অনন্তর মহাপ্রভু দেবগৃহের ভিত্তির উপর আরোহণ পূর্ব্বক প্রকটিত স্বীয় প্রকাশরূপ তেজঃ সংহৃত করিয়া পুনর্ব্বার মৃদু মধুর কান্তি ধারণ করিলেন, তাহাতে মহাপ্রভুর এরূপ আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, যেমন গ্রীষ্মকালের সূর্য্য শারদীয় শিশির শোভা ধারণ করে ॥১০৯॥

অনন্তর মহাপ্রভু ক্ষণকাল আশ্বস্ত হইয়া দন্তরূপ প্রশস্ত পুষ্পের কান্তি দ্বারা অধরৌষ্ঠদ্বয়কে বিভিন্ন করিয়া চিরশয়িত ব্যক্তি যেমন নিদ্রান্তে কিছু মাত্র জানিতে পারে না, তাহার ন্যায় প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন ॥১১০॥

অহে ভক্তগণ! আমি সুষুপ্তি দশাপন্ন হইয়া সুদীর্ঘ নিদ্রায় এত সময় কি যাপন করিলাম? কারণ আমি প্রত্যূষে যে, ব্রাহ্মণ সকলকে অধ্যয়ন করাইয়াছি, কি আশ্চর্য্য! তাহাও যে আমার স্মরণ হইতেছে ॥১১১॥

সোৎপ্রাসং তদনু জগাদ গৌরচন্দ্রং
শ্রীবাসো বিমল মনাস্মিহস্য।
নেদানীং প্রভবিতুমর্হতি ত্বদীয়া
মায়েয়ং বিদিততমা বভূব ভূয়ঃ ॥১১২॥

তচ্ছ্রুত্বা কিমিতি কিমাত্থ কিং নু বা মা-
মিত্যেবং পরিহসসি প্রকামমেব।
নো জানে ক্ষণমপি কিঞ্চিদেতদেতৎ
প্রত্যূচে সচকিতমেব গৌরচন্দ্রঃ ॥১১৩॥

যামানাং ত্রয়মিতি সম্বভূব তত্রা-
তীতৈরষ্টভিরপি সার্দ্ধমত্র যামৈঃ।
ন স্নানং নচ গৃহকর্ম্ম নান্যচেষ্টা
নো নিদ্রা নচ শয়নং তদা জনস্য ॥১১৪॥

মহাপ্রভু অট্টহাস্যপূর্ব্বক এইকথা বলিলে তখন নির্ম্মলমতি শ্রীবাস ঈষৎহাস্য করিয়া গৌরচন্দ্রকে কহিলেন, প্রভো! আমরা আপনার মায়া জানিয়াছি আপনি পুনর্ব্বার আমাদের প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে পারিবেন না ॥১১২॥

গৌরচন্দ্র শ্রীবাসের ঐ কথা শুনিয়া "কি? কি বলিতেছ? আমাকে কি অতিশয় পরিহাস করিতেছ? আমি ক্ষণকালের জন্য এসকল কিছু জানিনা" এই বলিয়া সচকিত ভাবে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দান করিলেন ॥১১৩॥

পূর্ব্বদিনের অষ্টপ্রহরকাল ও পরদিনের তিনপ্রহরকাল এই একাদশ প্রহর উক্ত প্রকারে তথায় যাপিত হইল, তৎকালে কোন জনেরই স্নান বা গৃহকর্ম্ম, কি অন্য চেষ্টা, কি নিদ্রা কি শয়ন, কিছুই হইল না ॥১১৪॥

ইত্যেকাধিকদশভিঃ সুদীর্ঘদীর্ঘৈ-
র্যামৈস্তৈর্নিমিষ ইবাভবৎ স কালঃ।
এতেষু ক্ষণমপি পক্ষ্মণাং বিবৃত্তি-
র্নৈবাসীৎ সুখমহতাং তদা জনানাম্ ॥১১৫॥

নেত্রাভ্যাং চিরমুপবাস-সম্পৃহাভ্যাং
শ্রোত্রাভ্যাং বধিরতয়া বিবর্জ্জিতাভ্যাম্।
স্বান্তেন প্রথমসমুদ্গতেন লোকা
নিস্পন্দা ইব সততং বভূবুরেতে ॥১১৬॥

অশ্রান্তং গতনিমিষং বিলোকয়ন্ত্যো
গৌরাঙ্গাহিতপরমপ্রসাদমুগ্ধাঃ।
দেহাদি ক্ষণমপি নৈব সস্মরুস্তা
বাহ্যান্তঃপ্রমদভরেণ বিপ্রপত্ন্যঃ ॥১১৭॥

যাহাহউক এই রূপে অতি সুদীর্ঘ একাদশ প্রহরকাল নিমিষতুল্য বোধ হইল, তৎকালে সুখানুভবহেতু মহৎজনসকলের ঐ সমুদায় প্রহরে ক্ষণকালের জন্যও চক্ষুর রোমের পরিবর্ত্তন হয় নাই ॥১১৫॥

তৎকালে জনসকলের নেত্রদ্বয় যেন চিরউপবাসে সস্পৃহ হইয়াছিল অর্থাৎ নেত্রদ্বয় দ্বারা কোন বস্তু দেখিতে কাহারও ইচ্ছা হয় নাই, শ্রোত্র সকলের বধিরতাহেতু বর্জ্জিত হইয়াছিল অর্থাৎ সকল ব্যক্তিরই শ্রবণ বৃত্তি রোধ হইয়াছিল এবং অন্তঃকরণ যেন প্রথম উৎপন্ন হওয়ায় (অর্থাৎ অভিনব বালকের মনে যেমন কোন বিষয়ের জ্ঞান হয় না, তদ্রূপ) সকলে নিস্পন্দ হইয়াছিলেন ॥১১৬॥

এই প্রকার বিপ্রপত্নীগণ নিরন্তর নিমিষশূন্যলোচনে গৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া এবং গৌরাঙ্গার্পিত পরম প্রসন্নতায় মুগ্ধহইয়া অন্তর্বাহে হর্ষভরে ক্ষণকালের জন্যও স্বকীয় দেহাদিকে স্মরণ করেন নাই ॥১১৭॥

ইত্যেবং পরমরহস্যমীক্ষমাণাঃ
ক্ষুৎতৃষ্ণাপরিভবমেব নাপুরেতে।
কিঞ্চৈতৎ ক্ষণমিব চেদ্দিনদ্বয়ং স্যা-
ত্তৎ কিং ক্ষুৎপ্রভৃতিভিরত্র দেহধর্ম্মৈঃ ॥১১৮॥

অত্রান্তে পরমসুখেন সজ্জয়িত্বা
গাত্রোদ্বর্ত্তনপরবস্তুদত্তচিত্তৈঃ।
স্নানায় প্রতি বিদধে তথোদ্যমং তৈ-
র্গৌরাঙ্গঃ পরমকৃপারসাম্বুরাশিঃ ॥১১৯॥

স্নানান্তে নিজনিজবেশ্ম জগ্মুরেতে
গৌরাঙ্গঃ পুনরপি তস্য বেশ্ম গত্বা।
শ্রীরামপ্রভৃতিসহোদরৈশ্চতুর্ভি-
স্তৎপত্নীভিরপি সমর্হিতো ররাজ ॥১২০॥

ভক্তসকল এইরূপ প্রভুর পরম রহস্য দর্শন করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় পরাভূত হয়েন নাই, কি আশ্চর্য্য! যখন দুই দিন ক্ষণকালতুল্য হইল, তখন এখানে ক্ষুধা প্রভৃতি দেহধর্ম্মসকলের দ্বারা কি হইতে পারে? ॥১১৮॥

ইত্যবসরে ভক্তগণ, সুসজ্জিত অঙ্গের উদ্বর্ত্তন প্রভৃতি বস্তুর প্রতি চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিলে পরম কৃপারসের সমুদ্র গৌরাঙ্গদেব তাঁহাদিগের সহিত স্নানার্থ উদ্যম করিলেন ॥১১৯॥

ভক্তগণ স্নানান্তে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুনর্ব্বার শ্রীবাসের গৃহে গিয়া শ্রীরাম প্রভৃতি তদীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও তাঁহাদিগের পত্নীগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ প্রকারে পূজিত হইয়া শোভিত হইলেন ॥১২০॥

স্রগ্‌গন্ধৈর্ব্বরবসনৈশ্চ ভূষণৈশ্চ
শ্রীখণ্ডদ্রবসহিতৈশ্চ ধীরপঙ্কৈঃ।
স্নেহেন প্রতিদিননূতনেন দত্তৈ-
র্গৌরাঙ্গঃ সুখমতুলং জগাম ভূয়ঃ ॥১২১॥

প্রত্যঙ্গং তনুমনুলিপ্য চন্দনেন
স্রগ্‌বৃন্দৈরপি বপুরস্য ভূষয়িত্বা।
সদ্বাসোঽপি চ পরিধাপ্য সূক্ষ্মশুভ্রং
যদ্‌যোগ্যং তদ্‌পি সুখেন ভোজয়িত্বা ॥১২২॥

প্রত্যগ্রাং প্রতিদিবসং তদর্পয়িত্বা
তাং প্রীতিং দ্বিজবৃষভাশ্চ তৎস্ত্রিয়শ্চ।
আসেতুর্নিরুপমভাগ্যসিন্ধুপুরৈ-
রশ্রান্তং পরিমিলিতং প্রমোদবৃন্দম্ ॥১২৩॥

তাহাদিগের প্রতিদিন নূতন নূতন স্নেহ সহকারে প্রদত্ত মাল্য, গন্ধ, উৎকৃষ্ট বসন, ভূষণ ও চন্দনদ্রবসহিত অগুরুপঙ্কদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুনর্ব্বার অতুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥১২১॥

সে যাহা হউক দ্বিজবরসকল ও তাঁহাদের পত্নীগণ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রত্যেক অবয়ব চন্দন দ্বারা লেপন করত মাল্যসমূহে শরীর ভূষিত করিয়া তথা উত্তম সূক্ষ্ম ও শুভ্র বসন পরিধান করাইয়া, উপযুক্ত ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করাইয়া এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে প্রতি দিবস অভিনব প্রীতি অর্পণ করিয়া নিরুপম ভাগ্যসিন্ধুর প্রবাহদ্বারা নিরন্তর সম্মিলিত প্রমোদসমূহ প্রাপ্ত হইলেন ॥১২২॥১২৩॥

ইত্যেবং সহজনিজপ্রকাশতেজঃ
সন্দর্শ্য স্থিরকরণশ্চিরং বিলস্য।
স্বং গেহং মধুরমুখো যযৌ ততোঽয়ং
মাতুস্তাং মুদমতিনির্ভরাং বিতন্বন্ ॥১২৪॥

ইত্যেবং প্রচুরকৃপামৃতং বিতন্বন্
জ্যৈষ্ঠাদ্যষ্টভিরতিসম্মদেন মাসৈঃ।
পৌষান্তং নটনরসৈর্নিদাঘবর্ষৈ-
র্হেমন্তং সহ শরদা নিনায় নাথঃ ॥১২৫॥

ঋতূনামেতেষাং প্রতিদিনমথানুক্ষণমসৌ
প্রভুর্মাসং মাসং প্রতি যদকরোন্নর্ত্তনরসম্।
তদেতন্নৈবায়ং কথয়িতুমলং কিং পুনরহো
মনুষ্যাস্তু ক্ষুদ্রাঃ সুরগুরুসহস্রং ক নু পুনঃ ॥১২৬॥

অনন্তর এই মধুরানন গৌরচন্দ্র সংযত মনে এইরূপ স্বীয় নৈসর্গিক প্রকাশ-তেজ সন্দর্শন করাইয়া বহুক্ষণ বিলাস করণানন্তর নিজগৃহে গমন করিয়া জননী শচীদেবীর অতুল আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥১২৪॥

দীননাথ গৌরচন্দ্র এইরূপে জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত অষ্টমাস অতিহর্ষে প্রচুর কৃপামৃত বিস্তার করত গ্রীষ্ম, বর্ষা; শরৎ ও হেমন্ত, এই চারি ঋতু নৃত্যরসে অতিবাহিত করিলেন ॥১২৫॥

কি আশ্চর্য্য! গৌরচন্দ্র এইসকল ঋতুর প্রতিমাসে প্রতিদিন ক্ষণে ক্ষণে যে নৃত্যরস প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা স্বয়ং মহপ্রভুও কহিতে সমর্থ নহেন, মনুষ্যের কথা কি! তাহারা ত অতি ক্ষুদ্র, অসংখ্য বৃহস্পতির বর্ণনে ক্ষমতা নাই ॥১২৬॥

শ্রীবাসালয় এব নৃত্যতি সদা তদ্ভ্রাতৃভির্নির্ভরং
গায়দ্ভির্হরিকীর্ত্তনামৃতরসং শ্রীগৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।
তৎসঙ্গামৃতদীর্ঘিকা-নিরবধি-স্নাতাস্তদাস্যোদ্গতং
বাক্‌পীযূষমমী নিপীয় বহুধা নিত্যং বিজহ্রুস্তথা ॥১২৭॥

স তু গদাধরপণ্ডিতসত্তমঃ
সততমস্য সমীপ-সুসঙ্গতঃ।
অনুদিনং ভজতে নিজ জীবিত
প্রিয়তমং তমভিস্পৃহয়া যুতঃ ॥১২৮॥

নিশি তদীয়সমীপগতঃ স্থিরঃ
শয়নমুৎসুক এব করোতি সঃ।
বিহরণামৃতমস্য নিরন্তরং
সদুপভুক্তমনেন নিরন্তরম্ ॥১২৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে নবদ্বীপ-
বিহারবর্ণনং নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

শ্রীবাসের ভ্রাতৃগণ কীর্ত্তনরূপ অমৃতরস পান করিতেন, তাহাদিগের সঙ্গে প্রভুবর গৌরচন্দ্র শ্রীবাসের গৃহেতেই সর্ব্বদা নৃত্য করিতেন, সুতরাং শ্রীবাসের ভ্রাতৃগণ গৌরাঙ্গসঙ্গরূপ অমৃতদীর্ঘিকায় নিরবধি স্নান ও গৌরাঙ্গমুখোদ্গত বাক্যামৃত বহু প্রকারে পান করিয়া গৌরাঙ্গের তুল্যই নিত্য বিহার করিতেন ॥১২৭॥

সে যাহাহউক, প্রসিদ্ধ সাধুশ্রেষ্ঠ গদাধরপণ্ডিত নিরন্তর মহাপ্রভুর নিকটস্থ হইয়া প্রতিদিন নিজ প্রিয়তম প্রাণেশ্বর গৌরাঙ্গকে অতিশয় স্পৃহা-সহকারে ভজনা করিতেন ॥১২৮॥

প্রতিদিন রজনীতে মহাপ্রভুর নিকটে স্থিরভাবে ঔৎসুক্যসহকারে শয়ন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবও নিরন্তর এই গদাধরের বিহারামৃত উত্তমরূপে উপভোগ করিতেন ॥১২৯॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

শ্রীবাসগেহমুপগম্য কদাচিদেষ
ব্যাখ্যাং চকার তদনন্তরমেব নীম্নাম্ ।
মাহাত্ম্যমুদ্ভটমিদং পুরুষার্থসর্ব্ব-
শ্রেষ্ঠং শ্রুতিপ্রকরদুর্ল্লভমোদমাদৌ ॥১॥

স্বীয়ে বিলাস-রস-নব্যমহাম্বুরাশৌ
নিত্যং কুতূহলপরো বিজিহীর্ষুরেষঃ ।
আদৌ স্বনামমহিমামৃতরম্যপূরং
হর্ষাদ্বচোঽঞ্জলিপুটৈর্জগতি ব্যকারীৎ ॥২॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৩॥

তদনন্তর এই মহাপ্রভু কোন সময়ে শ্রীবাসের গৃহে গমন করিয়া প্রথমত নামসকলের শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য যাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বেদসকলেও দুর্ল্লভ আমোদস্বরূপ, তাহাই ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ॥১॥

ইনি স্বীয় বিলাসরূপ নূতন মহাসমুদ্রে কুতূহলসহকারে বিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া হর্ষহেতু অগ্রে নিজনামের মহিমামৃতের রমণীয় প্রবাহরূপ বাক্য অঞ্জলিপুট দ্বারা জগন্মণ্ডলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥২॥

কেবল হরিনাম ব্যতিরেকে কলিতে নিশ্চয় অন্য গতি নাই, ইহাই ভূয়ো বলিতে লাগিলেন ॥৩॥

নান্যঃ পুমানয়মুদেতি সদৈব ভূমৌ
নামস্বরূপমিতি তন্তু কলৌ বিদন্তু।
বারত্রয়ে চ পুনরুক্তিরথৈবকারো
দার্ঢ্যায় সর্ব্বজগতো বহুজাড্যভাজঃ ॥৪॥

কৈবল্যমেব তদিদস্তিতি কেবলস্য
শব্দস্য দার্ঢ্যমননে প্রতিপাদনন্তৎ।
যস্ত্বন্যথা বদতি তস্য গতির্হি নাস্তি
নাস্ত্যেব নিশ্চিতমিদং পুনরেবকারাৎ ॥৫॥

ইত্যুচিবানথ কৃতপ্রকটপ্রকাশঃ
শ্রীমদ্বরাসনমুপেত্য কৃপাসমুদ্রঃ।
পাদারবিন্দযুগলেন মনোরমেণ
শ্রীরামপণ্ডিতমুখান্ সমমস্পৃশদ্দ্রাক্ ॥৬॥

এই নামস্বরূপ আদি পুরুষ সর্ব্বদাই পৃথিবীতে উদিত হয়েন না, কেবল কলিযুগে উদিত হইয়াছেন। তিনবার পুনরুক্তি এবং তিনবার এববার যে প্রয়োগ হইয়াছে তাহা জড়জগতে হরিনাম মাহাত্ম্যের দৃঢ়তা নিমিত্ত, ইহাই জানিতে হইবে ॥৪॥

উক্ত নামমাহাত্ম্যের শ্লোকে "কেবল" এই শব্দ দ্বারা সেই কৈবল্যই প্রতিপাদিত করিয়া কেবল শব্দ দ্বারা হরিনামের মাহাত্ম্যে দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা বলে তাহার আর গতি নাই, ইহাই 'এব' শব্দ দ্বারা নিশ্চয়রূপে সম্পাদন করিয়াছেন ॥৫॥

প্রকটপ্রকাশ কৃপাসমুদ্র গৌরহরি এইবাক্য বলিয়া শোভন আসনে উপবেশন করত মনোরম পদারবৃন্দ-যুগল দ্বারা শীঘ্র শ্রীরাম পণ্ডিত প্রভৃতিকে স্পর্শ করিলেন ॥৬॥

তেঽপি প্রণম্য সহসা নতকন্ধরেণ
প্রেমস্বরূপভজনং মুদিতাঃ সমীয়ুঃ ।
তেভ্যো দদাবভিমতং ভগবান্ প্রকামং
শ্রীমান্ স্বভক্তজনবৎসলতাতিরম্যঃ ॥৭॥

শুক্লাম্বরো দ্বিজবরঃ সুভগোঽথ কশ্চি
দূচে প্রভুং প্রকটিতাতিশয়প্রকাশম্ ।
দ্বারাবতীঞ্চ মথুরাঞ্চ সদৈব গত্বা
মাং দুঃখিনং ক্ষণমবেক্ষ্য দয়স্ব নাথ ॥৮॥

কিং তত্র সন্তি ন শৃগালচয়াস্ততঃ কিং
তেষাং ভবেৎ কিমথ তে ন পুনঃ শৃগালাঃ ।
ইত্যুক্তবত্যথ বিভৌ দ্বিজপুঙ্গবোঽয়
মুচ্চৈঃ পপাত ভুবি দণ্ডবদুৎসুকাত্মা ॥৯॥

তখন নিজ ভক্তজনের বাৎসল্য দ্বারা অতিশয় রমণীয় শ্রীমান্ ভগবান্ সেই ভক্তগণকে যথেষ্টরূপে অভিমত প্রেমরূপ ভজন প্রদান করিলেন এবং তাঁহারাও সহসা প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া নতমস্তকে গ্রহণ করিলেন ॥৭॥

অনন্তর শুক্লাম্বরনামক সৌভাগ্যশালী কোন একজন দ্বিজবর, অতিশয় প্রকাশপ্রকটনকারী সেই মহাপ্রভুকে কহিলেন, নাথ ! আপনি সর্ব্বদাই দ্বারকা এবং মথুরায় গমন করিয়া এই দুঃখিত মাদৃশ ব্যক্তিকে ক্ষণকাল অবলোকন করিয়া দয়া করিবেন ॥৮॥

পুনর্ব্বার কহিলেন দ্বারকা ও মথুরায় কি শৃগাল নাই ; তাহাতেই বা তাহাদের কি হইবে ? "তথাকার শৃগালকে শৃশাল বলা যায় না" মহাপ্রভু এই কথা কহিলে দ্বিজবর শুক্লাম্বর উৎসুক চিত্তে ভূমিতে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইলেন ॥৯॥

ভূয়শ্চ ভূরিকরুণো নিজগাদ বিপ্রং
দীনানুকম্পিতহৃদয়ো হৃদয়ৈকবেত্তা।
অদ্যৈব তেঽত্র ভবিতা প্রভুপাদপদ্মে
সপ্রেমভক্তিরিতি গৌরসুধাময়ূখঃ ॥১০॥

সদ্যোঽথ তস্য চরণেষু নিপত্য ভূয়ঃ
স্বিন্নমনাঃ পুলকসঞ্চয়পূরিতাঙ্গঃ।
উচ্চৈঃস্বরেণ বহুলাশ্রুভরৈর্বিভিন্নো
বাগ্‌গদ্গদেন চ রুরোদ মহানুভাবঃ ॥১১॥

শ্রীমান্ গদাধর-মহামতিরত্যুদার-
শীলঃ স্বভাবমধুরো বহুশান্তমূর্ত্তিঃ।
ঊচে সমীপশয়িতঃ প্রভুনা রজন্যাং
নির্ম্মাল্যমেতদুরসি প্রতিসার্য্যমেভ্যঃ ॥১২॥

তখন যাঁহার প্রচুর করুণা এবং যাঁহার হৃদয় দীন জনকেই অনুকম্পিত করিতে তৎপর, ও যিনি হৃদয়ের একমাত্র বেত্তা, সেই গৌরচন্দ্র পুনর্ব্বার শুক্লাম্বরকে কহিলেন—অদ্যই প্রভুর পাদপদ্মে তোমার ভক্তি হইবে ॥১০॥

অনন্তর সেই মহানুভব ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ প্রভুর চরণে পতিত হইয়া পুনর্ব্বার আর্দ্রচিত্তে পুলকসমূহে পূরিতাঙ্গ ও বহুলাশ্রুভরে বিভিন্ন উচ্চস্বরে গদ গদ বাক্যে রোদন করিতে লাগিলেন ॥১১॥

অনন্তর মহামতি, অতিশয় উদারশীল স্বভাবমধুর ও শান্তমূর্ত্তি শ্রীমান্ গদাধরকে মহাপ্রভু রজনীতে নিকটে শয়ান দেখিয়া কহিয়াছিলেন যে, এই সমুদায় নির্ম্মাল্য ভক্তগণের বক্ষঃস্থলে অর্পণ কর ॥১২॥

ইত্থং স যদ্‌যদদদাৎ প্রমদেন যস্মৈ
যস্মৈ জনায় তদিদঞ্চ গদাধরোঽপি।
প্রাতর্দদৌ সততমুল্লসিতায় তস্মৈ
তস্মৈ মহাপ্রভু-বিমুক্ত-মহাপ্রসাদম্ ॥১৩॥

সংগ্রথ্য মাল্যনিচয়ং বিরচয্য যত্নাৎ
সদ্‌গন্ধসার-ঘনসার-বরাদি-পঙ্কম্।
অঙ্গেষু তস্য পরিযোজয়তি স্ম নিত্যং
সোৎকণ্ঠমত্র স গদাধর-পণ্ডিতাগ্র্যঃ ॥১৪॥

সায়ং কদাচিদথ তৈঃ স্বপদাব্জভক্তৈঃ
শ্রীগৌরচন্দ্র উদিতো নিজকীর্ত্তনাব্ধৌ।
আকস্মিকৈর্গগনমণ্ডলমম্বুবাহৈ-
র্ব্যাপ্তং নিরীক্ষ্য করুণোঽজনি বিঘ্নভীত্যা ॥১৫॥

এইরূপে মহাপ্রভু প্রমোদিত হইয়া যাহাকে যাহাকে যে যে বস্তু অর্পণ করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, গদাধরও প্রাতঃকালে উল্লসিত চিত্তে সেই সেই ভক্তগণকে মহাপ্রভুর পরিত্যক্ত মহাপ্রসাদ নিরন্তর প্রদান করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

গদাধর পণ্ডিত উৎসুক চিত্তে প্রত্যহ অতিযত্নে মাল্যসকল গ্রন্থন এবং প্রশস্তগন্ধযুক্ত চন্দন ও কুঙ্কুমাদি পঙ্করচিত করিয়া মহাপ্রভুর অঙ্গে পরিধান করাইতেন ॥১৪॥

অনন্তর কোন একদিবস সায়ংকালে স্বীয় পাদপদ্মের ভক্তগণসহিত নিজ কীর্ত্তনসমুদ্রে উদিত হইয়া অকস্মাৎ মেঘমালাপরিব্যাপ্ত গগনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া কীর্ত্তনের বিঘ্নভয়ে করুণান্বিত হইলেন ॥১৫॥

আদায় পাণিকমলেম্বথ মন্দিরাগ্র্যং
রাগান্ স্বরাংশ্চ সকলান্ স কৃতার্থয়িত্বা।
উচ্চৈর্জগৌ স্বগুণসঞ্চয়মেব হৃষ্টঃ
শ্রীমাননঙ্গ ইব বিগ্রহবান্ পৃথিব্যাম্ ॥১৬॥

সদ্যস্তদা জলমুচো মরুতা প্রকীর্ণা
ভেজুর্দিশং দিশমমী সহ চিত্তখেদৈঃ।
ব্যোমাতিনির্ম্মলমভূদুদিয়ায় চন্দ্রঃ
সার্দ্ধং সমস্ত-ভগণেন তমোঽপহত্যৈ ॥১৭॥

রজ্যন্ প্রসারিতকরঃ পরিরভ্য গাঢ়ং
রম্যাং ক্ষপানববধূং বিতমোঽন্তরীয়াম্।
আনন্দসিন্ধুলহরীচয়মুচ্ছলন্তং
জ্যোৎস্নামিষাদিব রমত্যয়মোষধীশঃ ॥১৮॥

তদনন্তর ধরাতলে মূর্ত্তিমান্ অনঙ্গের ন্যায় শ্রীমান্‌গৌরচন্দ্র হৃষ্টচিত্তে করকমলে উৎকৃষ্ট মন্দিরা গ্রহণপূর্ব্বক রাগ এবং স্বরসকলকে কৃতার্থ করিয়া আপনার গুণসমুদায় উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৬॥

তৎকালে জলধরমণ্ডল সমীরণকর্তৃক বিচলিত হইয়া দিগ্‌বিদিকে গমন করিল, নভোমণ্ডল অতি নির্ম্মল হইল এবং অন্ধকারনাশের নিমিত্ত নক্ষত্র-মালার সহিত চন্দ্র উদিত হইলেন ॥১৭॥

চন্দ্র রক্তবর্ণকর প্রসারিত করিয়া তমোময় বসনরহিতা ও রমনীয় মূর্ত্তি রজনীরূপা নববধুকে গাঢ়তর আলিঙ্গনকরিয়া জ্যোৎস্নাছলেই যেন উচ্ছলিত আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গসমুদায়কে ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন ॥১৮॥

গীর্বাণবর্ত্মনি তদা বিমলে সদৃক্ষৈঃ
পীয়ূষমুদ্গিরতি তত্র সুধাময়ূখে।
শ্রীগৌরশীতকিরণোঽপ্যবনৌ স্বলোকে
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতি স্ম ভূয়ঃ ॥১৯॥

শ্রীমৎপদাব্জপদবীবরহংসকাঞ্চৈঃ
পাণিপ্রবালযুগলং বলয়ৈর্লয়ৈশ্চ।
লাৎস্যোদ্গমে সপদি মন্মথমন্মথস্য
শ্রীগৌরশীতকিরণস্য বরাজ ভূয়ঃ।২০॥

বিপ্রাঙ্গনাগণমুখেন্দুবিনির্গতৈস্তৈ-
রুচ্চৈরুলূলুনিনদৈর্জয়নাদমিশ্রৈঃ
খেঽবস্থিতস্যদিবিষন্নিচয়স্য হর্ষ-
স্বানৈরতীবতুমুলঃ সুমহোৎসবোঽভূৎ ॥২১॥

এদিকে তৎকালীন সুবিমল নক্ষত্রমালায় নভোমণ্ডল বিমল হইলে অমৃত-কিরণ চন্দ্রও অমৃতবর্ষণকরিতে লাগিলেন, অন্যদিকে পুনর্ব্বার গৌরচন্দ্রও স্বীয় ভক্তগণের সহিত কীর্ত্তনরূপ অমৃতরসে বিহার করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

নৃত্য উপস্থিত হওয়ায় মন্মথের মন্মথ শ্রীগৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম উৎকৃষ্ট নূপুরে এবং অরুণবর্ণ করযুগল বলয় ও গানের লয় দ্বারা অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥২০॥

ঐ সময়ে বিপ্র বনিতাদিগের মুখচন্দ্রবিনির্গত উচ্চ জয়মিশ্রিত উলু উলু ধ্বনি তথা স্বর্গস্থদেবদেববৃন্দের হর্ষশব্দে নৃত্যমহোৎসব অতিশয় তুমুল হইয়া উঠিল ॥২১॥

কুন্দারবিন্দ করবীর নবীনমল্লি-
জাত্যাদিপুষ্পনিবহৈ রবক৯প্তমাল্যঃ
শ্রীখণ্ডকুঙ্কুমলসন্মৃগনাভিপঙ্কৈ-
রালিপ্য সর্ব্বতনুমেষ ররাজ নৃত্যন্ ॥২২॥

শুক্লাম্বরঃ সতু নিপত্য ধরাতলান্তঃ
শ্রীগৌরচন্দ্রমবদৎ সভয়ং মহাত্মা
হে নাথ সম্প্রতি কৃতা ভবতা নবীন-
দীপং নবৈব মধুরা বিবিধৈর্বিহারৈঃ ॥২৩॥

ইত্যুক্তবান্ বহলগদ্গদ গদ্যপদ্য-
বাক্যেন ভূমিমভিতো গলদশ্রুপূরঃ
বৈহ্বল্যদৈন্যহৃদয়ঃ সততং বিমুক্ত-
কণ্ঠং রুরোদ বহুশঃ স্তবনেন তস্য ॥২৪॥

তখন এই মহাপ্রভু কুন্দ, পদ্ম, করবীর, নবমল্লিকা, ও জাতি প্রভৃতি পুষ্প সমূহের মাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া এবং সুগন্ধিচন্দন, কুঙ্কুম ও মৃগনাভিপঙ্ক দ্বারা স্বীয় তনুলেপন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে অতিশয় সুশোভিত হইলেন ॥২২॥

ঐসময়ে মহাত্মা শুক্লাম্বর ভূমিপতিত হইয়া সভয়ে মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলেন, নাথ ! সম্প্রতি বিবিধবিহারদ্বারা আপনি এই নবদ্বীপকে নূতন মথুরাই করিলেন ॥২৩॥

এই বলিয়া বিপ্রবর অতিশয় গদ্গদ স্বরে গদ্য পদ্য বাক্য দ্বারা মহাপ্রভুর স্তব করিয়া নিরন্তর মুক্তকণ্ঠে অনেক রোদন করিলেন, তখন তাঁহার বিহ্বলতা-প্রযুক্ত হৃদয় দৈন্যযুক্ত হইল ও গলিত অশ্রুপ্রবাহে ধরণী সিক্তা হইতে লাগিল ॥২৪॥

নৃত্যন্ বয়স্যরুচিরাংসতটেঽতিপীনং
দোস্তম্ভমর্পয়তি স ক্ষণমপ্যুদারম্
উদ্দামবেপথুচলৎসকলাঙ্গযষ্টি-
ভূর্মৌ স্খলত্যনুপদং বিবশঃ ক্ষণঞ্চ ॥২৫॥

তেভ্যোবরান্ ক্ষণমীপশ্বরভাবরম্যো।
ভূয়ো দদাতি সদয়ং সদয়ৈকসিন্ধুঃ
নানাবিধৈরতিকৃপারসসিন্ধুচন্দ্রো
লোকানশিক্ষয়দশেষবিলাসভাবৈঃ ॥২৬॥

আরুহ্য স ক্ষণমপি স্বপদাব্জভক্ত
স্কন্ধং মহাপ্রভুরতীববিকাররম্যঃ
আক্রীড়তি স্বজনহর্ষসমুদ্রপূর-
মুল্লাসয়ন্নিশি নিশাকরকোটিকান্তঃ ॥২৭॥

সে যাহা হউক, মহাপ্রভু নৃত্য করিতে করিতে কখন সখার মনোহর স্কন্ধোপরি উদার বাহুস্তম্ভ অর্পণ করিতেছেন, কখনও বা অতিশয় কম্পহেতু সমস্ত অঙ্গযষ্টি কম্পিত হইতেছে এবং ক্ষণকাল বা বিবশ হইয়া ভুমি তলে পতিত হইতেছেন ॥২৫॥

তখন সেই দয়াসিন্ধু মহাপ্রভু ক্ষণকাল ঈশ্বরভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সেই-সকল ভক্তগণকে পুনঃ পুনঃ বর প্রদান করিতেছেন এইরূপে অতিশয় কৃপা-রসের সমুদ্রস্বরূপ গৌরাঙ্গদেব অশেষ বিলাসভাবসমূহদ্বারা লোকসকলকে শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

কোটি কোটি নিশাকরের ন্যায় যাঁহার উজ্জ্বলকান্তি সেই গৌরচন্দ্র প্রেমবিকারে রমনীয়মূর্ত্তি হইয়া ক্ষণকাল নিজ পাদপদ্মসেবি ভক্তের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া স্বজনবর্গের হর্ষসমুদ্রের প্রবাহ উল্লাসিত করিয়া সম্যক-রূপে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

অন্যেদ্যুরুদ্যদহিমাংশুসহস্রভাস্বান্
ভূমৌ বসন্ করতলদ্বয়তাল পূরৈঃ
সর্ব্বা দিশঃ প্রতিরবোন্মুখরাঃ সমন্তাৎ
কুর্ব্বন্নুবাচনিজপাদপয়োজভক্তান্ ॥২৮॥

ভোঃ পশ্য পশ্য ভুবি রোপিতমাম্রবীজং
চূতস্য পশ্য পুনরঙ্কুর এষ জাতঃ
পশ্যৈষ সম্প্রতি বভূব বিতস্তিমাত্রো।
ভূয়োঽপি পশ্য বিটপোঽস্য বভূব শীঘ্রম্ ॥২৯॥

শাখা বভূবুরিহ পশ্য নিমেষমাত্রাৎ
পশ্যাস্য পল্লবচয়ঃ পরিতো বভূব
পশ্যৈতদেব পরিপক্কমভূদথাস্য
পশ্যাভবদ্ গ্রহণমপ্যতিচিত্রমেতৎ ॥৩০॥

নবোদিত সহস্রসূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী গৌরাঙ্গদেব অন্য কোনোদিন ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া দুই করতলের তালসমূহদ্বারা দিক্‌সকলকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিধ্বনিতে শব্দিত করিয়া স্বীয় পাদপদ্মের ভক্তগণকে কহিলেন ॥২৮॥

অহে! দেখ দেখ ভূমিতে আম্রবীজ রোপণ করিলাম, পুনর্ব্বার দেখ এই আম্রের অঙ্কুর হইল, আবার দেখ এই অঙ্কুর বিতস্তি মাত্র হইল, পুনর্ব্বার দেখ শীঘ্র ইহার শাখা নির্গত হইল ॥২৯॥

দেখ এই বৃক্ষে নিমেষ মাত্রে শাখা হইল, দেখিতে দেখিতে পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে পল্লব সমূহ উৎপন্ন হইল, আবার দেখ, ফলও পরিপক্ক হইয়া উঠিল এবং দেখ ইহার দর্শনও অতি আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল ॥৩০॥

বৃক্ষশ্চ সর্ব্ববিটপশ্চ ফলঞ্চ সর্ব্বং
মায়াকৃতং সকলমেব কুতোঽপি নাস্তি ।
শৈলুষচেষ্টিতমিদং বিতথং যদেত-
স্তৎপ্রাপ্তবৈকৃতমনর্থকতাং প্রয়াতি ॥৩১॥

এতত্তদপ্যমৃতমেব যদীশ্বরস্য
কৌতূহলায় পুরতঃ কুরুতে জনৌঘঃ
প্রাপ্নোতি সদ্বসনমৃকৃথমতি প্রকামং
মায়াকৃতেন চ ফলং লভতে বিচিত্রম্ ॥৩২॥

এবং হি বিশ্বমখিলং বিতথং যদেত-
ন্নিষ্পাদ্যতে সততমীশ্বরসেবনায়
তৎ সার্থকং ভবতি সম্যগসত্যমেতৎ
সত্যং ভবেদশুচি যত্তদিদং শুচি স্যাৎ ॥৩৩॥

বৃক্ষ, শাখা ও ফল এ সমস্তই মায়াবৃত্ত অর্থাৎ কুহকজনসম্পাদিত হইয়াছিল, পুনর্ব্বার ঐ সকল কোথায় চলিল আর কিছুই নাই, এ মিথ্যা-শৈলুষ অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকের চেষ্টা, যেহেতু এ সমুদায় ক্ষণকালমধ্যে বিকৃত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইল ॥৩১॥

মনুষ্যগণ এই কুহককার্য্য যদি ঈশ্বরের অগ্রে কৌতুহলের নিমিত্ত করে, তবেই উত্তম বসন ও যথেষ্ট ধনলাভ করিতে পারে কিন্তু মায়ানিমিত্তকৃত হইলে বিচিত্র ফললাভ হয় না ॥৩২॥

যাহা হউক, এই নিখিল মিথ্যাবিশ্ব যদি নিরন্তর ঈশ্বরের সেবানিমিত্ত হয়, তাহা হইলে এই অসত্য সংসার সম্যক্‌রূপে সার্থক হয়, যেহেতু ঈশ্বরার্পিত অশুচিও শুচি হইয়া থাকে ॥৩৩॥

তস্মাজ্জনৈঃ সকলমেব পরেশ্বরস্য
সেবার্থমপ্যনৃতমেতদিহাবচেয়ম্
সংসার এষ নহি তস্য ভবেদ্ বিরোধী
সেবাপরস্তু নহি বাধ্যতে এব কৈশ্চিৎ ॥৩৪॥

অত্রান্তরে স্বপুরতঃ স্থিতমত্যুদারং
প্রোচে মহাকরুণ এষ মুকুন্দদত্তম্
ব্রহ্মেতি কিং নু ভবতাত্র নিরূপ্যতে ত-
দিত্থং নিগদ্য চ পপাঠ পুনঃ স্বয়ং সঃ ॥৩৫॥

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥৩৬॥

ভূয়োঽপি তং সমনুশিষ্য জগাদ নাথঃ
কিঞ্চিৎ ক্রুধাধরদলদ্বয়কম্পিতেন।
রূপং চতুর্ভুজমতীববরং ততোঽন্য-
ন্নূনং কিয়দ্দ্বিভুজমিত্যয়ি কিং মতং তে ॥৩৭॥

অতএব ইহলোকে মনুষ্য যদি সমুদায় মিথ্যা বস্তু পরমেশ্বরের সেবানিমিত্তই সঞ্চয় করে তাহা হইলে এই সংসার তাহার আর বিরোধী হয় না, কেননা সেবারত ব্যক্তিকে কেহই বাধা দিতে পারে না ॥৩৪॥

ইত্যবসরে পরমকরুণ মহাপ্রভু আপনার সম্মুখস্থ উদার স্বভাব মুকুন্দ দত্তকে কহিলেন, অহে মুকুন্দ। তুমি কি এই সংসারে ব্রহ্মনিরূপণ করিয়া থাক ? এই বলিয়া পুনর্ব্বার স্বয়ং পাঠ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

অনন্ত, সত্য, আনন্দ ও চিদাত্মা পরমাত্মায় যোগিগণ রত হয়েন, এই হেতু রামপদে এই পরমব্রহ্ম অভিহিত হইয়া থাকেন ॥৩৬॥

অনন্তর মহাপ্রভু পুনর্ব্বার মুকুন্দকে যথোচিত শাসনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ক্রোধে

যদ্যাত্মনোহিতমবৈষি তদা পরস্মা-
ত্তদ্বৈভুজং বরমিতি প্রতিকীর্ত্তয় ত্বম্
শ্রুত্বৈষ তন্নিগদিতং করুণাবিলাসি
ভূমৌ নিপত্য নিজগাদ সহর্ষশঙ্কম্ ॥৩৮॥

স্নাতং ময়া সুরনদীপয়সি প্রকামং
শ্রীবৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিরজসাঙ্গমলঙ্কৃতঞ্চ
শ্রীমন্ত্বদীয় পদপদ্মযুগাতপত্রং
মূর্দ্ধ্নি প্রযচ্ছ কুরু দাস্যপদেঽভিষেকম্ ॥৩৯॥

এবং নিশম্য করুণারসপূর্ণচেতা-
স্তদ্ বাক্-সুধাপ্রমুদিতেন ততঃ পরেশঃ
শ্রীমৎ পদাম্বুজযুগং নিজলোকনাথ-
মস্যাদধাচ্ছিরসি পূততমে প্রসন্নঃ ॥৪০॥

অধরোষ্ঠ কম্পন করত কহিলেন, "মুকুন্দ! চতুর্ভুজরূপ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা দ্বিভুজ রূপ কিছু ন্যূন" ইহাই কি তোমার মত? ॥৩৭॥

যাহা হউক, তুমি যদি আপনার হিত বাঞ্ছাকর, তবে "সেই পরমপুরুষ দ্বিভুজ মূর্ত্তিই শ্রেষ্ঠ ইহা কীর্ত্তন কর, তখন মুকুন্দ মহাপ্রভুর করুণা বিলাস-যুক্ত বাক্য শ্রবণকরত ভূমিপতিত হইয়া হর্ষ ও শঙ্কা সহকারে কহিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

হে শ্রীমন্। আমি যথেষ্টরূপে গঙ্গাজলে স্নান করিয়াছি এবং শ্রীবৈষ্ণব দিগের চরণধূলি দ্বারা অঙ্গকেও অলঙ্কৃত করিয়াছি, এক্ষণে আপনার পাদপদ্ম-যুগলরূপ আতপত্র আমার মস্তকে প্রদানকরিয়া আমাকে দাস্যপদে অভিষিক্ত করুন ॥৩৯॥

পরম ঈশ্বর গৌরাঙ্গদেব এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক করুণারসে পূর্ণ ও মুকুন্দের

রোমাঞ্চসঞ্চয়সমঞ্চিতদেহযষ্টি-
নির্যদ্‌বিলোচন পয়োঝরবৃন্দধৌতঃ
তৎ পাদ পঙ্কজযুগস্য তদৈব লব্ধ্বা
স্পর্শং বভূব ক ইবাতিশয়োৎসুকাত্মা ॥৪১॥

ভূয়ো জগাদ করুণৈক নিধির্মুরারিং
শ্রীগৌরচন্দ্র ইদমুদ্ভট ভাবরম্যঃ
আধ্যাত্মিকং কিমু কৃতং নু তবাস্তি গীতং
সত্যং বদাশু তদিদং যদি বা কৃতং ভোঃ ॥৪২॥

বাঞ্ছাস্তি চেত্তব তু জীবিতমেব কিম্বা
প্রেমোদয়েষু তদিদঞ্চপলং বিহায়
শ্রীমৎকৃপারসপরিপ্লুতপাদপদ্ম-
মাহাত্ম্যরূপগুণবর্ণমাতনুষ ॥৪৩॥

বাক্যামৃতে হৃষ্টমনা হইলেন, তদনন্তর প্রসন্নচিত্তে নিজ ভক্তের নাথস্বরূপ আপনার সুশোভিত পাদপদ্ম যুগল তাঁহার মস্তকে ধারণ করিলেন ॥৪০॥

অনন্তর মুকুন্দ মহাপ্রভুর পাদপদ্মযুগলের স্পর্শলাভে কোন এক অনির্ব্বচনীয় উৎসুকআত্মা হইলেন, তৎকালে তাঁহার অঙ্গযষ্টি রোমাঞ্চ সঞ্চয়ে সমঞ্চিত অর্থাৎ ভূষিত হইল এবং নেত্র যুগল-বিগলিত জলধারায় সমূহঅঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত হইতে লাগিল ॥৪১॥

তখন করুণানিধি গৌরচন্দ্র উদ্ভটভাবে রম্যমূর্ত্তি হইয়া পুনর্ব্বার মুরারিকে কহিলেন, অহে মুরারি গুপ্ত। তুমি কি আধ্যাত্মিক কার্য্য করিয়াছ? না তোমার কীর্ত্তিত আছে, যদি করিয়া থাক তবে তাহা শীঘ্র সত্য করিয়া বল ॥৪২॥

অথবা তোমার যদি প্রেমোদয়ে জীবিত থাকিতে বাঞ্ছা হয় তবে চপলতা পরিত্যাগ করিয়া কৃপারসপরিপ্লুত শ্রীমদ্ভগবৎপাদপদ্মের মাহাত্ম্য রূপগুণ-বর্ণন বিস্তার কর ॥৪৩॥

শ্রুত্বামহাপ্রভুবচো মধুরং ততোঽসৌ
"নারায়ণো"ঽবদদমুং প্রতি বৈদ্যমুখ্যঃ
কারুণ্যমীশ্বর বিধেহি মুরারিগুপ্তে
বক্তুং যথার্হতি তবৈব চরিত্রমেষঃ ॥৪৪॥

শ্রুত্বাথ তং প্রতি তদা পরমপ্রহৃষ্ট-
স্তৎ প্রার্থনং স নিজগাদ কৃপাসমুদ্রঃ
যদ্‌যদ্‌বদিষ্যতি তদেষ সমস্তমেব
শুদ্ধং ভবিষ্যতি ভবিষ্যতি শক্তিরুগ্রা ॥৪৫॥

শৃণ্বন্নসৌ তদুদিতং সুমনাঃ প্রহৃষ্টঃ
প্রোৎফুল্লরোমনিচয়ো মুমুদে মুরারিঃ
পীযূষসিন্ধুযু নিমগ্নমিবাতি বেল-
মাত্মানমুদ্ভটসুখৈকবশো বিবেদ ॥৪৬॥
("সুখৈকরসঃ" পাঠ)

অনন্তর মহাপ্রভুর মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া বৈদ্যবর নারায়ণ মহাপ্রভুকে কহিলেন, হে ঈশ্বর! আপনি মুরারি গুপ্তের প্রতি সেইরূপ কৃপা করুন যাহাতে ইনি আপনার চরিত্র বর্ণন করিতে সক্ষম হইতে পায়েন ॥৪৪॥

অনন্তর কৃপাসমুদ্র গৌরহরি তাঁহার বাক্য শ্রবণে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তদীয় প্রার্থনা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, এই মুরারি যাহা যাহা বলিবে তৎসমুদায় শুদ্ধ এবং ইহার বাকৃশক্তি অতি মহতী হইবে ॥৪৫॥

তখন মুরারি মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নমনা ও অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং রোমাঞ্চিত কলেবরে অত্যন্ত আনন্দপরতন্ত্র ও সমধিক আনন্দান্তঃকরণে আপনাকে যেন অমৃতসাগরে মগ্নবোধ করিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

শ্রীবাস পণ্ডিতমহামতিরত্যুদার-
শীলঃ স্বভাবহরিভক্তিরতোঽতিধীরঃ
শুদ্ধঃ স্বধর্মনিরতো বহুশাস্ত্রদাস্ত-
স্তৎ সেবনেন মুমুদে ঽহুদিনং মহাত্মা ॥৪৭॥

এবং নিরন্তরমুপাসনয়া চ নৃত্যৈঃ
সঙ্কীর্ত্তনৈরপি তথা বিবিধৈশ্চ ভাবৈঃ।
শ্রীবাসপণ্ডিতমহাশয় এব নিত্যং
তৎসঙ্গতোঽতিবিলসন্ মুমুদে মহাত্মা ॥৪৮॥

অধ্যাপয়ন্ দ্বিজসুতানপরেত্ব্যরীশঃ
শশ্বৎ স্বনামগুণকীর্ত্তনমাততান
দৈবাদুবাচ পুরতো দ্বিজসূনুরেকো
নাথং ন কিঞ্চিদপি জাতু বিদংস্তদন্তে ॥৪৯॥

যিনি স্বধর্ম্মে অত্যন্ত আসক্ত তথা যাঁহার স্বভাব অতিপবিত্র ও শমদমাদিগুণসম্পন্ন সেই উদারস্বভাব মহাত্মা মহামতি অতিসুধীর শ্রীবাসপণ্ডিত মহাপ্রভুর সেবাকার্য্যেই প্রতিদিন আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥

এই প্রকার নিরন্তর উপাসনা, নৃত্য, সঙ্কীর্ত্তন এবং বিবিধ ঐশ্বর্য্যভাবে কেবল মহাত্মা শ্রীবাসপণ্ডিতই মহাপ্রভুর সঙ্গীহইয়া বিলাসসহকারে আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

সে যাহা হউক, অপর একদিন মহাপ্রভু ব্রাহ্মণবালকদিগকে অধ্যয়ন করাইতে নিরন্তর নিজনাম অর্থাৎ হরিনামের গুণকীর্ত্তন বিস্তার করিতেছিলেন, এমনসময়ে এক ব্রাহ্মণবালক সম্মুখে আসিয়া প্রভুকে নিবেদন করিল, নাথ। আমি আপনার কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা ॥৪৯॥

'নাম্নো য এষ মহিমা খলু সোঽর্থবাদ'
ইত্থং খলস্য বচনং পরিকর্ণ্য সর্ব্বম্ ।
কর্ণৌ পিধায় সহ তেন পুরঃসরেণ
গঙ্গাতটং সমগমদ্ঘৃণয়া মহত্যা ॥৫০॥

স্নাত্বা সচেল উদগাৎ সহ চেলবৃন্দৈঃ
শুদ্ধৈঃ শুচির্নিজগৃহং মুদিতো জগাম ।
যঃ কীর্ত্তয়ত্যনুদিনং য ইদং শৃণোতি
স প্রেম্নি নাম্নি নিতরাং ভবতি প্রলীনঃ ॥৫১॥

ইত্থং স্বনামমহিমা প্রথমং প্রকামং
প্রখ্যাপিতঃ ক্রমত এব শনৈস্তথৈব ।
আধ্যাত্মিকং পদমপাসিতমাত্মপাদ-
পদ্মোপসেবনরসেন পরমেশ্বরেণ ॥৫২॥

"নামের এই যে মহিমা ইহা নিশ্চয়ই অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসামাত্র" মহাপ্রভু খলের এই বাক্য শ্রবণমাত্র অত্যন্ত ঘৃণায় কর্ণদ্বয় অবরোধকরত ঐ বিপ্রবালককে অগ্রে করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন ॥৫০॥

অনন্তর মহাপ্রভু সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া সেই সকল আর্দ্র ও পবিত্র বস্ত্রের সহিত শুচি হওত আনন্দচিত্তে নিজগৃহে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি মহাপ্রভুর এই লীলা নিরন্তর কীর্ত্তন করেন এবং যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করেন, তিনি নিশ্চয় প্রেম ও নামে নিমগ্ন হয়েন ॥৫১॥

সে যাহা হউক, এইরূপে পরমেশ্বর গৌরচন্দ্র প্রথমতঃ নিজনামের মহিমা যথেষ্টরূপে বিস্তার করিয়া পরেও ক্রমশঃ অল্পে অল্পে ঐ নামমহিমা বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং সেইরূপ আধ্যাত্মিক পদকে কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবারসে দূরীভূত করিয়াছিলেন ॥৫২॥

নাথঃ কদাচিদথ তৈর্নিজপাদভক্তৈঃ
শ্রীবাসপণ্ডিতমুখৈঃ সুখসাগরঃ সঃ।
অদ্বৈতচন্দ্রমবলোকিতুমস্য গেহে
শ্রীমাননঙ্গ ইব বিগ্রহবান্ প্রতস্থে ॥৫৩॥

গচ্ছন্ পথি প্রথিত-নর্ত্তন-কীর্ত্তনাদ্যৈ-
র্গায়ন্নটন্নপি জগাম তদস্য বেশ্ম।
অদ্বৈতচন্দ্র মধিভূমিষু দণ্ডবৎ স
ভূয়ঃ পপাত নিজভক্তমহত্ত্ববেদী ॥৫৪॥

আলিঙ্গনান্যথ পরস্পরমুৎসুকাঙ্গৌ
তৌ চক্রতুঃ পরমকারুণিকৌ জগৎসু।
অদ্বৈত এব কিমু কিং নু স গৌরচন্দ্র
ইত্যূহিতৌ জনচয়েন বভূবতুশ্চ ॥৫৫॥

আনন্দাম্বুধি নবদ্বীপনাথ গৌরচন্দ্র একদিবস নিজপাদপদ্মসেবি শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি প্রিয়তম ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত শরীরধারী শ্রীমান্ অনঙ্গের ন্যায় তদীয় গৃহ শান্তিপুরে গমন করিলেন ॥৫৩॥

গৌরচন্দ্র পথে গমন করিবার সময় অনবচ্ছিন্ন সুমহৎ নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অদ্বৈতের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন অদ্বৈতচন্দ্র মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া ভূমিতে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইলে নিজ ভক্তের মহত্ত্বেত্তা শ্রীগৌরাঙ্গদেবও পুনর্ব্বার ভূমিতে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইলেন ॥৫৪॥

অনন্তর যখন পরম কারুণিক গৌরচন্দ্র ও অদ্বৈতচন্দ্র পরস্পর উৎসুকাঙ্গ হইয়া আলিঙ্গন করিলেন, তখন জগন্মণ্ডলে "ইনি অদ্বৈতচন্দ্র কি ইনি গৌরচন্দ্র" এই রূপে জন সকল উভয়কে তর্ক করিতে লাগিল ॥৫৫॥

শুদ্ধাসনে সমুপবিশ্য স গৌরচন্দ্রঃ
স্বচ্ছাং কথামকথয়ৎ করুণৈকরাশিঃ।
আবিষ্কৃত-স্বপদভক্তি-বিলাস-লোলো
নানাবিধেন নিজভক্তি নিরূপণেন ॥৫৬॥

অদ্বৈত এষ নিজগাদ ততো মহাত্মা
ভক্তিঃ কলৌ ন খলু বর্ত্তত এব মূঢ়াঃ।
যে সংবদন্তি কুধিয়ঃ সকলাস্ত এতে
পশ্যন্তু তত্তদশৃণোৎ স্বয়মেব নাথঃ ॥৫৭॥

নাস্তীতি যো বদতি তস্য গতির্হি নাস্তি
তস্যৈব জন্ম বিফলং খলু সোঽতি পাপী।
ভক্তির্হি রাজতি কলৌ সততং তদাতি
ক্রোধারুণাক্ষিযুগলো ভগবান্ জগাদ ॥৫৮॥

শ্রীবাস এষ তদনন্তরমিত্থমূচে
দৃষ্ট্বা ততো দ্বিজমবৈষ্ণবমেকমুগ্রম্।
বিঘ্নো বভূব নিতরাময়মত্র নূনং
সঙ্কীর্ত্তনে কথমিতো বহিরেষ যাতি ॥৫৯॥

তদনন্তর করুণার একমাত্র রাশি স্বরূপ গৌরচন্দ্র শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক আবিষ্কৃত নিজপাদপদ্মের ভক্তি বিলাসে চঞ্চল হইয়া নানাবিধ স্বীয় ভক্তি-নিরূপণ দ্বারা পবিত্র কথা কহিতে লাগিলেন ॥৫৬॥

তৎপরে মহাত্মা অদ্বৈতচন্দ্র কহিলেন, যে সকল কুবুদ্ধি ও মূঢ় লোকেরা বলিয়া থাকে, কলিযুগে ভক্তিযোগই নাই তাহারা সকলে দেখুক, এই কথা স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রবণ করত ক্রোধে অরুণলোচন হইয়া কহিলেন। যে বলে কলিতে ভক্তি নাই, তাহার গতি নাই, তাহার জন্ম বিফল, সে নিশ্চয় অতিশয় পাপী, যেহেতু কলিতে নিরন্তর ভক্তি বিরাজ করিতেছেন ॥৫৭॥৫৮॥

তদনন্তর শ্রীবাস একজন উগ্রস্বভাব অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কহিলেন,

ত্বচ্চিন্তয়ালমলমত্র নচৈষ বিপ্র-
আয়াস্যতীত্যবিতথং নিজগাদ নাথঃ।
নৈবাগমৎ সচ তদীয় মনোনিদেশৈ-
রত্রান্তরে মুদমিয়ায় স ভূমিদেবঃ ॥৬০॥

শ্রীবাসবিপ্রতিলকাংসতটে স দক্ষং
বিন্যস্য বাহুমিতরঞ্চ গদাধরাংসে।
শ্রীরামপণ্ডিতবরাঙ্গতটে পদাব্জং
দত্বা ররাজ স সুধাংশুসমূহকান্তঃ ॥৬১॥

ক্রীড়াপরোঽস্য নিলয়ে স মহেশ্বরস্য
রাজীবলোচনযুগঃ কলধৌতগৌরঃ।
স্মেরাননঃ সপদি দর্পক-দর্পহারী
রেজে নিজৈর্জনচয়ৈ রচয়ন্ বিহারম্ ॥৬২॥

অদ্য নিশ্চয় এই সঙ্কীর্ত্তনের মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল, এ স্থান হইতে কি রূপে অব্রাহ্মণ বহির্গত হইবে ॥৫৯॥

এই কথা শুনিয়া নবদ্বীপনাথ গৌরচন্দ্র সত্য করিয়া কহিলেন যে তোমার চিন্তায় প্রয়োজন নাই, এ স্থানে ব্রাহ্মণ আসিবে না, তখন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর মানসিক আজ্ঞায় তথায় আগমন করিলেন না, তাহাতে ভূদেব শ্রীবাস অতিশয় আনন্দানুভব করিলেন ॥৬০॥

অনন্তর বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের স্কন্ধে দক্ষিণবাহু ও গদাধরের স্কন্ধে বাম-বাহু বিন্যাসপূর্ব্বক এবং শ্রীরামপণ্ডিতের মস্তকে চরণপদ্ম সমর্পণ করিয়া সুধাংশুসমূহতুল্যমনোজ্ঞমূর্ত্তি গৌরচন্দ্র অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬১॥

অতঃপর, যাঁহার 'লোচনযুগল পদ্মতুল্য, বর্ণ স্বর্ণ অপেক্ষাও গৌর, বদন হাস্যান্বিত এবং যিনি কন্দর্পের দর্পহারী সেই গৌরহরি তৎকালীন

অধ্যাত্মতত্ত্বমভি গৌরমহাপ্রভুঃ স
ব্যাখ্যাং চকার বহুদুর্গমবোধমন্যৈঃ।
একোঽবশিষ্যত ইহাবিরতং স আত্মা
সৃষ্টৌ স এব পুনরেকক এব ভাতি ॥৬৩॥

ইত্থং প্রসার্য্য স্বকরৌ করুণাসমুদ্রো
মুষ্টীচকার চ পুনর্দ্রুতমেব নৃত্যন্।
সচ্চিৎস্বরূপমথ তত্ত্বনিরূপণং ত-
দ্ভূয়ো জগাদ জগদেকগতিঃ প্রকামম্ ॥৬৪॥

ভাবোঽপি নিশ্চিতমনর্থক এব তস্য
সদ্রূপমেব সুধিয়ামবধারণীয়ম্।
যদ্ব্রহ্মণো ভবতি নৈব কদাপি মুক্তি-
রেকত্বমেতদববোধমৃতে হি সা স্যাৎ ॥৬৫॥

নিজ ভক্তগণের সহিত বিহার করত শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥৬২॥

অনন্তর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সাধারণের অতিশয় দুর্ব্বোধ অধ্যাত্মতত্ত্ব বহু প্রকারে ব্যাখ্যা করত কহিলেন এই জগতে এক আত্মাই স্বয়ং অবশিষ্ট থাকিবেন এবং সৃষ্টি সময়েও সেই এক আত্মাই প্রকাশ পাইতেছেন ॥৬৩॥

এইরূপে জগতের একমাত্র গতি করুণাসাগর গৌরহরি নৃত্য করিতে করিতে শীঘ্র করযুগল প্রসারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার মুষ্টি বন্ধন করিলেন এবং যথেষ্ট-রূপে নিত্য ও চিৎস্বরূপ তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥৬৪॥

ভাব অর্থাৎ উৎপত্তিশীল পদার্থ নিশ্চয়ই পরব্রহ্মের অনর্থ স্বরূপ কিন্তু জ্ঞানীগণ উক্তভাবকে ব্রহ্মরূপে জানিয়া থাকেন, অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময় দেখেন, যেহেতু ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে কখনই সেই মুক্তি হয় না ॥৬৫॥

পশ্যাঙ্গুলী করগতে পুনরেককস্য
সৈকোঽমৃতেন নিচিতাং পরিলোচিতাঞ্চ।
অন্যাং ব্রণেন গলতাতিতরামবদ্যাং
নো পশ্যতি ক্ষণমপি প্রকটং ঘৃণার্ত্তঃ ॥৬৬॥

ইত্থং স এক ইহ শেষপদং হ্যনাদি-
রাত্মা সদৈব পরিশিষ্যত এবমেষঃ।
সোপাধিরেব ভবতি প্রকটাত্নুপাধে-
র্মুক্তোঽন্যথা স খলু কশ্চিদপীহ জীবঃ ॥৬৭॥

ইত্থং প্রভুর্বহু নিরূপ্য নিসর্গদুর্গং
জ্ঞানং তথা লঘুতয়া স্বজনান্ বিবোধ্য।
বিশ্রম্য তত্র গলদশ্রুঝরপ্লুতাক্ষো
রোমাঞ্চসঞ্চয়যুতো মধুরং জগাদ ॥৬৮॥

অপর দেখ, এক ব্যক্তিরই হস্তে দুইটি অঙ্গুলী আছে, একটি অমৃতসিক্ত ও অপরটি গলিতকুষ্ঠে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু সেই অঙ্গী ব্যক্তি পূর্ব্বটিকে উত্তমজ্ঞানে দর্শন করত অপরটিকে সম্যক্ ঘৃণার্ত্ত দেখে না, অর্থাৎ দুইটীকেই অঙ্গ বলিয়া জানে, তদ্রূপ সাকারবাদিরও নিরাকারবাদিকে ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নয় ॥৬৬॥

এইরূপ সংসারে সেই এক অনাদি আত্মাই শেষপদবাচ্য অর্থাৎ এই আত্মাই নিত্যকাল অবশিষ্ট থাকিবেন, সোপাধি ব্রহ্মই প্রকটিত উপাধি হইতে বিযুক্ত হইয়া নিরুপাধি অর্থাৎ নির্গুণ হয়েন, অন্যথা সেই সোপাধি ব্রহ্মকে জীবও বলা যায় ॥৬৭॥

এইপ্রকারে মহাপ্রভু স্বভাবতঃ অতি দুর্গম জ্ঞানমার্গ বহুলরূপে নিরূপণ করিয়া এবং স্বজনদিগকে ঐ জ্ঞান সহজে বুঝাইয়া দিয়া তথায় বিশ্রাম করিলেন, পরে বিগলিত অশ্রুধারায় পূর্ণনেত্র ও রোমাঞ্চ সঞ্চয়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন ॥৬৮॥

স্নিহ্যন্মনাঃ পুলকিতো বিরুদন্ হসংশ্চ
প্রেমাসবেন জড়বদ্‌গতদেহধর্ম্মা।
গায়ন্নটন্নপি সমস্তমিদং ত্রিলোকং
মদ্ভক্ত এব পরিপাতি পুনাতি নিত্যম্ ॥৬৯॥

"বাগ্‌ গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥"

ইত্যুক্তবান্নিজজনৈঃ করুণৈকসিন্ধুঃ
স্মেরাননঃ প্রমুদিতো মধুরং ননর্ত্ত।
নৃত্যোদ্যতঃ স্বয়মসৌ জগতীতলে যৎ
প্রেমপ্রকাশয়তি তৎকরুণৈব সৈষা ॥৭০॥

অর্থাৎ মহাপ্রভু তৎকালীন স্নিগ্ধচিত্ত ও পুলকিত হইয়া রোদন, হাস্য এবং প্রেমাবেশে জড়ের ন্যায় দেহধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া গানও নৃত্য করিতে করিতে কহিলেন, আমার ভক্তই এই সমস্ত ত্রিলোক নিত্য পরিপালন ও পবিত্র করিতেছেন ॥৬৯॥

আমার কথা শ্রবণে যাহার বাক্য গদ্‌গদ ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়, কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন লজ্জাশূন্য হইয়া গান ও নৃত্য করে, এরূপ আমার ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি ভুবনকে পবিত্র করেন ॥

এই শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক করুণাসিন্ধু হাস্যবদন গৌরচন্দ্র আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আহা! নৃত্যোদ্যত গৌরচন্দ্র স্বয়ং জগতীতলে যে প্রেম প্রকাশ করিলেন, তাহাই ইঁহার করুণা ॥৭০॥

তত্রাপরেদ্যুরমলদ্যুমণিপ্রকাশো-
ঽদ্বৈতঃ সমেত্য করুণানিধিদর্শনায়।
স্নাত্বার্চ্চনঞ্চ বিরচয্য সমেতি যাবৎ
শ্রীবাসগেহমগমৎ প্রভুরেষ তাবৎ ॥৭১॥

গত্বাথ তত্র স মনাগ্ ঘসিতং বিধায়
দণ্ডে প্রসূনমুপযোজ্য চ হুঙ্কৃতেন।
এতদ্গদার্চ্চনমহো কৃতমস্তি দুষ্ট-
শান্ত্যর্থমিত্থমবদৎ কমলায়তাক্ষঃ ॥৭২॥

একোঽস্তি দুষ্টতম এব মদীয়ভক্ত-
দ্বেষী গলদ্ব্রণতনুর্বহুকুষ্ঠরোগৈঃ।
ভূয়োঽপি তং পরমনারকিনং বিধাস্যে
তচ্ছিষ্যকানপি তথা শ্বশৃগালভক্ষ্যান্ ॥৭৩॥

সেই স্থানে অপর একদিন নির্ম্মলসূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান্ অদ্বৈতপ্রভু করুণানিধি গৌরচন্দ্রের দর্শন নিমিত্ত স্নান পূজা করিয়া আসিবেন, ইতিমধ্যে মহাপ্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীবাসের গৃহে গমন করিলেন ॥৭১॥

অনন্তর কমলায়তলোচন মহাপ্রভু তথায় গমন করিয়া ঈষৎ হাস্য করত দণ্ডকে পুষ্প দ্বারা সজ্জিত করিয়া হুঙ্কারধ্বনি সহকারে এইরূপ কহিলেন যে, আমি দুষ্টদিগের শান্তিনিমিত্ত এই গদার পূজা করিয়াছি ॥৭২॥

আমার ভক্তদ্বেষী একজন অতিশয় দুষ্ট আছে, বহুবিধ কুষ্ঠরোগে তাহার শরীরে ব্রণসকল গলিত হইতেছে, কিন্তু আমি পুনর্ব্বার তাহাকে পরম নারকি ও তাহার শিষ্যগণকেও কুকুর শৃগালের ভক্ষ্য বিধান করিব ॥৭৩॥

ইচ্ছামি গন্তুমটবীমিত এব সা ভূ-
দ্ব্যাঘ্রস্য কেঽপি সদৃশা হরয়স্তথান্যে।
কেচিত্তথা তৃণনিভাস্তরবশ্চ কেচি-
ত্তেনেদমেব সুমহদ্বিপিনং সুদুর্গম্ ॥৭৪॥

অদ্বৈত আগত ইতি শ্রুতমস্তি কিং ত-
ন্নায়াত্যসৌ চিরমতো ননু তত্র যামি।
ইত্থং বিচিন্তয়ত এব পুরোঽস্য ভূমৌ
সোঽয়ং নিপত্য সভয়ং প্রণনাম ভূয়ঃ ॥৭৫॥

উত্থাপ্য শীঘ্রমথ তস্ত করে গৃহীত্বা
প্রাহ ত্বদর্থমিহ নূনমুপাগতোঽস্মি।
ইত্যূচিবান্ সহ স তেন সদা কৃপালুঃ
খট্বামধিষ্ঠিত ইতঃ প্রকটং ররাজ ॥৭৬॥

অতঃপর কহিলেন, আমি এ স্থান হইতে বন গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, এক্ষণে তাহা ব্যাঘ্র, বানর ও তৃণতরু সকলে সমাকীর্ণ হওয়ায় সুমহৎ বন দুর্গম হইয়াছে ॥৭৪॥

অদ্বৈত আগমন করিয়াছেন ইহা কি শুনা গিয়াছে, বোধ করি যখন বিলম্ব হইয়াছে তখন তিনি আগমন করেন নাই, তবে আমিই সেইখানে গমন করিতেছি। মহাপ্রভু এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে অদ্বৈত প্রভু আগমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অগ্রে ভূমি পতিত হইয়া সভয়ে প্রণাম করিলেন ॥৭৫॥

তখন গৌরচন্দ্র অদ্বৈতকে উঠাইয়া তদীয় কর ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি আপনার নিমিত্তই এস্থানে আসিয়াছি" এই বলিয়া পরমকৃপালু গৌরহরি অদ্বৈতের সঙ্গেই খট্টায় আরোহণ করিয়া প্রকটরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥৭৬॥

তস্যাজ্ঞয়াথ স ননর্ত্ত ভৃশং মহাত্মা-
দ্বৈতঃ সুখাতিশয়বিহ্বলচিত্তবৃত্তিঃ।
তত্তদ্বিলোক্য মুদিতো নিজগাদ নাথ-
স্তং তন্মনঃ সরসয়ন্ রসসিন্ধুচন্দ্রঃ ॥৭৭॥

সংপ্রার্থ্যতে সততমেভিরয়ে মহাত্মন্ !
প্রেমা তথা তব কৃতে খলু দাস্যতে সঃ।
সোঽপ্যব্রবীত্তব পদাম্বুজযুগ্মভক্তা
এতে ভবন্তি খলু পাত্রমমুষ্য সত্যম্ ॥৭৮॥

জ্যোৎস্নাবতীষু রজনীষু তথোপবিষ্ট-
স্তৈঃ সার্দ্ধমুদ্যদথরদ্যুতিদীপ্যমানঃ।
অদ্বৈতমেব নিজগাদ ভবান্ হি ভক্তঃ
ক্ষৌণ্যাং ত্বদর্থমিহ নূনমুপাগতোঽস্মি ॥৭৯॥

অনন্তর মহাপ্রভুর আজ্ঞায় অদ্বৈতপ্রভু সুখাতিশয়ে বিহ্বলচিত্ত হইয়া অত্যন্ত নৃত্য করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে স্বরূপ রসাম্বুধিচন্দ্র গৌরাঙ্গদেব হৃষ্ট হইয়া অদ্বৈতের মনকে অনুরক্ত করিয়া কহিলেন ॥৭৭॥

অরে মহাত্মন্ অদ্বৈত ! এই সকল লোক সর্বদা প্রেম প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু সেই প্রেম আপনার নিমিত্তই দান করিতেছি। অনন্তর অদ্বৈতও কহিলেন, এই সমস্ত লোক আপনার পাদপদ্মের ভক্ত, সুতরাং ইহাঁরাই প্রেম দানের পাত্র ॥৭৮॥

অনন্তর চন্দ্রতুল্য দীপ্তিশালী গৌরচন্দ্র জ্যোৎস্নাবতী রজনীতে ভক্তগণের সহিত উপবেশন করিয়া অদ্বৈতকে কহিলেন আপনিই ভক্ত, নিশ্চয়ই আপনার জন্যই আমি এই ধরাতলে আগমন করিয়াছি ॥৭৯॥

তচ্ছ্রুণ্বতাথ জগদে মধুরৈর্বচোভি-
র্ভীত্যা চ ভূরিকরুণো জগতীপতিঃ সঃ।
শ্রীবাসভূসুরবরেণ ভবৎকৃপৈষা
ভক্তঃ ক এষ যদিদং স্বয়মীশ উচে ॥৮০॥

রোষেণ কম্পদশনচ্ছদনদ্বয়স্তং
শ্রীবাসপণ্ডিতমুবাচ দৃঢ়ৈর্বচোভিঃ।
ভক্তঃ কিমুদ্ধব ইহৈনমৃতে মদীয়ঃ
কিম্বা শুকস্তব যদেবমভূন্মনীষা ॥৮১॥

অস্যাং হি ভারতভুবি প্রকটং কিমন্যো-
ঽদ্বৈতং বিনাস্তি সকলামরসঙ্ঘবন্দ্যম্
মত্তুল্য এব তদয়ং হ্যবধারণীয়ো
নৈবাস্য কোঽপি ভুবনে সদৃশোঽস্তি জাতু ॥৮২॥

এই কথা শ্রবণান্তর দ্বিজবর শ্রীবাস করুণানিধি জগৎপতি স্বয়ং ঈশ্বর গৌরহরিকে সভয়ে মধুর বাক্যে কহিলেন, স্বয়ং ঈশ্বর মহাপ্রভুকে এই কথা বলিলেন যে, "হে প্রভো! ভক্ত কে? ইহাতো কেবল আপনার অনুগ্রহ মাত্র ॥৮০॥

এই কথা শুনিয়া ক্রোধভরে গৌরচন্দ্রের অধরোষ্ঠ যুগল কম্পিত হইতে লাগিল, তখন তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে সুদৃঢ় বাক্যে কহিলেন, এই অদ্বৈত ব্যতিরেকে উদ্ধব অথবা শুকদেব আমার ভক্ত, ইহাই কি তোমার বুদ্ধি হইল? ॥৮১॥

এই ভারত ভূমিতে দেববৃন্দের বন্দনীয় অদ্বৈত ভিন্ন আর কে প্রকট আছে? এই অদ্বৈতকেই আমার তুল্যরূপে জানিবা, ইহলোকে ইহাঁর সদৃশ আর অন্য কেহই নাই ইহা নিশ্চয় অবধারণ করিও ॥৮২॥

তূষ্ণীং বভূব তদয়ং বচনং নিশম্য
তত্তত্তদা পুনরুবাচ তথা কৃপালুঃ।
অধ্যাত্মমত্র ন কদাপি ভবদ্বিধেন।
জিহ্বাগ্রতোঽপি করণীয়মিদং ক্ষণঞ্চ ॥৮৩॥

যত্ত্যচ্যতে ক্ষণমপি প্রকটং কদাপি
নো দাস্যতে পরমদুর্লভভক্তিযোগঃ।
ইত্যুক্তবত্যথবিভৌ মম বিস্মৃতি স্যা-
ত্তস্মিন্ তথা কুরু তথেত্যবদন্মহান্তঃ ॥৮৪॥

ঊচে মুরারিরিদমীশ্বর বেদ্মি নৈবা-
ধ্যাত্মং কদাপি ভগবন্ করুণাং বিধেহি
জানাসি তচ্ছ্রুতমিহাস্তি ময়া পুরস্তা-
দিত্যেব তৎ পথি জগাদ মহাপ্রভুঃ সঃ ॥৮৫॥

শ্রীবাস এই কথা শুনিয়া তূষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন, তখন কৃপাবান্ গৌরচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, অহে শ্রীবাস! তোমার সদৃশব্যক্তি যেন ক্ষণকালের জন্য-ও জিহ্বাগ্রে অধ্যাত্মবাক্য আনয়ন না করেন ॥৮৩॥

যদি অধ্যাত্ম তত্ত্ব উচ্চারণ কর তাহা হইলে আমি ক্ষণকালের জন্যও শ্রীকৃষ্ণে দুর্ল্লভ ভক্তিযোগ প্রদান করিব না। মহাপ্রভু এই কথা বলিলে শ্রীবাস কহিলেন প্রভো! যাহাতে আমার অদ্বৈত তত্ত্ব বিস্মৃতি হয় তাহাই করুন এবং মহান্তগণও ঐরূপ বলিতে লাগিলেন ॥৮৪॥

অনন্তর মুরারি গুপ্ত কহিলেন হে ঈশ্বর! হে ভগবন্! আমি কখন অধ্যাত্ম তত্ত্ব অবগত নহি, আমার প্রতি করুণা বিধান করুন। অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন তুমি জান, ইহা আমার পূর্ব্ব হইতেই শ্রুত আছে ॥৮৫॥

ইত্থং নিদাঘসময়ঃ স তদীয়নৃত্য-
গীতামৃতেন সততং সকলে নৃলোকে।
শৈত্যং স্বভাবমবলম্ব্য চকার ভূয়ঃ
স্নিগ্ধং বিচিত্রমিদমত্র মনস্তড়াগম্ ॥৮৬॥

সূক্ষ্মেণশুভ্রবসনেন সুখাবহেন
কৃত্বা শিরস্যনুপমাং মধুরাং বিভূষাম্ ।
উদ্যৎসুবিদ্রুমমনোহরহারকণ্ঠো
নৃত্যোদ্যমে বিজয়তে কনকাদ্রিগৌরঃ ॥৮৭॥

উদ্দামদোর্দ্বয়বিলাসবিশেষভাজা-
কেয়ূরকঙ্কণ লসদ্বলয়াদিনা চ।
হৈমাঙ্গুলীয়বিলসদ্‌বিরলাঙ্গুলীকো
নৃত্যোদ্যমে জয়তি মন্মথমন্মথোঽসৌ ॥৮৮॥

এই প্রকার সমুদায় মর্ত্ত্যলোকে গ্রীষ্ম সময় নিরন্তর নৃত্যকীর্ত্তনরূপ অমৃতে শৈত্যস্বভাব অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার মনোরূপ তড়াগকে যেন স্নিগ্ধ করিল। ইহাই আশ্চর্য্য ॥৮৬॥

অনন্তর কনকাচল সদৃশ গৌরচন্দ্র সুখাবহ শুভ্র ও সূক্ষ্মবসনে মস্তকের অনুপম মধুর বিভূষা করিয়া সুপ্রকাশ প্রবালের মনোহর হার কণ্ঠদেশে পরিধান পূর্ব্বক নৃত্যোদ্যমে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥৮৭॥

আহা! সুবর্ণ নির্ম্মিত অঙ্গুরীতে যাঁহার সুবিরল অঙ্গুলী সকল শোভিত, সেই কন্দর্পেরও বিমোহনকারী গৌরচন্দ্র বাহু যুগলের বিশেষ শোভা সম্পাদক কেয়ূর, কঙ্কণ ও শোভমান বলয়া প্রভৃতি ভূষণে বিভূষিত হইয়া নৃত্যোদ্যমে জয় যুক্ত হইতেছেন ॥৮৮॥

প্রত্যগ্রফুল্লসরসীরুহরম্যপাণিঃ
কান্তিচ্ছটাস্রবণদীপিতদিক্‌সমূহঃ ।
বক্ষঃস্থলদ্যুতিবিনির্জ্জিতমেরুশৃঙ্গো
নৃত্যত্যসাববিরতং মধুরাধরৌষ্ঠঃ ॥৮৯॥

চঞ্চন্মনোরমধটীপরিধানরম্য-
স্তত্তদ্বহির্বিলসতা রসনেন কম্রঃ ।
উদ্দামনর্ত্তকঘট্টামুকুটার্ঘরত্নং
লাস্যে বিলাসরসিকো মধুরং চকাস্তি ॥৯০॥

শ্রীমন্নিতম্ব-পরিবিম্ব-বিলম্বিরাজ-
দুদ্দামসারসনবিভ্রমচিত্তহারী ।
উরুদ্বয়োরু পরিণাহমিষেণচারু-
সদ্বৃত্তরামকদলীদ্বয়মেব বিভ্রৎ ॥৯১॥

অপর, অভিনব প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় যাঁহার হস্ত রমনীয়, ও যাঁহার অঙ্গ লাবণ্য ইতস্তত: বিচলিত হইয়া চতুর্দ্দিক উদ্দীপিত করিতেছে, যাঁহার বক্ষঃস্থলের কান্তি স্বর্ণাচল সুমেরুর শৃঙ্গকেও নির্জ্জিত করিতেছে এবং যাঁহার অধরৌষ্ঠ সুমধুর, সেই মহাপ্রভু অবিরত নৃত্যে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥৮৯॥

অপিচ, যিনি চঞ্চল মনোরম ধটী পরিধান করিয়া রমণীয় হইয়া তথা ঐ ধটীর বহিস্থিত সুশোভিত ক্ষুদ্র ঘন্টিকায় কমনীয় এবং যিনি উদ্দাম নর্ত্তকগণের মস্তকের পূজনীয় রত্নস্বরূপ, সেই বিলাস রসিক গৌরচন্দ্র মধুরভাবে শোভা পাইতেছেন ॥৯০॥

অপর, শোভন নিতম্বের উপরি লম্বমান মনোজ্ঞ কটিবন্ধন সূত্রের বিলাসে যিনি সকলের চিত্তহারী হইয়াছেন এবং যিনি উরুযুগলের মহতী বিশালতাছলে সুচারু ও বর্ত্তুল রামরম্ভাকেই যেন ধারণ করিয়াছেন ॥৯১॥

শ্রীমৎপদাম্বুজযুগং বরহংসকান্তৈ-
রুদ্যন্নখেন্দুমণিদীধিতিভিঃ প্রফুল্লম্ ।
বিভ্রদ্‌বিলাস পরমঙ্কতলঞ্চ রম্যং
নৃত্যোৎসবে বিজয়তে দ্রুতহেমগৌরঃ ॥৯২॥

উদ্যৎপ্রবালরুচিরঞ্জিতপাদমূলো
বিন্যাসচারুমধুরং বিহরন্ পৃথিব্যাম্ ।
নৃত্যোদ্যমে মধুরকোমলকান্তকান্তিঃ
শ্রীমাননঙ্গ ইব বিগ্রহবাংশ্চকাশে ॥৯৩॥

উদ্যন্মৃদঙ্গকরতালকমন্দিরাদ্যৈ-
রুচ্চৈশ্চরৎ স্বরপুরঃসররম্যগীতৈঃ ।
বিপ্রাঙ্গণাগণ মুখাম্বুরুহোদ্‌গতেন
প্রোচ্চৈ রুলূলুনিনদেন মহান্‌মহোঽভূৎ ॥৯৪॥

যাঁহার উৎকৃষ্ট নূপুরাদিতে এবং উদয়শীল নখরূপ চন্দ্রকান্তমণি হইতে সমুত্থিত কিরণমালায় শোভমান পাদপদ্ম যুগল প্রফুল্ল, যাঁহার ক্রোড়তল পরমবিলাসে মনোহর হইয়াছে, সেই গলিতকাঞ্চনকান্তি গৌরচন্দ্র নৃত্যোৎসবে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥৯২॥

যাঁহার পাদমূল প্রবালকান্তিসমূহে রঞ্জিত সেই সুমধুর কোমলকান্তি শ্রীমান্ গৌরহরি পৃথিবীতে মনোজ্ঞ মধুর পদবিন্যাসে বিহার করিতে করিতে নৃত্যোৎসবে শরীরী কন্দর্পরাজের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন ॥৯৩॥

আহা! বাদিত মৃদঙ্গ, করতাল ও মন্দিরার ধ্বনিতে সমধিকরূপে স্বর উন্নত হওয়ায় রমণীয় গান এবং বিপ্রাঙ্গনাগণের মুখপদ্ম বিনিঃসৃত উলুলু-ধ্বনিতে সেই নৃত্যোৎসব সুমহান্ হইয়া উঠিল ॥৯৪॥

পুংস্কোকিলস্বরমনোহরকণ্ঠনাদাঃ
সন্মন্দিরাযুগবিভূষিতপাণিপদ্মাঃ।
উচ্চৈর্জগুঃ সপদি নৃত্যমবেক্ষ্য তস্য
হৃষ্টাঃ প্রমোদমধুরং পুলকাকুলাঙ্গাঃ ॥৯৫॥

রোমাঞ্চসঞ্চিততনু র্গলদশ্রুধারা-
ধৌতঃ শ্রমাম্বুলহরীপরিমিশ্রিতাঙ্গঃ।
ভাবৈরথাষ্টভিরশেষরসেন নাথঃ
প্রোদ্দাম নর্ত্তক ঘটা মুকুটার্ঘ রত্নম্ ॥৯৬॥

উদ্দামনিশ্বসিতমারুতবেপমান-
রক্তাধরদ্বিতয়পল্লবকান্তিকম্রঃ।
দন্তাংশুধৌতদশনচ্ছদভিন্নকান্তি-
কান্তো ররাজ নটনেন বিলাসভাজা ॥ (যুগ্মকম্) ৯৭ ॥

তখন বিপ্রাঙ্গনাগণ মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করত অতিশয় হৃষ্ট এবং অতীব পুলকাকুল হইয়া হস্তে উত্তম মন্দিরা গ্রহণ পূর্ব্বক কোকিলতুল্য সুশ্রাব্য উচ্চস্বরে আনন্দে সুমধুর গান করিতে লাগিলেন ॥৯৫॥

তৎকালে যাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত, গলদশ্রু ধারায় ধৌত, ও শ্রমজন্য বহমান ঘর্ম্মবারিতে সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত এবং যিনি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব ও অশেষ রসে প্রোদ্দাম নর্ত্তক সকলের মুকুটের পূজনীয় রত্ন স্বরূপ, তথা যিনি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা কম্পিত দুইটী রক্তবর্ণ অধর পল্লবের মনোহর কান্তিতে কমনীয় এবং যাঁহার দশন কিরণে ওষ্ঠের কান্তিভেদ হইতেছে, সেই কমনীয় মূর্ত্তি নবদ্বীপনাথ গৌরচন্দ্র বিলাসশালি নৃত্য দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৯৬॥৯৭॥

ইত্থং বিধায় নটনং নবকম্বলেন
রম্যে বরাসনতলে পটুবিভ্রমাঢ্যঃ।
তত্রোপবিশ্য বিশদে মধুরং জগাদ
শ্রীবাসপণ্ডিতমতীব সুভাগধেয়ম্ ॥৯৮॥

শ্রীবিষ্ণুভক্তিরিয়মেব ভবানমুষ্যা
বাসঃ স্থিতিস্ত্বয়ি বিরাজতি বিষ্ণুভক্তিঃ।
শ্রীবাস ইত্যধিকৃতো মধুরেণ নাম্না
পশ্চান্মুরারিমবদৎ কবিতাং পঠেতি ॥৯৯॥

সোহয়ং পপাঠ কবিতাং স্বকৃতামনেকাং
শ্রীরাঘবেন্দ্রগুণরূপবিলাসগাথাম্।
ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহ-
শ্লোকাষ্টকং পদমধাত্তদমুষ্য মূর্দ্ধি ॥১০০॥

অতিশয় বিলাসশালী শ্রীগৌরাঙ্গদেব এইরূপে নৃত্যবিধান পূর্ব্বক নূতন কম্বল দ্বারা উত্তম আসনে উপবেশন করিয়া অতিশয় ভাগ্য সম্পন্ন শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলেন ॥৯৮॥

অহে শ্রীবাস! এই দেখ, শ্রী শব্দে বিষ্ণুভক্তি, তোমাতেই ইঁহার বাস অর্থাৎ স্থিতি বিরাজ করিতেছে, সুতরাং বিষ্ণুভক্তি তোমাতেই আছে এই নিমিত্ত "শ্রীবাস" এই মধুর নাম তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে, এই বলিয়া পশ্চাৎ মুরারি গুপ্তকে কহিলেন তুমি কবি কবিতা পাঠ কর ॥৯৯॥

তখন মুরারিগুপ্ত শ্রীরামচন্দ্রের গুণ, রূপ ও বিলাস-গাথা সমন্বিত অনেক স্বকৃত কবিতা পাঠ করিলেন এবং শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র, এইরূপে রঘুনন্দন রাজসিংহ রামচন্দ্রের শ্লোকাষ্টক শ্রবণ করিয়া মুরারি গুপ্তের মস্তকে চরণপদ্ম সমর্পণ করিলেন ॥১০০॥

ত্বং 'রামদাস' ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদা-
দ্ভালে লিলেখ চতুরক্ষরমেতদেব।
পশ্চাৎ পপাঠ মধুরং মধুরাকৃতিঃ স
শ্লোকং মহাপ্রভুরতীব কৃপাসমুদ্রঃ ॥১০১॥

'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥"
ইত্থং পপাঠ মধুরং তত আগতাংস্তা-
নূচে দ্বিজান্ দ্বিজময়ূখসমাপ্লুতোষ্ঠঃ।
শ্রীবাস এব বদতীহ যদা যথা বৈ
কর্ত্তব্যমেতদধুনা নিয়তং ভবদ্ভিঃ ॥১০২॥

শ্রীরামপণ্ডিতমথাহ সদৈব কার্য্যং
জ্যেষ্ঠস্য সেবনমিদং হি মমৈব সেবা।
এতেন তে সকলমেব শিবায় ভূয়া-
দিত্থং বদন্ স রুরুচে রুচিরাননেন্দুঃ ॥১০৩॥

এবং কহিলেন, অহে মুরারি গুপ্ত! তুমি আমার অনুগ্রহে শ্রীরাম চন্দ্রের দাস হও, এই বলিয়া তাঁহার ললাটদেশে "রামদাস" এই চারিটি অক্ষর লিখিয়া দিলেন। পশ্চাৎ অতীব কৃপাসমুদ্র মধুরাকৃতি মহাপ্রভু সুমধুর স্বরে শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন যথা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। হে উদ্ধব! যোগশাস্ত্র অথবা সাংখ্যযোগ, স্বস্ব বেদ শাখার অধ্যয়ন বা তপস্যা অথবা দান দ্বারা আমাকে তদ্রূপ প্রাপ্ত হয় না, যেমন মদ্বিষয়ক দৃঢ় ভক্তি দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।

এই প্রকার সুমধুরস্বরে শ্লোক পাঠানন্তর যে সকল ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন হাস্য বদনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, এই শ্রীবাসই যখন যাহা বলিবেন এক্ষণে আপনাদের নিয়ত তাহাই করা কর্ত্তব্য ॥১০১।১০২॥

অনন্তর শ্রীরাম পণ্ডিতকে কহিলেন তুমি সর্বদা জ্যেষ্ঠের সেবা করিও এবং

শ্রীবাসপণ্ডিতসমর্পিতদুগ্ধপুগ-
মাল্যানি তত্র স নিষেব্য ততোঽবশেষম্।
তেভ্যঃ প্রসাদসুমুখো নিজপাদপদ্ম-
ভক্তেভ্য এব ভগবান্ প্রদদৌ কৃপাব্ধিঃ ॥১০৪॥

ইত্থং নিনায় সকলাং স নিশাং নিশেশ-
কোটিপ্রকাশমধুরাননচন্দ্রবিম্বঃ।
উদ্‌যাতি তিগ্মকিরণেঽথ মহাপ্রভুং তম্
সংনম্য বেশ্মনি যথাতথমীয়ুরেতে ॥১০৫॥

ভূয়শ্চ দেবতটিনীপ্লবনেন মুগ্ধাঃ
সংপূজ্য দেবসদনাচ্চ যথাযথং তে।
আজগ্মুরস্য পদপঙ্কজদর্শনার্থং
তন্মাত্রজীবনমহৌষধয়ো মহান্তঃ ॥১০৬॥

নিশ্চয় জানিবা যে, ইহা আমারই সেবা, ইহাতে তোমার সম্যক্ মঙ্গল হইবে এই বলিয়া মনোহর চন্দ্রবদন গৌরাঙ্গদেব বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥১০৩॥

তদনন্তর শ্রীবাস পণ্ডিতের সমর্পিত দুগ্ধ, গুবাক্ ও মাল্য সকল গ্রহণ করিয়া অবশেষে কৃপাসমুদ্র গৌরাঙ্গদেব প্রসন্ন বদনে নিজ পাদপদ্মের ভক্ত-দিগকে অবশেষ প্রদান করিলেন ॥১০৪॥

সে যাহা হউক, কোটি কোটি নিশাপতির ন্যায় সুপ্রকাশ মধুরানন ও চন্দ্রকান্তি সেই গৌরহরি এই প্রকারে সমুদায় নিশাযাপন করিলেন, অনন্তর সূর্য্যদেব উদয় হইলে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন ॥১০৫॥

গৌরচন্দ্রই যাহাদিগের মহৌষধি স্বরূপ সেই সকল মহান্তগণ সুরতরঙ্গিণী গঙ্গায় অবগাহনে মনোহর-কান্তি সম্পন্ন হইয়া ও দেবার্চ্চন করিয়া দেবভবন হইতে যথাক্রমে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সন্দর্শনার্থ পুনর্ব্বার আগমন করিলেন ॥১০৬॥

দৃষ্ট । মহাপ্রভুরথৈষ সমাগতাংস্তা-
নূচে পয়োধরগভীররবঃ সুধীরম্ ।
অত্রাগতোঽস্তি মতিমানবধূত-নিত্যা-
নন্দঃ শ্রুতং কথমমুষ্য বিলোকনং স্যাৎ ॥১০৭॥

হে রামপণ্ডিত মুকুন্দ মুরারি গুপ্ত
নারায়ণ দ্রুতমিতস্ত্বরিতং প্রযাত ।
অত্রাস্তি স প্রচুরভাগ্যভরো মহাত্মা
গত্বা সমানয়ত তং মহিতানুভাবম্ ॥১০৮॥

আজ্ঞাপিতা ইতি মহাপ্রভুনা ততস্তে
গত্বা ভৃশং পথি বিচার্য ন তং বিলোক্য ।
ভূয়ঃ সমেত্য চ বিলোকিত এষ নৈব
কুত্রাপি কিং বত বিধেয়মিতীদমূচুঃ ॥১০৯॥

অনন্তর সমাগত ভক্তগণকে অবলোকন করিয়া মেঘের ন্যায় সুগভীর রবশালী গৌরহরি সুধীর বাক্যে কহিলেন, "মতিমান অবধূত নিত্যানন্দ এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, তোমরা একথা শুনিয়াছ? বলিতে পার কি? কি রূপে ইহাঁর দেখা হইবে?" ॥১০৭॥

তৎপরে কহিলেন "হে রাম পণ্ডিত। হে মুকুন্দ! হে মুরারি গুপ্ত! হে নারায়ণ! তোমরা শীঘ্র এ স্থান হইতে গমন কর, সেই মহানুভাব নিত্যানন্দকে লইয়া আইস, তিনি প্রচুর ভাগ্যশালী মহাত্মা এই স্থানেই কোথায় অবস্থিত আছেন" ॥১০৮॥

মহাপ্রভু কর্তৃক ভক্তগণ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তৎপরে গমন করত পথ মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোনস্থানে নিত্যানন্দকে দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার প্রভুর নিকটে আগমন করত নিবেদন করিলেন, হায়! কৈ আমরা ত তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, এখন কি কর্তব্য হয়? ॥১০৯॥

ভূয়স্তথাহ ভগবানধুনা ন দৃশ্যঃ
সোঽয়ং ভবদ্ভিরিহ সায়মবেক্ষিতব্যঃ ।
স্বান্ স্বান্ গৃহান্ সপদি গচ্ছত তত্তদানী-
মত্রাগমিষ্যথ তথেতি যযুর্গৃহং তে ॥১১০॥

সায়ং ততঃ পথি চলন্ সহ তৈঃ কৃপালু-
র্বৈদ্যং মুরারিমবলোক্য জগাদ ধীরম্ ।
আচার্য্যনন্দনগৃহেঽস্তি হি সোঽবধূত-
স্তত্র প্রযাহি চপলং তমিহানয়েতি ॥১১১॥

ইত্থং স তত্র সমুপেত্য দদর্শ নিত্যা-
নন্দং প্রভুং চ সমলোকয়দেষ সাক্ষাৎ । (পশ্চাৎ)
আনম্য তং মধুরমাহ সুধাংশুকম্রঃ
কাক্বা নয়েন বিনয়েন কৃপারসাব্ধিঃ ॥১১২॥

অনন্তর ভগবান্ গৌরচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন তোমরা এক্ষণে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না, সায়ংকালে দর্শন করিও, সম্প্রতি স্বীয় স্বীয় গৃহে গমন কর, সায়ংকালে এই স্থানে আসিও, এই কথা বলিলে ঐ সকল ভক্তগণ নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন ॥১১০॥

তদনন্তর কৃপালু গৌরচন্দ্র সায়ংকালে ভক্তগণ সহিত পথমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বৈদ্য মুরারিকে দেখিয়া ধীর স্বরে কহিলেন, আচার্য্য নন্দনের গৃহে সেই অবধূত নিত্যানন্দ অবস্থিত আছেন, তোমরা শীঘ্র গিয়া তাঁহাকে এই স্থানে লইয়া আইস ॥১১১॥

এই প্রকারে চন্দ্রতুল্য কমনীয়-কান্তি কৃপাসমুদ্র গৌরহরি তথায় উপস্থিত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন, পশ্চাৎ প্রণাম করিয়া কাকু ও বিনয় সহকারে মধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন ॥১১২॥

ত্বং ভূতলেঽতুলমহামহিমার্ণবোঽসি
সংসারসাগর বিশোষণমাতনোষি।
নিঃশেষদেহিকুল নন্দথুমেব কুর্ব্বন্
পাষণ্ডিনাং হৃদয়মাকুলয়স্যশেষম্ ॥১১৩॥

ত্বং ত্যক্তলোকনিচয়োঽপি সমস্তলোক-
সম্যক্শ্রিতাঙ্ঘ্রিকমলদ্বয় এব নিত্যম্।
বৈরাগ্যমাশ্রয়সি সন্ততমেব লোকে
রাগো মহান্ প্রবিরতঃ খলু লক্ষ্যতেঽসৌ ॥১১৪॥

ইত্যূচিবান্ সহনিজাঙ্ঘ্রিসরোজভক্তৈঃ
সঙ্কীর্ত্তনং সমকরোন্নটনঞ্চ ভূয়ঃ।
তত্রাবধূতপদধূলিভিরাত্মলোক-
শীর্ষং চকার পরিপূততমং পরং সঃ ॥১১৫॥

আপনি এই ভূতলে নিরুপম মহামহিমার সমুদ্রস্বরূপ এবং সংসার-সাগরের বিশেষ রূপে শোষণ বিস্তার করিতেছেন, তথা সমুদায় দেহধারি-দিগের আনন্দ বৃদ্ধি করত পাষণ্ডিগণের হৃদয়কে অশেষ রূপে আকুলিত করিতেছেন ॥১১৩॥

হে ভগবন্! আপনি সমুদায় লোক পরিত্যাগ করিলেও লোক সকল সম্যক্ প্রকারে আপনার চরণপদ্মদ্বয়কে নিত্য আশ্রয় করিয়াছে, কি আশ্চর্য্য! যদিচ আপনি ইহলোকে নিরন্তর বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছেন তথাপি আপনাতে অবিরত সুমহান্ রাগ লক্ষিত হইতেছে (এই শ্লোকটীতে বিরোধাভাস অলঙ্কার আছে) ॥১১৪॥

গৌরহরি নিত্যানন্দকে এই কথা বলিয়া নিজ পাদপদ্মের ভক্তগণের সহিত পুনর্ব্বার সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, পরে ঐ সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে অবধূত নিত্যানন্দের চরণধূলি দ্বারা স্বীয় লোক সকলের মস্তক সম্যক্ রূপে পবিত্র করিতে লাগিলেন ॥১১৫॥

ইত্থং ব্রজন্ পথি শচীতনয়ঃ স তৈস্তৈ-
স্তস্যাবধূতপরমস্য কথাং জগাদ।
জ্ঞানং পুরো ভবতি ভক্তিরথো বিরক্তি-
রিত্থং বদত্যয়মতঃ পরমোঽয়মেব ॥১১৬॥

ইত্থং বিচিন্ত্য করুণাব্ধিরথাপরেদ্যু-
র্ভিক্ষার্থমস্য নিয়তং নিরতো বভূব।
সদ্ভোজিতং তদনু চন্দনকুঙ্কুমাদ্যৈঃ
প্রত্যঙ্গমেবমনুলিপ্য ননন্দ নাথঃ ॥১১৭॥

অন্যেদ্যুরেষ ভগবানবধূতবেশঃ
শ্রীবাসগেহমগমৎ ক্ষুধিতঃ প্রকামম্।
আমন্ত্র্য সোঽনুমুমুদে ধরণীসুরাগ্র্যো
ভিক্ষাং দদৌ তদনু চন্দনকৈর্লিলেপ ॥১১৮॥

অনন্তর শচীনন্দন গৌরাঙ্গদেব সেই সেই ভক্তগণের সহিত পথমধ্যে গমন করিতে করিতে শ্রেষ্ঠতম অবধূত নিত্যানন্দের কথা কহিতে লাগিলেন, ইহাঁর অগ্রে জ্ঞান, ভক্তি ও বিরক্তি বর্ত্তমান আছে অতএব ইনি অতিশয় শ্রেষ্ঠ ॥১১৬॥

করুণাসাগর গৌরাঙ্গদেব এই রূপ চিন্তা করিয়া পর দিবস নিত্যানন্দের ভিক্ষার নিমিত্ত নিরন্তর যত্নবান হওত তাঁহাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ চন্দনকুঙ্কুমাদি দ্বারা তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুলেপন করত আনন্দিত হইলেন ॥১১৭॥

অন্যদিবস নিত্যানন্দ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দ্বিজবর শ্রীবাসের ভবনে গমন করিলেন। শ্রীবাসও তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক যথেষ্ট ভিক্ষা দিলেন এবং ভোজনান্তে চন্দনাদি দ্বারা তদীয় অঙ্গসমুদায় লেপন করিয়া দিলেন ॥১১৮॥

বিশ্রামমত্র স চকার তথৈব ভুক্ত্বা
তত্রৈব সোঽপি করুণানিধিরুদ্‌গতোঽভূৎ।
আগত্য দেবনিলয়ে বরকম্বলেন
রম্যং বরাসনমুপেত্য ররাজ নাথঃ ॥১১৯॥

উচেঽবধূতমথ গৌরসুধাকরোঽসৌ
মাং পশ্য পশ্য কৃতবানসি যচ্ছ্রমং ত্বম্।
ইত্যুক্ত এষ নহি কিঞ্চন তস্যদেহে
ঐপ্রেক্ষিষ্ট নৈব তদবুদ্ধ মহানুভাবঃ ॥১২০॥

জ্ঞাত্বা স ইত্থমতি কারুণিকস্ততস্তা-
নূচে বহির্ব্রজত শীঘ্রমিতো ভবন্তঃ।
গচ্ছৎসু তেষু স চ তত্র দদর্শ তস্য
দেহে দিনেশশতকোটিমহো মহীয়ঃ ॥১২১॥

নিত্যানন্দ প্রভু ভোজনান্তে বিশ্রাম করিলে পর, করুণানিধি গৌরহরিও সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবালয়ে গিয়া উৎকৃষ্ট কম্বলের রমণীয় আসনে উপবেশন করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১১৯॥

অনন্তর গৌরচন্দ্র অবধূতকে কহিলেন,আপনি যে শ্রম করিয়াছেন তন্নিমিত্ত আমাকে দর্শন করুন, এই কথা বলিলে অবধূত তাঁহার দেহে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, মহানুভাব মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিলেন ॥১২০॥

তখন অতি কারুণিক গৌরহরি ঐ বিষয় অবগত হইয়া ভক্তগণকে কহিলেন তোমরা এস্থান হইতে শীঘ্র বাহিরে গমন কর, এই আজ্ঞায় ভক্তসকল গমন করিলে প্রভুবর নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গদেবের অঙ্গে শতকোটি সূর্য্যের ন্যায় অতীব মহৎ তেজ দর্শন করিলেন ॥১২১॥

পুরঃ ষড়্‌ভির্দোর্ভিঃ পরমরুচিরং তত্র চ পুন-
শ্চতুর্ণাং বাহূনাং পরমললিতত্বেন মধুরম্‌ ।
তদীয়ং তদ্রূপং সপদি পরিলোচ্যাশু সহসা
তদাশ্চর্য্যং ভূয়ো দ্বিভুজমথ ভূয়োঽপ্যকলয়ৎ ॥১২২॥

বিলোক্যেত্থং তত্তৎ পরমরমণীয়ং সুমধুরং
কৃপাসিন্ধো রূপামৃতমিদমমন্দং প্রমুদিতঃ ।
জহাসোচ্চৈর্নৃত্যন্নতিশয়সুখাস্ফালনপরো
ভৃশং নিত্যানন্দঃ সুখজলধি সংপ্লাবিততনুঃ ॥১২৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
ভক্ত-সম্মেলনম্‌ নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

তৎপরে প্রথমতঃ ছয় বাহুতে ঐ মূর্ত্তি পরম রুচিকর, পুনর্ব্বার সেই মূর্ত্তি চারি বাহুতে পরম মনোহর হওয়ায় তদীয় মধুর রূপ অবলোকন করিলেন, তাহার পর তৎক্ষণাৎ সেই প্রসিদ্ধ অত্যাশ্চর্য্য দ্বিভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন ॥১২২॥

কৃপাসমুদ্র গৌরাঙ্গদেবের এই প্রকার সেই সেই পরম রমণীয় সুমধুর রূপ দর্শন করত নিত্যানন্দ অতিশয় প্রমুদিত হইয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন এবং নৃত্য করিতে করিতে সুখে বাহু আস্ফালন করত সুখসমুদ্রে তাঁহার তনু সংপ্লাবিত হইল ॥১২৩॥

সপ্তমঃ সর্গঃ

অপরেহ্যুরেষনিশি সুপ্তিমিতো
বিরুরোদ নির্ভরমতিপ্রকটম্।
তনয়ং তথাবিধমবেক্ষ্য শচী
সভয়ং জগাদ জগদেকপতিম্ ॥১॥

কিমু তাত! রোদিতি ভবানবদৎ
স তথেতি মাতরমুবাচ ততঃ।
অয়ি নিদ্রয়া বিকলিতেন ময়া
স বিলোকিতোঽস্তি মধুরো মধুরঃ ॥২॥

নবনীল-নীরদসমূহ-রুচি-
র্নবনীল-কণ্ঠদল-মণ্ডনকঃ।
ঘনমেদুরাতিকুটিল-প্রসরৎ-
কচসঞ্চয়-প্রসৃতভালতলঃ ॥৩॥

অপর একদিন গৌরচন্দ্র রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় রোদন করিতে ছিলেন, শচীদেবী তনয়কে তথাবিধ অবলোকন করিয়া জগতের একমাত্র পতি গৌরাঙ্গকে কহিলেন ॥১॥

বৎস, তুমি রোদন করিতেছ কেন? এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গদেব মাতাকে কহিলেন, অয়ি মাতঃ! আমি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া কোন একটি সুমধুর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছি ॥২॥

মা! সেই মূর্ত্তির আশ্চর্য্য শোভার কথা আর কি বলিব, যাঁহার নবনীরদ সমূহের ন্যায় কান্তি, যাঁহার ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, মেঘের ন্যায় স্নিগ্ধ নীলবর্ণ কুটিলতম কেশকলাপ ললাটদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ॥৩॥

স্মরস্মনসঞ্চয়বতংসরস-
প্রমদভ্রমদ্ভ্রমরবিভ্রমভৃৎ।
অলসোল্লসন্মধুরচিল্লিলতঃ
শ্রবণান্তসঞ্চরিতনেত্রযুগঃ ॥৪॥

অরুণারুণাক্ষিকমলঃ প্রমদো
ঘনসান্দ্রদৃষ্টিলহরীমধুরঃ।
সদপাঙ্গভঙ্গিমজগন্মদনঃ
স্মিতগণ্ডমণ্ডলসন্মুকুরঃ ॥৫॥

তপনীয়কুণ্ডলবিলাসলস-
চ্ছ্রবণদ্বয়ীহৃত জগদ্ধৃদয়ঃ।
নববিদ্রুমদ্রুমকড়ম্বলস-
ন্মধুরাধর দ্যুতি সুধামধুরঃ ॥৬॥

যাঁহার লবঙ্গপুষ্পের গুচ্ছরচিত শিরোভূষণে মধুকরসকল রসলোলুপ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে এবং যাঁহার নেত্রলতা অলসযুক্ত ও নেত্রযুগল শ্রবণ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ॥৪॥

লোচনপদ্ম, প্রভাতিক অরুণের ন্যায় অরুণ বর্ণ কমলনয়ন, ঘনতর দৃষ্টিতরঙ্গে সুমধুর, উত্তম অপাঙ্গভঙ্গিদ্বারা জগতের মদন স্বরূপ, এবং যাঁহার হাস্যান্বিত গণ্ডমণ্ডল প্রশস্ত মুকুর তুল্য দেদীপ্যমান হইতেছে ॥৫॥

যিনি সুবর্ণ নির্মিত কুণ্ডলের সঞ্চালনযুক্ত শ্রবণদ্বয়ে জগতের হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছেন এবং যিনি অভিনব বিদ্রুম বৃক্ষের কড়ম্ব অর্থাৎ প্রবালাঙ্কুরের ন্যায় মনোহর অধর কান্তিতে সুধা অপেক্ষাও মধুর ॥৬॥

দশনপ্রসূন রুচিমঞ্জরিকা-
ধরপল্লবারুণিমকম্রমুখঃ।
মধুমাধুরী মধুর সচ্চিবুকঃ
শুচিকম্বুকণ্ঠতটহারধরঃ ॥৭॥

নবমৌক্তিকপ্রকরহারলতা-
বিলসদ্গলো বিলসদংসতটঃ।
তপনীয়সূত্রপরিক৯প্তলস-
দ্বরকৌস্তুভস্ফুরদুরঃসরণিঃ ॥৮॥

অমরপ্রসূননবমাল্যকলা-
ললিতোরুপীনসদুরো মধুরঃ।
বরজানুলম্বিমৃদুপীনভুজা
বিলসদ্বরাঙ্গদসুকঙ্কণকঃ ॥৯॥

দন্তকুসুমমঞ্জরী অধরপল্লবের রক্তিমায় যাঁহার বদন অতীব মনোজ্ঞ হইয়াছে, সুমধুর চিবুক অর্থাৎ ওষ্ঠের নিম্নভাগ যাঁহার সুমধুর মাধুরীযুক্ত, শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত কণ্ঠতটে যিনি হার ধারণ করিয়াছেন ॥৭॥

যাঁহার নূতন মুক্তাহার সমূহে গলদেশ ও স্কন্ধতট শোভমান এবং স্বর্ণ সূত্র গ্রথিত শোভাশালি কৌস্তুভমণি দ্বারা যাঁহার বক্ষঃস্থল সুবিরাজিত ॥৮॥

লবঙ্গ কুসুমের মালায় যাঁহার উন্নত বক্ষঃস্থল মাধুর্য্য বিস্তার করিতেছে এবং যাঁহার উৎকৃষ্ট জানু পর্য্যন্ত লম্বমান ভুজযুগলে পরিহিত অঙ্গদ ও কঙ্কণ শোভা বিস্তার করিতেছে ॥৯॥

করমেয়মধ্যমবিলাসলস-
দ্দরবন্ধুরোদরকটীরতটঃ।
অভিনাভিবীততপনীয়ধটী-
লসদঞ্চলাঞ্চিতপদাগ্রতটঃ ॥১০॥

স্মিতদীধিতি-স্নপিতদিগ্বলয়ঃ
করুণাকটাক্ষমধুরঃ কমলঃ।
ইতি তং বিলোক্য সহসাবিরভূৎ
সুখসঞ্চয়ৈর্মম সুবিহ্বলতা ॥১১॥

অথ রোদিমি প্রতিমুহুর্বিকলঃ
সুখসাগরেঽস্মি কৃতসংপ্লবনঃ।
তনয়োদিতান্যথ নিশম্য শচী
সহসাভবৎ সপুলকং মুদিতা ॥১২॥

যাঁহার মুষ্টিপরিমিত মধ্যদেশস্থিত উদর ও কটিতট নিম্নোন্নতভাবে শোভিত হইতেছে, যাঁহার নাভিদেশের উপরি পরিহিত স্বর্ণধটী অর্থাৎ স্বর্নসূত্র অল্প পরিসর বসনের অঞ্চল দোদুল্যমান হইয়া শ্রীচরণাগ্রের শোভা বিস্তার করিতেছে ॥১০॥

যাঁহার সুমধুর হাস্যছটায় দিঙ্মণ্ডল প্লাবিত হইতেছে, এবং যিনি করুণা কটাক্ষে মধুর ও কমল তুল্য হইয়াছেন, এইরূপ তাহাকে অবলোকন করিয়া সুখসঞ্চয়সমূহ দ্বারা সহসা আমার বিহ্বলতা আবির্ভূত হইল ॥১১॥

অনন্তর আমি আনন্দ সাগরে পতিত ও বিকল হইয়া তখন ক্ষণে ক্ষণে রোদন করিতেছি। শচীদেবী তনয়ের এইরূপ বাক্য শুনিয়া সহসা সপুলক কলেবরে আনন্দানুভব করিলেন ॥১২॥

প্রভুরপ্যসৌ নয়নবারিঝরৈ-
র্জলধিদ্বয়ং কিমদধাত্তুরসি।
কিয়তা দিনেন সমুপেত্য বভৌ
দ্বিজ পুঙ্গবালয়বরং তদিদম্ ॥১৩॥

মহনীয়মূর্ত্তিরবধূতবিভুঃ
পরিধূত সর্ব্ব কলিকালমলঃ।
সপুনরেব তত্র করুণাম্বুনিধে-
রতিসুন্দরীং মধুররূপসুধাম্ ॥১৪॥

অপিবদ্বিলোচনপুটেন মুহু-
র্নতৃষোঽস্য পারমগমদ্বিভবঃ।
বরষড়্ভুজং তমথ দক্ষিণতো
দরচক্রনির্মলগদাস্ত্রধরম্ ॥১৫॥

মুরলীবরাম্বুরুহ-শার্ঙ্গ ধরং
রুচিরৈরথাপরভুজত্রিতয়ৈঃ
দ্রুতশাতকুম্ভময়-ভূমিরুহ-
স্তরুণাঙ্কুরং করুণয়ারুণিতম্ ॥১৬॥

প্রভু গৌরচন্দ্রও নয়ন বিগলিত বারিধারায় যেন বক্ষঃস্থলে দুইটি জলধি ধারণ করিলেন। কিয়দ্দিনেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ প্রাপ্ত হইয়া নিত্যানন্দ শোভিত হইলেন ॥১৩॥

তৎকালে যিনি কলিকালের সমুদায় পাপমলকে ক্ষালিত করিয়াছেন সেই মহনীয় মূর্ত্তি অবধূত নিত্যানন্দ প্রভু পূর্ব্বের ন্যায় করুণানিধি গৌরচন্দ্রের সুমধুর রূপামৃতকে স্বীয় নেত্রপুট দ্বারা পান করিলেন। নিত্যানন্দের এতই দর্শন তৃষ্ণা যে মহাপ্রভুর অপার রূপামৃত তাঁহার তৃষ্ণার শেষ করিতে অক্ষম হইয়াছিল। অনন্তর ষড়্ভুজমূর্ত্তি যাহার দক্ষিণদিগ্বর্ত্তি ভুজত্রয়ে শঙ্খ, চক্র,

বরকৌস্তুভদ্যুতিবিরাজদুরঃ-
স্থলশোভিমৌক্তিকসরং সরসম্।
শ্রবণদ্বয়ান্ত-বিলসন্মকরা-
কৃতিকুণ্ডলস্ফুরিত গণ্ডযুগ্মম্ ॥১৭॥

নবনীলরত্ন-বরহারলস-
দ্বরকম্বুকণ্ঠরুচিরং কমলম্।
প্রথমোদিতার্ক করগৌরবরা-
ম্বরমুল্লসদ্‌গুরু নিতম্বতটম্ ॥১৮॥

ইতি তং বিলোক্য করুণাজলধিং
মুমুদেঽবধূতবিভুরেষ ভৃশম্।
তদনন্তরং ভুজচতুষ্টয়-সৎ-
কমনীয়রূপমথ বাহুযুগম্ ॥১৯॥

অবলোক্য বিস্মিতমনাঃ সুমনাঃ
সুমনশ্চয়ং রহসি তং ব্যকিরৎ।
তদনন্তরঞ্চ বহুহর্ষভরৈ-
র্বিদলন্মনা নটিতুমারভত ॥২০॥

ও নির্ম্মল গদা নামক অস্ত্র ধারণ এবং বামদিগ্বর্ত্তি মনোহর ভুজত্রয়ে মুরলী, পদ্ম ও শার্ঙ্গ ধারণ, তথা ঐ ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি যেন গলিত স্বর্ণময় বৃক্ষের অঙ্কুর স্বরূপ তাহা করুণাযুক্ত ॥১৪॥১৫॥১৬॥

যে ষড়ভুজ মূর্ত্তির বক্ষঃস্থল শোভমান এবং দোদুল্য মৌক্তিক মালায় মনোহর। কর্ণযুগলবিলম্বি শোভমান মকরাকৃতি কুণ্ডলে যাঁহার গণ্ডস্থল বিলসিত হইতেছে, অভিনব নীলরত্ন নির্ম্মিত হারযুক্ত উৎকৃষ্ট কম্বু অর্থাৎ শঙ্খবৎ রেখাঙ্কিত কণ্ঠদ্বারা মনোজ্ঞ, তথা প্রথমোদিত রবি কিরণের ন্যায় বস্ত্র এবং যাঁহার প্রশস্ত নিতম্বতট উল্লসিত হইতেছে ॥১৭॥১৮॥

এই প্রকার ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু এই জ্ঞানে হৃষ্ট হইলেন এবং তৎপরেই কমনীয় চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, তদনন্তর

পরিরভ্য নির্ভরমসৌ স্বজনান্
স্বজনপ্রমোদভরকৃৎ করুণঃ।
ভৃশমেব নর্ত্তনকলাকুলিতো
হরিকীর্ত্তনামৃতনদীপ্লবনাৎ ॥২১॥

মুদিতো বভূব জগতীত্রিতয়ে
জনমাত্মনঃ সমমনা কলয়ন্।
পদপঙ্কজদ্বয়পরাগলব-
গ্রহণেন যস্য বিধুরাঃ বিবুধাঃ ॥২২॥

বিবিধাংশ্রিয়ং সপদি যৎকৃপয়া
লভতে সদা ভুবি সমস্তজনঃ।
কিমু তস্য ভূরিমহিমাম্বুনিধে-
র্মনুজৈঃ ক্ষিতৌ পরিমিতিঃ ক্রিয়তাম্ ॥২৩॥

বলরাম ইত্যবনিমধ্যমধি
প্রথিতো য এষ মহনীয়গুণঃ
অথ গৌরশীতকিরণঃ স্বজনা-
ন্নিজগাদভূরিকরুণঃ কমনঃ ॥২৪॥

দ্বিভুজ মূর্ত্তি অবলোকন করত সুমনা নিত্যানন্দ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তদুপরি পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। তদনন্তর হর্ষভরে বিগলিতচিত্ত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন ॥১৯॥২০॥

অতঃপর অমৃত নদীর প্লাবনে অত্যন্ত নৃত্যকলায় আকুলিত হইয়া স্বজনগণের আনন্দকারী অতি করুণ নিত্যানন্দ ভক্তগণকে আলিঙ্গন করত ত্রিজগতের আত্মীয়জনকে সমচিত্তে অবলোকন পূর্ব্বক অতীব হৃষ্ট হইলেন, যাঁহার পাদপদ্মের পরাগলবের গ্রহণ মাত্রেই যখন দেবগণও অতিহর্ষে বিধুর হয়েন তখন স্বয়ং ভক্তগণ দর্শনে হৃষ্ট হইবেন তাহা আশ্চর্য্য কি ? ॥২১॥২২॥

অনন্তর প্রচুর করুণাশালী কমনীয় গৌরচন্দ্র ভক্তদিগকে কহিলেন যে, যাঁহার অনুগ্রহে জনসকল এই ভূমণ্ডলে শীঘ্র বিবিধ সম্পত্তি লাভে সক্ষম হয়,

অবধূত এষ পরিভোগগতঃ
কমলাক্ষদেবভবনে ঝটিতি।
অমুনা সমং ব্রজত তস্য পুরো-
ঽস্য চ সন্মহত্ত্বমুপকীর্ত্তয়ত ॥২৫॥

তমুপেত্য তে সমমনেন মুহু-
র্ভুবি দণ্ডবন্নতিততিং বিদধুঃ।
ভুবি রুদ্র ইত্যধিগতোঽস্তি হি যঃ
কমলাক্ষসংজ্ঞ ইহ বিপ্রকুলে ॥২৬॥

অবতীর্ণতামুপগতস্তমমী
পরিলোক্য নাথগদিতং জগদুঃ।
স নিশম্য ষড়্ভুজ-চতুর্ভুজতা-
মবনীতলে বিহিত-গৌরতনোঃ ॥২৭॥

সেই প্রচুর মহিমাম্বুধি নিত্যানন্দের পরিমাণ এই ক্ষিতিতলে কোন্ ব্যক্তি করিবে? যে মহামহিম নিত্যানন্দ এই ভূতলে "বলরাম" এই নামে বিখ্যাত ॥২৩॥২৪॥

এই অবধূত নিত্যানন্দ কমলাক্ষদেবের গৃহে ভোগ নিমিত্ত এই মাত্র গমন করিয়াছেন, তোমরা ইঁহার সহিত গমন করিয়া সেই অদ্বৈতের সমীপে এই নিত্যানন্দের মহত্ত্ব কীর্ত্তন কর ॥২৫॥

তখন ভক্তগণ নিত্যানন্দের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত ভূমি লুণ্ঠিত হওত অনেকবার দণ্ডবৎ প্রণতিবিধান করিয়া কহিলেন যে, পৃথিবীতে যিনি রুদ্রনামে প্রসিদ্ধ, ইনি সেই বিপ্রকুলে কমলাক্ষ বর্ত্তমান ॥২৬॥

এই রূপে ভক্তগণ ব্রাহ্মণাবতার সেই কমলাক্ষকে অবলোকন করিয়া প্রভুর কথিত বাক্যসমুদায় নিবেদন করিলেন এবং সেই কমলাক্ষও অবনিতলে ধৃতগৌরদেহ করুণালয় গৌরাঙ্গদেবের চতুর্ভুজ ও ষড়্ভুজরূপ শ্রবণ করত আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর

করুণালয়স্য মুমুদে সুভৃশং
সুখসাগরে বিহিত-সংপ্লবনঃ।
অথ তন্নিবেদনবচোমুদিতা
বিনিবেদ্য তে হ্যুপনতা অনমন্ ॥২৮॥

করুণালয়স্য চরণাব্জরজঃ
পরিগৃহ্য তৎপদযুগানুগতাঃ।
অপরেদ্যুরপ্যয়মমন্দগুণঃ
কমলাক্ষদেব উদিয়ায় ততঃ ॥২৯॥

অবলোক্য গৌরশশিনং চ তদা
মদসিংহনাদরুচিরঃ সমভূৎ।
সমুপাগতেঽত্র মহনীয়গুণে
গিরিশপ্রভৌ প্রভুরসৌ জগতাম্ ॥৩০॥

সহসাবিরাতনুত ভূরিদয়ঃ
প্রকটপ্রকাশমথ গৌড়শশী।
ভুবি নারদোঽয়মিতি যঃ প্রথিতো
ভবনেষু তস্য সতু দেবগৃহে ॥৩১॥

কমলাক্ষের কথিত বাক্যে ভক্তগণ প্রমোদিত হইয়া নিবেদন করত বিনীত ভাবে প্রণাম করিলেন এবং প্রণতি পূর্ব্বক পরম দয়ালু কমলাক্ষের চরণরজ গ্রহণ করত পাদপদ্মযুগের অনুগত হইলেন। অপরদিন এই অনন্তগুণ কমলাক্ষ (অদ্বৈত) মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥২৭॥২৮॥২৯॥

কমলাক্ষ গৌরচন্দ্রকে সন্দর্শন করিয়া তৎকালীন মদমত্ত সিংহের ন্যায় শোভন গর্জন করিলেন। গৌরচন্দ্রও সেই গিরিশরূপী মহাত্মা কমলাক্ষের নিকট চতুর্ভুজাদি মূর্ত্তি আবিষ্কার করিলেন। তদনন্তর পৃথিবীতে যাঁহার "নারদ" এই নাম প্রসিদ্ধ, সেই নারদাবতার শ্রীবাসের গৃহে জগৎপতি গৌরচন্দ্র স্বীয় প্রকট প্রকাশ করিলেন ॥৩০।৩১॥

প্রকট প্রকাশমবদর্শ্য তদা
সুখমস্য ভূরিকরুণোঽতনুত ।
অথ তং তথাবিধমবেক্ষ্য ভৃশং
ননৃতুর্জগুর্মুমুদিরে বহু তে ।
পরিপূজ্য পুষ্পফলপূগধনৈ-
র্ভুবি দণ্ডবদ্বহুসুখৈরনমন্ ॥৩২॥

পরিতস্তদর্চ্চনমসৌ কৃপয়া
পরিগৃহ্য তেভ্য ইদমেব দদৌ ।
বসনং প্রসূনমপি কারুণিকঃ
করুণালয়স্য করুণা মহতী ॥৩৩॥

জগতীত্রয়স্য জনতাভিরতি-
প্রতিমৃগ্যমত্যসুলভং বহুধা
অপবর্গমপ্যতিলঘুং সহসা
সুখতন্ময়া বিদধুরিত্থমমী ॥৩৪॥

এইরূপে প্রচুর করুণানিধি গৌরাঙ্গদেব কমলাক্ষ ব্রাহ্মণকে প্রকটরূপ দর্শন করাইয়া অতুল সুখ সম্পাদন করিলেন। অনন্তর ভক্তগণ তথাবিধ রূপ দর্শনে নৃত্য গীত করিয়া বহুতর সুখানুভব করিলেন এবং পুষ্প, ফল, গুবাক ও বিবিধ ধনদ্বারা পূজা করিয়া অতিশয় আনন্দে গৌরাঙ্গদেবকে প্রণাম করিলেন ॥৩২॥

অনন্তর করুণানিধি গৌরচন্দ্র কৃপা পূর্ব্বক ভক্তগণের পূজোপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ সকল প্রসাদি বস্ত্র ও পুষ্প প্রদান করিলেন, যেহেতু করুণালয়ের করুণা মহতী হইয়া থাকে ॥৩৩॥

আহা! ত্রিজগতে জনসকল অত্যন্ত অভিনিবেশ পূর্ব্বক যাহাকে বহু প্রকারে অন্বেষণ করে সেই অসুলভ অপবর্গ অর্থাৎ দুর্ল্লভ মোক্ষপদকেও গৌরভক্তগণ আনন্দে তন্ময়চিত্ত হইয়া অতীব লঘু জ্ঞান করিয়াছিলেন ॥৩৪॥

ন দিনং ন রাত্রিমথ তেঽথ বিদু-
র্ন সুখং ন দুঃখমপি তে পরমাঃ।
কিমনীপ্সিতাপি সতনূনভজ-
জ্জড়তামিষেণ ভুবি মুক্তিরমূন্ ॥৩৫॥

অভিভাস্বদুদ্গমনমিত্থমমী
ননৃতুর্জ্জগুর্ম্মুমুদিরে বহু তে।
রজনীং বিনীয় সকলাঞ্চ পুন-
র্দ্দিবসাদিমেত্য বিবশা অভবন্ ॥৩৬॥

দ্যুনদীজলং সমবগাহ্য ততঃ
প্রথমং দিনস্য মুদিতাস্ত ইমে।
অসুধারণৈকপরমৌষধিব-
চ্চরণং প্রভোর্ম্মৃদুতরং দদৃশুঃ ॥৩৭॥

অথ তস্য নর্ত্তনবিলাসমিমং
পরিলোকিতুং সরভসং মুদিতঃ।
মুদিরঃ শনৈর্নভসি কিং বিদধৌ
সহসোদ্গমং মধুরমেদুররুক্ ॥৩৮॥

অনন্তর গৌরাঙ্গদেবের পরম শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া কি দিবা, কি রাত্রি, কি সুখ, কি দুঃখ, কিছুই জানিতে পারেন নাই, কি আশ্চর্য্য! মুক্তি অনভীপ্সিতা হইলেও তৎকালীন জড়তাছলে শরীরধারি ভক্তগণকে ভজনা করিয়াছিল ॥৩৫॥

সে যাহা হউক, ভক্তগণ এই প্রকার সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নৃত্য গীত করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতকালে পুনর্ব্বার সকলে বিবশ হইলেন ॥৩৬॥

ভক্তগণ প্রভাতকালে স্বর্নদী গঙ্গায় অবগাহন করিয়া প্রাণধারণের এক পরম ওষধি স্বরূপ গৌরাঙ্গদেবের সুকোমল চরণকমল দর্শন করিলেন ॥৩৭॥

মেঘ গৌরচন্দ্রের এই নৃত্য বিলাস সর্বতোভাবে দর্শন করিবার নিমিত্তই

ভুবি ভাতি গৌরহিমরশ্মিরয়ং
মধুরত্ন্যুতিঃ কিমধুনা ভবতা।
ইতি ভূরিশো নভসি চন্দ্রমসং
জলদোদ্গমঃ সপদি কিং পিদধে ॥৩৯॥

ইহ গৌরচন্দ্রমহসা মহতা
পরিনির্জ্জিতো দিনপতির্নভসি।
ত্রপয়ৈব কিং বিনিবিবেশ ভৃশং
জলদাবলীম্ববিরলাসু ততঃ ॥৪০॥

বিকসৎকদম্বনবগন্ধরসৈ-
রতিচারুবাসিতবতীঃ ককুভঃ।
পরিরভ্য হর্ষভবমশ্রুভরং
জলদোদ্গমঃ ক্ষণবশাদমুচৎ ॥৪১॥

করুণাসবেন মধুরে মধুরে
চরণাম্বুজেঽস্য ভুবি রাজতি কিম্।
ইহ মাদৃশৈরিতি মমজ্জ তদা
সরসীরুহাং ততিরিয়ং সরসি ॥৪২॥

কি সাতিশয় আনন্দ সহকারে মধুর মেদুর স্নিগ্ধকান্তি লইয়া সহসা ধীরে ধীরে আকাশ মণ্ডলে উদিত হইল ? ॥৩৮॥

ভূমণ্ডলে মধুরকান্তি গৌরচন্দ্র শোভা পাইতেছেন, এখন তোমাতে আর প্রয়োজন কি? এই বলিয়াই কি ভূরি রূপে জলধর সহসা উদিত হইয়া সম্প্রতি চন্দ্রমাকে আচ্ছাদন করিল ? ॥৩৯॥

এই ভূমণ্ডলস্থ গৌরচন্দ্রের তেজঃ পুঞ্জে পরাজিত হইয়াই কি দিবাকর লজ্জাবশতঃ আকাশমণ্ডলে নিবিড় জলধরমালার মধ্যভাগে গিয়া লুক্কায়িত হইয়াছেন ? ॥৪০॥

মেঘোদ্গম বিকসিতকদম্বপুষ্পের সুগন্ধরসদ্বারা সুবাসিত দিগঙ্গনাকে আলিঙ্গন করিয়া অতি আনন্দে অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিল ॥৪১॥

করুণা মধুদ্বারা মধুর মধুর গৌরাঙ্গদেবের পাদপদ্ম শোভা পাইলে তখন

হরিণীদৃশাং কুটিলমেদুরসৎ-
কচপাশভাস্বর-রুচো জলদাঃ ।
চপলাচয়ৈর্মধুরতাং দধিরে
স্ফুটকেতকাঙ্কিত-তমালতরোঃ ॥৪৩॥

লঘুনৃত্যতোঽস্য চরণাম্বুরুহং
ক্ষিতিসঙ্গমো ব্যথয়তে বহুশঃ ।
ইতি চিন্তয়া জলমুচঃ সলিলৈ-
র্মৃদুলাং সদৈব ধরণীং বিদধুঃ ॥৪৪॥

স যদা সুখেন তনুতে নটনং
বিলসৎপদাম্বুজবিলাসরসঃ ।
জলদাস্তদৈব করুণৈকনিধে-
র্ললিতাতপত্রসুষমাং দধতি ॥৪৫॥

নববিদ্রুমদ্রুমকদম্বরুচা
পদপল্লবস্য মধুরচ্ছটয়া ।
ধরণীং চকার করুণাব্ধিরসা-
বরুণায়িতামরুণপাণিতলঃ ॥৪৬॥

"আমাদের আর প্রয়োজন নাই" এই জ্ঞানেই কি পদ্মশ্রেণী জলে মগ্ন হইতেছে ? ॥৪২॥

ঐ সময়ে হরিণলোচনা কামিনীগণের কুটিল সুস্নিগ্ধ নীলবর্ণ কেশপাশের ন্যায় নবীন জলধর সকল বিকসিত কেতকী পুষ্প ক্রোড়স্থ তমাল তরুর ন্যায় স্বীয় ক্রোড়স্থিত বিদ্যুৎপুঞ্জের সহিত মধুরতা ধারণ করিয়াছিল ॥৪৩॥

গৌরচন্দ্র নৃত্য করিতেছেন, সুতরাং শুষ্ক ভূমির সংযোগ পাদপদ্মকে বড়ই ব্যথিত করিতেছে, এই জ্ঞানেই সজল জলধরগণ সতত জলবর্ষণ দ্বারা ভূমিতলকে মৃদুল করিতেছে ॥৪৪॥

যখন গৌরচন্দ্র পাদপদ্মের বিলাসভঙ্গী সহকারে নৃত্য বিস্তার করিতেছেন, ঐ সময়ে জলধরগণ করুণানিধি গৌরচন্দ্রের মনোহর ছত্রের শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥৪৫॥

যাঁহার হস্তুতল অরুণবর্ণ সেই করুণাসাগর গৌরচন্দ্র অভিনব বিদ্রুম

তপনীয়গৌরবপুষো মহসা
নটতোঽস্য বারিদ-বলবত্তিমিরাঃ।
ককুভো বিভিন্নরুচয়ো মিলিতাং
মৃগনাভিকুঙ্কুমরুচং বিদধুঃ ॥৪৭॥

তত আগতঞ্চ হরিদাসমহা-
মহিতাশয়ং সুমহনীয়গুণম্।
নিজপাদপঙ্কজমধূন্মদস-
দ্ভ্রমরং বিলোক্য মুমুদে স বিভুঃ ॥৪৮॥

পরিরভ্য নির্ভরমমুং সহসা
স্বপদাব্জভক্তমনুরক্ততমম্।
বরমাসনং করুণয়া স্বজনৈ-
র্নয়নশ্রিয়ানয়দনেককৃপঃ ॥৪৯॥

অভিবাদ্য তত্ত্ব শিরসা প্রণতো
বরমাসনং ভুবি চকার পদম্।
প্রভুপাদপঙ্কজপরাগচয়ং
পরিগৃহ্য ভক্তিপরয়া সধিয়া ॥৫০॥

পুঞ্জের কান্তিশালিনী স্বীয় পাদপদ্মের সুমধুর ছটা দ্বারা ধরণীতলকে অরুণ বর্ণ করিয়াছিলেন ॥৪৬॥

আরব্ধনৃত্য স্বর্ণকান্তি গৌরচন্দ্রের অঙ্গকান্তিদ্বারা বলবত্তিমির বিশিষ্ট মেঘসমূহকর্তৃক দিক্‌সকল বিভিন্ন কান্তি হইয়া মিলিত মৃগনাভি ও কুঙ্কুমের রুচি ধারণ করিল অর্থাৎ মেঘের নীলবর্ণও গৌরাঙ্গদেবের গৌরবর্ণ বিশিষ্ট হইল ॥৪৭॥

যিনি নিজ পাদপঙ্কজের মধুতে সম্যক্ উন্মত্ত ভ্রমরতুল্য এবং যাঁহার গুণ অতিশয় মহনীয় সেই মহামহিমাময় হরিদাসকে সমাগত দেখিয়া গৌরচন্দ্র অতিশয় হৃষ্ট হইলেন ॥৪৮॥

কৃপানিধান গৌরচন্দ্র স্বপদাব্জের অতিশয় অনুরক্ত ভক্তকে সহসা

তনুমস্য চন্দনরসেন তদা
পরিলিপ্য মাল্যমবযোজ্য হৃদি।
স চতুর্বিধং মধুরমন্নমতঃ
পরিভোজ্য ভুরিকরুণোমুমুদে ॥৫১॥

অনুনৃত্য সোঽপি হরিকীর্ত্তনতঃ
সততং প্রভোর্নিলয়এব বভৌ।
অবলোক্য তঞ্চ নিজপাদযুগ-
প্রিয়মানন্দ সতু গৌরশশী ॥৫২॥

অথ তত্র তেন সহ দেবঘটা-
মুকুটার্ঘ্যরত্ন-রুচিরাজিপদঃ।
গমনায় গেহমভিতঃ সহসা
গতবন্তমাহ গিরিশং স বিভুঃ ॥৫৩॥

আলিঙ্গন করিয়া করুণাপূর্ব্বক নেত্রভঙ্গীতে স্বজনদ্বারা উৎকৃষ্ট আসন আনয়ন করিয়া দিলেন। কিন্তু হরিদাস প্রণত হইয়া সেই আসনকে মস্তক-দ্বারা অভিবাদন করিয়া মহাপ্রভুর পাদপঙ্কজের ধূলিকে নিজ বুদ্ধিতেই অত্যন্ত ভক্তিসহকারে গ্রহণ করত ভূমিতলে উপবেশন করিলেন ॥৪৯॥৫০॥

দয়াময় গৌরচন্দ্র তৎকালে হরিদাসের অঙ্গে চন্দনলেপন এবং বক্ষঃস্থলে মাল্য অর্পণ করিলেন এবং চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ চব্য, চুষ্য, লেহ্য, ও পেয়ভেদে চারি প্রকার অন্নাদি ভোজন করাইয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন ॥৫১॥

হরিদাসও গৌরাঙ্গদেবের আলয়ে হরিসঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করত শোভা পাইতে লাগিলেন। গৌরশশীও নিজ পাদসেবি হরিদাসকে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন ॥৫২॥

দেবগণের মুকুটস্থ রত্নরাজিনিরাজিতপাদপদ্মপ্রভু গৌরহরি হরিদাসের সহিত গৃহাগত গিরিশ অর্থাৎ মহাদেবের স্বরূপ কমলাক্ষকে গৃহে গমন নিমিত্ত সহসা অনুমতি করিলেন ॥৫৩॥

স তথেতি তস্য বচনাদ্‌গিরিশঃ
পৃথিবীতলেষু কমলাক্ষ ইতি।
প্রথিতো যএষ ভবনং মুদিতঃ
স যযৌ জগৎপ্রভুগিরা পরয়া ॥৫৪॥

অবধূতমীশ্বরমথো বিনয়া-
ন্নিজগাদ তং জিগমিষুং যমিনম্।
সমনুব্রজন্নিতি বিধেহি বিভো
সুমহাপ্রসাদমমলং বসনম্ ॥৫৫॥

ইতি তদ্বহির্বসনমেকমসৌ
পরিগৃহ্য কারুণিকতাং রচয়ন্।
নিজপাদ-জীবন-ধনেভ্য ঋতে
কমলাক্ষদেবমদদাৎ করুণঃ ॥৫৬॥

অভিবাদ্য তত্তু শিরসা ত ইমে
প্রভুণা সমং স্বগৃহমেব যযুঃ।
দ্যুনদীজলেষু বিহিতাপ্লবনাঃ
কৃতপূজনা অপি যথাবিধি তে ॥৫৭॥

তখন গিরিশ যিনি পৃথিবীতলে কমলাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ, তিনি জগৎপ্রভু গৌরহরির সুমধুর বাক্যে আনন্দিত হইয়া নিজ গৃহের প্রতি যাত্রা করিলেন ॥৫৪॥

অনন্তর গৌরাঙ্গদেব গমনেচ্ছু অবধূত নিত্যানন্দের অনুগামী হইয়া কহিলেন, প্রভো! নিত্যানন্দ! এই মহাপ্রসাদ নির্মল বসন গ্রহণ করুন ॥৫৫॥

করুণাময় নিত্যানন্দ কারুণিকতা বিস্তার পূর্ব্বক সেই একখানি বহির্বাস গ্রহণ করত কমলাক্ষভিন্ন নিত্যানন্দের পাদপদ্মই যাঁহাদিগের জীবনধন সেই সমস্ত ভক্তদিগকে উহা অর্পণ করিলেন ॥৫৬॥

ভক্তগণ সেই বস্ত্রকে মস্তকদ্বারা অভিবাদন করত প্রভু নিত্যানন্দের

অনুসন্ধ্যমাযযুরথো নিলয়ে
পরমেশ্বরস্য পরমোল্লসিতাঃ।
স উপাগতঃ সহৃদয়ৈঃ পরমৈ-
র্জ্জগতাং প্রভু প্রভবতা মহসা ॥৫৮॥

মহতা মহেন মহনীয়তনু-
র্নিজকীর্ত্তনং নটনমপ্যকরোৎ।
স তু চক্রবদ্‌ভ্রমণবিভ্রম-সং-
প্রসরন্মহঃসমুদয়েন তদা।
তিরয়ন্নিলাবৃতবিলাসরুচং
রুচিরাননো রুচিরবাগমৃতঃ ॥৫৯॥

নটনান্তরে নিজজনান্ পরিতঃ
পরিরভ্য নির্ভরমথো সহ তৈঃ।
বিলুঠন্ করুণাম্বুজযুগেন মুদং
প্রবহন্মৃগেন্দ্র ইব সংপ্রবভৌ ॥৬০॥

সঙ্গে নিজগৃহে গমন করিলেন এবং যথানিয়মে গঙ্গাজলে স্নান পূজাদি কার্য্য সকল সমাধা করিলেন ॥৫৭॥

নিত্যকৃত্য সমাধানের পর ভক্তগণ পরম উল্লসিত হইয়া সায়ংকালে পরমেশ্বর গৌরাঙ্গদেবের আলয়ে আগমন করিলেন এবং মহাতেজস্বী জগৎ প্রভু নিত্যানন্দও সহৃদয় ভক্তগণের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৫৮॥

দিব্যতেজে মহনীয়তনু নিত্যানন্দ নিজ কীর্ত্তন ও নৃত্য সম্পন্ন করিলেন। নিত্যানন্দ কীর্ত্তনে চক্রাকারে ভ্রমণ করাতে ঐ নৃত্য-ভ্রমণের শোভায় তাঁহার অঙ্গকান্তি এরূপ প্রসারিত হয় যে, তদ্দ্বারা ইলাবৃতবর্ষের শোভাকে তিরস্কৃত করিয়াছিল এবং নিত্যানন্দের মুখপদ্ম ও বাক্যামৃত অতীব মনোহর হইয়াছিল ॥৫৯॥

নৃত্যাবসানে সর্ব্বতোভাবে ভক্তগণকে আলিঙ্গন করত তাঁহাদিগের

চিরমেবমেব ধরণীষু বিভুঃ
পরিলুঠ্য ভক্তনিচয়ান্তরতঃ ।
ভুবি নারদো য ইহ বিপ্রবরঃ
পরিগৃহ্য তং প্রভুবরোঽন্তরধাৎ ॥৬১॥

ন সমীক্ষ্যতেঽথ ভৃশমাকুলিতা-
স্তমিতস্ততঃ সমনুসন্দধিরে ।
ত ইতস্ততোঽথ ন সমীক্ষ্য ভৃশং
বিকলা বভূবুরতিদুঃখভরৈঃ ॥৬২॥

অথ তাংস্তথাবিধহৃদঃ করুণা-
নধিগম্য ভূরিকরুণো মধুরঃ ।
বিকিরন্মনোজ্ঞতমদৃষ্টিসুধাং
স তু গৌরচন্দ্র উদিয়ায় ততঃ ॥৬৩॥

সহিতই ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া কারুণ্যময় অম্বুজ অর্থাৎ নেত্ররূপ পদ্মযুগল দ্বারা হর্ষ বহন পূর্ব্বক মৃগেন্দ্র অর্থাৎ সিংহের ন্যায় শোভা প্রকাশ করিলেন ॥৬০॥

এইরূপে নিত্যানন্দ, ভক্তগণ মধ্যে বহুক্ষণ ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া ভূমণ্ডলে "নারদ" এই নামে বিখ্যাত শ্রীবাসকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন ॥৬১॥

ভক্তগণ প্রভুবর নিত্যানন্দকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ব্যাকুল চিত্তে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহাকে কোন স্থানে দেখিতে না পাইয়া অতীব দুঃখভরে ব্যাকুলিত হইলেন ॥৬২॥

ভূরিকরুণ ও মধুরাকৃতি গৌরহরি করুণান্বিত ভক্তগণকে তথাবিধ অবলোকন করিয়া মনোজ্ঞতম দৃষ্টিসুধা বিতরণপূর্ব্বক আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৬৩॥

অভিতোঽভিতস্তমভিগৌররুচম্
কমলাননং করুণয়া পরয়া।
পরিলোকয়ন্তমতিসান্দ্রমুদং
নয়নৈর্নিতান্তমপিবন্নিব তে ॥৬৪॥

তদনন্তরঞ্চ রভসাকুলিতৈঃ
সহ তৈঃ স্বপাদযুগমাত্রধনৈঃ।
নিজকীর্ত্তনামৃতরসেন মুহু-
র্নটনং চকার রসসিন্ধুশশী ॥৬৫॥

অথ কর্হিচিদ্‌বহুবিলাসনিধী
রজনীমুখে সুখময়াম্বুনিধিঃ।
অবকৃষ্য ভক্তজনবস্ত্রচয়ঃ
পরিতো বিলস্য পুনরেব দদৌ ॥৬৬॥

তদনন্তরং পুনরতীবসুখা-
দবধূত ঈশ্বর উপেত্য ততঃ।
অবলোক্য গৌরমতিসান্দ্ররুচং
মধুরং জগৌ নটনমপ্যকরোৎ ॥৬৭॥

যাঁহার অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ এবং যিনি নিবিড় আনন্দময় ও অতি করুণাতেই যেন ভক্তগণকে অবলোকন করিতেছেন, সেই কমলানন গৌরচন্দ্রকে ইতস্ততঃ ভক্তগণ যেন অবিরতই নয়ন দ্বারা পান করিতে লাগিলেন ॥৬৪॥

রসসিন্ধুশশী গৌরচন্দ্র অতিহর্ষে আকুলিত এবং স্বীয় পদযুগল মাত্রই যাঁহাদের ধন, সেই ভক্তগণ সঙ্গে নিজ কীর্ত্তনরূপ অমৃতরসে মগ্ন হইয়া মুহুর্মুহুঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৬৫॥

আনন্দাম্বুধি বহুবিলাসনিধি গৌরচন্দ্র কোন এক দিবস রজনীমুখে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে ভক্তগণের বস্ত্র সকল আকর্ষণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ সর্ব্বতোভাবে বিলাস করত পুনর্ব্বার প্রদান করিলেন ॥৬৬॥

ঈশ্বর অবধূত নিত্যানন্দ উপস্থিত হইয়া অতি নিবিড় গৌরকান্তি গৌরচন্দ্রকে অবলোকন করত সুমধুর গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৬৭॥

নটনান্তরে তু ভগবান্ জগতাং
প্রভুরাদিদেশ নিজভক্তজনান্ ।
অবধূতপাদকমলস্য শুভা-
ন্যবনেজনানি পিবত ক্রমতঃ ॥৬৮॥

ত ইদং নিশম্য বচনং শিরসা
প্রণতেন তৎপর্দপয়াংসি দধুঃ ।
উপজীবিনশ্চরণপঙ্করুহো
বচনে ভবন্তি সততং নিরতাঃ ॥৬৯॥

বচসা বিলাসগমনেন কৃপা-
মৃদুনা বিলোকিতরসেন ততঃ ।
হসিতেন সান্দ্রমধুরেণ সুখং
বিদধে জনস্য জগতাং করুণঃ ॥৭০॥

বিহরন্তমিত্থমবলোক্য সদা
পরমং প্রভুং নভসি দেবগণাঃ ।
দয়িতাকুলৈঃ প্রমদমত্তধিয়ো
দিবসং নিশাঞ্চ গময়ন্তি মুদা ॥৭১॥

নটনাবসানে জগৎপ্রভু ভগবান্ গৌরাঙ্গদেব নিজ ভক্তগণকে আদেশ করিলেন, অহে ভক্তগণ! তোমরা অবধুত নিত্যানন্দের পবিত্র চরণামৃত পান কর ॥৬৮॥

ভক্তগণ মহাপ্রভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নতমস্তকে প্রভুবর নিত্যানন্দের পাদোদক ধারণ করিলেন, যে হেতু চরণপদ্মের আশ্রিত ভক্তগণ প্রভুর আজ্ঞায় সর্ব্বদা অনুরক্ত হইয়া থাকে ॥৬৯॥

ত্রিজগতের কারুণিক গৌরচন্দ্র, কৃপা, মৃদুবাক্য, বিলাসযুক্ত গমন, রসপূর্ণ এবং নিবিড় মাধুর্য্যশালি দৃষ্টিদ্বারা ভক্তজনের আনন্দ বিধান করিতে লাগিলেন ॥৭০॥

এইরূপে বিহারকারি পরম প্রভুকে অবলোকন করিয়া দয়িতাকুল অর্থাৎ

হরিদাস ঈশ্বর ইতি প্রথিতঃ
পরমো জনো দয়িতগৌরপদঃ।
পুনরেত্য নূপুরমনোজ্ঞপদ-
দ্বিতয়ো ননর্ত্ত পরমেশপুরঃ ॥৭২॥

পুনরাগতঃ স কমলাক্ষবিভুঃ
প্রভুপাদপঙ্কজযুগং মৃদুলম্।
পরিলোক্য হর্ষবিভরাপ্লুতধীঃ
সুভৃশং ননন্দ জগতীসুখদঃ ॥৭৩॥

ললিতেন পাদ্যসলিলেন ততঃ
সহ দূর্ব্বয়াক্ষতচয়ৈশ্চ ততঃ।
সুমনশ্চয়ৈর্মলয়জন্মরসৈঃ
পরিপূজ্য তং প্রভুবরোঽন্নমদাৎ ॥৭৪॥

প্রিয়তমা দেবীগণের সহিত দেবগণ আকাশ মণ্ডলে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া হর্ষ সহকারে দিবারাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন ॥৭১॥

যিনি হরিদাস ঈশ্বর এই বলিয়া প্রসিদ্ধ উৎকৃষ্ট জন ও যাঁহার গৌরপাদপদ্ম অত্যন্ত প্রিয়, তিনি পুনর্ব্বার আগমন পূর্ব্বক চরণদ্বয়ে নূপুর পরিধান করিয়া গৌরাঙ্গ দেবের অগ্রে নৃত্য আরম্ভ করিলেন ॥৭২॥

তৎপরে জগতের আনন্দদায়ক সেই কমলক্ষ পুনর্ব্বার সমাগত হইয়া মহাপ্রভুর কোমল চরণ যুগল অবলোকন করত হর্ষভরে আপ্লুতচিত্ত হইয়া পরম আনন্দলাভ করিলেন ॥৭৩॥

তখন প্রভুবর গৌরচন্দ্র বিশুদ্ধ পাদ্য জল, দূর্ব্বার সহিত অক্ষত অর্থাৎ আতপতণ্ডুল, পুষ্প সমূহ এবং মলয়জ চন্দন দ্বারা সর্ব্বতোভাবে কমলাক্ষের পূজা করিয়া তাঁহাকে মহাপ্রসাদ অন্ন প্রদান করিলেন ॥৭৪॥

অতিসাধ্বসাদররসেন ততঃ
স মহাপ্রসাদমবগৃহ্য মুদা।
প্রভুনা সমং পরি ননর্ত্ত ভৃশং
হরিকীর্ত্তনামৃতসুখাম্বুনিধৌ ॥৭৫॥

অথ কশ্চনাতিশয়দীনমনা-
স্তনয়েন ভিক্ষুরেণুসঙ্গতয়া।
নটতোঽস্য গৌরশশিনঃ পরমং
কিমপীহ বীক্ষ্য বিমুমোহ ততঃ ॥৭৬॥

চিরমুত্থিতস্তু স জগাদ তদা
কিমহো বিলোকিতমহো কিমিতি।
তদনন্তরঞ্চ সহ তৈ মুদিতঃ
সমকীর্ত্তয়ন্ ললিতগীতকলাম্ ॥৭৭॥

ইতি ভিক্ষুরেষ বিপুলৈঃ পুলকৈ-
র্দ্বিগুণীভবত্তনুরতীবসুখী।
নয়নাম্বুভিঃ সততধৌততনূ
রসসাগরে পরিমমর্জ্জ ভৃশম্ ॥৭৮॥

তাহার পর সেই কমলাক্ষ অতীব ভয় ও আদরের সহিত প্রভুদত্ত মহাপ্রসাদ হর্ষে গ্রহণ করত হরিকীর্ত্তনামৃতরূপ আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া প্রভুর সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৭৫॥

অনন্তর অতিশয় দীনচিত্ত কোন একজন ভিক্ষু অনুগত নিজ পুত্রের সহিত আগমন করিয়া নৃত্যকারি গৌরচন্দ্রের কোন অনির্ব্বচনীয় বিষয় অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়া পতিত হইল ॥৭৬॥

তদনন্তর সেই ভিক্ষুক বহুক্ষণ পরে উত্থিত হইয়া "অহো আমি কি দেখিলাম, একি আশ্চর্য্য?" এইরূপে বিস্ময়প্রকাশ করিল এবং তৎপরে সেই সকল ভক্তগণের সহিত মনোহর গীতকলা গান করিতে লাগিল ॥৭৭॥

এইরূপে সেই ভিক্ষু বিপুল পুলকে স্ফীতাঙ্গ হইয়া অতিশয় সুখী

অথ কর্হিচিদ্দ্বিজকুলৈকশশী
ভুবি যস্তু নারদ ইতি প্রথিতঃ।
অপঠদ্বৃহৎপদযুতং প্রথমং
সহস্রনামকৃতপৈত্রকৃতিঃ ॥৭৯॥

স্বগৃহে স্থিতঃ স ভগবান্নৃহরে-
রভিধাং নিশম্য মহিতো মহসা।
নরসিংহভাবমধিগত্য ততঃ
পুরুষর্ষভোঽগমদমুষ্য গৃহম্ ॥৮০॥

মহতীং গদাং করপয়োরুহয়োঃ
পরিগৃহ্য দুঃসহমুপেত্য মহঃ।
অভিধাবতিস্ম পথি ভূমিতলং
দলয়ন্ পদাম্বুজবলদ্দলনৈঃ ॥৮১॥

হইল এবং নয়নজলে ধৌতাঙ্গ হইয়া আনন্দ সাগরে সর্ব্বতোভাবে নিমগ্ন হইল ॥৭৮॥

অনন্তর কোন সময়ে যিনি ভূমণ্ডলে নারদরূপে প্রসিদ্ধ, দ্বিজকুলের চন্দ্র-স্বরূপ এবং যিনি পৈত্রকার্য বিশেষরূপে সম্পাদন করিয়াছেন, সেই মহাত্মা শ্রীবাস বৃহৎ পদযুক্ত সহস্র নাম প্রথমতঃ পাঠ করিতে লাগিলেন ॥৭৯॥

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান গৌরাঙ্গদেব নিজগৃহ হইতে নৃসিংহদেবের নাম শ্রবণ করত অতিশয় তেজঃ প্রকাশপূর্ব্বক নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীবাসের গৃহে গমন করিলেন ॥৮০॥

তৎকালে মহাপ্রভু দুই হস্তে গদাধারণ করত দুঃসহ তেজঃ গ্রহণ করিয়া পাদপদ্মের সুবৃহৎ বিক্ষেপ দ্বারা ভূমিতলকে বিদলিত করিয়া ধাবিত হইলেন ॥৮১॥

অথ তং তথাবিধমবেক্ষ্য জনাঃ
পথি ধাবনেন পরিদীপ্তজবম্।
অভিতোঽভিতো ভয়মুপেত্য ভৃশং
পরিদুদ্রুবুর্দ্রুতমতিপ্রচলাঃ ॥৮২॥

স তু তান্ পলায়নপরান্ মনুজা-
নবলোকয়ংস্তদিহ সৌস্থ্যমধাৎ।
পরিহায় তাং সুমহতীঞ্চ গদা-
মগমচ্ছনৈর্ভবনমস্য তদা ॥৮৩॥

উপগম্য তত্র মনসা মৃদুনা
জনতা-পলায়নবিলোকনতঃ।
অপরাধবানহমমুত্র জনে
সততং কিমিত্যথ জগাদ বিভুঃ ॥৮৪॥

ন হি তে ক্বচাপি ভগবন্ ভবিতা
নিখিলাপরাধশমনস্য বিভোঃ।
অপরাধ এষ করুণাবিভব-
স্তব সত্যমিত্থমবদৎ স্বজনঃ ॥৮৫॥

অনন্তর পথ মধ্যে ধাবন হেতু যাঁহার বেগ অত্যন্ত প্রদীপ্ত সেই নরসিংহ-রূপি গৌরহরিকে অবলোকন করিয়া জন সকল অত্যন্ত ভীত হইয়া বেগে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥৮২॥

কিন্তু গৌরচন্দ্র সেই জন সমূহকে পলায়ন পর দেখিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থতা অবলম্বন করিলেন এবং সেই সুমহতী গদাকে পরিত্যাগ করত ধীরে ধীরে শ্রীবাসের গৃহে গমন করিলেন ॥৮৩॥

তথায় উপস্থিত হইয়া মৃদুচিত্তে জনসমূহকে পলায়ন পরায়ণ দেখিয়া "আমি এই জন সকলের নিকট অপরাধী হইয়াছি কি? গৌরাঙ্গদেব সততই বলিতে লাগিলেন ॥৮৪॥

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ কহিলেন "হে ভগবন্! কোনক্রমেই আপনার

অপরেদ্যুরস্য করুণাম্বুনিধেঃ
পুরতশ্চ কশ্চন সুগায়নকঃ।
শিবগীতমুত্তমসুখেন জগৌ
করুণাশয়াস্য করুণস্য বিভোঃ ॥৮৬॥

নিশময্য গীতমতিধীরপদং
ললিতং বভূব ভগবান্মুদিতঃ।
অধিরুহ্য তস্য লসদংসতটং
নটনং চকার স চ ধূর্জটিবৎ ॥৮৭॥

মদঘূর্ণিতাক্ষিযুগলো বিপুলৈঃ
পুলকৈরতীবরুচিরো রুচিমান্।
স তদংসমূলমধিরুহ্য তদা
শিববন্ননর্ত্ত করুণাম্বুনিধিঃ ॥৮৮॥

অপরাধ হইতে পারে না, যে হেতু আপনি নিখিল অপরাধের শাস্তি বিধান করিতে সক্ষম, তবে যে আপনি অপরাধ স্বীকার করিতেছেন, ইহা কেবল আপনার বিভব মাত্র ॥৮৫॥

একদিন একজন সুন্দর গায়ক, করুণানিধি গৌরচন্দ্রের অগ্রে আসিয়া অতিশয় আনন্দ সহকারে করুণাসাগর গৌরচন্দ্রের করুণা নিমিত্ত উত্তম শিবগীত গান করিতে লাগিল ॥৮৬॥

ভগবান্ গৌরচন্দ্র ধীরপদ-মনোহর-গান শ্রবণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাহার শোভন স্কন্ধদেশে আরোহণ করত ধূর্জ্জটি মহাদেবের ন্যায় নৃত্য করিলেন ॥৮৭॥

যাঁহার নেত্র যুগল মদঘূর্ণিত বিপুল পুলকে যিনি অতীব মনোহর মূর্ত্তি, সেই করুণাম্বুধি গৌরাঙ্গদেব সেই গায়কের স্কন্ধমূলে আরূঢ় হইয়া তৎকালে শিববৎ নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৮৮॥

ভুবি যস্ত নারদ ইতি প্রথিতঃ
স পপাঠ তত্র গিরিশস্তবনম্।
অতিসুস্বরঃ স তু মুকুন্দভিষক্-
স্তবনং মহিম্ন ইহ হন্ত জগৌ ॥৮৯॥

তদনন্তরং সতু তদংসভুবং
পরিমুচ্য তত্র রভসাদভজৎ।
বরমাসনং নিজজনান্ সততং
পরিহর্ষয়ন্ কুমুদবান্ধববৎ ॥৯০॥

নটনাবসানসময়েঽন্যদিনে
পুরতঃ সমেত্য বিনিপত্য ভুবি।
ভৃশমগ্রহীৎ পদপয়োজরজাং-
স্যথ কাচন দ্বিজবধূপ্রবরা ॥৯১॥

তদিদং বিলোক্য সহসৈব তয়া
বিহিতং বভার বহুদুঃখভরম্।
দ্যুনদীজলেঽথ নিপপাত তদা
চপলং প্রসৃত্য বহুধা বিকলঃ ॥৯২॥

ঐ সময়ে পৃথিবীতে যিনি নারদরূপে প্রসিদ্ধ সেই শ্রীবাস পণ্ডিত গিরিশস্তোত্র এবং মুকুন্দবৈদ্য সুস্বরে মহিম্নস্তব পাঠ করিতে লাগিলেন ॥৮৯॥

তদনন্তর গৌরচন্দ্র গায়কের স্কন্ধস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুমুদবান্ধব শশধরের ন্যায় নিজ জনগণকে হর্ষিত করিয়া সেইস্থানে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥৯০॥

অন্য এক দিবস নৃত্যাবসান সময়ে কোন একজন শ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণবধূ আগমন পূর্ব্বক প্রভুর অগ্রে ভুমিপতিত হইয়া পাদপদ্মের রজঃ গ্রহণ করিলেন ॥৯১॥

তখন গৌরচন্দ্র ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক বিহিত দুঃখভারকে গ্রহণ করত বহুবিধ বিকলতা প্রকাশ পূর্ব্বক অপসৃত হইয়া গঙ্গাজলে নিপতিত হইলেন ॥৯২॥

তমমুং তথাবিধমবেক্ষ্য বলী
সমমুদ্দধার পয়সোঽতিবলাৎ।
অবধূতদেব ইহ গৌরবিভুং
গুরুদোর্দ্বয়েন সহসা বিকলঃ ॥৯৩॥

হরিদাসকপ্রভৃতয়োঽনুচরাঃ
সহসা সমেত্য বহুধা বিধুরাঃ।
পরিবব্রুরেনমতিকারুণিকং
সভয়ং সগদ্‌গদমমী রুরুদুঃ ॥৯৪॥

স মুরারিগুপ্তনিলয়ং সহ তৈ-
রুপগত্য ভূরিকরুণঃ প্রবভৌ।
পুনরপ্যগাদ্দ্বিজগেহমথো
রজনীঞ্চ তত্র করুণোঽগময়ৎ ॥৯৫॥

ভগবান্ প্রভাতসময়েঽন্যদিনে
হ্যনদীং প্রতীর্য্য সহ তৈরগমৎ।
তটমুত্তরং বিকলিতেন হৃদা
ক্ষণমেব বিশ্রমণমাতনুত ॥৯৬॥

অনন্তর অতিবলবান্ অবধূত দেব গৌরচন্দ্রকে তথাবিধ অবস্থাপন্ন দেখিয়া প্রশস্ত ভুজযুগল দ্বারা অতিদুঃখে বলপূর্ব্বক জল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন ॥৯৩॥

অতঃপর হরিদাস প্রভৃতি অনুচরবর্গ সমাগত হইয়া অতিকাতরে জলোত্থিত করুণানিধি গৌরচন্দ্রকে বেষ্টন করত সভয়ে গদগদ অর্থাৎ অস্ফুট-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৯৪॥

ভূরিকরুণ গৌরচন্দ্র সেই সকল ভক্তগণের সহিত মুরারি গুপ্তের গৃহে উপস্থিত হইয়া পরম শোভিত হইলেন, তৎপরে দ্বিজ হরিদাসের গৃহে গমন করত তথায় রজনী যাপন করিলেন ॥৯৫॥

ভগবান্ গৌরাঙ্গদেব অন্যদিন প্রভাতসময়ে সেই সকল ভক্তগণের সহিত

অথ তে ভয়েন মহতা বিলয়ৈঃ
পরিসান্ত্বনং কিল বিধায় মুহুঃ।
প্রভুমালয়ং সমনয়ন্মুদিতা
ভজতাং হি ভাববশ এষ খলু ॥৯৭॥

শ্রীবাসস্য গৃহং সমেত্য স পুনঃ প্রোবাচ ধীরাক্ষরং
সর্ব্বেষামবশৃণ্বতাং হি পুরতঃ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।
ত্যক্ত্বাহং জননীং ব্রজামি
কিল চেৎ কুত্রাপি তস্মাজ্জনঃ
সর্ব্বোঽহয়ং কৃতবান্ বিরুদ্ধমসকৌ
নূনং বদিষ্যত্যদঃ ॥৯৮॥

মুরারি গুপ্তোঽথ জগাদ বাক্যং
শ্রুত্বা তদীয়ং সুধয়ৈব সিক্তম্।
ন কোপি নাথেহ ভবৎসু তত্ত-
দ্বদিষ্যতি প্রেমদপাদপদ্মঃ ॥৯৯॥

গঙ্গা পার হইয়া উত্তরতীরে গমন করত অতিবিকল চিত্তে তথায় বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৯৬॥

ভক্তগণ ভীত চিত্তে বিনয় করিয়া বারম্বার পরিসান্ত্বনা করত আনন্দচিত্তে প্রভুকে আলয়ে আনয়ন করিলেন, যেহেতু এই গৌরচন্দ্র কেবল ভক্তগণেরই ভাবে বশীভূত ॥৯৭॥

প্রভুপাদ শ্রীগৌরচন্দ্র পুনর্ব্বার শ্রীবাসের গৃহে সমাগত হইয়া সমস্ত ভক্তগণের অগ্রে অত্যন্ত ধীরভাবে কহিলেন যে, আমি যদি জননীকে পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করি, তাহা হইলে এই সমস্ত লোকে ইহাই বলিবে যে, এই অকৃতজ্ঞ গৌরাঙ্গ অত্যন্ত বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন ॥৯৮॥

মুরারি গুপ্ত কহিলেন, নাথ! আপনার পাদপদ্ম প্রেম প্রদান করিয়া থাকেন, আপনাকে ঈদৃশ বাক্য কেহই বলিবে না ॥৯৯॥

শ্রুত্বেত্থং বচনমসৌ কৃপাসমুদ্রঃ
সংহৃষ্টঃ পরমসুখস্তমালিলিঙ্গ।
সোপ্যেবং পুলকঘটাবিভিন্নদেহঃ
শ্লোকৈককং মুদিতমনাঃ পপাঠ দৈন্যাৎ ॥১০০॥

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ানিত্যাদি।
শ্রুত্বা স ইত্থমুদিতং ভগবাংস্তদৈব
স্বৈশ্বর্য্যমুত্তমমুপেত্য ররাজ নাথঃ।
রম্যাসনোপরি পরিষ্ঠিত উদ্ভটেন
তেজশ্চয়েন দিননাথসহস্রতুল্যঃ ॥১০১॥

ইদং শরীরং পরমং মনোজ্ঞং
সচ্চিদ্‌ঘনানন্দময়ং মমৈব।
জানীত যূয়ং নহি কিঞ্চিদন্য-
দ্বিনাস্তি ভূমৌ স ইতীদমূচে ॥১০২॥

কৃপাম্বুধি গৌরচন্দ্র এই বাক্য শুনিয়া হৃষ্ট ও আনন্দিত হইয়া মুরারিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং মুরারিও হৃষ্টমনা হইয়া পুলকিতাঙ্গে অতীব দৈন্য করত "ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্" অর্থাৎ পাপিষ্ঠ ও দরিদ্র আমিই বা কোথায় এরূপ একটী দশমস্কন্ধের ৮১ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক পাঠ করিলেন ॥১০০॥

ভগবান্ গৌরচন্দ্র এই কথা শুনিয়া তৎকালীন স্বীয় ঐশ্বর্য্যলাভ করত অত্যুদ্ভট তেজোরাশি দ্বারা সহস্রসূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া শোভন আসনোপরি অধিষ্ঠানানন্তর পরম শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১০১॥

এবং কহিলেন আমার এই শরীর পরম মনোজ্ঞ, নিত্যচিদ্‌ঘন ও আনন্দময়, তোমরা নিশ্চয় জানিও আমার শরীর ব্যতিরেকে এই ভূমণ্ডলে আর কিছুই নাই ॥১০২॥

হৃষ্টাস্তত্তন্নাথবাক্যং নিশম্য
প্রোদ্যদ্রোমাঞ্চাঙ্কিতাঙ্গাঃ সমন্তাৎ ।
শ্রীবাসাদ্যা নেত্রবারিপ্রবাহৈঃ
সম্যক্ স্নাতাস্তত্র তত্রৈবমাসন্ ॥১০৩॥

শ্রীবাসোঽসৌ পূর্ব্ববদ্‌গাঙ্গতোয়ৈঃ
স্বচ্ছস্বচ্ছৈঃ স্নাপয়ামাস ভূয়ঃ ।
শ্রীগৌরাঙ্গং তৎপদৈকাবলম্বঃ
প্রেমাম্ভোভির্ধৌতসর্ব্বাঙ্গরম্যম্ ॥১০৪॥

যাবৎ কুম্ভৈর্গৌরচন্দ্রাঙ্গযষ্টৌ
গঙ্গাতোয়ৈর্ভূসুরোঽয়ং সিষেচ ।
তাবৎ স্বাঙ্গে নেত্রপাথোরুহাভ্যাং
প্রেম্না নির্যত্তোয়মুদ্‌গীর্ণবান্ সঃ ॥১০৫॥

এবং ভূয়ঃ কৌতুকং তে বিলোক্য
প্রেমোদ্‌ভ্রান্তাঃ কীর্ত্তনং নর্ত্তনঞ্চ ।
উচ্চৈরুচ্চৈশ্চক্রুরুন্মত্তচিত্তাঃ
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমমাত্রাবলম্বাঃ ॥১০৬॥

শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুর ঐ সকল বাক্য শুনিয়া সর্ব্বতঃ সমুদ্গত রোমাঞ্চে অঙ্কিতাঙ্গ এবং নেত্রবারি প্রবাহে স্নাত হইয়া সেই সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন ॥১০৩॥

প্রেমজলে সর্ব্বাঙ্গধৌত হওয়াতে যিনি নিত্যই মনোজ্ঞ কান্তি, সেই গৌরাঙ্গদেবকে গৌরপদাশ্রিত শ্রীবাস অতি নির্ম্মল গঙ্গাজল দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় স্নান করাইলেন ॥১০৪॥

সেই দ্বিজবর শ্রীবাস গৌরচন্দ্রের অঙ্গযষ্টিতে যত কুম্ভদ্বারা সেচন করিয়াছিলেন, নিজাঙ্গেও অতিপ্রেমে নেত্র যুগলোদ্গত তত জলরাশি উদ্গিরণ করিলেন ॥১০৫॥

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমমাত্রাবলম্বী ভক্তগণ পুনর্ব্বার কৌতুক

অন্যেদ্যুর্গৌরচন্দ্রো নিজজনসহিতো ভক্তিশিক্ষাং বিতন্ব-
ন্নত্যন্তাশ্চর্য্যচেষ্টঃ কমলভবভবাদ্যৈর্ভৃশং ভাবনীয়ঃ।
কুজ্ঞানাদ্যৈঃ সমন্তাৎ সকলমনুপুরং দেবতানাং নিকেতং
সম্মার্জন্যা চ চক্রে জগতি সুবিদিতো মার্জ্জিতং
শশ্বদেব ॥১০৭॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে মহাকাব্যে
সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

দেখিয়া প্রেমোদ্ভ্রান্ত ও উন্মত্ত চিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥১০৬॥

কমলভব ব্রহ্মা ও মহাদেব প্রভৃতি দেবগণও যাঁহাকে নিরন্তর চিন্তা করেন, সেই গৌরচন্দ্র অন্যদিন নিজজনের সহিত ভক্তিশিক্ষা বিস্তার করত অত্যন্ত আশ্চর্য্যচেষ্ট হইয়া এই জগন্মণ্ডলে কুৎসিৎ জ্ঞানাদি দ্বারা মনুপুর অর্থাৎ মনুষ্যালয় এবং সম্মার্জনী দ্বারা দেবালয়সমূহ নিরন্তর মার্জিত করিয়া জগজ্জনের সুবিদিত হইয়াছিলেন ॥১০৭॥

অষ্টমঃ সর্গঃ

কদাচিদথ তং প্রীত্যা গচ্ছন্তং পরমং প্রভুম্ ।
প্রণম্য বিনয়াৎ কশ্চিৎ প্রোবাচ মধুরাক্ষরম্ ॥১॥

সর্ব্বে ত্বাং দেবদেবেশং সচ্চিদ্‌ঘনশরীরিণম্ ।
পুরুষং পরমং প্রাহুস্তন্নোদ্ধরসি কিং নু মাম্ ॥২॥

ত্রাহি মাং সর্ব্ব সর্ব্বেশ কুষ্ঠাৎ পরমগর্হিতাৎ ।
দোধূয়মানহৃদয়ং কৃপাং কুরু কৃপানিধে ॥৩॥

শ্রুত্বেদং তদ্বচঃ শ্রীমান্ ক্রোধারুণিতলোচনঃ ।
জগাদ বদনব্যাজাদ্দ্বিজরাজেন শোভিতঃ ॥৪॥

আঃ পাপাত্মন্ দুরাচার মদ্ভক্তদ্বেষকারক ।
ত্বামুদ্ধরিষ্যে চেন্নাহমুদ্ধরিষ্যামি কং ততঃ ॥৫॥

অনন্তর কোন এক দিবস মহাপ্রভুকে প্রীতিপূর্ব্বক গমন করিতে দেখিয়া কোন এক ব্যক্তি প্রণাম পুরঃসর বিনয় সহকারে মধুরবচনে কহিল ॥১॥

প্রভো ! সমস্ত লোক আপনাকে দেবদেবেশ্বর, সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ এবং পরম পুরুষ বলিয়া থাকে অতএব আমাকে উদ্ধার করিবেন কি ? ॥২॥

হে সর্ব্ব ! হে সর্ব্বেশ্বর ! পরম গর্হিত কুষ্ঠরোগ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, হে কৃপানিধে ! আমার হৃদয় অত্যন্ত দগ্ধ হইতেছে, আমার প্রতি কৃপা করুন ॥৩॥

বদনচ্ছলে দ্বিজরাজশোভিত শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র তাহার এই বাক্য শুনিয়া ক্রোধারুণিত লোচনে কহিলেন ॥৪॥

পাপাত্মন্ দুরাচার ! তুই আমার ভক্তের দ্বেষকারক, তোকে যদি আমি উদ্ধার না করি, তাহাতে কি হইবে ! ॥৫॥

শ্রীবাসস্য সদা দ্বেষং যতস্ত্বং কৃতবানসি।
অতএব প্রতিভবং কুষ্ঠী খলু ভবিষ্যসি ॥৬॥

অস্মিন্ দেহে তু যে প্রাণাস্তে ন লক্ষ্যা কদাচন।
বহিশ্চরা ইব প্রাণা বৈষ্ণবা ইতি বিদ্ধি মে ॥৭॥

যে যে যেন প্রকারেণ তান্ দ্বিষন্তি মম প্রিয়ান্।
তেষাং তেষাং প্রতিভবং নরকে পতনং ভবেৎ ॥৮॥

বৈষ্ণবেভ্যো নতা যেচ যে তদাজ্ঞাপরায়ণাঃ
তে তএব তরিষ্যন্তি সংসারার্ণবমুৎকটম্ ॥৯॥

ইত্যুক্ত্বা গেহমগমৎ শ্রীবাসস্য মহাপ্রভুঃ।
তেন সার্দ্ধং তদা রেমে ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ॥১০॥

একদা নৃত্যসময়ে দ্রষ্টুং গৌরাঙ্গসুন্দরম্।
চলিতো দ্বারপালেন বারিতো ধরণীসুরঃ ॥১১॥

যেহেতু তুই সর্ব্বদা শ্রীবাসের দ্বেষ করিয়াছিস, অতএব তুই প্রতি জন্মে নিশ্চয় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইবি ॥৬॥

এই দেহে যে সকল প্রাণ আছে তাহা কখন লক্ষ্য হয় না কিন্তু বৈষ্ণব সকল আমার বহিশ্চর প্রাণ জানিবি ॥৭॥

যে যে ব্যক্তি যে প্রকারে আমার প্রিয়, সেই সকল বৈষ্ণবকে দ্বেষ করে, তাহাদের তাহাদের প্রতিজন্মে নরকে পতন হইবে ॥৮॥

যে যে ব্যক্তি বৈষ্ণবদিগের নিকট প্রণত এবং বৈষ্ণবদিগের আজ্ঞা পরায়ণ, সেই সেই ব্যক্তিই এই উৎকট সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে ॥৯॥

মহাপ্রভু এই কথা বলিয়া শ্রীবাসের গৃহে গমন করিলেন এবং ভক্ত ভক্তিমান্ ভগবান্ গৌরচন্দ্র তৎকালীন তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥১০॥

কোন এক দিবস নৃত্যসময়ে গৌরাঙ্গসুন্দরকে দেখিবার নিমিত্ত একজন

ক্রুদ্ধোঽপরদিনে সোঽয়ং গঙ্গায়াস্তটসন্নিধৌ।
দৃষ্ট্বা জগৎপ্রভুং তত্র দুর্ম্মুখো রোষলোহিতঃ ॥১২॥

উপবীতং দ্বিধা চ্ছিত্ত্বা শাপং দাস্যন্নিদং জগৌ।
ত্বাং নৃত্যসময়ে দ্রষ্টুং গতবানহমেকদা ॥১৩॥

তবৈব দ্বারপালেন বারিতস্তেন দুঃখিতঃ।
শাপং দদামি তত্তুভ্যং সংসারচ্ছিত্তিরস্তু তে ॥.৪॥

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্নাথো ননন্দ মনসা মুহুঃ।
রুষ্টস্য শাপো বিপ্রস্য বরোঽভূদিতি হর্ষিতঃ ॥১৫॥

ইতি শ্রুত্বা হরৌ শাপং ব্রহ্মশাপাদ্বিমুচ্যতে।
তদিদং শ্রদ্ধয়া লোকৈঃ শ্রোতব্যং শুদ্ধবুদ্ধিভিঃ ॥১৬॥

ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলে দ্বারপাল তাঁহাকে নিবারণ করায় তিনি দ্বারদেশ হইতে চলিয়া গেলেন ॥১১॥

অন্য এক দিবস সেই দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ গঙ্গার তটসন্নিধানে জগৎপ্রভু গৌরাঙ্গদেবকে অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধে লোহিত বর্ণ হইল এবং যজ্ঞোপবীত ছেদন করত শাপ দিতে উদ্যত হওত এই বাক্য কহিল যে, আমি এক দিবস নৃত্য সময়ে তোমাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, তোমারই দ্বারপাল আমাকে নিবারণ করিয়াছিল, তাহাতে আমি দুঃখিত হইয়া তোমার সংসার ছেদন হউক এই বলিয়া তোমাকে শাপ দিয়াছি ॥১২॥১৩॥১৪॥

দীননাথ ভগবান্ গৌরচন্দ্র দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণের ঐরূপ শাপ শুনিয়া মনোমধ্যে অতিশয় আনন্দানুভব করিলেন এবং রুষ্ট ব্রাহ্মণের শাপ আমার প্রতি বর হইল এই মনে করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন ॥১৫॥

যে যাহা হউক, গৌরহরির প্রতি ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই শাপ শ্রবণ করিলে লোক সকল ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে অতএব এই বিষয় লোক সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে শুদ্ধ বুদ্ধিতে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য ॥১৬॥

অন্যেদ্যুঃ পদ্মিনীং মুদ্রাং করেণাহর্কোঽপসারয়ন্ ।
উদয়াদ্রেঃ সমুত্তস্থৌ বিলাসী শয়নাদিব ॥১৭॥

ততো গৌরাঙ্গচন্দ্রোঽপি ব্রাহ্মণান্ সজ্জনান্ বহূন্ ।
পাঠয়ন্ পূর্ণপীযূষরশ্মিবৎ স ব্যরোচত ॥১৮॥

ক্ষণাদ্বৈহ্বল্যসম্ভিন্নঃ স্খলৎসর্ব্বতনুঃ প্রভুঃ ।
মধূনি দেহি দেহীতি বভাষে মধুরাননঃ ॥১৯॥

আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যমিদং চরিতং পরমাত্মনঃ ।
হাটকাচলগৌরোঽয়ং রৌপ্যাচল ইবাভবৎ ॥২০॥

সীরপাণিং নীলবাসঃ সমলঙ্কৃতবিগ্রহম্ ।
ঘূর্ণাপূর্ণাক্ষিযুগলং মদমত্তবিচেষ্টিতম্ ॥২১॥

এবং তত্তৎক্ষণে সর্ব্বে দদৃশুস্তে মুদান্বিতাঃ ।
রোহিণ্যঙ্গভুবো ভাবং দধানং পরমেশ্বরম্ ॥২২॥

বিলাসী ব্যক্তি যেরূপ শয়ন হইতে উত্থিত হয়, তাহার ন্যায় অন্য দিন সূর্য্যদেব মুদ্রিতা পদ্মিনীকে বিকসিত করিয়া উদয়গিরি হইতে সমুত্থিত হইলেন ॥১৭॥

গৌরাঙ্গচন্দ্রও বহুসংখ্যক সজ্জন ব্রাহ্মণগণকে পাঠ করাইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন ॥১৮॥

ক্ষণকালেই যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিহ্বলতা বশতঃ বিভিন্ন ও স্খলিত হইতেছে, সেই প্রভু গৌরচন্দ্র সুমধুর বাক্যে "মধু দাও মধু দাও" এই বাক্য কহিতে লাগিলেন ॥১৯॥

আহা ! পরমাত্মা গৌরচন্দ্রের এই চরিত্র কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য, স্বর্ণপর্ব্বত সদৃশ এই গৌরবিগ্রহ রৌপ্য পর্ব্বতের ন্যায় হইয়া উঠিল ॥২০॥

নীলবস্ত্রে যাঁহার বিগ্রহ সম্যক্‌রূপে অলঙ্কৃত নেত্রযুগল ঘূর্ণাপূর্ণ এবং মদমত্তের ন্যায় যাঁহার চেষ্টা, সেই রোহিণীনন্দন বলরামের ভাব ধারণ

কীর্ত্তয়দ্ভিস্ততঃ সর্ব্বৈর্জনৈঃ সহ মহাপ্রভুঃ।
মুরারিগুপ্তনিলয়ে জগাম পরমোৎসুকঃ ॥২৩॥

মধূনি দেহি দেহীতি তত্রাপি মধুরাক্ষরম্।
উক্ত্বাম্বুপাত্রং হস্তেন ধৃত্বাম্বূনি ভৃশং পপৌ ॥২৪॥

মদঘূর্ণিতলোলাক্ষঃ ক্ষণদানাথসুন্দরঃ।
শুক্লৈর্মহোভির্গেহস্য শৈত্যং কুর্ব্বন্ননর্ত্ত সঃ ॥২৫॥

নাহং স কৃষ্ণো বচসা যোঽসৌ শীঘ্রং সুখী ভবেৎ।
তদানয়ানয় ভৃশং মধূন্যত্র সমর্পয় ॥২৬॥

ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন দ্বিজৈকং প্রাক্ষিপৎ প্রভুঃ।
আরাদেব পপাতাসৌ মল্লোঽপি বলবত্তরঃ ॥২৭॥

করাতে পরমেশ্বর গৌরাঙ্গ দেবকে তত্তৎকালে লোক সকল অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া এইরূপ লাঙ্গলধারী বলরামের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিল ॥২১॥ ॥২২॥

তদনন্তর মহাপ্রভু পরম উৎসুক হইয়া কীর্ত্তনকারি জনসকলের সহিত মুরারি গুপ্তের আলয়ে গমন করিলেন ॥২৩॥

সে স্থানেও "মধু দাও মধু দাও" মধুরাক্ষরে এই কথা বলিয়া জল পূরিত পাত্র হস্তে ধারণ করত অতিশয়রূপে জল পান করিলেন ॥২৪॥

মদবিঘূর্ণিত চঞ্চললোচন তথা ক্ষণদানাথ অর্থাৎ শশধরের ন্যায় কমনীয়কান্তি গৌরাঙ্গসুন্দর নিজাঙ্গের শুক্লকান্তি দ্বারা গৃহকে ধবলিত করিয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২৫॥

আর কহিলেন "আমি সে কৃষ্ণ নহি" যদি এই বাক্যে কেহ সুখী হও, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র মধু আনয়ন করিয়া আমাকে সমর্পণ কর ॥২৬॥

মহাপ্রভু এই কথা বলিয়া একজন ব্রাহ্মণকে এক হস্তে ধারণ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন, সেই ব্রাহ্মণ অতিশয় বলবান্ এবং মল্ল হইলেও দূরে গিয়া পতিত হইল ॥২৭॥

প্রাতরেব বলাবেশ-বিবশো রজনীমুখে।
প্রবুদ্ধঃ স্যাত্তদা স্নানং করোতি কমলেক্ষণঃ ॥২৮॥

অপরেদ্যুর্দীপ্যমানস্তেজোভিরতিদুঃসহৈঃ।
মুহুর্মুমোহ ভগবান্ বিকীর্ণকচসঞ্চয়ঃ ॥২৯॥

বলদেবাবেশরম্যং মত্তদ্বিরদগামিনম্।
মত্তসিংহসমোল্লাসং মদঘূর্ণিতলোচনম্ ॥৩০॥

রজ্যদ্‌গণ্ডস্থলং চণ্ডরশ্মিকোটিসমপ্রভম্।
বৈহ্বল্যছিন্নহৃদয়ং দৃষ্ট্বেত্থং তে তদা বদন্ ॥৩১॥

কিমিদং নাথ কোবায়ং বেশঃ কিম্বা পরং মহঃ।
কিমত্র কারণং ব্রূহি ভগবান্ সর্ব্বভাবনঃ ॥৩২॥

এবং বলাবেশলীলাললিতো ললিতাস্পদম্।
উবাচ স্খলিতং শশ্বদ্বচনং মদঘূর্ণিতঃ ॥৩৩॥

কমললোচন মহাপ্রভু প্রাতঃকালেই বলরামের আবেশে বিবশ হইয়াছিলেন কিন্তু সন্ধ্যাকালে চেতনা হওয়ায় তখন গিয়া স্নান করিলেন ॥২৮॥

ভগবান্ শচীনন্দন অন্য একদিবস অত্যন্ত দুঃসহ স্বীয় তেজোরাশি দ্বারা দেদীপ্যমান হইয়া কেশকলাপ বিকীর্ণ করত বারম্বার মোহগ্রস্ত হইলেন ॥২৯॥

বলরামের আবেশে যাঁহার মূর্ত্তি রমণীয়, মদমত্ত হস্তির ন্যায় যাঁহার গমন, মত্তসিংহ সদৃশ যাঁহার উল্লাস, মত্ততা হেতু যাঁহার লোচন ঘূর্ণিত, যাঁহার গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ, প্রচণ্ড রশ্মি অর্থাৎ সূর্যের ন্যায় যিনি প্রভাবশালী এবং বিহ্বলতায় যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা বিচ্ছিন্ন হইতেছে, এতাদৃশ অবস্থাপন্ন গৌরাঙ্গদেবকে দেখিয়া ভক্তগণ এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, হে নাথ, হে গৌরাঙ্গসুন্দর একি? আপনার এ কোন্ আবেশ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি সর্ব্বভাবন অর্থাৎ সর্ব্বজীব স্রষ্টা, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ অতএব বলুন ইহার কারণ কি? ॥৩০॥৩১॥৩২॥

গৌরাঙ্গ মদঘূর্ণিতলোচনে স্খলিতবাক্যে বলরামের আবেশে বলিলেন—

দৃষ্টো ময়া সীরপাণির্নীলাম্বরধরঃ পুমান্ ।
রোপ্যাচল ইব শ্রীমান্ কোঽপ্যসৌ মাদৃশৈরিহ ॥৩৪॥

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যরত্নং তত্র জগাদ তম্ ।
যস্ত্বয়া নাথ দৃষ্টোঽসৌ কুত্রাস্তে বলিনাং বরঃ ॥৩৫॥

এবং বদন্ দদর্শাসৌ তমেব হলিনঃ প্রভোঃ ।
আবেশাবেশবিন্যাসং বিভ্রতং গৌরসুন্দরম্ ॥৩৬॥

ততস্তদ্ভাবমাপন্নঃ শ্রীমান্ কোটীন্দুসুন্দরঃ ।
গৌরাঙ্গো নর্ত্তনং চক্রে তৈঃ সর্ব্বৈর্মুদিতাত্মভিঃ ॥৩৭॥

নৃত্যতস্তস্য পীযূষদ্রবসিক্তৈঃ পদে পদে ।
জল্পিতৈস্তে স্বর্গসুখমধরীচক্রুরঞ্জসা ॥৩৮॥

এবং দিনং স নৃত্যেন নিনায় পরমপ্রভুঃ ।
কীর্ত্তনামৃতবাপীষু স্নাতৈস্তৈঃ স্বজনৈঃ সহ ॥৩৯॥

আমি রজতগিরির ন্যায় শোভাসম্পন্ন নীলাম্বরধারী লাঙ্গলপাণি মহাপুরুষ বলরামকে দেখিয়াছি ॥৩৩॥৩৪॥

আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর কহিলেন, নাথ আপনি যাঁহাকে দেখিয়াছেন সেই বলিশ্রেষ্ঠ পুরুষ কোন্ স্থানে আছেন ? ॥৩৫॥

এই কথা বলিয়া চন্দ্রশেখর প্রভু বলভদ্রের বেশবিন্যাসধারি গৌরসুন্দরকে অবলোকন করিলেন ॥৩৬॥

তদনন্তর কোটি চন্দ্রতুল্য সুন্দর শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র বলরামের ভাবাপন্ন হইয়া সেই হৃষ্টচিত্ত ভক্তগণের সহিত নৃত্য আরম্ভ করিলেন ॥৩৭॥

গৌরচন্দ্র নৃত্য করিতে করিতে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিলেন, ভক্তগণ পদে পদে সুধাসিক্ত প্রভুর সেই সকল বাক্য দ্বারা অনায়াসে স্বর্গসুখকে তুচ্ছ করিলেন ॥৩৮॥

যাঁহারা কীর্ত্তনামৃতের দীর্ঘিকায় অবগাহন করিয়াছেন পরমপ্রভু গৌরচন্দ্র

ততোঽপরাহ্ণে ভূয়োঽস্মিন্ নৃত্যতি শ্রীযুতে মরুৎ।
মদগন্ধৈর্দ্দিশঃ সর্ব্বাঃ সমন্তাৎ সমপূজয়ৎ ॥৪০॥

তং তং গন্ধং সমাঘ্রায় মদোৎকটমতিস্ফুটম্।
আকস্মিকৈরিব ঘনৈর্ভ্রমরৈঃ পিদধে নভঃ ॥৪১॥

শ্রীরামনামা বিপ্রাগ্র্যো দদর্শাকাশমণ্ডলাৎ।
সমাগতান্ মহাকান্তীন্ মহাদীপ্তীন্ মহাজনান্ ॥৪২॥

দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গান্ দিব্যাভরণভূষিতান্।
দিব্যস্রগ্বসনান্ দিব্যান্ দিব্যরূপগুণাশ্রয়ান্ ॥৪৩॥

এককর্ণধৃতাম্ভোজকর্ণপূরমনোহরান্।
উষ্ণীষপট্টসংশ্লিষ্টমস্তকান্ হৃষ্টমানসান্ ॥৪৪॥

সেই সমস্ত ভক্তগণের সহিত এই প্রকার সঙ্কীর্ত্তনেই দিবস অতিবাহিত করিলেন ॥৩৯॥

অপরাহ্নকালে শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গদেব পুনর্ব্বার নৃত্য আরম্ভ করিলে তৎকালীন বায়ু, কস্তুরীগন্ধদ্বারা সমুদায় দিক্‌কে সুবাসিত করিয়াছিল ॥৪০॥

সেই সেই মদোৎকটগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ভ্রমরগণ আকস্মিক মেঘমালার ন্যায় সমাগত হইয়া গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিল ॥৪১॥

এই সময়ে শ্রীরাম নামক একজন বিপ্রাগ্রগণ্য আকাশমণ্ডলে সমাগত মহাকান্তি এবং মহাদীপ্তিশালি বহুসংখ্যক মহাপুরুষ অবলোকন করিলেন, সেই সকল মহাপুরুষদিগের অঙ্গ দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, দিব্যাভরণে ভূষিত, দিব্য মাল্য ও দিব্য বসনযুক্ত এবং স্বয়ং তাঁহারাও দিব্য পুরুষ ও সুদিব্য রূপগুণ যুক্ত তথা এক কর্ণে পরিহিত কর্ণপুর দ্বারা তাঁহাদের অবয়ব অত্যন্ত মনোরম পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষে মস্তক সংশ্লিষ্ট এবং তাঁহাদের মন অতিশয় হর্ষযুক্ত ॥৪২॥৪৩॥৪৪॥

অন্যে তস্য মুখাচ্ছ্রুত্বা ননৃতুর্জগুরঞ্জসা।
কীর্ত্তনেন হরের্নাম্নামাম্নায়সুধিয়ো ভৃশম্ ॥৪৫॥

তত্রৈব কশ্চিদ্বিপ্রাগ্র্যো বনমালী মহাশয়ঃ।
অপশ্যৎ পর্ব্বতাকারং হলং কাঞ্চননির্ম্মিতম্ ॥৪৬॥

দৃষ্ট্বা সবিস্ময়ো ভূত্বা লোচনাশ্রুঝবাকুলঃ।
পুলকৌঘপরীতাঙ্গো ন সস্মার তদা তনুম্ ॥৪৭॥

ততো ননর্ত্ত তৈঃ সার্দ্ধং নিজকীর্ত্তনমঙ্গলৈঃ।
হলায়ুধাবেশরম্যো রম্যগৌরাঙ্গসুন্দরঃ ॥৪৮॥

দিবি দেবগণাঃ সর্ব্বে সমহেন্দ্রাঃ সপদ্মজাঃ।
প্রণেমুঃ কুসুমস্তোমং বর্ষন্তো নতকন্ধরাঃ ॥৪৯॥

এবং নিশাবশেষোঽভূন্নৃত্যতি শ্রীযুতে প্রভৌ।
চন্দ্রশ্চরমশৈলান্তং চুচুম্বশনকৈরিব ॥৫০॥

এই সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রীরাম বিপ্রের মুখে শ্রবণ করিয়া অন্যান্য বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ হরিনাম কীর্ত্তন সহকারে অনায়াসে নৃত্য ও গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৪৫॥

সেই স্থানে একজন মহানুভব বনমালী নামক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ কাঞ্চন নির্ম্মিত পর্ব্বতাকার লাঙ্গল দর্শন করিলেন এবং তদ্দর্শনে বিস্ময়াকুল হইয়া নেত্র পতিত জলধারায় ও পুলকসমূহে ব্যাপ্তকলেবর হওত নিজ তনুকেও বিস্মৃত হইলেন ॥৪৬॥৪৭॥

অনন্তর বলভদ্রের বেশে অতীব রমণীয় রম্যমূর্ত্তি গৌরাঙ্গসুন্দর, নিজ কীর্ত্তনের কল্যাণ সম্পাদক সেইসকল ভক্তদিগের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

গগন মণ্ডলে ইন্দ্র ব্রহ্মাদি দেবতাসকল পুষ্প বর্ষণ করত নত মস্তকে প্রণাম করিলেন ॥৪৯॥

এইরূপে শ্রীযুক্ত মহাপ্রভু নৃত্য করিতে থাকিলে নিশা অবসান হইল এবং শশধরও ক্রমশঃ অস্তাচলের চূড়া অবলম্বন করিলেন ॥৫০॥

নৃত্যতস্তস্য নটনদর্শনার্থমিয়ং কিমু।
পুরন্দরাশা তরুণী বভূবাত্যনুরাগিণী ॥৫১॥

মন্দগন্ধবহঃ শশ্বৎ জ্যোৎস্নয়াভ্যুপগূহিতঃ।
কুমুদানি সমাধুন্বন্ গৌরাঙ্ঘ্রিমভজত্ততঃ ॥৫২॥

ততস্তৈঃ স্বজনৈঃ সার্দ্ধং স্বর্নদ্যাং জগতাং প্রভুঃ।
উপেয়িবান্ বভৌ নাথো যথা মেরুঃ সহাদ্রিভিঃ ॥৫৩॥

অবগাহ্য ততো গঙ্গাং গাঙ্গেয়াচলসুন্দরঃ।
করবারিভিরন্যোন্যং চকার জলখেলনম্ ॥৫৪॥

এবং নানাপ্রকারাণি ক্রীড়িতানি সমাপয়ন্।
যযৌ গেহং নিজং গৌরো যথেন্দুরুদয়াচলম্ ॥৫৫॥

এইকালে পূর্ব্বদিক্ রূপা তরুণী নৃত্যকারি গৌরচন্দ্রের নৃত্য দর্শনার্থই কি অত্যন্ত অনুরাগিণী হইল? ॥৫১॥

মন্দগন্ধবহ বায়ু জ্যোৎস্না কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া কুমুদরাজিকে কম্পিত করত গৌরাঙ্গদেবের পাদপদ্মকে ভজনা করিতে লাগিল ॥৫২॥

তৎপরে সুমেরু পর্ব্বত যেমন অন্যান্য পর্ব্বতমালার সহিত শোভমান হয়, তদ্রূপ জগৎপতি গৌরাঙ্গদেব সেই সকল স্বজনদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্বর্নদী গঙ্গাকুলে উপস্থিত হইয়া অতিশয়রূপে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৩॥

স্বর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় অতি সুন্দর গৌরচন্দ্র গঙ্গায় অবগাহন করিয়া ভক্তগণের সহিত পরস্পর হস্তে জল লইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৫৪॥

শশধর যেরূপ নক্ষত্র মালার সহিত বিহার করিয়া অস্তাচলরূপ গৃহে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ গৌরচন্দ্রও নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক সমাপন করত নিজগৃহে গমন করিলেন ॥৫৫॥

হসন্নসৌ সুমধুরং শ্রীবাসমবদৎ প্রভুঃ।
বেণুং প্রযচ্ছ মে শীঘ্রং ক্ব সোঽস্তি ন তু দৃশ্যতে ॥৫৬॥

ততোঽয়ং বিপ্রপ্রবরো হসন্নিদমভাষত।
বেণুস্তবাস্তি গোপীভিঃ পরিতঃ পরিরক্ষিতঃ ॥৫৭॥

বৃন্দাবনক্রীড়িতানি স্মৃত্বা স্মৃত্বা কৃপানিধিঃ।
সান্দ্রানন্দৈকসন্দোহমগ্নস্তূষ্ণীমভূৎ ক্ষণম্ ॥৫৮॥

ততশ্চাতিশয়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা মহাপ্রভুঃ।
ব্রূহি ব্রূহীতি সততমুচ্চৈস্তং নিজগাদ সঃ ॥৫৯॥

বৃন্দাবনক্রীড়নঞ্চ যমুনাক্রীড়নং তথা।
সর্ব্বং ততোঽসৌ শ্রীবাসো বর্ণয়ামাস ভূরিশঃ ॥৬০॥

পুরা বৃন্দারণ্যে তরুণহরিণাক্ষীভিরনিশং।
ত্বয়ি প্রেমাবিষ্টে বিলসতি য আসীৎ স বিভবঃ।
ত্বয়ৈবাতৃপ্তেনাজনি ন যদি তন্নাথ রভসঃ
কথঙ্কারং নিত্যং নব নব ইবায়ং সমভবৎ ॥৬১॥

গৌরসুন্দর সুমধুর হাস্য করত শ্রীবাসকে কহিলেন, "শ্রীবাস! আমার বেণু কোথায় আছে, দেখিতেছি না। শীঘ্র প্রদান কর" ॥৫৬॥

বিপ্রবর শ্রীবাস হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! গোপীগণ আপনার বেণুকে সর্ব্বতোভাবে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ॥৫৭॥

কৃপানিধি গৌরচন্দ্র বৃন্দাবনের ক্রীড়া সকল বারম্বার স্মরণ পূর্ব্বক নিবিড় আনন্দসন্দোহে নিমগ্ন হইয়া ক্ষণকাল তূষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন ॥৫৮॥

মহাপ্রভু অতিশয় আবেশে পুলকিতাঙ্গ হইয়া "বল বল" নিরন্তর উচ্চরবে শ্রীবাসকে কহিতে লাগিলেন ॥৫৯॥

তখন শ্রীবাস বৃন্দাবনক্রীড়া তথা যমুনাক্রীড়া প্রভৃতি সমুদায়ই ভূরিরূপে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৬০॥

পূর্ব্বকালে মৃগলোচনা তরুণীগণের সহিত বিলাসপূর্ব্বক আপনি প্রেমাবিষ্ট

আমঞ্জুগুঞ্জদলিপুঞ্জনিকুঞ্জরম্যং
বৃন্দাবনং নিরুপমং স পুরা প্রবিশ্য।
ক্রীড়াং চকর্থরসকৌতুককামতন্ত্র-
মন্ত্রস্বরূপ ইব যত্ত্বমতিপ্রিয়ং তৎ ॥৬২॥

এবং নিশম্য মদমত্ত-মৃগেন্দ্রনাদং
ভুয়ো বদেতি মধুরং নিজগাদ নাথঃ।
অত্রান্তরে দ্বিজবরঃ সচ তৎকৃপাভিঃ
সর্ব্বং তদীয়চরিতং প্রকটং জগাদ ॥৬৩॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
শ্রীবৃন্দাবনবিহারবর্ণনং নাম অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

হইলে যে বিভব প্রেম সম্পত্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আপনিও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই, যদি ইহা না হয় তাহলে হে নাথ! বলুন দেখি অতি হর্ষে সেই বিভব কিরূপে নিত্যই নব নব বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল ॥৬১॥

অতিশয় মনোহর শব্দায়মান অলিমালায় যে স্থানে নিকুঞ্জ অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে, সেই নিরুপম বৃন্দাবনে আপনি প্রবিষ্ট হইয়া যেন রস-কৌতুকময় কামশাস্ত্রের মন্ত্র স্বরূপ হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সুতরাং সেই বৃন্দাবন আপনার অত্যন্ত প্রীতিপদ স্থান ॥৬২॥

এইরূপ শ্রবণ করিয়া গৌরচন্দ্র মদমত্ত সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া "পুনর্ব্বার বল" মধুর স্বরে এই কথা কহিলেন, তৎপরে দ্বিজবর শ্রীবাস তাঁহার কৃপায় তদীয় চরিত্র সমুদায় স্পষ্টরূপে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥৬৩॥

নবমঃ সর্গঃ

ইত্থমুদ্ভটসুখাম্বুধিমগ্নং গৌরচন্দ্রমথ যথা সোঽভিজগাদ ॥
শ্রূয়তাং প্রভুবর স্ববিহারং প্রাক্‌কৃতং স্বয়মহং কথয়ামি ॥১॥

বীক্ষ্য তদ্বদনমনির্ব্বচনীয়ং রম্যরম্যমপি বল্লভমনোভিঃ।
শ্রেয়সা সহ বিলাসবতীভিঃ স্বাঙ্গবল্লিভিরকারি বিচিত্রম্ ॥২॥

প্রেয়সা সহ নবীনতমালশ্যামলেন বিপিনং প্রবিশন্ত্যঃ।
তৎপুরো নবঘনেন বিলাসং বিদ্যুতাং দধুরমূব্রজবধ্বঃ ॥৩॥

রামণীয়কমবেক্ষ্য রমণ্যো মানসেন মনসিজেন লসন্ত্যঃ।
চেষ্টয়া রুচিরয়ালসভাজো ভাবিতাঃ সমভবন্নধিনাথম্ ॥৪॥

এইরূপে অগাধ সুখসাগরে নিমগ্ন গৌরচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া শ্রীবাস কহিলেন হে প্রভুবর! আপনি শ্রবণ করুন, আপনার পূর্ব্বকৃত লীলা আমি স্বয়ং বর্ণন করিতেছি ॥১॥

বিলাসবতী গোপাঙ্গনাগণ অত্যন্ত রমণীয় অনির্ব্বচনীয় প্রিয়তমের মুখ সন্দর্শন করিয়া প্রিয়তমের সহিত বিলাস করিবার ইচ্ছা করত স্বীয় অঙ্গলতা দ্বারা আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥২॥

ব্রজবধূগণ তমালতুল্য শ্যামকান্তি প্রিয়তমের সহিত বিপিনে প্রবেশ করত প্রিয়তমের অগ্রে নবঘনের সহিত বিদ্যুতের বিলাস বিস্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ নবনীরদ বর্ণ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে গৌরাঙ্গী ব্রজাঙ্গনাগণ যাঁহাতে নবজলধরের উপর সৌদামিনীর ন্যায় শোভা হইয়াছিল ॥৩॥

মানসে কন্দর্প কর্ত্তৃক যাহারা বিলাসযুক্ত এবং মনোজ্ঞ চেষ্টায় সস্পৃহ, সেই সকল রমণী রমণীয়রূপ শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করত নাথকে লক্ষ্য করিয়া ভাববিশিষ্ট হইলেন ॥৪॥

সাভিলাসমথ ভাববতীনাং কৃষ্ণচন্দ্রমভিমুগ্ধবধূনাম্ ।
সাধ্বসং প্রথমজং তিরয়িত্বা মন্মথেন হৃদয়ে সমুদাসে ॥৫॥

অংশুকং শিথিলিতং দ্রঢ়য়িত্বা বিভ্রতী সচকিত-ত্রপমেকা ।
সস্মিতপ্রিয়সখীজনপার্শ্বে লীলয়ালঘুচলন্ত্যভিরেজে ॥৬॥

কাপি মন্দময়তা পরিবৃত্তে মারুতেন কুচযুগ্মকচেলে ।
সম্ভ্রমাৎ প্রিয়সখীজনমুচ্চৈরালিলিঙ্গ পরিপশ্যতি কৃষ্ণে ॥৭॥

উন্নময্য ভুজযুগ্মমথান্যা পীবরস্তনযুগোন্নমনেন ।
সাঙ্গভঙ্গমলসেন লসন্তী জৃম্ভতেস্ম পুরতো দয়িতস্য ॥৮॥

পীবরোরসিজকুট্মলকান্তাং পাণিধূতনবপল্লবকান্তিম্ ।
প্রোজ্‌ঝ্য কাননলতাং বরনারী-দেহবল্লিমভজন্মধুপৌঘঃ ॥৯॥

অনন্তর কৃষ্ণচন্দ্রকে অতিস্পৃহায় দর্শন করিয়া যাঁহারা ভাবযুক্ত, সেই অতিসুন্দরী গোপবধূগণের হৃদয়ে কন্দর্পরাজ প্রথম দর্শন জনিত সাধ্বসকে নিবারণ করিয়া উদিত হইলেন ॥৫॥

ঐ সময়ে কোন এক গোপী সচকিতভাবে লজ্জিত হইয়া এবং শিথিল বস্ত্রকে দৃঢ়ীভূত করিয়া অন্য এক হাস্যমুখী প্রিয় সখীর নিকট সবিলাসে দ্রুতবেগে গমন করত এক অনির্ব্বচনীয় শোভা লাভ করিলেন ॥৬॥

মন্দগামী মরুৎ কর্ত্তৃক কুচযুগলের কঞ্চুলিকা উত্তোলিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ অবলোকন করিলেন জানিয়া কোন এক সখী অন্য প্রিয় সখীকে সম্ভ্রমে গিয়া আলিঙ্গন করিলেন ॥৭॥

কোন এক গোপী ভুজযুগ উন্নমন করায় স্তনযুগল উন্নত হইলে অলস সহকারে অঙ্গভঙ্গী পূর্ব্বক অতিশয় শোভমানা হইয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে জৃম্ভা ত্যাগ করিলেন ॥৮॥

যাঁহারা স্থূল কুচরূপ কুট্‌মল দ্বারা অতি রমণীয় এবং করপল্লব দ্বারা যাঁহারা নবপল্লবের শোভাকে তিরস্কার করিতেছেন, সেই নবীন রমণীগণের দেহলতাকে অলিগণ কাননলতাকে পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয় করিল ॥৯॥

সুভ্রুবাং তনুলতাসু লতানাং শ্রীরিয়ং সপরিতোষমভূৎ কিম্ ।
সর্ব্বতঃ সপদি তাসু যদেতন্মঞ্জুগুঞ্জদলিনাং কুলমাসীৎ ॥১০॥

একয়োষ্ঠপতনেঽমৃতপত্বং প্রেপ্সুরুন্মদতরো মধুপায়ী ।
ওষ্ঠদংশনরতস্য সতোষং প্রেয়সঃ স্মরণতো ন নিরাসে ॥১১॥

মন্থরং মদনবিহ্বলহংসীলাস্যশংসি মধুরক্রমরম্যম্ ।
আদধুশ্চরণপঙ্কজরম্যং সুভ্রুবোঽথ লঘু তত্র বিহর্ত্তুম্ ॥১২॥

উল্লসন্মদনমন্থরপাদন্যাসভাজিগমনে রমণীনাম্ ।
শ্রোণিবিম্বকুচয়োঃ পরিণাহঃ খেদয়ন্নপি বভূব সুখায় ॥১৩॥

ব্রজসুভ্রূগণের তনুলতাসকলের প্রতি লতাসকলের এই শ্রী অর্থাৎ শোভা কি পরিতুষ্ট হইয়াছে ? যে হেতু সর্ব্বতোভাবে দ্রুতবেগে ব্রজ-সুন্দরীদিগের তনুলতায় মনোহর গুঞ্জন রববিশিষ্ট ভ্রমরগণ উপবেশন করিতেছে ॥১০॥

অপর গোপীগণের অঙ্গে এক ওষ্ঠ পতিত হইবামাত্রই "আমি যেন অমৃত পান করিলাম" এই জ্ঞানে ভ্রমরকুল উন্মত্ত হইয়া দংশন করিতে লাগিল, এদিকে গোপীগণ ওষ্ঠ দংশনরত প্রিয়তমের স্মরণ হেতু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে রূপ গোপীদিগকে দন্তাঘাত করেন সেই ভাব স্মরণ করিয়া দংশনকারি ভ্রমরকে শরীর হইতে নিরাশ করেন নাই ॥১১॥

সুভ্রূ ব্রজাঙ্গনাগণ সেই স্থানে বিহার করিবার নিমিত্ত মদবিহ্বল হংসীর ন্যায় সুমধুর ক্রম দ্বারা অতিশয় রমণীয় এবং মদমন্থর রূপে শীঘ্র শীঘ্র পদবিন্যাস করত চরণপদ্মের অত্যন্ত রমণীয়তা বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ১২॥

আহা ! যে মন্থর গমনে মদনরাজও উল্লসিত হয়েন সেই পদবিন্যাস যুক্ত গমনে সুবিশাল নিতম্ব ও কুচমণ্ডল রমনীগণকে খেদযুক্ত করিলেও তাহা সুখের নিমিত্ত হইয়াছিল ॥১৩॥

বীচিভঙ্গ ইব কাঞ্চনকাঞ্চীকামডিণ্ডিমরবেণ নিতম্বঃ।
সুভ্রুবাং গমনবিভ্রমভূষো মন্দমন্দমলসেন ননর্ত্ত ॥১৪॥

কোমলং চরণপদ্মমশক্তং মাস্ম গা দ্রুততরং মদিরাক্ষি।
ইত্যতীব বিবশৌ রুদতঃ কিং নূপুরৌ প্রণয়তো রমণীনাম্ ॥১৫॥

তত্তদঙ্ঘ্রিকমলস্য বিলাসে সস্পৃহং কথয়তীব মহান্তম্।
স্বানুরাগমনুরাগবতীনাং যাবকৈররুণিতা বনভূমিঃ ॥১৬॥

কৃষ্ণপৃষ্ঠতটলগ্নকুচাগ্রা তত্তদংসবিলসদ্ভুজমূলা।
সাচিতদ্বদনচুম্বিতবক্ত্রা কাপি তত্র রুরুচেঽনুচলন্তী ॥১৭॥

পৃষ্ঠতঃ প্রিয়তমেন ভুজাভ্যাং শ্লিষ্টবক্ষসিরুহাম্বুরুহাক্ষী।
ইন্দ্রনীলমণিহারমিবাস্যা কণ্ঠসীম্নি দধতী চলিতাসীৎ ॥১৮॥

ব্রজরমনীগণের তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় কাঞ্চন নির্ম্মিত কাঞ্চী শব্দে নিতম্বদেশ গমন ভঙ্গীতে বিভূষিত হইয়া অলস ভরে মন্দ মন্দ নৃত্য করিয়াছিল ॥১৪॥

কি আশ্চর্য্য! "কোমল চরনপদ্ম অশক্ত হইয়াছে, অতএব হে মদিরাক্ষি!" অর্থাৎ হে চঞ্চললোচনে! আর দ্রুততর গমন করিও না" এই বলিয়াই কি নূপুর যুগল ব্রজরমনীগণের প্রণয় হেতু বিবশ হইয়া রোদন করিতেছে ॥১৫॥

অহো! অনুরাগবতী রমনীদিগের সেই সেই পদকমলের বিলাসে যাবক অর্থাৎ অলক্তক দ্বারা বনভূমি রঞ্জিত হইয়া সাভিলাষভাবে যেন নিজের অনুরাগই ব্যক্ত করিতেছে ॥১৬॥

সে যাহা হউক, অপর কোন এক গোপী শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে কুচাগ্র সংলগ্ন করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে বিলম্বিত বাহুমূল অর্পণ করিয়া তথা সাচি অর্থাৎ বক্রভাবে স্বীয় বদন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখ চুম্বন করত পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

কোন এক পদ্মলোচনা গোপী প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ভাগে বক্ষঃস্থলে আলিঙ্গিত হইয়া ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত হারের ন্যায় প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে কণ্ঠদেশে ধারণ করত যাইতে আরম্ভ করিলেন ॥১৮॥

কেশবাংসতটরাজিভুজায়ামন্থরালসগতেঃ সহ যান্ত্যাঃ।
তন্নিতম্বভুবি লগ্নবিলগ্নো বীচিবৎ কিল ররাজ নিতম্বঃ ॥১৯॥

প্রাণনাথমধি কাপি সখিভির্বিভ্রতী গতিমনঙ্গবিভঙ্গ্যা।
সাঙ্গভঙ্গমনুগাংসতটেঽধাদ্‌বাহুমূলমুদয়ৎকুচমূলম্ ॥২০॥

তৎক্ষণে ক্ষণত এব বধূনাং মন্মথেন বহুধা বিবশানাম্।
আযযৌ সপদি কাননলক্ষ্মীঃ সা যথেপ্সিতমুপায়নভারম্ ॥২১॥

মাস্ম মানিনি কৃথাঃ শ্রমমুচ্চৈস্ত্যজ্যতাং বিবশতাং সরসাক্ষি।
হেমগৌরি গরিমাণমুপেতো মান এষ ভবিতৈব চরিষ্ণুঃ ॥২২॥

পশ্য মত্তহরিণাক্ষি ধুনানা পল্লবং তব করস্য সমানম্।
মাধুরী কুসুমযৌবনরম্যা বাধ্যতে মধুকরৈরতিলুব্ধৈঃ ॥২৩॥

কেশবের স্কন্ধদেশে যাঁহার ভুজদেশ শোভমান এবং অলসান্বিত গমন মন্থর সেই শ্রীকৃষ্ণের সহগামিনী কোন এক ব্রজসুন্দরীর নিতম্বদেশের মধ্যভাগ শ্রীকৃষ্ণের নিতম্বে সংলগ্ন হইয়া বীচি অর্থাৎ তরঙ্গ যেমন পরস্পর মিলিত হইয়া শোভা সম্পাদন করে, তাদৃশ শোভা ধারণ করিল ॥১৯॥

কোন এক ব্রজসুন্দরী প্রাণনাথকে অধিকার করিয়া স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত অনঙ্গভঙ্গী বিস্তার পূর্ব্বক গমন করিলেন কিন্তু গমনের সময় রমণেচ্ছা সম্যক্ বর্ত্তমান থাকায় অঙ্গভঙ্গীর সহিত প্রফুল্ল কুচশোভিত বাহুমূল উত্তোলন করিয়া অনুগামিনী একটি সখীর স্কন্ধে ধারণ করিলেন ॥২০॥

এই সময়ে ক্ষণকাল মধ্যেই কন্দর্প কর্ত্তৃক বহু প্রকারে বিবশান্বিত গোপ-বধূদিকের সম্বন্ধে ঈপ্সিত উপায়ন ভার সহ সহসা কাননলক্ষ্মী আগমন করিয়া কহিলেন ॥২১॥

হে মানিনি! হে সরসাক্ষি! হে সজল নেত্রে! হে গৌরাঙ্গি! গুরুতর শ্রম করিও না, বিবশতা পরিত্যাগ কর তোমার এই গুরুতর মান চিরস্থায়ী থাকিবে না অবশ্যই চঞ্চল অর্থাৎ বিনষ্ট হইবে ॥২২॥

হে হরিণাক্ষি! দেখ তোমারই করসদৃশ পল্লবকে চঞ্চল করিয়া কুসুমরূপ যৌবন দ্বারা রমণীয় মাধবীলতা অতিলুব্ধ মধুকর কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছে ॥২৩॥

ধর্ষিতাপি মধুপৈরিহ মল্লী বল্লিরুল্লসিতকুট্মলরম্যা।
পাণিবৎ কিশলয়ং বিধুনানা কিং শশাক পরিমর্দ্দশমায় ॥২৪॥

পশ্য ভৃঙ্গলুলিতা দলকম্পৈ-
রেবমেব পরিবক্তি লতেয়ম্।
নৈব নৈব মদভাজি রিরংসৌ
সুভ্রুবো মনসি তিষ্ঠতি মানঃ ॥২৫॥

আশ্রবং তমিমাশ্লিষ কান্তং
মুঞ্চ মুঞ্চ সখি মানমসন্তম্।
কাপি ভাবচতুরা পরিহাসৈঃ
প্রাণনাথমভিকাঞ্চিদবাদীৎ ॥২৬॥ (কুলকং)

কিং বলপ্রিয়বলোত্তরমধ্যে
স্বৈরমাচরসি নো ললিতানি।
যত্র চূতলতিকাঃ করলভ্যা
নির্ভরং মুকুলিতা বিলসন্তি ॥২৭॥

প্রস্ফুটিত কুট্মল অর্থাৎ কালিকার রম্যমূর্ত্তি মল্লীবল্লী মধুকর কর্ত্তৃক পীড়িতা হইয়া কি পল্লবরূপ হস্ত প্রসারিত করিয়া পীড়াদায়ক মধুকরকে বিদূরিত করিতে সক্ষম হইতেছে ? ॥২৪॥

আরও দেখ এই সম্মুখবর্ত্তিনী লতা ভৃঙ্গ কর্ত্তৃক পীড়িতা হইয়া এইরূপ বলিতেছে যে, স্ত্রীগণের মন অহঙ্কারযুক্ত হইয়া যদি রমণেচ্ছুক হয় তাহা হইলে কখনই সেই মনে মান থাকিতে পারে না ॥২৫॥

অতএব হে সখি! সেই এই বাক্যবশম্বদ কান্তকে আলিঙ্গন কর এবং বারবার বলিতেছি যে, অস্থায়ীমানকে পরিত্যাগ কর। ভাব বিষয়ে অতীব চাতুর্য্যশালিনী কোন এক সখী প্রাণনাথের নিকট কোন একভাবে এই সমুদায় বাক্য পূর্ব্বোক্ত মানিনীকে পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন ॥২৬॥

যে বনমধ্যে করলভ্যা আম্রলতা মকুলিত হইয়া অতিশয় বিলাস

স্বাগতং সখি চিরাদসি দৃষ্টা
মাশ্লিষেতি বিকসৎকুচমূলম্ ।
কাপি ভাববিবশা রভসাভি-
স্তত্র কামপিলতাং পরিরেভে ॥২৮॥

সুভ্রুবল্লিবিটপেন বিকৃষ্টং
বক্ষসোঽঞ্চলমলঙ্কুরু মুগ্ধে ।
মা পাতেদিহ সরোরুহকোষ-
ভ্রান্তিতো মধুকরঃ সখি মুগ্ধঃ ॥২৯॥

চন্দ্রিকাঃ কিমিহ তেন হি রম্যা
বাঞ্ছিতং তিমিরমেব ভবত্যোঃ ।
যৎ কুহূরিতি মুহুর্নিগদন্তং
কোকিলং কলয়সীহ সতৃষ্ণম্ ॥৩০॥

করিতেছে, হে সখি! সেখানে কেন তুমি বলপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট কানন মধ্যে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া আমার নিকট ললিত বিস্তার করিতেছ?

হে সখি! সুখে ত আগমন করিয়াছ? অনেকদিন পরে তোমার দেখা পাইলাম, আলিঙ্গন কর, এই বলিয়াই এক সখী স্তনমূল উৎফুল্ল করিয়া ভাবে বিবশ হওত শীঘ্র একটি লতাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥২৭॥২৮॥

হে সুভ্রু! হে মুগ্ধে! তুমি লতা পল্লব দ্বারা সমাকৃষ্টবক্ষঃস্থলকে অলঙ্কৃত কর, কিন্তু হে সখি! মুগ্ধ মধুকর যেন পদ্মকোষ ভ্রমে আসিয়া পতিত না হয় ॥২৯॥

হে সখি! এস্থানে জ্যোৎস্না কি তোমার রমণীয় হইতেছে না, অন্ধকারই কি তোমার বাঞ্ছনীয়, যেহেতু কুহূ কুহূ শব্দকারি কোকিলকেই বারম্বার সস্পৃহ হইয়া অবলোকন করিতেছ ॥৩০॥

তদ্ব্রজাম ইতএব বিদূরং
তিষ্ঠ সাম্প্রতমভিপ্রিয়মেকা।
ইত্যলীকবচনারচনাভি-
র্গন্তুমিষ্টমতনিষ্ট ততোঽন্যা ॥৩১॥

এতদেব কুসুমং তব রম্যং
কর্ণয়োরিতি সমুন্নতবাহুঃ।
কৃষ্ণবক্ষসি মিলৎকুচকুম্ভা
কাচনামুমভিভূষয়তি স্ম ॥৩২॥

ঊরুমূলমভিবধ্য ভুজাভ্যা-
মুচ্চকৈঃ সুমনসোঽবচিচীষুঃ।
কাপ্যুরঃস্থলবিলগ্ননিতম্বা
মাধবেন কৃতহর্ষমুদাসে ॥৩৩॥

অম্বুজং মুখমিদং তব রাধে
কুন্দদামবদনা কুসুমৈঃ কিম্।
ইত্থমুন্নয়তা চিবুকাগ্রং
প্রেয়সী প্রিয়তমেন চুচুম্বে ॥৩৪॥

অতএব তুমি কান্তের নিকট নির্জনে থাক, আমি দূরে যাইতেছি ইত্যাদি অলীক বাক্য রচনায় অন্য এক সখী গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলেন ॥৩১॥

"এই কুসুম তোমার কর্ণযুগলে অতিশয় মনোহর দেখায়" এই বলিয়া কোন এক সখী ভুজদ্বয় উত্তোলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে স্বীয় কুচকুম্ভ সংযুক্ত করত ভূষণ পরিধান করাইলেন ॥৩২॥

কোন এক সখী পুষ্প পরিধাপনচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিতম্ব রাখিয়া উপবেশন করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অতি হর্ষ সহকারে নিজ বাহুযুগল দ্বারা উরুমূল বেষ্টন করিয়া উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৩॥

হে রাধে! তোমার এই মুখ সাক্ষাৎ পদ্ম এবং দন্ত পঙ্‌ক্তিও কুন্দ-

আনতা কুচভরৈর্মুহুরুচ্চৈঃ
পুষ্পাসংগ্রহপরা বিকলাপি।
উৎকরাদ্‌গলদুরঃস্থলচেলা
কাপি কৃষ্ণহৃদয়ে বিজহার ॥৩৫॥

লীনমপ্যলিমবেক্ষ্য হরন্তী
কেশবং কররুহৈরথ বীক্ষ্য।
সংভ্রমভ্রমিবশাদবশাঙ্গী
নির্ম্মমজ্জ দয়িতোরসি কাচিৎ ॥৩৬॥

প্রোজ্‌ঝ্য ফুল্লকুসুমাবলিমেতাং
কুট্মলেষু নিপতিষ্যতি মুগ্ধঃ।
ভৃঙ্গরাগপরবানসি তত্ত্বং
রজ্যতাং মনসি কোহি বিবেকঃ ॥৩৭॥

পুষ্পের মাল্য স্বরূপ, তবে আর পুষ্পের প্রয়োজন কি? শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া প্রিয়তমা শ্রীরাধার চিবুক উত্তোলিত করিয়া চুম্বন করিলেন ॥৩৪॥

কোন এক গোপী যাঁহার মধ্যভাগ কুচভরে আনত এবং বক্ষঃস্থল হইতে বসন উৎক্ষিপ্ত, তিনি পুষ্পসংগ্রহার্থে ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে বিহার করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের শরীরে বর্ণসাম্য প্রযুক্ত বিলীন ভ্রমরকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণকেই নখদ্বারা গ্রহণ করত তৎপরে উক্ত বিলীন ভ্রমরকে দেখিয়া অতীব আতঙ্কে বিবশাঙ্গী হইয়া প্রিয়তমের বক্ষঃস্থলেই নিমগ্না হইলেন ॥৩৬॥

হে ভৃঙ্গ! এই ফুল্লকুসুমাবলি পরিত্যাগ করত তুমি মুগ্ধ হইয়া কুট্মলে নিপতিত হইয়া এবং পররাগে রঞ্জিত হইয়াছ, তোমার চিত্তে কোন বিবেচনা শক্তি আছে কি? যাহাতে স্বীয় কৃষ্ণবর্ণ রঞ্জিত করিতে পার ॥৩৭॥

শ্যামলোঽসি সততং মধুমত্তঃ
পদ্মিনীষু নিরতশ্চপলোঽসি।
চঞ্চরীকসদৃশোঽসি ততস্ত্বং
কস্যচিন্নন্থু সমস্তগুণেন ॥৩৮॥

সংবিমর্দ্দনসহাসহতাং নো
বেৎসি মুগ্ধতম রাগপরোঽসি।
ইত্থমাত্তকুতুকং কৃতরোষা
কাপি কৃষ্ণমপদিশ্য জগাদ ॥৩৯॥ (কুলকং)

ঘ্রাতুমাগতমবেক্ষ্য মুখাব্জং
চঞ্চরীকমপরা রভসেন।
শ্রোতুমেব ন নিরাস করাভ্যাং
মাধবস্য পরিহাসবচাংসি ॥৪০॥

মন্থরা তব গতিঃ সহজৈষা
তত্র চেৎ প্রতিপদং রমণেন।
প্রস্থিতা তদিহ কিং চলিতব্যং
পশ্য সুন্দরি তদত্র নিকুঞ্জম্ ॥৪১॥

তুমি শ্যামল এবং সতত মধুমত্ত ও পদ্মিনী সকলে অনুরক্ত হইয়া চঞ্চল হইতেছে, তুমি চঞ্চরীক অর্থাৎ ভ্রমর সদৃশ হইয়াছ, অতএব তোমাতে কোন ব্যক্তির সমস্ত গুণগ্রাম লক্ষিত হইতেছে ॥৩৮॥

হে মুগ্ধতম! পীড়া সহ্য করিতে স্ত্রীগণই সক্ষম, কিন্তু তুমি অনুরক্ত হইয়াছ জানিতে পারিতেছ না, এইরূপে কোন গোপী কৌতুকছলে ঈষৎক্রোধ করত শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

কোন গোপী মুখপদ্ম আঘ্রাণ করিতে সমাগত ভ্রমরকে অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্য সকল শ্রবণ করিবার জন্য কৌতুক হেতু তাহাকে নিবারণ করিলেন না ॥৪০॥

এই যে দেখিতেছি তোমার গতি স্বভাবতই মন্থর, তাহাতে আবার

যঃ শ্রুতৌ লপতি তে ভ্রমরোঽয়ং
শ্যামলোৎপলদলান্তরিতঃ সন্ ।
নাবগচ্ছসি কিমেতদিতীদং
কাপি কাঞ্চিদিতি সস্মিতমূচে ॥৪২॥

কীদৃশীং স্রজমহং রচয়েয়ং
কম্বুকণ্ঠি তব কণ্ঠতটায় ।
ইত্যসৌ সকুতুকং দয়িতায়া
বক্ষসো বসনমাশু জহার ॥৪৩॥

কাপি পুষ্পময়কন্দুকবৃন্দং
প্রাহিণোদঘরিপুং পরি শশ্বৎ ।
চন্দ্রমোভিরিব তন্মধুরিম্না-
মৌপহারিকমমন্দমকার্ষীৎ ॥৪৪॥

প্রত্যেক পদ বিলাসের সহিত গমন করিতেছ, তবে তুমি কি এস্থান হইতে গমন করিবা? অতএব এই স্থানে নিকুঞ্জ আছে অবলোকন কর ॥৪১॥

আরও দেখিতেছি যে, কর্ণে পরিহিত শ্যামবর্ণ উৎপলের দলদ্বারা শরীর আচ্ছন্ন করিয়া ভ্রমর তোমার কর্ণমূলে আলাপ করিতেছে, তথাপি তুমি যাইতেছ না কেন, এ কিরূপ তোমার ব্যবহার” এই সকল কথা কোন গোপী অন্য কোন গোপীকে কহিয়াছিলেন ॥৪২॥

হে কম্বুকণ্ঠি তোমার কণ্ঠতটের নিমিত্ত আমি এই কিরূপ মাল্য রচনা করিয়াছি, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সকৌতুকে প্রিয়তমার বক্ষঃস্থল হইতে বসন হরণ করিয়া লইলেন ॥৪৩॥

কোন এক গোপী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুষ্পময় কন্দুক অনবরত নিক্ষেপ করায় বোধ হইয়াছিল তিনি যেন বহু সংখ্যক চন্দ্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অপার মাধুর্য্যের অত্যন্ত উপহার প্রদান করিয়াছিলেন ॥৪৪॥

ফুল্লচূতলতিকাপরিরম্ভৈঃ
পিঞ্জরঃ পিকযুবা মধুমত্তঃ।
মন্মথং কলয়তীব বিশেষং
মন্মনো বিকলমেব বভূব ॥৪৫॥

মাকৃথাঃ কথমপি প্রথয়ানং
মানমানয় মধূনি দদস্ব।
মানয়োঽয়মভিনাথমজস্রং
মানিনি প্রকটমানবশত্বম্ ॥৪৬॥

পায়য়স্ব মধুরাধরসীধুং
জীবয় প্রিয়তমং দয়নীয়ম্।
নূনমত্র ভবতী হৃদয়েশা
কাতরং নু হৃদয়ং ন হি বেৎসি ॥৪৭॥

ইত্যতীব মৃদুলঃ স্মরমত্তঃ
শ্যামলোঽপি সততং গুরুরাগঃ।
প্রেয়সো গুণবশীকৃতচিত্তাং
চিত্তনাথ ইতরামভজিষ্ট ॥৪৮॥

অনন্তর মধুমত্ত যুবা কোকিল প্রফুল্ল আম্রলতাকে আলিঙ্গন করত পরাগ দ্বারা পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যেন মন্মথকে আহ্বান করিতেছে তজ্জন্য আমার চিত্তও অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে ॥৪৫॥

হে মানিনি! কোন ক্রমেই মানকে বিস্তার করিও না, মধু আনিয়া অর্পণ কর, কিন্তু নাথকে লক্ষ্য করিয়া নিরন্তরই মানিনী হইয়া থাকা, এ নীতি কখনই উত্তম হইতে পারে না ॥৪৬॥

অহে! সুমধুর অধরসুধা পান করাও, দয়নীয় প্রিয়তমকে জীবিত কর, তুমি নিশ্চয় হৃদয়েশ্বরী, এস্থানে কাতর হৃদয়কে জানিতেছ না? ॥৪৭॥

এই নিমিত্তই অতিকোমল স্মরমত্ত এবং অত্যন্ত অনুরক্ত শ্যামল শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ-নাথ হইয়াও স্বীয়গুণে বশীকৃতচিত্তা অন্য-প্রেয়সীকে ভজনা করিতেছেন ॥৪৮॥

ভূষিতং সুমনসা বপুরাসাং
কাননশ্রিয়মিমাং যদহার্ষীৎ ।
তেন তেন শুশুভেঽতিতরাং তৎ
সদ্‌গৃহীতমুপয়াতি গুণায় ॥৪৯॥

যা দ্রবন্তি সুরতশ্রমভাজঃ
সৌকুমার্য্যপরভাগসদঙ্গ্যঃ ।
তাশ্চিরং বনবিহারজখেদাৎ
স্বেদসিন্ধুষু তথৈব মমজ্জুঃ ॥৫০॥

নীলনীরধরকান্ত্যমৃতাঢ্যাং
বিস্ফুটাম্বুজমনোরমনেত্রাম্ ।
ভেজিরেঽথ যমুনামলসাঙ্গ্যঃ
প্রেয়সস্তনুমিব শ্রমভাজঃ ॥৫১॥

স্নিগ্ধ-সান্দ্র-ঘননীলতরঙ্গৈ-
রুল্লসৎ-পৃষত-পুষ্পসমূহৈঃ ।
আসসাদ সহসা রবিপুত্রী
কেশপাশললিতং রমণীনাম্ ॥৫২॥

এই সকল গোপীর শরীর পুষ্পদ্বারা বিভূষিত হইয়া যখন কানন শ্রীকে হরণ করিয়াছে, তখন তাহাতেই সেই বপু অতিশয় শোভান্বিত হইয়াছে, কারণ সৎ সকল যাহা গ্রহণ করেন তাহাই গুণের নিমিত্ত কল্পিত হয় ॥৪৯॥

সুরতশ্রমযুক্ত এবং সুকুমারতা রূপ উৎকৃষ্টাংশে প্রশস্তা যে গোপীগণ স্বেদজলে গলিত প্রায় হইয়াছিলেন, তাঁহারাই পুনর্ব্বার বন বিহার শ্রমে তদ্রূপেই স্বেদসিন্ধুজলে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ॥৫০॥

অনন্তর পরিশ্রান্ত গোপাঙ্গনাগণ অলসাঙ্গী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তনুর ন্যায় নীলজলধরের কান্তিরূপ অমৃতযুক্তা এবং মনোরম নেত্রতুল্য বিস্ফুটপদ্ম-শোভিনী যমুনায় গিয়া অবতরণ করিলেন ॥৫১॥

ঐ সময়ে সূর্য্যপুত্রী যমুনা স্নিগ্ধ ও নিবিড় জলধরের ন্যায় নীলবর্ণ তরঙ্গ

ঈষদপ্যহমুপৈতুমশক্তঃ
সুভ্রু তত্তব তনুমবলম্বে।
ইত্যসাবলসমূর্ত্তিরথৈকা-
মাশ্লিষন্নুপযযৌ যমুনায়াম্ ॥৫৩॥

চুম্বিতানি নখদন্তনিপাতান্
প্রায়শঃ সরভসং বিলপয্য-
তৌ পরস্পরজয়োৎসুকচিত্তৌ
সিঞ্চতঃ করজলৈর্হৃদয়েশৌ ॥৫৪॥

বারি বারিতত্তমা করনীরৈঃ
প্রেয়সা কিমপি নিত্যনবীনা।
বারিভির্মিলতি সূক্ষ্মদুকূলে
কূলমুজ্জগমিষুঃ কিমুদস্থাৎ।৫৫॥

এবং উচ্ছলিত জলকণারূপ পুষ্প সমূহ দ্বারা সহসা রমণীগণের কেশকলাপের সদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫২॥

"হে সুভ্রূ। আমি অল্পমাত্র গমন করিতে অশক্ত, অতএব তোমার তনুকে অবলম্বন করিতেছি" শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া অলসাঙ্গে এক সখীকে আলিঙ্গন করত যমুনায় গমন করিলেন ॥৫৩॥

শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই গোপী পরস্পর জয়োৎসুক চিত্ত হইয়া সকৌতুকে বহুলরূপে চুম্বন, নখাঘাত ও দন্তাঘাতে পলায়ন করিয়া পরস্পর হস্তজলের দ্বারা সেচন করিতে লাগিলেন ॥৫৪॥

কোন এক নিত্য নবীনা গোপাঙ্গনা যমুনা জলমধ্যে নিজের সূক্ষ্মবসন জলের সহিত মিলিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত নিক্ষিপ্ত জলে জলতাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া কূলের প্রতি গমন ইচ্ছাতেই কি উত্থিত হইলেন? ॥৫৫॥

সুভ্রুবোঽধিযমুনং শ্লথনীব্যাঃ
শ্লিষ্যতা প্রিয়তমেন সলীলম্।
স্রোতসাপহৃতমংশুকমচ্ছে
বারি গোপিতুমিবাঙ্গমভাজি ॥৫৬॥

হাবহারি জলমণ্ডুকলীলাং
খেলয়া মধুরিপৌ বিদধত্যাঃ।
লোলশঙ্খনিনদৈরপরস্যা
নৃত্যতীব বিপুলং কুচযুগ্মম্ ॥৫৭॥

পীবরস্তননিতম্বনিবেশে
বীচিভির্বিঘটনৈর্ঘটনৈশ্চ।
গণ্ডশৈলপদবিস্খলিতত্বং
সুভ্রুবামথ যযুঃ সলিলানি ॥৫৮॥

কাপি কান্তমমৃতাঞ্জলিপূরৈ-
র্লোলশঙ্খবলয়া স্নপয়ন্তম্।
ধারয়ন্ত্যপি দদৌ করকম্পৈঃ
পারিতোষিকমুরোরুহনৃত্যম্ ॥৫৯॥

যমুনামধ্যে ব্রজসুন্দরীর নীবিবন্ধন শিথিল হওয়ায় আলিঙ্গন কারী প্রিয়ত শ্রীকৃষ্ণ সবিলাসে স্রোতে অপগত বস্ত্রকে নির্ম্মলজলে গোপন করিবার নিমিত্ত আপনার অঙ্গকে সঙ্কুচিত করিলেন ॥৫৬॥

কোন এক ব্রজাঙ্গনা শৃঙ্গাররস সূচক জলমণ্ডুক লীলা শ্রীকৃষ্ণের নিকট খেলা সহকারে বিধান করিলে, শরীরের চাঞ্চল্য বশতঃ চঞ্চল শঙ্খের ধ্বনিসহ সেই ব্রজাঙ্গনার বিপুল স্তনযুগল নৃত্য করিতে লাগিল ॥৫৭॥

যমুনাজলবিহরিণী ব্রজাঙ্গনাগণের স্থূলতর স্তন ও নিতম্ব দেশে তরঙ্গ মালায় বিঘটন ও ঘটনে অর্থাৎ তরঙ্গের গতাগতিতে পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশ হইতে স্থূল প্রস্তরের উপরি জলপতনের ন্যায় জল শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥৫৮॥

শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জলী পূর্ণ জলদ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণকে অভিষিক্ত করিতেছেন,

কাপি মুগ্ধরমণীপ্রিয়বক্ষঃ
প্রেপ্সুরচ্ছসলিলেঽপ্যগভীরে।
ধুন্বতি করদলে বহুশঙ্কং
প্রেয়সঃ কনকহারলতাসীৎ ॥৬০॥

উরুরোধসি চলচ্ছফরীণাং
বৃত্তিভিঃ সভয়কৌতুকগর্ব্বম্ (হর্ষং বা)।
চারুশীৎকৃতিলসদ্দশনাভিঃ
পাণিকম্পনমকারি বধূভিঃ ॥৬১॥

সর্ব্বতঃ করদলাহতিরোহ-
দ্বীচিবক্ষসিরুহানথ তাসাম্।
আসসাদ সলিলং ঘনঘর্ম্মান্
স্নাপয়চ্ছ্রমবিনোদপটীয়ঃ ॥৬২॥

ইত্যবসরে কোন গোপী তাঁহাকে ধারণ করত করকম্প অর্থাৎ দুই হস্তে তাঁহাকে সঞ্চালিত করিয়া নিজের স্তননৃত্যরূপ জলসেচনের পারিতোষিক দান করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সঞ্চালিত করিবার সময় গোপীর করস্থিত শঙ্খবলয় চঞ্চল হওয়ায় তাহা হইতে সুমধুর ঝনঝন শব্দ উদ্গত হইয়াছিল ॥৫৯॥

কোন মুগ্ধা রমণী প্রিয়তমের বক্ষঃস্থলকে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিকট শঙ্খ-শোভিত করদলকে অগভীর অর্থাৎ অল্প পরিমাণ নির্ম্মল জলমধ্যে সশঙ্কে সঞ্চালিত করিয়া প্রিয়তমের স্বর্ণ নির্মিত হারলতার ন্যায় হইয়াছিলেন ॥৬০॥

উরুর সমীপে শফরীগণ ইতস্ততঃ সঞ্চলন করায় ব্রজবধূ সকল ভয়, কৌতুক ও গর্ব্বের সহিত মনোহর শীৎকারশব্দপূর্ব্বক হস্ত চালন করিয়াছিলেন এবং ঐ শীৎকার শব্দ প্রয়োগকালীন তাঁহাদের দন্ত শ্রেণী অত্যন্ত শোভমান হইয়াছিল ॥৬১॥

সর্ব্বতোভাবে করদলের আঘাতে যাহার তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে এবং

তত্র পদ্মবদনেতি বধূনা-
মাকলয্য রমণাদভিধানম্।
আননর্ত্ত নু তরঙ্গগমজ্জং
সম্পদেব হি সতামুপমাপি ॥৬৩॥

কাপি কাঞ্চনরুচির্যমুনায়াঃ
শ্যামলে পয়সি ভাববশাঙ্গী।
সর্ব্বমঙ্গমভিসন্তৃতনীলং
কৃষ্ণমপ্যনিকটস্থমমংস্ত ॥৬৪॥

ওষ্ঠপল্লবমযাবকমক্ষি-
ক্ষীণকজ্জলমুরোরুহকুম্ভৌ।
বীতরাগবিলসন্নখরেখৌ
প্রেয়সা নিধুবনান্তমিবৈক্ষি ॥৬৫॥

শ্রান্তিদূরকরণে যাহা অতিশয় পটুতর, সেই সলিল গোপবধূদিগের ঘনতর ঘর্ম্ম অর্থাৎ স্বেদজল বিশিষ্ট স্তনমণ্ডলকে ক্ষালিত করিয়া তাহাতে সংলগ্ন হইয়াছিল ॥৬২॥

রমণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রজবধূগণের "পদ্মবদনা" এই নাম শ্রবণ করিয়াই কি তরঙ্গস্থিত পদ্ম সকল আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল, যেহেতু সজ্জনের উপমাস্থল হওয়াও অধীনগণের এক মহতী সম্পত্তি বলিতে হইবে ॥৬৩॥

কাঞ্চনকান্তি কোন এক ব্রজসুন্দরী ভাববিবশাঙ্গী হইয়া যমুনার শ্যামল-জলে যিনি সমস্ত অঙ্গ গোপন করিয়া জলক্রীড়া করিতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ নিকটে থাকিলেও তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই ॥৬৪॥

অলক্তকশূন্য অধর পল্লব, কজ্জলহীন নেত্র এবং বিলাসান্বিত কুচকুম্ভযুগল বীতরাগ অর্থাৎ কুঙ্কুম শূন্য এবং নখরেখা বিশিষ্ট এই সমুদায়কে শ্রীকৃষ্ণ যেন নিধুবনান্ত অর্থাৎ রমণক্রিয়ার অবসানরূপে অবলোকন করিয়াছিলেন ॥৬৫॥

রক্ত্যদক্ষি মৃদিতা বরকান্তিঃ
সর্ব্বমঙ্গমলসালসমাসাম্ ।
অংশুকং তনুতয়া তনুলগ্নং
প্রেয়সস্তদুপকারি বভূব ॥৬৬॥

কাপি পদ্মবনিকামভিলীনা
যাচিতা প্রতিপদং রমণেন ।
উল্লসন্মধুকরালিবিরাবৈ-
র্ব্যক্তমেব সমতর্কি সখীভিঃ ॥৬৭॥

কাঞ্চিদত্র কমলানি জিহীর্ষুং
পদ্মিনীসমুদয়ে মিলিতাঙ্গীম্ ।
নির্ভরং বলয়িতা বিসবল্লী-
শ্রোণিরোধসি রুরোধ রুষেব ॥৬৮॥

প্রাক্ প্রতি প্রিয়তমং শ্লথনীব্যাঃ
শ্রোতসা শিথিলিতং তনুচেলম্ ।
তৎক্ষণেন সুদৃশো বিসবল্ল্যা
পদ্মিনী প্রিয়সখীব রুরোধ ॥৬৯॥

গোপাঙ্গনাগণের রক্তবর্ণ লোচনযুগল, মৃদিত অর্থাৎ দলিত অঙ্গকান্তি, সর্ব্বাঙ্গ অলসযুক্ত এবং অতিসূক্ষ্ম হেতু অঙ্গসংলগ্ন বসনও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উপকারী অর্থাৎ বিলাসের উপযোগী হইয়াছিল ॥৬৬॥

কোন এক গোপী পদ্মবনিকা অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম পদ্মবনমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বারম্বার আহূত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই পদ্মবন হইতে সমুত্থিত মধুকরকুলের ঝঙ্কার শব্দে অন্যান্য সখীগণ স্পষ্টরূপে অনুমান করিলেন যে, তিনি এই স্থানেই অবস্থিত আছেন ॥৬৭॥

কোন এক ব্রজাঙ্গনা পদ্মিনী সমুদায়ে মিলিতাঙ্গী হইয়া পদ্ম আহরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিসবল্লী বলয়িত অর্থাৎ বেষ্টনাকার হইয়া ক্রোধ-ভরেই যেন নিতম্বদেশে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল ॥৬৮॥

কোন এক ব্রজাঙ্গনার প্রথমতঃ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে নীবি অর্থাৎ

কাপি নিঃসহতনুঃ প্রতিকূলং
নিহ্নুতা সমুদয়ন্ত্যলসেন।
প্রেয়সা সহ সখীভিরমন্দং।
বারিভির্দ্বিগুণমাকুলিতাসীৎ ॥৭০॥

কাপ্যুদেতুমসকৃদ্‌যতমানা
কান্তপাণিদলসংযমিতাপি
উরুলগ্নশফরীপরিবৃত্তি-
ত্রাসিতা তমপরাধয়তি স্ম ॥৭১

সূক্ষ্মসার্দ্রবসনেন তটান্তং
প্রাপ্তয়া কুচযুগং পিদধত্যা।
তাদৃশং তদপি বীক্ষ্য কয়াচিদ্
ব্রীড়য়াভিরমণং সমহাসি ॥৭২॥

কটিবন্ধন রজ্জু শ্লথ হওয়ায় অঙ্গের বসন স্রোতে শিথিল হইয়া যাওয়াতে তৎকালে পদ্মিনী যেন প্রিয়সখীর ন্যায় বিসলতা দ্বারা সেই বসনকে অবরোধ করিয়াছিল ॥৬৯॥

প্রতিকূলতা ভাবে পদ্মবনে লুক্কায়িত কোন গোপী সহায় শূন্য তনু হইয়া অলস অর্থাৎ অল্পে অল্পে সমুত্থিত হইতেছিলেন ইতিমধ্যে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ সখীগণের সহিত জলসেচন করিয়া দ্বিগুণতর ব্যাকুল করিয়াছিলেন ॥৭০॥

কোন গোপাঙ্গনা পদ্মবন হইতে বারম্বার যত্ন করিলেও কান্তের হস্তদ্বারা সংযমিত অর্থাৎ আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং সেই পদ্মবনে শফরী মৎস্য উরুদেশে সংলগ্ন হওয়ায় তাহার পরিবৃত্তি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সঞ্চলনে ত্রাসযুক্ত অর্থাৎ অপরাধীও করিয়াছিলেন ॥৭১॥

কোন গোপাঙ্গনা সূক্ষ্ম আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা স্তনযুগলকে আচ্ছাদন করত তটসীমায় সমুপস্থিত হইয়া, স্বীয় রমণ শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন ও আপনার তাদৃশ আচ্ছাদিত স্তনযুগলকে নিরীক্ষন করিয়া লজ্জায় সম্যক্ হাস্য করিয়াছিলেন ॥৭২॥

সুভ্রুবোঽথ বিষমক্রমভূষা
বস্ত্রমাত্রকৃতযত্নবিশেষাঃ।
স্নেহনুন্নমলসে রবিপুত্র্যে
সংপ্রসাদমিব তত্তদকার্ষুঃ ॥৭৩॥

কেশপাশকুসুমৈর্মণিহারৈ-
র্নিঃসৃতৈশ্চবলয়ৈ রসনাভিঃ।
মজ্জনাদ্বিগলিতৈরনুলেপৈঃ
সৎসখীব যমুনাপি ররাজ ॥৭৪॥

নির্ভরং ঘনতরঙ্গবিভঙ্গাৎ
সংগলজ্জললবঃ কচপাশঃ।
তারকোদ্গমনরম্যতরাভো
ধ্বান্তরাশিরিব তত্র ররাজ ॥৭৫॥

আনিতম্বপতিতৈ রমণীনাং
নীলনীরধরসান্দ্রতমাভৈঃ।
আদধে রমণয়োঃ কিমিহৈক্যং
প্রেমরাশিমিতয়োঃ কচপাশৈঃ ॥৭৬॥

সুভ্রূ ব্রজাঙ্গনাগণ অযথাক্রমে পরিহিত ভূষণ এবং বসনমাত্রেই বিশেষ যত্ন করত সুস্নিগ্ধমনা যমুনার প্রতি যেন প্রসন্নতাই বিস্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ অনেক বসন ভূষণই প্রায় যমুনাতে পতিত হইয়াছিল ॥৭৩॥

ব্রজাঙ্গনাদিগের কেশপাশ বিগলিত কুসুম, মনিহার, বলয়, রসনা এবং অবগাহন হেতু অঙ্গ বিগলিত অনুলেপন অর্থাৎ অগুরু মৃগমদ প্রভৃতি দ্বারা যমুনা সৎসখীর ন্যায় বিরাজমান হইয়াছিলেন ॥৭৪॥

নিবিড় ঘনাচ্ছন্ন অতএব মনোহর অন্ধকার রাশিতে যদি অনবরত তারকাপাত হয় তাহা হইলে আকাশ মণ্ডলকে যেরূপ দেখায়, যমুনামধ্যে ঘনতরঙ্গ সমূহের সঞ্চলনে গোপাঙ্গনাগণের কেশপাশ হইতে অনবরত জল-বিন্দু বিগলিত হওয়ায় ততোধিক শোভা হইয়াছিল ॥৭৫॥

নীল-নীরধরের ন্যায় অতিশয় যাহা কৃষ্ণবর্ণ সেই নিতম্ব পর্য্যন্ত পতিত

নির্ভরং মিলিতমঙ্গলতায়াং
রূপরূপমমৃতং বহুপীতম্।
স্যন্দদম্বুবসনং মৃদুসূক্ষ্মং
প্রোচ্ছলত্তুদিদমুদ্বমতীব ॥৭৭॥

কাপি শীৎকৃতিপরা ভুজবল্ল্যা
স্বস্তিকেন পিদধে কুচযুগ্মম্।
অন্বহং বিরহিণৌ ন ভবেতা-
মিত্যরুদ্ধ লতয়া কিল কোকৌ ॥৭৮॥

রত্নভিত্তিষু নিজপ্রতিবিম্বৈ-
র্ভূয়সীং তনুরুচিং কলয়ন্ত্যঃ।
যত্র বিস্ময়বশং রভসেষু
প্রাপ্নুবন্তি চকিতৈণদৃশস্তাঃ ॥৭৯॥

রমণীগণের কেশকলাপ প্রেমরাশি সদৃশ প্রিয়তমের সহিত কি নিজ প্রেমের একতা সম্পাদন করিয়াছিল? ॥৭৬॥

অঙ্গলতায় সম্মীলিত মৃদুল ও সূক্ষ্ম বসন হইতে বিন্দু বিন্দু জল পতিত হওয়ায় বোধ হইয়াছিল যেন অপরিমিত রূপে পূর্ব্বে পান করিয়া পুনর্ব্বার সেই উচ্ছলিত অঙ্গলাবণ্য বা রূপামৃতকে উদ্গিরণ করিতেছে ॥৭৭॥

কোন এক ব্রজসুন্দরী শীৎকার পূর্ব্বক স্বস্তিকাসনের মত ভুজলতা দ্বারা কুচযুগলকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন কিন্তু "কোক অর্থাৎ চক্রবাকমিথুন যেন প্রতিদিন বিরহী না হয়" এই জ্ঞানে সেই ভুজলতা দ্বারা চক্রবাক মিথুনকে আচ্ছাদিত করেন নাই ॥৭৮॥

যাহাদিগের নেত্র চকিত অর্থাৎ ভীতমৃগের ন্যায় চঞ্চল সেই হরিণাক্ষী ব্রজাঙ্গনাগণ যে গৃহের রত্নভিত্তিতে নিজ প্রতিবিম্ব দ্বারা অঙ্গকান্তিকে অতিশয় রূপে দীপ্যমান দেখিয়া হর্ষভরে বিস্ময়াকুল হইয়াছিলেন ॥৭৯॥

প্রেয়সা পরিহৃতে তনুচেলে
দীপ ইত্যভিনিরীক্ষ্য পিধিৎসুঃ।
যত্র রত্নকিরণান্ প্রতি বালা
সত্রপাজনি চিরং প্রতিবিম্বৈঃ ॥৮০॥

সুস্মিতৈর্হিমময়ূখময়ূখৈঃ
সংশ্রবন্ত্যনিশমিন্দুমণীনাম্।
বেদিরৈক্ষি কিল যত্র পয়োভিঃ
স্ফাটিকৈর্বিরচিতেতি বধূভিঃ ॥৮১॥

সুভ্রুবাং চরণপল্লবপাতৈ-
র্বিম্ববত্যনবগাহমগাধাৎ।
শোণরত্নসমলঙ্কৃতগর্ভা
দৃশ্যতে স্ফটিকভূরপি যত্র ॥৮২॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গবসন অপহরণ করায় কোন এক ব্রজবালা যে গৃহ রত্নকিরণ সকলকে দীপ এই বলিয়া আচ্ছাদন করিতে উৎসুকা হইয়া স্বীয় প্রতিবিম্ব দ্বারা অতিশয় লজ্জিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্র হরণ করিলে পর "আমি নগ্না হইয়াছি, সকলে আমাকে দেখিতে পাইবে, অন্ধকার হইলে ভাল হয়" এই বিবেচনায় দীপ বলিয়া রত্নকিরণ সকলকে আচ্ছাদন করিতে গিয়া সেই রত্নে নিজাঙ্গ প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, আপনাকে তদবস্থ দেখিয়া অতিশয় লজ্জিতা হইয়াছিলেন ॥৮০॥

সুস্মিত অর্থাৎ সুমধুর হাস্যের ন্যায় চন্দ্রকিরণে চন্দ্রকান্তমণি নিয়ত গলিত হইতেছে সুতরাং বধূগণ যে গৃহে, চন্দ্রকান্তমণিবেদিকেও "স্ফটিক অর্থাৎ স্ফটিক প্রস্তর তুল্য সুনির্ম্মল জল দ্বারাই যেন বিরচিত হইয়াছে" এইরূপে অবলোকন করিয়াছিলেন ॥৮১॥

সুলোচনা ব্রজাঙ্গনাগণের পাদবিন্যাসে যে গৃহের প্রতিবিম্ব যুক্ত স্ফটিক ভূমিও "রক্তবর্ণ রত্নদ্বারা যেন মধ্যভাগ অলঙ্কৃত হইয়াছে" এইরূপ বোধ হইয়াছিল এবং পাদপল্লবের রক্তপ্রভা এত গভীর বোধ হইয়াছিল যেন এই

যত্র চিত্রলিখিতৈর্মণিভিত্তৌ
কীরকোকিল-ময়ূর-কপোতৈঃ।
জীববদ্ভিরিব গেহসদোঽন্যে
তে ত এব সহসং প্রলপন্তি ॥৮৩॥

যত্র চিত্রপরপুষ্টবধূনাং
চারুচঞ্চুপুটমন্বতিমুগ্ধাঃ।
বালচূততরুমঞ্জরিকালি-
র্গৃহ্যতামিতি মুহুঃ প্রলপন্তি ॥৮৪॥

উন্মিষদ্বিবিধরত্নময়ূখৈ-
র্যত্র নিত্যমিতরেতরপৃক্তৈঃ।
চারুনির্মিতি মনোজ্ঞমযত্ন-
স্বস্তিকাদি পরিকর্ম বিভাতি ॥৮৫॥

স্ফটিক ভূভাগ অতলস্পর্শ হওয়ায় অনবগাহ অর্থাৎ অনবতার্য্য বোধ হইয়াছিল ॥৮২॥

যে গৃহের মণিভিত্তিতে চিত্রিত কীর অর্থাৎ শুকশারিকা কোকিল, ময়ূর এবং কপোত অর্থাৎ পারাবতগণের সহিত সজীব প্রাণি জ্ঞানে অন্যান্য গৃহবাসিরা "ইহারা সেই আমাদিগেরই পরিচিত" এই বোধে আলাপ করিতে আরম্ভ করিত ॥৮৩॥

যে গৃহে নারীগণ চিত্রিত কোকিলবধূদিগের মনোজ্ঞ চঞ্চুপুট দর্শনে অতিশয় মুগ্ধ হইয়া উহাদের মুখের নিকট গিয়া "অভিনব চূত মঞ্জরী অর্থাৎ আম্রমুকুল গ্রহণ কর" এইরূপ বারম্বার বলিতে লাগিলেন ॥৮৪॥

যে গৃহে বিবিধ রত্নের কিরণ সকল নিত্য নিত্য সমুথিত হইয়া অন্যান্য কিরণের সহিত মিলিত হওয়ায় মনোজ্ঞ নির্ম্মান কৌশলে সুদৃশ্য এবং অযত্নসিদ্ধ স্বস্তিক প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্যসকল স্বভাবতই প্রকাশ পাইতেছে ॥৮৫॥

উল্লসন্মরকতাশ্মমণীনাং
রাজিষু প্রতিপদং ব্রজবালাঃ।
অঙ্কতঃ শিশুমৃগীং মৃদুদোর্ভ্যাং
প্রেরয়ন্তি কিল যত্র সুখেন ॥৮৬॥

শোণরত্নময়বীথিষু কাশ্চি-
দ্ভূষণায় মুদিতাঃ স্বমভীক্ষ্য।
যত্র কুঙ্কুমরসেন কদাচি-
ন্নাঙ্গরাগমনুরাগত ঈষুঃ ॥৮৭॥

যত্র কল্পতরবো বিবিধানাং
জ্যোতিষাং ব্যতিকরৈঃ সুমণীনাম্।
উচ্চকৈর্জ্জ্বলদমন্দশিখাগ্রৈ-
র্মণ্ডিতা ইব বভুর্বরদীপৈঃ ॥৮৮॥

যে গৃহে ব্রজবালাগণ উল্লসিত মরকতমণির শ্রেণী অবলোকন করিয়া ক্রোড় হইতে শিশু মৃগীকে অবতারিত করত সুকোমল বাহু যুগল দ্বারা তৃণ ভোজন করাইবার নিমিত্ত মরকত শ্রেণীতে আনন্দে প্রেরণ করিতেছেন ॥৮৬॥

যে আলয়ে কোন ব্রজাঙ্গনা রক্তবর্ণ রত্নমধ্যে ভূষণ পরিধানার্থ অত্যন্ত মুদিতান্তঃকরণে নিজাঙ্গ অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে "রক্তমণির প্রভায় প্রত্যঙ্গ রঞ্জিত হইয়াছে" অতএব আর সে কুঙ্কুমরসে রঙ্গরাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন না ॥৮৭॥

যে গৃহের কল্পবৃক্ষ সকল নানাবিধ শোভন মণিগণের কিরণ পটলে মণ্ডিত হওয়ায় বোধ হইয়াছিল, যেন, শিখাগ্র যাহাদিগের অতিশয় প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, তাদৃশ সমুন্নত এবং সুদৃশ্য দীপমালাতেই বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছিল ॥৮৮॥

পক্বদাড়িমধিয়া শুকশাবা-
স্তেষু শোণমণিষূপচরন্তঃ।
নানুভূয় চরণাহতিভির্নো
চঞ্চুমাদধতি যত্র কদাপি ॥৮৯॥

পুষ্পমিচ্ছতি ন হীরকবুদ্ধ্যা
হীরকং শ্রয়তি পুষ্পধিয়ৈষঃ।
যত্র দৈববশতো মধুপত্বং
গচ্ছতি স্ম মধুপঃ খলু মৌগ্ধ্যাৎ ॥৯০॥

একতঃ স্ফটিকপাটলগৌরৈ-
রন্যতো মরকতদ্যুতিভিন্নৈঃ।
চন্দ্রিকাতিমিরয়োরিব বীথী
যত্র চারুসলিলৈঃ কিল বাপী ॥৯১॥

শুকশাবকগণ যে গৃহের রক্তবর্ণ মণিভূমিতে সুপক্ব দাড়িম জ্ঞানে বিচরণ করত সেই পক্ক দাড়িমের আস্বাদ অনুভব না করিয়াও চরণাহতি অর্থাৎ পাদচালনায় স্বীয় চঞ্চুপুট কদাপি গ্রহণ করে নাই ॥৮৯॥

যে গৃহে মধুপগণ বিমুগ্ধ হইয়া দৈববশতঃ মধুপত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রায়শঃ মধুপান করিতে পায় না, কারণ কখন হীরক বুদ্ধিতে পুষ্পকে গ্রহণ করে না এবং কখনও বা পুষ্পবুদ্ধিতে হীরককে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥৯০॥

অপর একদিকে স্ফটিক প্রভায় গৌরবর্ণ, অন্যদিকে মরকত অর্থাৎ হরিন্মণির হরিৎ প্রভায় বিভিন্ন বর্ণ জলদ্বারা যে গৃহের বাপী অর্থাৎ দীঘিকা যেন জ্যোৎস্না শ্রেণী এবং অন্ধকার শ্রেণীর ন্যায় শোভমান হইয়াছিল ॥৯১॥

স্ফাটিকং তটমভি প্রতিমগ্নঃ
প্রোথিতো দ্যুপতিরত্নতটান্তে।
নির্ভরং বিলপতি প্রতিকান্তাং
যত্র চারু সরসীমভি কোকঃ ॥৯২॥

ভূষণায় বিবিশুর্লঘুখেলং
তং মনোরমবিশালবিচিত্রম্।
আলয়ং কুবলয়ামলনেত্রা-
শ্চন্দ্রিকা ইব সুধাময়সিন্ধৌ ॥৯৩॥

পঞ্চদশভিঃ কুলকং ॥

শ্রীমদ্ভিঃ পরভৃত-বর্হি-কীর-হংসৈঃ
সৎপারাবত-মধুপাবলী-কপোতৈঃ।
অন্যোন্যস্বপরিবর্দ্ধিতোহত্যপূর্ব্বং
সংভেজে শ্রবণরসায়ণত্বমুচ্চৈঃ ॥৯৪॥

যে গৃহে কোন একটি চক্রবাক স্ফটিক প্রস্তরের কিরণকে লক্ষ্য করিয়া জলভ্রমে তথায় মগ্ন হইয়াছিল এবং পুনর্ব্বার দ্যুপতি অর্থাৎ সূর্য্যকান্ত মণির সমীপে উত্থিত হইয়া সরোবর জ্ঞানে নিজ প্রেয়সী চক্রবাকীকে আহ্বান পূর্ব্বক বিলাপ করিয়াছিল ॥৯২॥

নীলোৎপল তুল্য নির্ম্মললোচনা ব্রজাঙ্গনাগণ সেই মনোরম বিশাল বিচিত্র আলয়ে ভূষণ পরিধান করিবার নিমিত্ত সুধাসিন্ধু শশধরের চন্দ্রিকার ন্যায় মন্দ মন্দ ভাবে গমন করিয়াছিলেন।

"রত্নভিত্তিষু" এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "ভূষণায় বিবিশু" এই শ্লোক পর্য্যন্ত পঞ্চদশ শ্লোকাত্মক কুলকে গৃহ বর্ণন শেষ হইল ॥৯৩॥

পরম সুন্দর কোকিল, ময়ূর, শুক, হংস, প্রশস্ত পারাবত, ভ্রমর শ্রেণী এবং কপোতগণ পরস্পর নিজ কণ্ঠস্বর বৃদ্ধি করত অপূর্ব্ব শ্রবণসুখ উৎপাদন করিয়াছিল ॥৯৪॥

উদ্‌গচ্ছন্তীষ্বথ বরবধূষ্বালয়ান্তেষু জাতা
নানাপুষ্পৈঃ সুরভিমধুরৈঃ কল্পবল্ল্যঃ সমন্তাৎ।
চক্রুর্নীরাজনমিব মুহুঃ কূজিতৈঃ কোকিলানাং
সংকুর্ব্বত্যো জয় জয় জয়েত্যুচ্চকৈর্হর্ষনাদম্ ॥৯৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
নবমঃ সর্গঃ ॥

ব্রজবধূগণ গৃহ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর, গৃহজাত কল্পলতা সকল সেই ব্রজবধূদিগকে মধুর সুরভি বিশিষ্ট বিবিধ পুষ্পদ্বারা যেন নীরাজন অর্থাৎ আরাত্রিকই করিয়াছিল এবং মুহুর্মুহুঃ কোকিলাগণের কূজনেই আরাত্রিকের "জয় জয়" এইরূপ অত্যুচ্চ হর্ষসূচক শব্দ হইয়াছিল ॥৯৫॥

দশমঃ সর্গঃ

মালতীকুসুমতল্পমনল্পং
সোপবর্হমভিসংভৃতবাঞ্ছাঃ ।
মণ্ডনার্থমথ মন্দিরমধ্যং
মণ্ডিতং ব্যরচয়ন্মদিরাক্ষ্যঃ ॥১॥

সৌরভোচ্ছদসিতাগুরুধূপৈ-
র্ধূপিতং নিরবকাশবিকাশৈঃ ।
সঞ্চরত্তরশশিত্রসরেণু-
ব্যাপ্তমাপ্তগুরুগৌরবগন্ধম্ ॥২॥

ইত্থমুত্থিতবতী রতিভূমৌ
বীক্ষ্য গোকুলবধূর্দিননাথঃ ।
বর্দ্ধতাং নিধুবনোন্নতিরাসা-
মিত্যপাস্তপটিমাস্তমিয়ায় ॥৩॥

চঞ্চললোচনা ব্রজাঙ্গনাগণ উপবর্হ সহিত মালতীপুষ্পের প্রশস্ত শয্যা রচনা করিবার নিমিত্ত সাভিলাষ হইয়া ভুষনার্থ মন্দিরের মধ্যভাগ এতাদৃশ রচনা করিয়াছিলেন যে, উদ্গত সৌরভসম্পন্ন সুবিকাশ কৃষ্ণবর্ণ অগুরুর ধূপ দ্বারা যাহা নিরন্তর সুবাসিত তথা শশধরের কিরণরূপ ত্রসরেণু যাহাতে গবাক্ষজাল দ্বারা সঞ্চরণ করিতেছে অর্থাৎ যে গৃহে চন্দ্রের সুনির্ম্মল চন্দ্রিকা প্রবেশ করিতেছে এবং যাহাতে সমধিক সুগন্ধ প্রকাশ পাইতেছে ॥১॥২॥

দিননাথ সূর্য্যদেব গোকুলবধূগণকে রতিভূমিতে অর্থাৎ সাঙ্কেতিত বিলাস স্থলে উপস্থিত দেখিয়া "ইহাদিগের নিধুবনোন্নতি অর্থাৎ শৃঙ্গারবিলাসের বৃদ্ধি হউক" এই বিবেচনায় অপাস্তপটিমা অর্থাৎ কিরণমালাকে সংযত করিয়া অস্তাচলে গমন করিলেন ॥৩॥

সর্ব্বতঃ প্রসৃমরাস্তপতো মে
নির্ভরং য ইহ তে যদি হেয়াঃ।
কীদৃশৈরহহ তদ্ভবিতব্যং
কর্ষতীতি কিরণান্ নু পতঙ্গঃ ॥৪॥

চন্দ্রমাঃ স্বপিতি তারকগেহে
কীদৃশী ত্বমিতি বাদশমায়।
বারুণীদিগ্ বলারুণমর্কং
লোহপিণ্ডমিব তপ্তমধত্ত ॥৫॥

দ্যোতিতানি বিরচয্য তথান্ত-
দ্বীপবর্ত্তিনি দিবাকররত্নে।
অভ্যপূরি জগদুচ্চতমিস্রং
শ্বাসধূমপটলৈর্ভুজগানাম্ ॥৬॥

"যাঁহারা সর্ব্বদেশ বিস্তৃত হইয়া আমার তপনত্ব অর্থাৎ তাপপ্রদত্ব সম্পাদন করিতেছে, তাহাদিগকে যদি পরিত্যাগ করি তবে কীদৃশ কার্য্য হইবে? অর্থাৎ অত্যন্ত অন্যায় হইবে" এই বিবেচনাতেই কি সূর্য্যদেব স্বীয় কিরণ-জালকে আকর্ষণ করিতেছেন? ॥৪॥

শশধর তারাগৃহে শয়ন করিতেছেন, তুমি কিরূপ অর্থাৎ তুমি তাঁহার কেমন পত্নী, যে নিজপতি শশধরকে অন্য গৃহে শয়ণ করিতে দেখিতেছ" এই অপবাদ শান্তির জন্যই যেন বারুণী পশ্চিমদিক্‌রূপ অবলা অর্থাৎ স্ত্রী অস্তগমনোন্মুখ লোহিতবর্ণ সূর্য্যকে উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় ধারণ করিয়াছিল ॥৫॥

দিবাকর রূপ রত্ন অন্তদ্বীপে কিরণমালা বিস্তারপূর্ব্বক তথায় গমন করিলে অর্থাৎ সূর্য্যদেব অস্তগত হইলে পর, ভুজঙ্গগণের নিশ্বাসধূমে জগন্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল ॥৬॥

দিগ্‌গজাঃ কিমু পরস্পরযুক্তাঃ
কিং পুনর্দিগচলাশ্চলপক্ষাঃ।
ইত্থমূহিতবিকারবিশেষং
ধ্বান্তমত্র ন মমৌ জগদণ্ডে ॥৭॥

কিং তমালতরুভির্জগদেত-
ন্নির্মিতং ননু কিমঞ্জনপুঞ্জৈঃ।
রঞ্জিতং নু হরকণ্ঠময়ূখৈঃ
কিংন্বভূদিহ দিগন্তরলোপঃ ॥৮॥

পদ্মিনীজনবিয়োগসুতপ্তো
নির্মমজ্জ জলধৌ দিননাথঃ।
সান্দ্রধূমপটলৈরিব তস্মা-
দুদ্গতৈর্জগদপূরি তমোভিঃ ॥৯॥

সূর্য্যাস্তের পর প্রাণিগণের বিলাপ বর্ণন হইতেছে। "দিগ্‌গজ সকল পরস্পর কি যুক্ত হইল অথবা দিক্‌পর্ব্বত সকল কি পরস্পর পক্ষ সঞ্চালন করিতেছে।" এইরূপে জন সকলের বিকার বিশেষ তর্কিত হওয়ায় অন্ধকার জগন্মণ্ডলে অপরিমিত হইয়া উঠিল ॥৭॥

এই জগৎ কি তমালতরু দ্বারা অথবা অঞ্জনপুঞ্জে নির্ম্মিত কিম্বা নীলকণ্ঠের কণ্ঠকিরণে অনুরঞ্জিত হইয়াছে, একি অন্ধকারে যে দিক্‌সকলের মধ্যভাগ বিলুপ্ত হইয়া গেল? ॥৮॥

হায়! পদ্মিনীর বিরহেই কি সূর্য্যদেব অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করত জলনিধিতে গিয়া নিমগ্ন হইলেন? এই জন্যই কি নিবিড় ধূমপটলের ন্যায় অন্ধকাররাশি উত্থিত হইয়া জগন্মণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করিল? ॥৯॥

পতিতাঃ কিমু দিশো গগনং বা
ভ্রংশিতং কিমু সমুদ্গমিতা ভূঃ।
লোপিতং কিমথ বা খলু বিশ্বং
স্নিগ্ধসান্দ্ররুচিরৈস্তিমিরৌঘৈঃ ॥১০॥

সম্মদাদিব পরস্পরমাশা-
যোষিতো মৃগমদোৎকরচূর্ণৈঃ।
মন্মথোন্মথিতমুগ্ধবধূনাং
রঞ্জয়ন্তি পুরকেলিবনান্তম্ ॥১১॥

আগতঃ কিমু ন বেত্ত্যথ পত্যু-
বীক্ষণোৎকমনসা রভসেন।
পূর্ব্বদিকৃতটমুখাৎ স্মিতমুগ্ধা-
চ্ছ্যাময়া তিমিরচেলমুদাসে ॥১২॥

অথবা দশদিক্‌কে কি কেহ পাতিত করিল? গগন কি খসিয়া পড়িল? ভূমণ্ডল কি উর্দ্ধদেশে উঠিয়া গেল? অথবা বিশ্বরাজ্য কি সুস্নিগ্ধ নিবিড় ও রুচির অন্ধকার রাশিতে বিলুপ্ত হইয়া গেল? ॥১০॥

আনন্দবশতই যেন পরস্পর দিক্‌রূপ স্ত্রীগণ অন্ধকার স্বরূপ মৃগমদ চূর্ণ দ্বারা মদনোন্মত্ত মুগ্ধ বধূদিগের অগ্রবর্ত্তি কেলিকাননের মধ্যদেশকে রঞ্জিত করিতেছে ॥১১॥

পতি সূর্য্য সমাগত হইলেন কি না এই বিবেচনায় পতি দর্শনার্থ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত মনোবেগে সমুদ্‌ভূত মধুর হাস্যে যাহা অতিশয় মনোজ্ঞ, পূর্ব্ব-দিগঙ্গনার তাদৃশ মুখমণ্ডল হইতে শ্যামা অর্থাৎ রজনী তিমির রূপ অবগুণ্ঠন বস্ত্রকে উত্তোলিত করিয়াছিল অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভে পূর্ব্বদিকের অন্ধকার বিদূরিত হইয়া গেল ॥১২॥

আশ্লিষন্নতিতরাং তুহিনাংশুঃ
প্রাংশুনা সুললিতেন করেণ।
যামিনী মৃগদৃশঃ সুপিনদ্ধং
ধ্বান্তনীলবসনং সমুদাসে ॥১৩॥

অঙ্কশৈবলবিভূষিতপৃষ্ঠো
বিভ্রদল্পতরভানুমৃণালম্ ।
পূর্ব্বদিক্তটসরোবরমধ্যা-
দুন্মমজ্জ শনকৈঃ শশিহংসঃ ॥১৪॥

রৌপ্যসম্পুট ইবেন্দুরমন্দো
দিগ্বধূনিচয়মণ্ডনহেতুঃ ।
মণ্ডনার্থমথ মুগ্ধবধূনা-
মুৎসসর্প বিকিরন্নমৃতৌঘম্ ॥১৫॥

বাসিতানি পটবাসবিমর্দ্দৈ-
র্নির্ভরং তনুসুখানি তনূনি ।
অংশুকানি দধিরে মদিরাক্ষ্যো
মান্মথানি কিমু শুদ্ধযশাংসি ॥১৬॥

শশধর স্বীয় লম্বমান ও সুললিত কিরণরূপ কর দ্বারা যামিনীরূপ মৃগলোচনা কামিনীকে সাতিশয় আলিঙ্গন করত যামিনীর পরিহিত-তিমির-রূপ বসনকে উৎক্ষিপ্ত করিল ॥১৩॥

কলঙ্কশৈবালে যাঁহার পৃষ্ঠদেশ বিভূষিত সেই শশধররূপ রাজহংস অল্পতর কিরণরূপ মৃণাল সঞ্চয় করত পূর্ব্বদিক্ ভাগরূপ সরোবরের মধ্য হইতে অল্পে অল্পে উত্থিত হইলেন ॥১৪॥

দিগ্বধূগণের ভূষণের হেতু এবং রৌপ্য নির্ম্মিত সম্পুট সদৃশ পূর্ণমণ্ডল শশধর মুগ্ধবধূদিগের ভূষণার্থ অমৃতপ্রবাহ নিক্ষেপ করত উদ্গত হইলেন ॥১৫॥

মদিরাক্ষী ব্রজাঙ্গনাগণ পটবাস অর্থাৎ গন্ধচূর্ণাদি বস্তুর বিমর্দ্দনে সুবাসিত

অংশুকাঞ্চললসন্নিবিড়োরুঃ
সুভ্রুবাং কনকসৌভগকম্রঃ।
মন্মথস্য নগরী সপতাক-
স্তম্ভদণ্ডমহরৎ সবিশেষম্ ॥১৭॥

গন্ধবাসিতসিতাংশুকখণ্ডৈ-
র্মার্জ্জনায় সমলঙ্কৃতগর্ভঃ।
রাজতিস্ম সুদৃশাং কচপাশঃ
কৌমুদীমিব পিবংস্তিমিরৌঘঃ ॥১৮॥

মৃষ্টমুক্তচিকুরা বলয়ন্তী
চারু-বামকরজৈরলকাগ্রম্।
দর্পণার্পিত-বিলোচনলক্ষ্মীঃ
কাপি কামনগরীব ররাজ ॥১৯॥

এবং সাতিশয় অঙ্গের সুখপ্রদ সূক্ষ্ম বসন সকল ধারণ করিয়া কি মন্মথরাজের বিশুদ্ধ যশোরাশিকে ধারণ করিলেন? ॥১৬॥

সুলোচনা ব্রজাঙ্গনাগণের সৌভাগ্য সুন্দর বস্ত্রাঞ্চলের সুশোভিত নিবিড়োরু অর্থাৎ কটি বন্ধন রজ্জু মন্মথনগরীর পতাকাযুক্ত স্তম্ভদণ্ডই যেন সবিশেষরূপে বহন করিতে লাগিল ॥১৭॥

গন্ধবাসিত শুভ্র বসনখণ্ড দ্বারা মার্জনার্থ সুকেশী রমণীগণের কেশকলাপের মধ্যদেশ সম্যক্ অলঙ্কৃত হওয়ায় বোধ হইল যেন তিমিররাশি জ্যোৎস্না পান করিয়া শোভা পাইতেছে ॥১৮॥

কোন গোপাঙ্গনা সুমার্জ্জিত কেশকলাপ বিমুক্ত করিয়া এবং মুখকান্তি দর্পণোপরি স্থাপন করিয়া মনোহর বামকরের নখর দ্বারা অলক অর্থাৎ ললাট পতিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণীভূত কেশগুলিকে নিরূপণ করিয়া যেন কামনগরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৯॥

সংপ্রসাধনিকয়া লঘুহেলং
মৃষ্টমুক্তচিকুরা বরনারী।
অন্বলিপ্ত বপুরুত্তমসান্দ্রৈঃ
কুঙ্কুমচ্ছিদুরচন্দনপঙ্কৈঃ ॥২০॥

সান্দ্রচন্দ্রমৃগনাভিবিভিন্নঃ
কৌঙ্কুমেন চ রসেন বিমুগ্ধঃ।
আদধে বপুসি মুগ্ধবধূভি-
শ্চন্দ্রপঙ্ক ইব চন্দনপঙ্কঃ ॥২১॥

ভূষণস্য চ বিভূষণমঙ্গং
তৎ কিমেভিরিতি কাপি বরাঙ্গী।
নাভজৎ কিমপি কিন্ত্বনুভেজে
কেবলে সদনুলেপনচেলে ॥২২॥

স্পর্শনব্যবধিরেব কিমন্য-
ন্মাকৃথাঃ সুতনু তত্তনুবাধাম্।
ইত্যদঃ প্রিয়সখীবচনান্তে
নানুলেপমপি কাচিদিয়েষ ॥২৩॥

এক পরম সুন্দরী ব্রজবালা পরিষ্কৃত চিকুর রাশি বিমুক্ত করিয়া অতীব সবিলাস চিত্তে উৎকৃষ্ট ও নিবিড় কুঙ্কুম ছেদ যুক্ত চন্দন পঙ্কদ্বারা শরীর বিলেপিত করিলেন ॥২০॥

মুগ্ধ ব্রজবধূগণ নিবিড় কর্পূর এবং মৃগনাভিযুক্ত তথা কুঙ্কুমরস বিশিষ্ট চন্দন-পঙ্ককে চন্দ্রপঙ্ক অর্থাৎ সুধাকর খণ্ডের ন্যায় নিজ শরীরে ধারণ করিলেন ॥২১॥

"শরীর ত ভূষণেরই বিভূষণ অর্থাৎ অঙ্গ অলঙ্কারকেও অলঙ্কৃত করে, তবে আর ভূষণ ধারণের প্রয়োজন কি" এই বলিয়া কোনও উত্তমাঙ্গী ব্রজাঙ্গনা কোনও ভূষণ পরিধান না করিয়া কেবল অনুলেপন ও বসন মাত্র ধারণ করিলেন ॥২২॥

"এই অনুলেপনে, কেবল স্পর্শের ব্যবধান ভিন্ন, আর কি হইবে?

লোচনদ্বয়রুচৈব সমীপং
প্রাপ্তয়া শ্রবণয়োরতিশোভা।
জায়তে কিমমুনেতি কয়াচি-
ন্নাদধে কুবলয়স্ত বতংসম্ ॥২৪॥

মুক্তমুক্তমপি কৈশিকমেত-
চ্ছোভতে যদপি মুগ্ধসখাভিঃ।
স্বীয়শিল্পকলনাদিব যুক্ত্যা
বন্ধনং তদপি চারু বিতেনে ॥২৫॥

দর্পণস্ত খলু দর্পণমেত-
ল্লোচ্যতাং কথমিতি প্রবরাঙ্গী।
অঙ্গমৈক্ষত সবিভ্রমমঙ্গে
স্বচ্ছমচ্ছতরহাটকগৌরে ॥২৬॥

অতএব হে সুতনু! আর অঙ্গের বাধা জন্মাইও না" কোন এক গোপাঙ্গনা প্রিয়সখীর এই বাক্যে অনুলেপনকেও ইচ্ছা করেন নাই ॥২৩॥

"সমীপবর্ত্তি লোচন শোভাতেই শ্রবনদ্বয়ের অতিশয় শোভা হইতেছে, আর কর্ণভূষণের প্রয়োজন কি?" এই জ্ঞানে কোন এক ব্রজসুন্দরী কুবলয়ের কর্ণভূষন ধারণ করিলেন না ॥২৪॥

কোন গোপাঙ্গনা দেখিলেন যে কেশবন্ধন মুক্ত অর্থাৎ আলুলায়িত হইলেও যদ্যপি অত্যন্ত শোভা হয় তথাচ শিল্প কৌশল প্রদর্শন করা উচিত, এই বিবেচনায় অতীব কৌশল সহকারে সুন্দরী সখীগণের সহিত নিজ কেশকলাপের অতীব মনোহর বন্ধন করিলেন ॥২৫॥

"এই অঙ্গ নিশ্চয়ই দর্পণেরও দর্পণ, অতএব দর্পণে আর কি দেখিব" এই বুদ্ধিতে কোন এক ব্রজসুন্দরী বিভ্রম অর্থাৎ অতীব হাবভাবের সহিত নির্ম্মল স্বর্ণবর্ণ নিজের অঙ্গে নিজাঙ্গই দর্শন করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

ঘূর্ণিতারুণবিলোচনভঙ্গ্যা
সাদরং পুলকিতো হৃদয়েশঃ।
প্রেয়সীবিহিতবেশবিলাসং
শশ্বদৈক্ষত নিজং সকলাঙ্গম্ ॥২৭॥

ইত্থমাত্তরসনাঃ কৃতভূষা-
স্তা বিভূষয়িতুমাসত ভূয়ঃ।
চন্দ্রমা মধুমদঃ কুসুমেষুঃ
কে ভবন্তি মহতাং ন সহায়াঃ ॥২৮॥

নির্ভরঃ শশিময়ূখসমূহো
লোপিতদ্রুমপুরাদিবিভাগঃ।
তূর্ণমাবিরভবৎ কমনীয়ো
মান্মথঃ কিমপি রাজতসর্গঃ ॥২৯॥

হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ঘূর্ণমান অরুণবর্ণ লোচন ভঙ্গীতে পুলকিত হইয়া প্রেয়সী বিহিত বেশবিন্যাস ধারণ করিয়া নিয়ত নিজের অঙ্গসকল অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

এইরূপে ব্রজবধূগণ রসনা অর্থাৎ চন্দ্রহার গ্রহণ পূর্ব্বক বিবিধ ভূষায় ভূষিত হইলে পর স্বীয় কৌমুদীতে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার ভূষিত করিবার নিমিত্ত চন্দ্রমা উদ্গত হইলেন, যেহেতু চন্দ্র মধুমদ অর্থাৎ বসন্তকালীন কামোন্মত্ততা এবং কুসুমেষু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন্ জন উৎকৃষ্ট জনের সহায় না হইয়া থাকেন ? ॥২৮॥

কৌমুদীমালায় পরিব্যাপ্ত সম্পূর্ণ মণ্ডল শশধরের স্বীয় কিরণমালায় বৃক্ষ নগরাদি আচ্ছাদিত করিয়া উদয় হওয়াতে বোধ হইল যেন কমনীয়কান্তি কন্দর্পরাজের রাজতসর্গ অর্থাৎ রৌপ্যসৃষ্টি সমুদ্ভব হইয়াছে ॥২৯॥

চিত্তনির্বৃতিকরীঃ শশিভাসো
ভাসুরাঃ সপদি বীক্ষ্য বধূভিঃ।
আদধে মনসি মন্মথলক্ষ্মী-
রাসবেন তদনন্তরমাভিঃ ॥৩০॥

সাধুরীতিরিয়মেব বধূনাং
মাধুরীতি মধুরো মধুবারঃ।
তাং পুনঃ প্রথয়তি স্ম বিশেষং
মান্মথৈর্নববিকারবিভঙ্গৈঃ ॥৩১॥

লোহিতোৎপলদলং প্রতি খেল-
চ্চঞ্চরীকঘটয়েব চিরায়।
অন্বরঞ্জী নয়নাঞ্জনলক্ষ্ম্যা
সুভ্রুবাং প্রিয়মনঃ স্মরকেণ ॥৩২॥

চন্দ্রোদয়ের পর ব্রজাঙ্গনাগণ চিত্তাহ্লাদকর শশধরের কিরণকলাপ দর্শন করত আসব অর্থাৎ মধুপানে উন্মত্ত চিত্ত হইয়া মনোমধ্যে মন্মথলক্ষী অর্থাৎ কামশোভা ধারণ করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে কামোদ্দীপক চন্দ্র দর্শনে কামিনীগণ অত্যন্ত কামবিবশা হইলেন ॥৩০॥

বধূগণের ইহাই সাধুরীতি এবং মধুবারের অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মধু পানের পরিপাটীরও অতিমধুর অভিনব কামজ বিকার ভঙ্গীতে সেই মধুপানপাত্র উক্ত সাধুরীতিকে বিস্মৃত করিতেছে ॥৩১॥

রক্তোৎপলের উপরি ভ্রমর চঞ্চল হইলে যেরূপ শোভা হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণবর্ণ তারকা শোভিত নেত্রকটাক্ষ দ্বারা স্মরপীড়িত ব্রজাঙ্গনাগণ প্রিয়তমের চিত্তকে অনুরঞ্জিত করিলেন ॥৩২॥

ক্লান্তকান্তরমণীমুখবিম্বৈঃ
পদ্মবাসিত ইবাসব এষঃ।
পাতুমাহিতরসস্য দৃশাভূৎ
প্রেয়সোঽরুণরুচাপি চ পীতঃ ॥৩৩॥

আযযুঃ কিমু পরস্পরযোগাৎ
সুভ্রুবোঽধরমধূনি মধূনি।
স্বাদুমিষ্টমধিকং যদমাদী-
ত্তন্মুখাৎ পরিপিবন্ হৃদয়েশঃ ॥৩৪॥

যদ্বচঃ শ্রবণবর্ত্ম ন যাতং
প্রেয়সঃ সপদি সাপি নবীনা।
বারুণীমদবশাদবদংশং
তত্তদোষ্ঠমতনিষ্ট নিকামম্ ॥৩৫॥

"এই মধু, ক্লান্ত কমনীয় রমণীর মুখ প্রতিবিম্ব দ্বারা যেন পদ্মবাসিত হইয়াছে" এইজ্ঞানে পান করিবার নিমিত্ত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের জিহ্বায় রসাবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত প্রতিবিম্বিত মধুর প্রতি একভাবে দৃষ্টিপাত করায় প্রিয়তমের নেত্রই যেন তাহা পান করিল ॥৩৩॥

পরস্পর যোগ হেতুই কি সুলোচনা কামিনীগণ মধুতুল্য সুস্বাদু মধুপান করিলেন? যেহেতু প্রাণেশ্বরও যে ইষ্টস্বাদু মধুকে প্রিয়তমার বদন হইতে পান করিয়া সাতিশয় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন ॥৩৪॥

যে বাক্য কখনই কর্ণগোচর হয় নাই অর্থাৎ প্রিয়তম যে প্রিয়তমের ওষ্ঠে দন্তাঘাত করে ইহা অতীব অসম্ভব কিন্তু তথাপি নবীনা রমণী বারুণীপানের মত্ততা হেতু প্রিয়তমের ওষ্ঠকে দন্তাঘাতচিহ্নে সাতিশয় পরিব্যাপ্ত করিলেন ॥৩৫॥

যা শিরীষকুসুমাদপি মৃদ্বী
সৌরভং সুখমুবাহ সদৈব।
দুঃখবন্মদবশাদবসাদঃ
কীদৃগিত্যপি ন বেদ চিরং সা ॥৩৬॥

বারুণীমভিগতো দ্রবভাবং
মন্মথঃ প্রবিশতীব বধূষু।
অঙ্গমঙ্গমভিতঃ কিল সর্ব্ব-
গ্রন্থয়ঃ শিথিলতাং যদুপেয়ুঃ ॥৩৭॥

দত্তমাত্মমুখতো মধু ভূয়ঃ
কিং জিঘৃক্ষুরভিপীড্য রদাগ্রৈঃ।
ভর্ত্তুরোষ্ঠদলদংশপরাপি
প্রেয়সী রচয়তীব বিদংশম্ ॥৩৮॥

বারুণীমদবশাদবশাঙ্গী
ভ্রশ্যদপ্যভিবিবেদ ন বাসঃ।
পাণিরেব তদরুদ্ধ নিতান্ত-
ন্যাসতঃ কিল তদেব বিচিত্রম্ ॥৩৯॥

শিরীষকুসুম হইতেও কোমলাঙ্গী যে কামিনী নিয়ত সুরত সুখ লাভ করিয়া থাকেন, তিনি দুঃখপ্রদ মত্ততাহেতু অবসাদ যে কিরূপ চিরকাল তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না ॥৩৬॥

মন্মথই যেন দ্রবত্ব লাভ করিয়া বারুণীরূপে ব্রজবধূগণে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, যেহেতু বধূগণের বারুণীপানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসকল শিথিল হইয়া গেল ॥৩৭॥

মধুমত্ত কামিনীগণ নিজ মুখ হইতে মধুপ্রদান করিয়া পুনর্ব্বার সেই মধু গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দন্তাগ্র দ্বারা ভর্ত্তার ওষ্ঠোপরি দংশন করিয়া পুনর্ব্বার বিদংশ অর্থাৎ সুস্বাদু বস্তুজ্ঞানে কান্তমুখে দন্তাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন ॥৩৮॥

কোন রমণী মদমত্ততায় অবশাঙ্গী হইয়া অঙ্গস্খলিত বস্ত্রকেও জানিতে

একমস্তি মনসীতরদুক্তং
তত্র চ প্রতিপদং স্খলনং হি।
ঈহিতং কিমপি বাঞ্ছিতমন্যৎ
কিং প্রমাদ ইব ভাতি মদোঽয়ম্ ॥৪০॥

অর্দ্ধমর্দ্ধমিব ভাষিতমাসা-
মর্দ্ধমর্দ্ধমিব চেষ্টিতমস্য।
সুভ্রুবাং হৃদয়লোপবিধানে
মন্মথঃ কিমসৃজন্মধুবারম্ ॥৪১॥

উজ্জগাম হৃদয়াদনুরাগো
লোচনে মধুমদারুণশোভে।
সুভ্রুবঃ কিমিহ যদ্ভরভারা-
দ্‌ঘূর্ণয়া ভ্রমতি খঞ্জমিবৈতৎ ॥৪২॥

সক্ষম হইলেন না কিন্তু ঐ রমণীর নিতান্ত নিক্ষিপ্ত বস্তুকে পাণিকমল যে ধারণ করিল তাহাই অতি আশ্চর্য্য ॥৩৯॥

মনোমধ্যে একরূপ, বাক্য দ্বারা তাহার বিপরীত প্রকাশ পাইতেছে এবং প্রত্যেক পদবিন্যাসে অঙ্গ স্খলন হইতেছে, কায়িক চেষ্টা একরূপ, বাঞ্ছা তাহার বিভিন্ন, সুতরাং কামিনীগণের এই মত্ততা যেন এক অনির্ব্বচনীয় প্রমাদ বলিয়া প্রতীত হইতেছে ॥৪০॥

বাক্যও অর্দ্ধার্দ্ধ উচ্চরিত অর্থাৎ আধ আধ এবং যে চেষ্টা করিতে উদ্যত হইতেছেন তাহাই অর্দ্ধ প্রায় হইতেছে, সুতরাং ইহাতে বোধ হইতেছে যেন কামিনীগণের চিত্তকে বিলুপ্ত করিবার নিমিত্তই মধুবার অর্থাৎ মধুপানের পাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন ॥৪১॥

সুলোচনা ব্রজাঙ্গনাগণের অনুরাগ হৃদয় হইতে আসিয়া মধুমত্ততায় অরুণ শোভাযুক্ত নেত্রযুগলে উপস্থিত হইয়াছিল, কারণ যে অনুরাগের আতিশয্যভরে নেত্রযুগল খঞ্জনপক্ষির ন্যায় ঘূর্ণিত গতিতে ভ্রমণ করিতেছে ॥৪২॥

দষ্টবত্যভিমতে দয়িতোষ্ঠং
রঞ্জিতত্বমগমন্ দশনান্তাঃ।
স্বচ্ছতামবকলয্য নু গচ্ছন্
যাবকঃ স্থিতিমিয়েষ তদেষু ॥৪৩॥

চুম্বতি প্রিয়তমেক্ষি মৃগাক্ষ্যাঃ
পানপাটলিতমঞ্জনহীনম্।
তত্তদোষ্ঠরুচিভির্ঘনঘূর্ণা
পক্ষ্মরাজিমনুরঞ্জয়তীব ॥৪৪॥

দষ্টবত্যতিতরাং দশনাগ্রৈ-
র্বল্লভে মধুমদাদধরৌষ্ঠম্।
মন্দকণ্ঠনিনদৈঃ কলকণ্ঠ্যঃ
কোমলং করুণমেব চুকূজুঃ ॥৪৫॥

অভিমত অর্থাৎ প্রাণেশ্বর প্রেয়সীর ওষ্ঠে দন্তাঘাত করিলে পর প্রেয়সীগণও পুনর্ব্বার প্রিয়তমের ওষ্ঠে দন্তাঘাত করায় দন্তাগ্র সকল সাতিশয় রঞ্জিত হইল, সুতরাং বোধ হইতেছে যেন "দন্তের স্বচ্ছতা দর্শন করিয়াই কি এই দন্তাগ্রে যাবক অর্থাৎ অলক্তক স্থিতি লাভ করিছে" ॥৪৩॥

প্রাণেশ্বর মৃগাক্ষীর নয়ন চুম্বন করিলে পর, ঐ নয়ন চুম্বন হেতু পাটলিত অর্থাৎ শুভ্র, সুতরাং অঞ্জনহীন হইয়া ওষ্ঠকান্তির সহিত ঘনঘূর্ণ পক্ষরাজী অর্থাৎ নেত্রলোমকে যেন রঞ্জিতই করিতেছে ॥৪৪॥

প্রিয়তম প্রাণপতি মদমত্ততা হেতু দশনাগ্র দ্বারা অধরৌষ্ঠে অতিশয় দংশন করিলে পর, কলকণ্ঠী অর্থাৎ মঞ্জুভাষিনী কামিনীগন মন্দ কণ্ঠধ্বনি সহকারে কোমল অতিকরুণ শব্দ করিয়াছিল ॥৪৫॥

ওষ্ঠপল্লবপুটং দয়িতায়া
দষ্টবত্যতিতরাং মধুমর্দ্দে ।
পাণিপল্লবমপি প্রচকম্পে
সখ্যমেকসুখদুঃখগমেব ॥৪৬॥

ধুন্বতী করদলে স্মিতভাষা
শীৎকৃতৈরবিরতোৎসবমেকা ।
লোলশঙ্খবলয়ধ্বনিলক্ষ্যং
মন্দমন্দমিব শঙ্খমপূরি ॥৪৭॥

গণ্ডযুগ্মমলিকং কিমু কিম্বা
লোচনে কিমধরঃ কিমু বান্যৎ ।
চুম্বনেন রমণো রমণীনাং
ভিন্নভিন্নরসপূর্ণমবুদ্ধ ॥৪৮॥

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা ব্রজাঙ্গনার ওষ্ঠপল্লবে সাতিশয় দশনাঘাত করিলে পর পাণিপল্লবও কম্পমান হইতে লাগিল, যেহেতু সখ্যই সুখ ও দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে ॥৪৬॥

এক মঞ্জুভাষিণী রমণী অবিরত উৎসবান্বিত হইয়া শীৎকার পূর্ব্বক করদলকে সঞ্চালন করিয়া মন্দ মন্দ ভাবে এরূপ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন যে, যাহাতে হস্তপরিহিত শঙ্খবলয়ের শব্দেও লক্ষ্য হইতে পারে ॥৪৭॥

গণ্ডযুগ্ম, অলিক লোচনদ্বয় কিম্বা অধর, রমনীগণের যে কোন অন্যান্য অঙ্গ, রমণ শ্রীকৃষ্ণ, চুম্বন করিয়া প্রত্যেক অঙ্গই যেন ভিন্ন ভিন্ন রসে পরিপূর্ণ ইহাই জ্ঞান করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

কেশপাশবলনাদবতীর্ণঃ
সঙ্গতঃ স্তনমতঙ্গজকুম্ভে।
ঘূর্ণয়া মদজয়া প্রিয়পাণি-
র্নির্মমজ্জ তত্থরঃসরসীষু ॥৪৯॥

অন্তরীয়মবকৃষ্য কিমু স্বং
ভাবমাশু বিদধে বসনং সঃ।
লোহিতৌ কুচঘটাবনুরক্তৌ
যচ্চকার হৃদয়েশয় এষঃ ॥৫০॥

অর্দ্ধমিলিতমথার্দ্ধনিমগ্নং
ভাষিতং নননেতি বদন্ত্যা।
মুগ্ধয়া বত গুরোরতশিক্ষা
দক্ষিণেব বিদধে করকম্পঃ ॥৫১॥

মাধবস্য করপল্লবসঙ্গা-
দাসসাদ পুলকং কুচযুগ্মম্।
কন্দুকীকৃতমমন্দ-কদম্ব-
দ্বন্দ্বমুৎক্ষিপতি কিং কুসুমেষুঃ ॥৫২॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের হস্ত কেশকলাপের বন্ধন হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্তনরূপ করিকুম্ভে সঙ্গত হইয়া মত্ততাজন্য ঘূর্ণা হেতু প্রিয়তমার বক্ষঃ স্থলরূপ সরোবর সমূহে নিমগ্ন হইল ॥৪৯॥

এই হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের পরিধান বসন আকর্ষণ করিয়াই কি শীঘ্র স্বীয়ভাবকে বিধান করিলেন? যেহেতু তাঁহাদিগের লোহিত কুচকলসদ্বয়কে অনুরক্ত করিলেন ॥৫০॥

মুগ্ধা রমণী অর্দ্ধবর্ণ প্রকাশ আর অর্দ্ধবর্ণ অপ্রকাশ এইরূপে "ন ন ন ন" এই বলিয়া গুরুর রতিশিক্ষা দক্ষিণার ন্যায় করকম্প বিধান করিলেন ॥৫১॥

মাধবের করপল্লব স্পর্শহেতু ব্রজসুন্দরীর কুচযুগল পুলকিত হইতে লাগিল,

নৈব নৈতদরবিন্দযুগং তৎ
কিং বিমুগ্ধ নখমত্র দদাসি।
ইত্যমুং ত্রুটিতমৌক্তিকহার-
দ্যোতিতং কুচযুগং হসতীব ॥৫৩॥

সৌরতোৎসববিধেঃ কুসুমেষো-
র্ম্মুখ্যতঃ ফলকরীব কিমর্চ্চা।
মঙ্গলং কনককুম্ভমভীশো
যত্তমেবমভিবাহয়তি স্ম ॥৫৪॥

সাধু সাধুরয়মেব জিতাঃ স্মো
নিশ্চিতং শশিমুখি প্রতিজানে
ইত্যসৌ কিমলিখজ্জয়লেখাং
প্রেয়সীকুচযুগে স্বকরেণ ॥৫৫॥

তাহাতে বোধ হইল কন্দর্প কি কদম্ব পুষ্পযুগলকে সুদৃঢ় কন্দুক করিয়া নিক্ষেপ করিতেছেন? ॥৫২॥

"হে বিমূঢ়! এ কমলযুগল নয়, ইহাতে কেন নখার্পণ করিতেছ" এই বলিয়াই কি কুচযুগল ত্রুটিত অর্থাৎ ছিন্ন সূত্র মুক্তাহারের কিরণে বিদ্যোতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করিতে লাগিল ॥৫৩॥

এ কি সুরত অর্থাৎ শৃঙ্গরোৎসবকার্য্যে কন্দর্পের মুখ্যফলসম্পাদিনী প্রতিমা? যেহেতু ঈশ্বর অর্থাৎ জগন্নির্ম্মাতা মঙ্গল সুবর্ণ কলসযুগল গোপাঙ্গনাদিগকে বহন করাইতেছেন ॥৫৪॥

"হে শশিমুখি! সাধু সাধু, আমরাই জয় করিয়াছি, প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ইহা নিশ্চয় বলিতেছি," এই বলিয়াই কি শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীর কুচযুগলে নিজকর দ্বারা জয়লেখা অঙ্কিত করিলেন ॥৫৫॥

কান্তবক্ষসি নিবিষ্টমুরোজ-
দ্বন্দ্বমেব সুদৃশঃ পরিরম্ভে।
যদ্দ্রুতং হৃদয়মীক্ষণরন্ধ্রৈ-
রুচ্ছলদ্বহিরভূৎ সহঘর্ম্মৈঃ ॥৫৬॥

ঊরুমূলমভিতঃ কৃতবাসা
শ্লিষ্যতি প্রিয়তমে মদিরাক্ষ্যাঃ।
অংশুকেন সহ বিশ্লথবন্ধা
নির্যযৌ স্বয়মথো কিমু লজ্জা ॥৫৭॥

মন্মথদ্বিরদপুঙ্গবসঙ্গ-
স্তৎসমাকলনশৃঙ্খলয়ৈব।
অংশুকে বিয়তি তত্র নিতম্বঃ
কেবলং রসনয়ৈব ররাজ ॥৫৮॥

প্রস্খলন্ কুচঘটাদ্বলিবীচি-
বিভ্রমৈরিত ইতঃ পরিভূতঃ।
নাভিকূপমভিনির্ভরমগ্নো
নির্বৃতঃ কথমভূৎ প্রিয়পাণিঃ ॥৫৯॥

আলিঙ্গনকালে সুলোচনার স্তনযুগল প্রিয়তমের বক্ষঃস্থলে নিবিষ্ট হইয়া দ্রুত অর্থাৎ স্বেদযুক্ত হওয়ায় বোধ হইল যেন দৃষ্টিমার্গ দ্বারা ঘর্ম্মাম্বুর সহিত বাহিরে সমুদ্গত হইতেছে ॥৫৬॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গন করিলে পর চঞ্চলাক্ষীর ঊরুমূলে ধৃতবস্ত্রা লজ্জাই কি শিথিল বন্ধন হইয়া বসনের সহিত নির্গত হইতে লাগিল ॥৫৭॥

মন্মথরূপ দ্বিরদপুঙ্গব অর্থাৎ গজরাজ উপস্থিত হইয়াছেন, সুতরাং সেই গজরাজের আকর্ষণী শৃঙ্খলাদ্বারা বসন আকাশমার্গে আকৃষ্ট হইলে পর কামিনীগণের নিতম্ব কেবল রসনা দ্বারাই শোভিত হইয়াছিল ॥৫৮॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের হস্ত কুচকুম্ভ হইতে প্রস্খলিত এবং তৎপরে উদরস্থিত

অন্তরীয়বিগমাদলসাঙ্গী
লোচনে ঝটিতি সা নিমিমীল।
মন্যতে নিরসনেন গতা হ্রী-
র্লোচনে বহুরুষেব রুরোধ ॥৬০॥

মুষ্টিনা যদবলগ্নমধাসী
ত্তেন যোঽত্র সুচিরং প্রজগল্‌ভে।
আমৃশন্নিত ইতঃ সনিতম্বং
নির্জগাম ন পুনঃ প্রিয়পাণিঃ ॥৬১॥

উন্নময্য চিবুকং মধুরোষ্ঠীং
নির্ভরং ধয়তি গোকুলনাথে।
সা ববন্ধ তমথো ভুজপাশৈঃ
কিং রুজা কিমু রুষা নু মুদা কিম্ ॥৬২॥

ত্রিবলিরূপ তরঙ্গমালায় ইতস্ততঃ পরিভূত হইয়া নাভিকূপে সাতিশয় মগ্ন হইয়া কিরূপে নিবৃত অর্থাৎ সুস্থ হইয়াছিল ॥৫৯॥

ঐ ব্রজসুন্দরী অলসাঙ্গী হইয়া পরিধান বস্ত্রের অভাব হেতু শীঘ্র নয়নদ্বয়কে নিমীলিত করিয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হইতেছে যেন অঙ্গে বসন না থাকায় লজ্জা স্বয়ং বিগত হইয়া অতি ক্রোধেই লোচন যুগলকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল ॥৬০॥

কারণ প্রিয়তমের করকমল প্রিয়ার অবলগ্ন অর্থাৎ কটিদেশকে ধারণ করিয়াছিল, সেই জন্যই প্রিয়তম সাতিশয় প্রগল্‌ভ অর্থাৎ ধৃষ্টতা করিয়াছিল কিন্তু সেই প্রিয়তমের করকমল "এই দিকে এই দিকে" এই বলিয়া নিতম্ব-দেশ স্পর্শ করত প্রিয়াঙ্গ হইতে নির্গত হইতে পারিল না ॥৬১॥

গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণ চিবুক অর্থাৎ অধরোষ্ঠের নিম্নদেশ উন্নত করিয়া মধুরোষ্ঠী প্রিয়তমাকে চুম্বন করিলে তিনি কি রোগ অথবা কি ক্রোধ কিম্বা কি হর্ষবশতই প্রিয়তমকে ভুজপাশে বন্ধন করিলেন ॥৬২॥

কোমলস্য কুসুমাদপি দোষ্ণঃ
পীড়নং দৃঢ়মিদঞ্চ সুখায় ।
হন্ত হী তদপি চক্ষুরুদস্রং
বাম এব মদনঃ সুরতেঽপি ॥৬৩॥

নির্ভরং রতমদো ব্রজনাথো
যৎ পপাত সহসৈব নিতম্বাৎ ।
আশ্রয়াশ্রয়বতোঃ কিমু সাম্যা-
জ্জাতমত্র রসনৈব রসজ্ঞা ॥৬৪॥

বাধিতো নিধুবনে প্রমদানাং
কাম এব খলু কামদ এষঃ ।
ব্যত্যয়ং যদকরোদথ রাধা-
কৃষ্ণয়োরতিবিচিত্রমিদং তৎ ॥৬৫॥

কুসুম হইতেও সুকোমল প্রিয়তমের এই ভুজপীড়ন দৃঢ় হইলেও সুখের নিমিত্ত হয়, কিন্তু ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঐ সুলোচনার লোচন-যুগল হইতে জলোদ্গম হইতে লাগিল, ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মদনও কদাচিৎ সুরতক্রীড়ায় বাম হইয়া থাকেন ॥৬৩॥

ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত রতিমত্ত হইয়া সহসা নিতম্ব হইতে যখন পতিত হইলেন তখন কিন্তু সেই নিতম্বদেশে রসনা অর্থাৎ চন্দ্রহারই রসজ্ঞা হইল, ইহাতে বোধ হইল যেন আশ্রয় এবং আশ্রিত এই উভয়েরই সমতাসম্পন্ন হইয়াছে ॥৬৪॥

প্রমদাগণের রতিক্রীড়াতে কাম বাধাযুক্ত হইয়া বস্তুতই কামদ অর্থাৎ অভিলাষপ্রদ হইলেন, কিন্তু তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গারে যে বৈপরীত্য সাধন করিলেন তাহাই অতি আশ্চর্য্য ॥৬৫॥

কিং ভ্রমাৎ কিমু মদাৎ কুতুকাৎ কিং
কিং স্ববিক্রমপরীক্ষণতো বা ।
কাম এষ বিদধে বত রাধা-
কৃষ্ণয়োর্বিনিময়ং চরিতানাম্ ॥৬৬॥

কাপি মুগ্ধরমণী বিপরীতে
মাধবেন সুরতে তনুলগ্না ।
চুম্বিতা কতি ন চুম্বতি শশ্বৎ
সুস্মিতং লঘু বিলোক্য বিলোক্য ॥৬৭॥

কৃষ্ণবক্ষসি গতা বরনারী
যদ্‌যদুদ্ভটরসাদতনিষ্ট ।
তৎক্ষণাদননুভূতমভূতং
বল্লভো নবনবং তদবুদ্ধ ॥৬৮॥

সাহসেন যদিয়ং প্রজগল্‌ভে
কৃষ্ণবক্ষসি ভৃশং মদিরাক্ষী ।
তত্তদা সুখভবোদ্ভটভাবৈ-
র্মূর্চ্ছিতেব সমভূদনুবেলম্ ॥৬৯॥

কন্দর্প কি ভ্রমবশতঃ, কি অহংকারহেতু, কি কৌতুক জন্য অথবা স্বীয় বিক্রম পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই কি শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরিত্রের পরিবর্ত্তন করিলেন ? ॥৬৬॥

এক মুগ্ধরমণী বিপরীত শৃঙ্গারে অঙ্গোপরি সংলগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক একবারমাত্র চুম্বিত হইলে তিনি সহাস্যবদনে অল্প অল্প অবলোকন করিয়া কতবার যে চুম্বন করিলেন তাহার পরিসীমা নাই ॥৬৭॥

ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলোপরি শয়ানা হইয়া যে যে উদ্ভট কার্য্য সম্পাদন করিলেন, শৃঙ্গারপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ নিম্নস্থ হইয়াই সেই অননুভূত ও অভূতপূর্ব নব নব শৃঙ্গারক্রম সমস্তই পরিজ্ঞাত হইলেন ॥৬৮॥

এক চঞ্চলাক্ষী ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত প্রগল্‌ভতা

অক্ষিমীলিতমুরোরুহযুগ্মং
কম্পিতং শিথিলিতা ভুজবল্লিঃ।
সর্ব্বমেতদধিকং ব্রজবধ্বা
মাধবোপকৃতিকারি বভূব ॥৭০॥

মাধবস্য মৃদুলোরসি দেহো
নিঃসহঃ স হরিণীনয়নায়াঃ।
অর্পয়ন্নিব সুধারসপূরঃ
পর্য্যপূরি নিখিলেপ্সিতমেব ॥৭১॥

প্রেয়সী-চরিত-সাধু-সুধাভি-
স্তৃপ্তচিত্ত-মধুপো মধুঘাতী।
বিভ্রমদ্ভ্রমরসম্মদমত্তঃ
সদ্বিতীয়সুরতে প্রবভূব ॥৭২॥

করিলেন, তজ্জন্যই যেন সুখভর উত্তভাবে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন ॥৬৯॥

ব্রজবধূ যে নেত্র যুগল নিমীলিত, স্তনদ্বয় কম্পিত এবং ভুজলতা শিথিলিত করিলেন, এই সমুদায় অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের উপকারী হইয়াছিল ॥৭০॥

হরিণনয়না ব্রজাঙ্গনার নিঃসহ অর্থাৎ পীড়নাক্ষম দেহ শ্রীকৃষ্ণের মৃদুল বক্ষঃস্থলে স্থিত হইয়া অমৃতরসসমূহ অর্পণ পূর্ব্বক নিখিল অভীষ্ট পরিপূর্ণ করিতেছিল ॥৭১॥

প্রেয়সীর চরিত্ররূপ সাধুসুধায় যাঁহার চিত্তমধুপ পরিতৃপ্ত, সেই মধুঘাতী শ্রীকৃষ্ণ বিলাসশীল ভ্রমরের ন্যায় হর্ষে সমুন্মত্ত হইয়া দ্বিতীয়বার সুরতে সক্ষম হইলেন ॥৭২॥

ওষধিঃ সমধুরাধরসীধু-
স্তদ্বচো মনুবরঃ কুচকুম্ভৌ।
তৌ মণী ব্রজবধূরিহ কৃষ্ণং
কিং ন মোহয়তু জীবয়তাদ্বা ॥৭৩॥

অশিথিল-পরিরম্ভৈশ্চুম্বনৈর্দন্তপাতৈ-
রজনি রজনিমধ্যে কান্তয়োর্যাথ তৃপ্তিঃ।
নবনিধুবনলক্ষ্মীলক্ষ্মভাজোস্তথাঽঙ্গৌ
সমধিতপদমঙ্গে সাপরাধা ব্যরংসীৎ ॥৭৪॥

স্মরসমরসমাপ্তৌ বীতভঙ্গীভবদ্ভ্রূঃ
কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমামীলিতাক্ষী।
ধনুরিব চিরসজ্জ্যং জ্যাবিহীনং বিধত্তে
শরমিব চিরমুক্তং তূণমধ্যে করোতি ॥৭৫॥

যাঁহার মধুরাধরের অমৃতই মহৌষধ এবং যাঁহার বাক্যই মনুবর অর্থাৎ প্রশস্ত মন্ত্র ও যাঁহার কুচকুম্ভদ্বয় মণিস্বরূপ, সেই ব্রজবধূ কিসে না শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত বা জীবিত করেন নাই ? ॥৭৩॥

অশিথিল পরিরম্ভ অর্থাৎ গাঢ় আলিঙ্গন, চুম্বন এবং দন্তাঘাত প্রভৃতি বিলাস দ্বারা রজনী মধ্যে অভিনব সুরতচিহ্নধারী শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে তৃপ্তি জন্মিয়াছিল, সেই তৃপ্তি অঙ্গে থাকায় অন্য তৃপ্তি বিরত হইয়া গেল ॥৭৪॥

কামসমর সমাপ্ত হইলে ব্রজাঙ্গনা স্বীয় ভ্রূভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়া অল্পে অল্পে কথঞ্চিৎ অলসাঙ্গী হইলেন, ইহাতে বোধ হইল যেন কামদেবের চিরকালের জ্যাযুক্ত ধনুককে জ্যাশূন্য করিয়া ধারণ এবং চিরনিক্ষিপ্ত বাণগুলিকেও তূণমধ্যে অর্থাৎ বাণাধারে রক্ষা করিলেন ॥৭৫॥

মদনরণবিরামে কান্তয়োঃ শ্রান্তিভাজো-
রলসভরবিভুগ্নং সুপ্তয়ো রাত্রিশেষে।
নহি নহি নহি কুত্রাপ্যেবমস্তীতি হর্ষা-
দিব বিধুরতি শীর্ষং বাতধূতঃ প্রদীপঃ ॥৭৬॥

অয়ময়মুদিতোঽহং বর্ত্তসে কিং ত্বিদানী-
মিতি পরিণতকোপা লোহিতস্তিগ্মভানুঃ।
অথ রজনিবিরামে প্রেরয়ন্ জালরন্ধ্রে
করমিব কিমু নৈশং নাশয়ামাস দীপম্ ॥৭৭॥

বিকল-কুবলয়-শ্রীর্ধূসরা সংবিমৃষ্টা
মৃদুলতরমৃণালী ধর্ষিতং কোকযুগ্মম্।
ললিত-পুলিনবীথী পাণিজৈরঙ্কিতা ত-
দ্বদ সরসি ভবত্যাং পুণ্যবান্ কো মমজ্জ ॥৭৮॥

কামসংগ্রামের অবসানের অত্যন্ত পরিশ্রমবশতঃ অলসে শিথিলাঙ্গ হইয়া রাত্রিশেষে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিদ্রিত হইলে পর প্রাভাতিক বায়ু প্রবাত হইয়া রতি-প্রদীপকে বিধূত করিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যেন প্রদীপ শিরশ্চালন করিয়া সহর্ষে বলিতেছে যে, এমন কাম সংগ্রাম ত্রিভুবনে কুত্রাপি নাই ॥৭৬॥

রজনী বিরামে অর্থাৎ প্রভাতকালে "এই আমি উদিত হইয়াছি, তুমি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছ" এই বলিয়াই যেন তীগ্মভানু অর্থাৎ সূর্য্যদেব কোপে লোহিতাঙ্গ হইয়া স্বীয় কিরণরূপ কর প্রসারণ করিয়াই কি নৈশ প্রদীপকে বিনাশ করিলেন? ॥৭৭॥

বিকল নীলোৎপলের শোভা ধূসর ও সম্যক্‌রূপে বিমৃষ্ট চক্রবাক্ যুগল মৃদুতর মৃণালী কর্তৃক ধর্ষিত এবং পুলিন অর্থাৎ বালুকাময় তটপ্রদেশ সকলও নখাঙ্কিত হইয়াছে, অতএব হে সরসি! বল দেখি তোমাতে কোন্ পুণ্যবান নিমগ্ন হইলেন? ॥৭৮॥

বপুরতুলপরাগৈর্ধূ্ষরং নাস্তি শক্তি-
র্লবমপি নিজপক্ষক্ষেপণে ঘূর্ণসীব।
পরিকলিতমিদং তৎ কোঽপি তে নাস্তি দোষো
মধুকর কমলিন্যা এব কোঽপি প্রভাবঃ ॥৭৯॥

ইতি রহসি দিনাদৌ সানুতর্ষং সমন্তা-
ন্মসৃণবচনলক্ষ্মীলক্ষ্যহাসোপহাসা।
নিভৃত-নিভৃত-লীলালোলমন্যোন্যমাসী-
দভি-সহচরি ভূয়ঃ কান্তয়োঃ কাপি চেষ্টা ॥৮০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে মহাকাব্যে
দশমঃ সর্গঃ ॥*॥

হে মধুকর! নিরুপম পরাগে বপুঃ ধূসরবর্ণ, কিঞ্চিৎমাত্রও শক্তি নাই এবং স্বীয় পক্ষ বিস্তার করিতেও ঘূর্ণমান হইতেছে, এ সমস্তই আমি দেখিতেছি, তোমার কোন দোষ নাই, একমাত্র কমলিনীরই প্রভাব ॥৭৯॥

এইরূপে প্রভাতকালে অত্যন্ত সানুতর্ষ অর্থাৎ সাভিলাষচিত্তে পূর্বোক্ত বচন চাতুরী দ্বারা যাহার হাস্য পরিহাস লক্ষিত হইতেছে তাদৃশ একটি অনির্বচনীয় বিলাস চেষ্টা শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তে পুনর্বার সহচরীকে লক্ষ্য করিয়া আবির্ভূত হইল এবং পরস্পরেই নিভৃত লীলারস আস্বাদন করিয়া চঞ্চল চিত্ত হইলেন ॥৮০॥

একাদশঃ সর্গঃ

ইতীদং তৎসর্ব্বং বিলসিতমনুস্মৃত্য সুদৃশাং
সসন্তোষং বৃন্দাবনমদন এষোঽতিমধুরঃ।
বিহর্ত্তুং তদ্ভাবৈরকৃত পুরতঃ স্বাঙ্‌ঘ্রিদয়িতৈঃ
সমন্তাদারম্ভং দ্রুতকনকগৌরোজ্জ্বলতনুঃ ॥১॥

ক্রমাদেতাং রাত্রিং প্রহরনিয়মেনৈব বিভজন্
দিদেশ প্রায়েণ প্রিয়জনমসৌ যোগ্যললিতম্।
বিচিন্ত্যাথো নৃত্যস্থলমনিশমাচার্য্যনিলয়ে
মুদা রঙ্গী চক্রে প্রসৃমরতরং চত্বরমথ ॥২॥

ততো রম্যে স্থানে পরিনিয়মিতে নির্বৃতিকরে
গুরূৎকণ্ঠাভাজো দ্বিজবররমণ্যোঽতিনিভৃতাঃ।
সমং শচ্যা দেব্যা প্রভুমতমভিজ্ঞায় সময়ো-
চিতং ধৈর্য্যারম্ভং গৃহমভিদধত্যঃ প্রবিবিশুঃ ॥৩॥

গলিতকাঞ্চনতুল্য উজ্জ্বল গৌরতনু অতিমধুর বৃন্দাবন-মদন শচীনন্দন এইরূপে শ্রীবাস কথিত ব্রজাঙ্গনাদিগের তৎসমুদায় বিলাস শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষে পূর্ব্বলীলা স্মরণ করিয়া ব্রজভাবে ভাবিত চিত্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বিহার করিবার নিমিত্ত ভক্তগণের সহিত পূর্ব্বলীলা আরম্ভ করিলেন ॥১॥

নৃত্যবিহারী গৌরসুন্দর আনন্দসহকারে ক্রমশঃ এই রাত্রিকে প্রহর নিয়মে বিভাগ করিয়া, আচার্য্যগৃহের অঙ্গণকেই মনোহর নৃত্যস্থল বিবেচনা করিয়া, প্রিয়তম ভক্তগণকে সুযোগ্য বিলাস কার্য্যে আদেশপূর্বক উক্ত অঙ্গন প্রদেশকে সুশোভিত করিলেন ॥২॥

ব্রাহ্মণ পত্নীগণ পরস্পর অতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে সুখজনক ও নিয়মিত রম্যস্থানে মহাপ্রভুর মত জানিয়া অতি নির্জ্জনে শচীদেবীর সহিত কালোচিত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৩॥

অলিন্দে গেহস্য প্রভুনটনসন্দর্শনমহোৎ-
সুকা লীনা আসন্নিভৃতমুপবিষ্টাঃ সহভয়ৈঃ।
অমূশ্চিত্রোৎকীর্ণা বিনিমিষগতস্পন্দবপুষো
নবৈ রাগৈঃ কান্তাঃ ফলকভুবি তা মূর্ত্তয় ইব ॥৪॥

নিরুধ্যৈকং দ্বারে দৃঢ়ললিতশৌটীর্য্যবলিতং
যথৈকোপ্যায়াতি ক্ষণমপি ন তত্রেতি নিরতঃ।
জনানাপ্তানাপ্তান্ পুরমভিনিবেশ্যৈবমসকৌ
মহত্যা নির্বৃত্যা জয়তি সততং গৌরশশভৃৎ ॥৫॥

গৃহৈকং নেপথ্যস্থলমথ বিধায়াবিশদসৌ
প্রভুর্বেশং কর্ত্তুং নটনকুতুকী প্রেমললিতঃ।
জনেনাত্মীয়েন স্বপদপরমপ্রেমবহতা
সমারেজে শ্রীমানতিশয়কৃপাপূরসুভগঃ ॥৬॥

সেই ব্রাহ্মণীগণ মহাপ্রভুর নটনদর্শন বিষয়ে অতিশয় উৎসুক হইয়া সভয়ে গৃহের অলিন্দে অর্থাৎ ছাঁইচ প্রদেশে নির্জনে উপবেশন পূর্ব্বক লীন হইয়া রহিলেন, আহা! নির্নিমেষ ও নিষ্পন্দাঙ্গে থাকায় তাঁহাদিগকে বোধ হইল যেন অভিনব বর্ণক দ্বারা চিত্রফলকে প্রতিকৃতি রূপে চিত্রকর কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছেন ॥৪॥

গৌরচন্দ্র গৃহের দ্বারকে রুদ্ধ করত সৌটীর্য্য বলিত অর্থাৎ বীরত্ব ভাবাবিষ্ট হইয়া "যেন কোন ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও প্রবেশ করিতে না পারে" এই বলিয়া সবিশেষ নিরত হইয়া স্ব স্ব প্রিয়তম ভক্তগণকে অগ্রে প্রবেশ করাইয়া অত্যন্ত সুস্থতা অবলম্বন পূর্ব্বক জয়যুক্ত হইতেছেন ॥৫॥

অতিশয় কৃপাপ্রবাহে যিনি সুভগ এবং নৃত্য বিষয়ে যাঁহার অত্যন্ত কুতূহল প্রেমবিবশ সেই গৌরচন্দ্র একটি গৃহকে নেপথ্য অর্থাৎ বেশগৃহ করিয়া তথায় বেশ করিবার নিমিত্ত স্বীয় পাদপদ্মের প্রেমপরবশ একজন আত্মীয় ভক্তজনের সহিত প্রবেশ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬॥

গৃহীত্বাসৌ বেশং পুরত ঋষিবর্য্যস্য পরমং
নিশাদৌ শ্রীবাসঃ প্রভুচরণপদ্মপ্রিয়তমঃ।
জটাভিঃ পিঙ্গাভিঃ স্ফটিকমণিমালাং কলয়তা
করেণোর্ব্বীদেবপ্রবর ইব তত্রাবিশদথ ॥৭॥

অথাস্ত্যেকো দাসো ধৃতকরকদর্ভাসনবরো
হ্যবাপীমৃচ্ছুক্লো বপুসি ভুবি শুক্লাম্বর ইতি।
সদৈবেনাবিষ্টস্তমৃষিবরমানম্য সহসা
গদাধৃঙ্‌নামানং প্রভুদয়িতমূচে সুমধুরম্ ॥৮॥

অয়ে ত্বং দেবর্ষিশ্চরণমবনম্যা বদ ইদং
কলৌ ভূয়াং শ্রীমৎপ্রভুচরণসেবাসু নিরতা।
ইতীদং শ্রুত্বাসৌ মুনিরবদদেতৎ সুবদনে
সুরস্রোতঃস্বত্যাং স্নপনমধিমাঘং কুরু সদা ॥৯॥

নিশার প্রাক্‌কালে প্রভুপাদপদ্মের প্রিয়তম শ্রীবাস পণ্ডিত প্রথমত ঋষিবর্য্য নারদের বেশ ধারণ করিয়া পিঙ্গল জটাভূষিত এবং দক্ষিণকরে স্ফটিক মালা জপ করিতে করিতে শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রবেশ করিলেন ॥৭॥

অতি পবিত্র শুক্লাম্বর নামক একজন দাস সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গা মৃত্তিকার তিলক এবং কমণ্ডলু ও কুশাসন ধারণ পুর্ব্বক দৈবাৎ আগমন করিয়া ঋষি-শ্রেষ্ঠকে প্রণাম করিয়া সহসা গদাধর নামক প্রভুর প্রিয়তমকে সুমধুর বচনে কহিলেন ॥৮॥

গৌরপ্রিয়ে! তুমি দেবর্ষির চরণে প্রণাম করিয়া ইহাই বল যে, "আমি যেন এই কলিযুগে শ্রীমৎ প্রভু গৌরচন্দ্রের চরণ সেবায় নিরতা হই" এই কথা শুনিয়া মুনিবর কহিলেন, হে সুবদনে! মাঘমাসে সুরনদী গঙ্গাতে গিয়া সর্ব্বদা অবগাহন কর ॥৯॥

তদা তৎপুণ্যেন প্রভুচরণপাথোজমিলনং
ভবিষ্যত্যেবং তে তদনু ভবতীভিঃ কৃতমিদম্।
ইদানীং তেন ত্বং মুনিবরবরেণ প্রভুপদ-
প্রিয়ো ভূত্বা যাতঃ কিমু ন বিদিতং তৎ সুবদনে ॥১০॥

ততোঽসৌ দেবর্ষিঃ স্বয়মবদদুচ্চৈঃ সুললিতং
মহত্ত্বং তদ্ভক্তেরবিদিতগুরুত্বং পুলকিতঃ॥
বদামঃ কিং নাম্নঃ পরমমহিমানং যদঘকৃ-
দ্দ্বিজাভাসো দাসীপতিরপি চ মুক্তোঽঘনিবহাৎ॥১১॥

ইতীবোক্তে তস্মিন্ পরমমুদিতাঃ সর্ব্বমনুজা
হরের্নাম্নামুচ্চৈঃ কিমপি বিদধুঃ কীর্ত্তনমথ।
সহর্ষং শ্রীবাসঃ পুলকিততনুস্তত্র কুতুকাৎ
পুরো নৃত্যং চক্রে প্রথমমিব নান্দীং বিরচয়ন্ ॥১২॥

তুমি যখন এইরূপ করিবা তখন সেই পুণ্যবলে প্রভুর পাদপদ্মে তোমার সম্মিলন হইবে সন্দেহ নাই, হে সুবদনে! তুমি এক্ষনে মুনিবরের সেই বরে প্রভুর পাদপদ্মের প্রিয় হইয়াছ, তাহা কি জানিতেছ না? ॥১০॥

দেবর্ষি পুলকিত হইয়া যাঁহার গৌরব বিদিত হওয়া যায় না, এতাদৃশ সেই ভক্তির সুললিত মাহাত্ম্য স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন যে, পরম পবিত্র নাম মাহাত্ম্য আমি আর কি বর্ণন করিব, দেখ যে নামের মাধুরী ও কৃপাময়ী শক্তিতে, পাপাচারী ব্রাহ্মণাধম দাসীপতি অজামিল পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়াছিল ॥১১॥

নারদ এই কথা বলিলে পর সমুদায় মনুষ্য হৃষ্টচিত্তে উচ্চরবে হরি সংকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রীবাস হর্ষভরে পুলকাকুল কলেবর হইয়া ঐ স্থানে সকৌতুকে অগ্রে এরূপ ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন যে, যেন প্রথম নান্দীরূপে পরিগণিত হইল ॥১২॥

তেতোঽস্মিন্নিষ্ক্রান্তে কৃতনটনসঙ্কীর্ত্তনরসে
বিবেশাসৌ শ্রীমান্ ধৃতপরমবেশঃ সুমধুরঃ।
প্রবিষ্টোঽসৌ রেজে হিমকরসমূহপ্রতিকৃতি-
র্গৃহীত্বা সদ্বেত্রং সপদি হরিদাসোঽঙ্গন ভুবি ॥১৩॥

বদন্নুচ্চৈরুচ্চৈর্বদ হরিমিতি প্রেমবিকলাঃ
কুরুধ্বং তদ্গাথামিতি সরভসং চন্দ্রললিতঃ।
দিশন্ বেত্রাগ্রেণ প্রতিপদবলদ্ধর্ষবিবশ-
স্ত্রিলোকীং সংসুপ্তামিব স যততে জাগরয়িতুম্ ॥১৪॥

অকুণ্ঠাদ্বৈকুণ্ঠাৎ প্রভুচরণপাথোজনিকটা
ত্তদা জ্ঞাতো ভূমৌ প্রথমমবতীর্ণোঽহমধুনা।
তদাজ্ঞাবাচস্তাঃ শৃণুত পরমাঃ সীধুমধুরাঃ
কলিব্যালগ্রস্ত-প্রকটতর-সংজীবনকরীঃ ॥১৫॥

শ্রীবাস নৃত্য ও সঙ্কীর্ত্তন করিয়া রঙ্গালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পর তৎক্ষণাৎ চন্দ্র সমূহের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ শ্রীমান্ হরিদাস সুমধুর বেশধারণ পূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন এবং হস্তে উত্তম বেত্র গ্রহণ করিয়া নৃত্য প্রাঙ্গণে অতীব শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৩॥

"তোমরা সকলে উচ্চস্বরে হরিনামোচ্চারণ কর এবং প্রেমবিবশ হইয়া সহর্ষে হরিকথা বল" চন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞ কান্তি ও পদে পদে বলবৎ হর্ষবিবশ হরিদাস এই কথা বলিয়া বেত্রাগ্র দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া যেন ত্রিভুবনকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া জাগরিত করিবার নিমিত্তই যত্ন করিতেছেন ॥১৪॥

এবং বলিতে লাগিলেন, "আমি অকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠরূপ প্রভুর পাদপদ্মের নিকট হইতে তদাজ্ঞায় সম্প্রতি এই ভূমণ্ডলে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছি, তাঁহার সেই আজ্ঞা বাক্য শ্রবণ করুন, যাহা পরম অমৃত অপেক্ষাও মধুর যাহাতে কলিযুগরূপ মহাসর্পগ্রস্ত জন সকল শীঘ্র জীবনলাভ করিতে পারিবেন ॥১৫॥

বিনা নাম্নাং গাথামৃতরসধুনীস্রোতসি সদা
কৃতস্নানান্ লোকানিতি তদধুনা বাঞ্ছিতমিহ।
তদেতদ্বিশ্বস্মিন্নিহ স বিকিরন্নাজিগমিষু-
র্ভবদ্ভিঃ কীর্ত্ত্যন্তাং গুণসমুদয়াঃ শ্রীভগবতঃ ॥১৬॥

ইদানীং তস্যাজ্ঞাং শ্রবসি পরিপীয় প্রতিপদং
ভবন্তো নৃত্যন্তু প্রতিবিহিতসঙ্কীর্ত্তনরসাঃ।
ইতি শ্রুত্বা তস্যাননশশিসমুদ্ভূতবচসো
বিলাসং তে সর্ব্বে বিপুলপুলকাঙ্গাঃ সুললিতম্ ॥১৭॥

জগুর্গীতং রম্যং কলিতকরতালধ্বনিবল-
ন্মৃদঙ্গালীভঙ্গ্যা স্বয়মপি ননর্ত্তৈষ পরমঃ।
অসৌ ভূয়োভূয়ঃ কৃতনটনসঙ্কীর্ত্তনরসো-
বিনিষ্ক্রান্তো ভূত্বা তদনু বিররাম প্রমুদিতঃ ॥১৮॥

ততোঽদ্বৈতস্তত্রানুকৃতভগবদ্‌বেশচরিতঃ
করাভ্যাং সানন্দং কলিতমুরলীকঃ সমবিশৎ।
প্রভুঃ স্বং স্বং বেশং নিজমুরলিকাং বর্হিণশিখা-
বতংসং স্বং পীতং বসনমপি লাবণ্যমপি চ ॥১৯॥

নামরূপ অমৃত নদীতে যাঁহারা সর্ব্বদা অবগাহন করিতেছেন, তদ্ভিন্ন আপনারা সকলেই শ্রীভগবানের গুণনাম কীর্ত্তন করুন, এই হেতু আমি এই বিশ্বমণ্ডলে নামামৃত বিতরণ করিবার বাঞ্ছাতেই আগমনেচ্ছুক হইয়াছি ॥১৬॥

"সম্প্রতি শ্রবণ দ্বারা ভগবানের আজ্ঞামৃত পান করত প্রতিপদে সঙ্কীর্ত্তনরূপ অমৃতরস বিস্তার করিয়া নৃত্য করুন" হরিদাসের এইরূপ মুখচন্দ্র সমুদ্ভূত সুললিত বাক্য বিলাস শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকল বিপুল পুলকাকুল কলেবর হইয়া, গৃহীত করতালের ধ্বনি ও বলবৎ মৃদঙ্গশ্রেণীর ভঙ্গী সহকারে মনোহর গান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পরমানন্দিত হরিদাসও ঐ গানে নৃত্য করিয়া ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তনরস প্রকটিত করিয়া রঙ্গালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সানন্দ চিত্তে ক্ষান্ত হইলেন ॥১৭॥১৮॥

তদনন্তর অদ্বৈত প্রভু ভগবদ্বেশ ও ভগবচ্চরিত্র অনুকরণ করিয়া আনন্দ

প্রদায়ামুং চক্রে কলিতকলধৌতোজ্জ্বলতনু-
র্যথেচ্ছং নৃত্যেঽস্মিন্ ধৃতপরমসন্নায়করুচিঃ।
ততস্তৈস্তৈঃ সর্ব্বৈঃ পরমমধুরাকারকমনঃ
প্রবিষ্টো ভূত্বাসৌ কিমপি কমলাক্ষঃ পরিষদি।
লঘূত্থন্মার্দ্দঙ্গধ্বনিসুমধুরং নৃত্যমকরো-
ল্লয়ৈস্তালৈর্মানৈর্মলয়জরসৈশ্চর্চ্চিততনুঃ ॥২০॥

তথা নৃত্যত্যস্মিংস্তদনু জরতীবেশরসিকো-
ঽবধূতো ধূতাঙ্গঃ পলিতললিতাকীর্ণচিকুরঃ।
প্রবিষ্টস্ত্বাবিষ্টঃ পরমপরমোন্মাদবিবশ-
স্তদা ছিত্ত্বা ভিত্ত্বা নটতি জরতীভূমিকরুচিম্ ॥২১॥

নিবৃত্তেঽস্মিংস্তৈস্তৈঃ কলিতললনাভূমিকরুচি-
র্গদাধৃক্সংজ্ঞোঽসৌ ধৃতবলয়শঙ্খোজ্জ্বলকরঃ।
প্রবিষ্টো গায়দ্ভির্লঘু লঘু মৃদঙ্গেঽতিমুখরে
তথা তালৈর্মানৈর্নটনকলয়া তত্র বিবভৌ ॥২২॥

সহকারে দুই হস্তে মুরলী গ্রহণ করত প্রবেশ করিলেন। প্রভু গৌরচন্দ্র নিজ নিজ বেশ, নিজমুরলী, ময়ূরপিচ্ছের অবতংস স্বীয় পীতবসন এবং নিজ লাবণ্য গ্রহণ করত পরিষ্কৃত কলধৌত অর্থাৎ সুবর্ণবর্ণ গৌরাঙ্গপ্রভু নৃত্যরঙ্গে পরম নায়ক হইলেন, তৎপরে সেই সেই ভক্তগণের সহিত কমল-লোচন গৌরসুন্দর মাধুর্য্যময় অবয়বে কমনীয় কান্তি এবং চন্দনরসে চর্চ্চিততনু হইয়া প্রবেশ করিয়া ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তুমুলরূপে উত্থিত মৃদঙ্গধ্বনি, লয়, তাল ও মান সহকারে সুমধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥১৯॥২০॥

এইরূপে গৌরচন্দ্র নৃত্য করিতে থাকিলে তৎপশ্চাৎ যাহার কেশ কলাপ পলিত অর্থাৎ বার্দ্ধক্যবশতঃ শুক্লতায় অতি সুদৃশ্য ও আলুলায়িত এবং যাহার অঙ্গ কম্পমান এইরূপ অবস্থাপন্ন জরতী-বেশে রসিক হইয়া অবধূত নিত্যানন্দ আবেশচিত্তে প্রবেশ করিয়া অতীব উন্মাদে বিবশ হইলেন এবং নৃত্য করিতে করিতে স্বীয় জরতীবেশের কান্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন ॥২১॥

নিত্যানন্দ নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হইলে পর গদাধর রমণীবেশ ধারণ করিয়া

তদা নৃত্যত্যস্মিন্ ধৃতমধুরবেশোজ্জ্বলরুচৌ
মৃদঙ্গালীভঙ্গীশতমধুরসঙ্গীতকলয়া।
জনৈর্ভূয়োভূয়ঃ সুখজলধিমগ্নৈর্নিনিমিষৈঃ
সমন্তাদাসেদে জড়িমজড়িতাঙ্গৈঃ কিমমৃতম্ ॥২৩॥

প্রিয়াবেশাবেশস্ফুরিতরুচিরুদ্যৎস্মিতরুচা
পরিধ্বস্তধ্বান্তা নিভৃতরভসা স্বাদবিবশা।
ঘনস্নিগ্ধা ভুগ্নোল্লসিতকবরীভারবিলসৎ (বিগলৎ বা)
প্রসূনৈরম্ভোদোদ্গত-ভগণশোভাং বিদধতী ॥২৪॥

বিলোলভ্রূভঙ্গী নটনজিতভৃঙ্গীবিলসিতা
স্মিতাপাঙ্গী রাজৎকুবলয়দলা লোলনয়না।
বহন্তী সত্তাম্রস্ফুরদধরবীথী বিলুঠিতাং
রদচ্ছায়াং জ্যোৎস্নামিব নবদিনেশাংশুমিলিতাম্ ॥২৫॥

শঙ্খবলয় দ্বারা উজ্জ্বল হস্ত হইয়া দ্রুততর মৃদঙ্গ বাদ্যে গায়কগণের সহিত তাল, মান ও নৃত্য সহকারে আগমন করত রঙ্গালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২২॥

ধৃতমধুরবেশে সমুজ্জ্বলকান্তি গদাধর নৃত্য করিলে পর মৃদঙ্গ শ্রেণীর বিবিধ ভঙ্গীতে মধুরতর সঙ্গীত সহকারে রঙ্গস্থলস্থ জন সকল পুনঃ পুনঃ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া সাতিশয় নির্নিমেষ লোচনে জড়তায় বেষ্টিতাঙ্গ হইয়া কি অমৃতই লাভ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

শ্রীরাধার বেশের আবেশ হওয়ায় মনোহর কান্তি প্রস্ফুরিত হইতেছে, উদ্গত হাস্য রুচিতে যে অন্ধকারকে বিনষ্ট করিতেছে, যে মূর্ত্তি নিভৃত হর্ষভরে অত্যন্তবিবশ এবং ঘন স্নিগ্ধ, উল্লাসযুক্ত কবরী প্রসূন সমূহে সুশোভিত হওয়ায় অথবা কবরী হইতে পুষ্প সকল বিগলিত হওয়ায় মেঘোদ্গত নক্ষত্র মালার শোভা ধারণ করিতেছে। যাহার ভ্রূভঙ্গী অতি চঞ্চল, নৃত্যকলায় যে ভৃঙ্গীকেও পরাজিত করিয়া তাহার সুন্দর কৌশল গ্রহণ করিয়াছে, মধুর হাস্যদ্বারা যাহার অপাঙ্গ অর্থাৎ নেত্রপ্রান্ত

স্ফুরৎকম্বুগ্রীবাপরিসরবিলাসপ্রণয়িনা
গুরূরোজদ্বন্দ্বোপরি ঘনবিলোলত্বময়তা।
গিরেরুচ্চৈঃপাতাহিতভয়নিবৃত্তেন খধুনী-
প্রবাহেণেবাতি শ্রিয়মমলহারেণ দধতী ॥২৬॥

বহন্ত্যূরুদ্বন্দ্বং কনককদলীকাণ্ডমসৃণং
পদে রক্তাম্ভোজপ্রথমসদবস্থাপ্রণয়িনী।
তনুক্ষৌমং বাসঃ পরিহিতবতী তত্র ললিতং
প্রভোঃ শ্রীমন্মূর্ত্তির্লঘুপদমথৈষা নিবিবিশে ॥২৭॥ কুলকং ॥

তদা পীযূষাংশুঃ পরিণত ইবৈকাদশকলো
ররাজ শ্রীমূর্ত্তৌ রহসি বিলসন্ত্যাং সুখপরঃ।
তথা তত্তৎ ক্ষৌমাঞ্চলললিতখেলাং বিরচয়ন্
ববৌ মন্দং তত্তৎ পরিমলসখশ্চন্দনমরুৎ ॥২৮॥

শোভমান এবং সুশোভিত নীলোৎপলের ন্যায় যাহার লোচনযুগল অতীব চঞ্চল, প্রভাতি সূর্য্যকিরণ সহ সম্মীলিত জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রশস্ত তাম্রতুল্য অধরবীথিতে বিলুণ্ঠিত দন্তকান্তিকে যে ধারণ করিতেছে। শোভমান কম্বু তুল্য গ্রীবা অর্থাৎ গলায় পরিসর স্থানে যে হারের বিলাসযুক্ত প্রণয় এবং স্তনমণ্ডলোপরি সাতিশয় দোদুল্যমান হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন সমুন্নত গিরিশৃঙ্গপতনে সঞ্জাত ভয় হইতে নিবৃত্ত খধুনী অর্থাৎ আকাশগঙ্গা মন্দাকিনী প্রবাহের ন্যায় হারের দ্বারা সে মূর্ত্তি অতীব শোভা ধারণ করিতেছে। যে সুবর্ণ কদলীস্তম্ভের ন্যায় মসৃণতর উরুযুগল ধারণ করিতেছে, অভিনব অবস্থাপন্ন রক্তপদ্মের ন্যায় যাহার পাদযুগল এবং অতি সূক্ষ্মবসনকে যে ধারণ করিতেছে, সেই গৌরচন্দ্র-মূর্ত্তি দ্রুতপদ সঞ্চারে রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিল ॥২৪॥২৫॥২৬॥২৭॥

খেলা বিরচন করিয়া অর্থাৎ বসনকে আন্দোলিত করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র রঙ্গালয়ে প্রবিষ্ট হইলে পর, পূর্ণাবয়ব একাদশ কলা বিশিষ্ট অমৃতাংশু শশধর মহাপ্রভুর নিভৃত বিলাসিনী শ্রীমূর্ত্তিতে প্রতিফলিত হইয়া পরম সুখে

ততস্তৈর্গায়দ্ভির্লঘু লঘু মৃদঙ্গধ্বনিপরং
সহাবং নৃত্যন্তী লয়বলিততালাদি-ললিতম্ ।
তথা ভজ্যন্মধ্যা মধুরিমপরীপাকবিলসৎ-
পদন্যাসৈঃ শিঞ্জন্মণিময়তুলাকোটিমধুরা ॥২৯॥

তথা বক্ত্রাম্ভোজং লঘুসমুদয়ৎস্বেদকণিকা-
বিকাশং মুক্তাভিঃ খচিতমিব চামীকরবিধুম্ ।
বহন্তী সিন্দূরং বিলসদলিকে রুজ্যদলকে
তমঃস্পৃষ্টং সন্ধ্যারুণিতমিব রম্যার্ককিরণম্ ॥৩০॥

শোভমান হইলেন এবং ক্ষৌমবসনাঞ্চলে অঞ্চল গন্ধবহ চন্দনবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥২৮॥

অনন্তর ছয় শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত শ্রীমূর্ত্তিরই বর্ণনা হইতেছে—

নৃত্যগীতকারি ভক্তগণের সহিত লঘু লঘু মৃদঙ্গধ্বনি ও লয় তালাদিতে হাবভাব প্রকাশ করিয়া যে মূর্ত্তি সুমধুর নৃত্য করিতেছে, সুমধুর পাদবিন্যাসে শব্দায়মান মণিময়তুলাকোটি অর্থাৎ নূপুর দ্বারা যে অত্যন্ত মাধুর্যশালী এবং অবিচ্ছিন্ন বিগলিত স্বেদজলকণিকা দ্বারা যাহার সাতিশয় বিকাশ হইতেছে, তাদৃশ মুখপদ্ম ধারণ করায়-বোধ হইতেছে যেন মুক্তা খচিত হেমচন্দ্রকেই বহন করিতেছে, তথা সুদৃশ্য চূর্ণকুন্তলশোভিত রক্তবর্ণ ললাট পট্টকে সিন্দুর সহ ধারণ করায় বোধ হইতেছে যেন সন্ধ্যাকালীন অন্ধকারযুক্ত অরুণবর্ণ সৌরকিরণকেই ধারণ করিয়াছে ॥

পরিহিত বলয়ধ্বনি দ্বারা শব্দযুক্ত হস্তকে চালিত করায় যাহার উপরিভাগে অতি চঞ্চল অলিমালা ভ্রমণ করিতেছে, যে মূর্ত্তি কামদেবের ধনুষ্কাণ্ডের অর্থাৎ ধনুকের দণ্ডের ন্যায় অতি কুটিল উন্নত ভ্রূলতাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আকাশতলকেই শ্যামবর্ণ করিতেছে ॥

ত্রিবলী ভঙ্গ দ্বারা বিশিষ্ট ভঙ্গীযুক্ত এবং বক্ষঃস্থল হইতে বিস্খলিত ক্ষৌমাঞ্চলের আঘাতে অত্যন্ত শোভমান সেই নৃত্য বিশেষকে দর্শকগণ সমীপে যে মূর্ত্তি করমিত অর্থাৎ হস্ত দ্বারাই পরিমিত করিতেছে এবং নীবী

তথা পাণিন্যাসৈঃ কলিতবলয়ধ্বানমুখরৈ-
রলিশ্রেণীমুচ্চৈরুপরি পরিলোলাং বিদধতী।
উদঞ্চদ্ভ্রূবল্লীং মনসিজধনুষ্কাণ্ডকুটিলাং
মুহুঃ ক্ষিপ্তা শ্যামং কিমপি বিদধত্যম্বরতলম্ ॥৩১॥

স্খলদ্বক্ষঃক্ষৌমাঞ্চলহতি-লসন্মধ্যমলসং
বলীভঙ্গৈর্ভঙ্গীগরিমনটয়ন্তী করমিতম্।
শ্লথন্নীবীবন্ধচ্ছুরিত বিমলদ্যোতিকলয়া
নিতম্বস্বেদার্দ্রং ঘনজঘনমন্যাদৃশমিব ॥৩২॥

মুহুশ্চক্রপ্রায়ভ্রমণবিগলৎকেশকুসুমৈ-
স্তথা ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গীললিতপরভাগৈঃ প্রসৃমরৈঃ।
স্বয়ং নৃত্যোল্লাসাদুপরি মুখচন্দ্রস্য নু দধে
সিতচ্ছত্রং চিত্রং মরকতসুরেখাবিলসিতম্ ॥৩৩॥

তথা নৃত্যোন্মাদ-প্রমদমধুরিম্নাতিমহতা
নতাঙ্গী সঙ্গীতোজ্জ্বলরুচিররোচিঃপটলিকা।
ততো লক্ষ্মীভাবং তদনুগিরিজাভাবমপি সা
ক্রমাদাবিষ্কৃত্য প্রকটমবিশদ্দেবভবনম্ ॥৩৪॥

একাদশভিঃ কুলকং ॥

শিথিল হওয়ায় প্রকাশমান সুনির্ম্মল কান্তিকলা দ্বারা যে মূর্ত্তি ঘর্ম্মাক্ত ঘনতর জঘনদেশকে নাট্য দ্বারা যেন বিভিন্ন রূপই দেখাইতেছে। স্বয়ং নৃত্যোল্লাসে পুনঃ পুনঃ চক্রবৎ ভ্রমণ করায় কেশকলাপ হইতে কুসুম সকল বিগলিত হইয়া মস্তকের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং ভ্রাম্যমান্ ভৃঙ্গগণ দ্বারা লালিত্যরূপ সরোবরের অংশ গ্রহণ করিয়া যেন ঐ কুসুমগণ শ্রীমূর্ত্তির মুখচন্দ্রের উপরে মরকতরেখা শোভিত সিতচ্ছত্রই যেন ধারণ করিয়াছিল এবং নৃত্যোন্মাদ জন্য সুমহতী মত্ততা মাধুরীতে তাঁহার অঙ্গ বিনত, তাঁহার রোচিঃপটলী অর্থাৎ কান্তিমালা সঙ্গীত দ্বারা সমুজ্জ্বল মাধুর্য্যময় হইয়াছে। সেই মূর্ত্তি লক্ষ্মীভাব, তৎপরে পার্ব্বতীভাবকেও আবিষ্কার করত সুস্পষ্টরূপে দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন ॥২৯॥৩০॥৩১॥৩২॥৩৩॥৩৪॥

ততস্তাং তেন ত্বা স্তুতিবচনভঙ্গীবিরচনৈ-
র্মহত্যাঃ খট্টায়া উপরি সরসাঙ্গীং স্থিতবতীম্ ।
বিধেহি প্রেমাণং ভগবতি সমন্তাদিতি জগু-
স্ততোঽঙ্কে সা চক্রে ঝটিতি হরিদাসং শিশুমিব ॥৩৫॥

ইতীদং সা নানাবিধকুতুকচেষ্টাবিলসিতৈ-
র্নিশাং নীত্বা প্রাতঃ স্বভবনমগাচ্চিত্রচরিতঃ ।
তদা ভূয়স্তস্মিন্নকৃত বহু নৃত্যং সুমধুরং
মহস্বান্ সপ্তাহং মলয়জরসৈশ্চর্চ্চিততনুঃ ॥৩৬॥

সমন্তাদুচ্চেরুর্দিশি দিশি মৃদঙ্গাদিনিনদা
মদোন্মত্তাঃ সর্ব্বে কতি কতি রসাঢ্যং ন জগদুঃ ।
প্রসূনৈঃ স্রগ্ গন্ধৈর্মলয়জরসৈঃ পূর্ণমভব-
জ্জগৎ সপ্তাহং শ্রীমতি বিলসতি শ্রীভগবতি ॥৩৭॥

তদনন্তর ভক্তগণ নমস্কার পূর্ব্বক মহতী খট্টোপরি সমাসীন সরসাঙ্গী সেই মূর্ত্তিকে "ভগবতি! প্রেম বিতরণ করুন" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বিবিধ ভঙ্গীতে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই মূর্ত্তি শীঘ্র হরিদাসকে শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন ॥৩৫॥

যাহা হউক বিচিত্র চরিত্র গৌরাঙ্গদেব এই প্রকার নানাবিধ কুতুক চেষ্টা বিলাস দ্বারা রজনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে নিজ ভবনে গমন করিলেন এবং তৎকালে নিজ গৃহেতেও চন্দন দ্বারা চর্চ্চিতাঙ্গ হইয়া মহাতেজস্বী সেই গৌরচন্দ্র সপ্তাহ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার বহুবিধ নৃত্য করিলেন ॥৩৬॥

শ্রীমান্ ভগবান্ গৌরাঙ্গদেব এই প্রকারে বিলাস করিতে থাকিলে চতুর্দ্দিকে মৃদঙ্গাদির ধ্বনি উদ্গাত হইতে লাগিল, ভক্তগণ মদোন্মত্ত হইয়া কত কত না রসযুক্ত গান করিতেছিলেন এবং সপ্তাহকাল পুষ্পমাল্য গন্ধ ও চন্দনরসে জগৎ যেন পরিপূর্ণই হইয়াছিল ॥৩৭॥

তথা সপ্তাহান্তে দিনকরশতপ্রায়মহসা
স্ফুরন্তং শ্রীবাসঃ সভয়চকিতোল্লাসমবদৎ।
কলৌ নাম্নাং গাথা যদিহ বিহিতা তত্র ননু কিং
ফলং নূনং শাঠ্যে ভবতি কিমু বা নেতি বদ তৎ ॥৩৮॥

কৃতে ত্রেতায়াঞ্চ দ্বিজ ত্বদনু দ্বাপরযুগে
সমস্তং ধ্যানাদ্যৈর্ভবতি নিতরাং সাধিতমম্।
কলৌ তত্রাশক্তিং স্বয়মিহ বিলোক্য প্রকটিতং
প্রভুর্নামাখ্যোঽভূত্তদিহ কিমিব ন্যূনফলতা ॥৩৯॥

বদন্নেবং গৌরো নয়নজলপূর্ণোঽন্যদবদ-
ন্ন শক্তোঽহং স্থাতুং গৃহমভি গমিষ্যামি নিয়তম্।
তদাকর্ণ্য প্রোচে যদপি ভগবন্ কর্ত্তুমুচিতং
জনান্ দৃষ্ট্বা নৈবং মতমিতি মুরারিঃ সচকিতম্ ॥৪০॥

ঐরূপ সপ্তাহের পর শ্রীবাস প্রায় শতসূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী গৌরচন্দ্রকে ভয়, চকিত ও উল্লাসের সহিত কহিলেন যে, প্রভো! আপনি এই কলিযুগে যে হরিনামের গাথা বিস্তার করিলেন তাহাতে শঠতায় ফলের ন্যূনতা হইবে কিনা, তাহা বলুন ॥৩৮॥

অনন্তর গৌরচন্দ্র কহিলেন, দ্বিজবর শ্রীবাস! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে সমস্ত কার্য্যই ধ্যানাদিতে অর্থাৎ ধ্যান, যজ্ঞ ও পরিচর্য্যাতেই সংসাধিত হইত কিন্তু এই কলিতে সেই সমস্ত শক্তি নাই স্বয়ং অবলোকন করিয়া নামরূপে প্রভু প্রকটিত হইয়াছেন, অর্থাৎ সমস্ত শক্তি কেবল নামেতেই প্রকটিত করিয়াছেন, তবে এই নামেতে কেন ন্যূন ফল হইবে? ॥৩৯॥

এক্ষণে গৃহে গমন করিব, প্রভুর এই কথা শুনিয়া মুরারি গুপ্ত সচকিত ভাবে কহিলেন যে, হে ভগবন্! আপনার যাহা উচিত তাহাই করুন, কিন্তু এই সকল লোক দেখিয়া এখন এমন করা উপযুক্ত হইতেছে না ॥৪০॥

ততোঽন্যেভ্যঃ শ্রীমান্নয়নজলধৌতঃ সমবদৎ
দ্বিজৈকঃ স্বপ্নে মে শ্রুতিমভিমহাবাক্যমবদৎ ।
অতো হেতোর্হিত্বা প্রভুচরণমন্যৎ কিমুচিতং
মমেতি ক্রন্দামি ক্ষণমপি ন মে নির্বৃতিরিহ ॥৪১॥

ইতি শ্রুত্বা গুপ্তঃ সপদি স মুরারিঃ সমবদৎ
প্রভো তৎ ষষ্ঠীতৎপুরুষবচনং তত্র কুরু ভোঃ ।
তথা শ্রুত্বা নাথঃ সমুদিতমনাঃ সাম্প্রতমভূ-
ত্তথা তে চ শ্রুত্বা ব্যথিতমনসোগাঢ়মভবন্ ॥৪২॥

ততঃ সন্ন্যাসী কেশব ইতি স ভারত্যুপহিতো
ভুবি খ্যাতঃ কশ্চিৎ প্রভুপুরত আসীদ্বিধিবশাৎ ।
তথা দৃষ্ট্বা নাথং নিরবধি রুদন্তং সমবদ-
চ্ছুকো বা প্রহ্লাদস্ত্বমিতি বহুধা বিস্মিতমনাঃ ॥৪৩॥

শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র সজল নয়নে কহিলেন যে, "একজন ব্রাহ্মণ স্বপ্নে আমার কর্ণে মহাবাক্য বলিয়াছেন" অতএব প্রভুর চরণ পরিত্যাগ করিয়া আমার কি অন্য কিছু উচিত হয় ? এই জন্যই আমি নিয়ত রোদন করিতেছি, ক্ষণকালও আমার এস্থানে নির্বৃতি অর্থাৎ সুস্থতা লাভ হইতেছে না ॥৪১॥

এইকথা শুনিয়া মুরারি গুপ্ত সহসা উত্তর করিলেন যে প্রভো ! আপনি সেই মহাবাক্যকে ষষ্ঠীতৎপুরুষের বচন করুন" তত্ত্বমসি অর্থাৎ তাঁহার তুমি, এই কথা শুনিয়া নাথ গৌরচন্দ্র আনন্দিত চিত্ত হইয়া কহিলেন যে "সাম্প্রত অর্থাৎ উপযুক্তই হইয়াছে," ভক্তগণ এই কথা শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত-মনা হইলেন ॥৪২॥

ভূমণ্ডলে "কেশব ভারতী" এই নামে যিনি বিখ্যাত সেই কোন একজন সন্ন্যাসী দৈবাৎ প্রভুর অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি গৌরচন্দ্রকে নিরন্তর রোদন করিতে দেখিয়া বিস্মিত মনে তাঁহাকে "তুমি শুক অথবা প্রহ্লাদ" এইরূপ বহুবিধ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥৪৩॥

প্রশংসাং স্বাং শ্রুত্বা দ্বিগুণবিকলোঽসৌ পুনরপি
প্রকামং চক্রন্দায়মপি পুনরাহাতি চকিতঃ।
ভবান্ দেবো বিষ্ণুর্বিদিতমিদমেবং খলু ময়ে-
ত্যুপাকর্ণ্য শ্রীমান্ন্যসনমিহ কর্ত্তুং স চকমে ॥৪৪॥

মুকুন্দোঽথ প্রোচে বিনিমিষমমুং পশ্যত মুহুঃ
প্রভুর্যাবদ্গেহে বসতি ন হি যাবৎ প্রচলতি।
ততোঽসৌ শ্রীবাসং প্রভুরবদদেতন্নু ভবতা-
মিতোঽহং প্রেমার্থং প্রতিদিশমটিষ্যামি নিতরাম্ ॥৪৫॥

পুনঃ শ্রীবাসোঽয়ং সভয়মবদত্ত্বদ্বিরহিতৈঃ
কথং স্থাতুং শক্যং নিরবধি বিভো ধক্ষ্যতি মনঃ।
ভবদ্গেহে স্থাস্যাম্যহমিতি জগাদ প্রভুরথো
তথেত্যেষ স্থৈর্য্যং মনসি লভমানঃ ক্ষণমভূৎ ॥৪৬॥

গৌরচন্দ্র স্বীয় প্রশংসা শ্রবণ করিয়া দ্বিগুণতর বিকল হইয়া পুনর্ব্বার অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন, তদবলোকনে কেশব ভারতীও পুনর্ব্বার চকিত হইয়া কহিলেন যে "আপনি দেবোত্তম বিষ্ণু, ইহা আমি বিদিত আছি" এই কথা শুনিয়া শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র পৃথিবীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন ॥৪৪॥

অনন্তর মুকুন্দ কহিলেন যে "যতদিন প্রভু গৃহে বাস করেন ও যতদিন গৃহত্যাগী না হন, ততদিন সকলেই প্রভুকে নির্নিমেষ লোচনে বারম্বার দর্শন কর। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীবাসকে লক্ষ্য করিয়া সকল ভক্তগণকেই কহিলেন তোমাদিগের নিকট হইতে আমি প্রেম নিমিত্ত নিয়ত দিকে দিকে ভ্রমণ করিব ॥৪৫॥

পুনর্ব্বার শ্রীবাস সভয়ে নিবেদন করিলেন, প্রভো! আপনার বিরহে আমরা কিরূপে গৃহে অবস্থিতি করিব, মন যে আপনার শোকে নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকিবে, তৎপরে গৌরচন্দ্র কহিলেন "আমি তোমার গৃহেই অবস্থিতি করিব", এই কথা শুনিয়া শ্রীবাস ক্ষণকাল সুস্থচিত্ত হইলেন ॥৪৬॥

ততঃ সায়ং গত্বা গৃহমভি মুরারেরুপদিশন্
জগাদাদ্বৈতে সংশ্রয়িতুমভিধায়াস্য চরিতম্।
ততোঽন্যেদ্যুঃ শ্রীমান্ ক্বচ জনপদে ভূরিকরুণঃ
প্রভুঃ পারেগঙ্গং স সপদি তিতিক্ষুশ্চলিতবান্ ॥৪৭॥

ততস্তে তে সর্ব্বে নিরবধি বলদ্দুঃখদলিতাঃ
সমুদ্বিগ্না নাথ ক্ব গত ইতি তেপুঃ সকরুণম্।
বিচার্য্যৈস্তৈরেতৈরহহ দিনসপ্তান্তরমসৌ
ব্যদর্শি ন্যাসেচ্ছাকুলিতহৃদয়ঃ শ্রীময়তনুঃ ॥৪৮॥

সমন্তাত্তত্রত্যাস্তমথ পরিলোক্যৈবমসকৃ-
দ্বিলাপৈঃ সন্তাপৈঃ কিমপি পরিতেপুঃ প্রতিমুহুঃ।
অহো ধাতঃ কিন্তে বিলসিতময়ং কামসুভগ-
শ্চিকীর্ষুঃ সন্ন্যাসং বিলসতি কঠোরস্ত্বমসি ভোঃ ॥৪৯॥

গৌরচন্দ্র সায়ংকালে মুরারি গুপ্তের গৃহে গমন পূর্ব্বক অদ্বৈতকে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে উপদেশ দিয়া তাঁহার নিকট অদ্বৈতের চরিত্র বর্ণন করিলেন, তৎপরে অন্য একদিন দয়ানিধি শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র বিবেকী হইয়া গঙ্গার অপর পারবর্ত্তি কোন এক গ্রামে গমন করিলেন ॥৪৭॥

সেই ভক্তগণ নিরন্তর বলবদ্দুঃখে অভিভূত ও সম্যক্ উদ্বিগ্ন হইয়া "হা নাথ! কোথায় গেলে" এই বলিয়া করুণস্বরে পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা বিচার করিয়া কহিলেন, হায় হায়! সাতদিন পরেই শ্রীমান্ গৌরচন্দ্রকে সন্ন্যাসেচ্ছায় আকুলিত হৃদয় দেখিতে হইল ॥৪৮॥

সমস্ত ভক্তগণ এইরূপ দেখিয়া বিলাস ও সন্তাপের সহিত ক্ষণে ক্ষণে পরিতপ্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যে "হা বিধাতঃ! তোমার এই বিচার? কন্দর্পমোহন গৌরচন্দ্রও সন্ন্যাসেচ্ছু হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, অতএব তুমি নিতান্তই কঠোর স্বভাব" ॥৪৯॥

স্ত্রিয়ঃ প্রোচুর্হাহা বত শিব শিবাত্যন্তকঠিনো
বিধাতুর্বৈচিত্রং কথমশনিপাতোঽয়মসকৃৎ ।
অহো রূপং শীলং মধুরিমসুলাবণ্যমহহ
ক্ব সন্ন্যাসো বা ক্ব প্রতিমুহুরিদং মুহ্যতি মনঃ ॥৫০॥

রুদন্নেবং দেবঃ প্রস্মরস্মুখাবিষ্কৃতিরসৌ
জনানূচে মাতঃ পিতরিতি চ সম্বোধ্য রুদতঃ ।
যথা প্রেমা ভূয়াৎ প্রভুচরণপাথোরুহযুগে
তথাশীর্ব্বাদোঽসৌ ময়ি খলু বিধেয়ো মুহুরিতি ॥৫১॥

গুরোর্গেহং তৈস্তৈর্বিনয়নিরতোঽভ্যেত্য বহুধা
প্রণামং চক্রেঽসৌ প্রতিবিহিতশিষ্যোচিতরুচিঃ ।
ততো বৈধ্যং কৃত্বা স্বপুরমভিবাদ্যাস্য নিরতং
শ্রুতৌ স্বপ্নপ্রাপ্তং শিব শিব মহাবাক্যমবদৎ ॥৫২॥

স্ত্রীগণ কহিতে লাগিল, হা কষ্ট হা কষ্ট! শিব শিব! বড় কঠিন, বিধাতার কি বৈচিত্র্য। এ কি বারম্বার বজ্রপাত হইল? আহা! কোথায় আশ্চর্য্যরূপ, আশ্চর্য্য স্বভাব, আশ্চর্য্য লাবণ্য, আর কোথায় এই সন্ন্যাস, হায়! আমাদের মন যে ক্ষণে ক্ষণে বিমুগ্ধ হইতেছে ॥৫০॥

এইরূপে বলিতে থাকিলে গৌরচন্দ্র রোদন করত অন্যান্য পুরবাসি জনসকলকে রোদন করিতে দেখিয়া "হে মাতঃ! হে পিতঃ।" এইরূপ সম্বোধন করিয়া নিজে আনন্দ বিস্তার পূর্ব্বক কহিলেন যে "প্রভুর পাদপদ্ম যুগলে যাহাতে আমার অকৈতব প্রেম হয়, সম্প্রতি বারম্বার আমাকে আপনাদের সেই প্রকার আশীর্ব্বাদ করা কর্ত্তব্য ॥৫১॥

গৌরচন্দ্র উক্ত বিনয়বাক্য হইতে বিরত হইয়া পুরবাসি জন সকলের সহিত গুরুগৃহে উপস্থিত হইয়া বহু প্রকারে প্রণাম করিলেন, তৎপরে শিষ্যোচিত সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া যথাবিধি নিজগুরু কেশব ভারতীকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার কর্ণে নিরন্তর এই মহাবাক্য কহিলেন ॥৫২॥

সমাহূয়াথৈকং ক্ষুরিণমতিধন্যাতিসুভগং
দিদেশাসৌ শ্রীমানহহ নিজকেশাপহরণে।
সতু প্রেমাবিষ্টো নিরবধিরুদন্ কম্পিততনু-
র্ভয়াৎ কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শিব শিব শশাকাথ ন খলু ॥৫৩॥

ততঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ সমবদদতীবপ্রমুদিতো
হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈর্বদ মুহুরিতি শ্রীময়তনুঃ।
ততোঽসৌ তৎ প্রোচ্য প্রতিবলিতরোমাঞ্চসলিতো
রুদংস্তত্তৎকর্মারভত বহুদুঃখৈর্বিদলিতঃ ॥৫৪॥

তদানীং যে তত্র ক্ষণমপি চ তস্থুঃ শিব শিব
প্রকামং তে মাতঃ পিতরিতি গদন্তোঽতিকরুণম্।
করৌ দত্ত্বা মূর্দ্ধ্নি প্রতিমুহুরধিক্ষেপনিরতাঃ
স্বজীবং নিন্দন্তঃ কতি নহি বিলাপং ব্যরচয়ন্ ॥৫৫॥

"অহহ" হায়! হায়! কি দুঃখ! শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র তৎপরে একজন অতি ধন্য ভাগ্যবান্ ক্ষুরী অর্থাৎ নাপিতকে আহ্বান করত স্বীয় কেশমুণ্ডন নিমিত্ত অনুমতি করিলেন কিন্তু সেই নাপিত অতীব প্রেমাবিষ্ট হইয়া নিরন্তর রোদন করত ভয়হেতু কম্পিত কলেবরে কিছুই করিতে সক্ষম হইল না ॥৫৩॥

শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র অতিশয় প্রমুদিত হইয়া "উচ্চৈস্বরে মুহুর্মুহুঃ হরেকৃষ্ণ বল" এই কথা বলিলে নাপিত হরেকৃষ্ণ বলিয়া রোমাঞ্চিত কলেবর ও অত্যন্ত দুঃখখেদে বিদলিত হইয়া রোদন করিতে করিতে ক্ষৌরকর্ম আরম্ভ করিল ॥৫৪॥

হা কষ্ট! গৌরচন্দ্রের কেশমুণ্ডনকালে ক্ষণকালও যে যে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই "হা মাতঃ! হা পিতঃ!" এইরূপ করুণ স্বরে রোদন ও মস্তকে করাঘাত করত আত্মধিকার পরায়ণ হইয়া কতই না বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৫৫॥

গুরুর্ভূত্বা ব্যাজাৎ স্বয়মিব পুরা শিষ্যবিধিনা
ততো মন্ত্রং লেভে জগতি করুণামেব বিকিরন্ ।
ততো রোমাঞ্চাঢ্যং জিগমিষুমবেক্ষ্য প্রভুমসৌ
গৃহাণেত্যহ্নায়ারুণবসনদণ্ডাদিকমদাৎ ॥৫৬॥

গৃহীত্বা দণ্ডাদ্যং গুরুবচনসংপালনবশা-
দনৈষীদ্‌গৌরাঙ্গো দিবসমবশাত্মাতিচতুরঃ ।
অথানুজ্ঞাপ্যৈনং সুকৃতশতগাঢ়ং জনপদং
যযৌ রাঢ়ং গূঢ়োপমপরমলোকোত্তরকৃতিঃ ॥৫৭॥

পথি ধ্যায়ং ধ্যায়ং স্বচরিতমসৌ সৌখ্যবিবশঃ
স্বনামপ্রেমার্দ্রঃ প্রতিপদমশক্তঃ স্খলতি সঃ ।
ক্বচিদ্‌গায়ত্যার্ত্তঃ ক্বচিদপি নদত্যার্ত্তনিনদং
ক্বচিন্মন্দং যাতি ক্বচিদপি মৃগেন্দ্রক্রুতিগতিঃ ॥৫৮॥

গৌরাঙ্গদেব ত্রিভুবনের গুরু হইয়াও ছল পূর্ব্বক নিজেই শিষ্য হইয়া জগন্মণ্ডলে কারুণ্য বিস্তার করত কেশব ভারতীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎপরে কেশবভারতী রোমাঞ্চিতাঙ্গ গৌরাঙ্গকে গমনেচ্ছু দেখিয়া গ্রহণ কর এই বাক্য উচ্চারণ করত শীঘ্র অরুণবর্ণ বস্ত্র এবং দণ্ড প্রভৃতি অর্পণ করিলেন ॥৫৬॥

অনন্তর অতিচতুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবশাত্মা হইয়াও দণ্ডাদি গ্রহণ করত গুরুবচন প্রতিপালনার্থ একদিবস কাল তথায় যাপন করিলেন। তৎপরে পরম গূঢ়োপম ও লোকোত্তর কার্য্যকারী গৌরহরি মহাপুণ্যবান্ কেশব ভারতীর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক রাঢ় দেশে যাত্রা করিলেন ॥৫৭॥

পথমধ্যে স্বীয় চরিত চিন্তা করিতে করিতে আনন্দে বিবশ ও নিজনামের প্রেমে দ্রবীভূত তথা অশক্ত হইয়া প্রতিপদে স্খলিত হইতেছেন। কখন আর্ত হইয়া গান, কখন আর্তনাদ, কখন মন্দ গমন এবং কখনও বা সিংহের ন্যায় দ্রুতপদ সঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন ॥৫৮॥

প্রভুস্তস্মিন্ দেশে ক্ষণমপি ন সংশ্রুত্য বিবশঃ
স্বনাম ত্যক্ষ্যামি স্বতনুমিতি গত্বোপতটিনি।
জলে মজ্জন্ ডিম্ভৈর্বদ হরিমিতি ধ্বানমুখরৈ-
রদর্শি প্রেমার্দ্রঃ প্রতিপদপতদ্বাষ্পজড়িতঃ ॥৫৯॥

ততঃ শ্রুত্বা তৈস্তৈর্গদিতমিদমুচ্চৈর্হরিরিতি
প্রভুঃ প্রেমোন্মত্তঃ ক্ষিতিমভিপতন্ গাঢ়মরুদৎ।
কিয়দ্দূরং গত্বা তদনুবিদধে ভৈক্ষমুচিতং
হসন্ নৃত্যন্ গায়ন্ ক্বচিদপি রুদংস্তৎ সমগমৎ ॥৬০॥

ক্ষণং গোপীভাবৈঃ ক্ষণমপি চ দাস্যৈঃ ক্ষণমথো-
তথৈশ্বর্যৈঃ শ্রীমান্নটনকলয়া কৌতুকপরঃ।
অসীমপ্রেমার্দ্রো নিরবধি চলন্ পশ্চিমদিশং
ন সস্মারাত্মানং ক্ষণমপি দিনানাং ত্রয়মভি ॥৬১॥

প্রভু গৌরচন্দ্র সেই দেশে স্বীয় হরিনাম শুনিতে না পাইয়া অত্যন্ত বিকল হইয়া নদীতে গমন পূর্বক দেহত্যাগ করিব বলিয়া জলমগ্ন হইতেছেন, ইত্যবসরে বালকগণ হরিধ্বনি করত গৌরচন্দ্রকে প্রেমার্দ্র এবং প্রতিপদে পতিত বাষ্পে জড়িতাঙ্গ দর্শন করিল ॥৫৯॥

সেই বালকগণের মুখ হইতে উচ্চ হরিনাম শ্রবণ করিয়া প্রেমোন্মাদে ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া গাঢ়তর রোদন করিতে লাগিলেন, তৎপরে কিয়দ্দূর গমন করিয়া ভিক্ষালব্ধ বস্তু ভোজন করত হাস্য, নৃত্য, গীত এবং কখনও বা রোদন করত তথা হইতে গমন করিলেন ॥৬০॥

কৌতুকপর শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র ক্ষণকাল গোপীভাবে, ক্ষণকাল দাস্যভাবে এবং ক্ষণকাল বা ঐশ্বর্য্যভাবে নৃত্য করিতে করিতে অসীম প্রেমে আর্দ্রাঙ্গ হইয়া নিরবচ্ছিন্ন কেবল পশ্চিমদিকেই গমন করিতে লাগিলেন, দিনত্রয়ের মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও আপনার আত্মাকে স্মরণ করেন নাই ॥৬১॥

তেতা দৈবাদেবং ভবতি গমনে দক্ষিণদিশি
প্রবুদ্ধোঽভূৎ শ্রীমান্ ক্বচন ননু যামীতি মনসি
বিচার্য্যাদ্বৈতস্যালয়মভি স গন্তুং সমকরো-
ন্মনো নিত্যানন্দপ্রভুমপি জগাদাতিমধুরম্ ॥৬২॥

প্রযাহি ত্বং শীঘ্রং বিবুধতটিনীতীর মধুরে
নবদ্বীপে তৎস্থান্ মম নিগদিতৈর্ব্রূহি মধুরম্ ।
ভবন্তোঽদ্বৈতস্যালয়মভি চলন্ত্বেব চপলং
প্রয়াস্যে তত্রাহং সপদি স তথেতি প্রচলিতঃ ॥৬৩॥

ততো গত্বা তত্র প্রমুদিতমনা নাথগদিতং
নিগদ্য প্রত্যেকং সমনয়দমুত্রৈব সহসা ।
শচী চাতিব্যগ্রা পরমমুদিতা তত্র চলিতা
কিমন্যদ্বক্তব্যং গতমিব নবদ্বীপমভবৎ ॥৬৪॥

দক্ষিণ দিকে গমন করিতে করিতে দৈবাৎ এক দিবস চেতন হইলে "আমি কোথায় যাইতেছি ?" মনোমধ্যে এইরূপ বিচার করত অদ্বৈতের গৃহে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে সুমধুর স্বরে বলিলেন, আপনি শীঘ্র সুরনদীতীরবর্ত্তি সুমধুর নবদ্বীপে গমন করুন এবং তত্রত্য জন সকলকে আমার কথামত বলুন যে "আপনারা শীঘ্র অদ্বৈতের গৃহে গমন করুন, আমিও সেইস্থানে যাইতেছি" নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর এই আজ্ঞায় তথাস্তু বলিয়া নবদ্বীপে গমন করিলেন ॥৬২॥৬৩॥

নিত্যানন্দ আনন্দিত মনে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া গৌরচন্দ্রের সমস্ত বাক্য বলিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে লইয়া আসিলেন এবং শচীদেবীও অতিশয় ব্যগ্র হইয়া সানন্দচিত্তে অদ্বৈত গৃহে গমন করিতে লাগিলেন, অধিক কি বলিব, নবদ্বীপই যেন তথায় গমন করিয়াছিলেন ॥৬৪॥

ততোঽহন্যেদ্যুঃ শ্রীমান্ ধৃতকরকদণ্ডঃ সদরুণং
বহন্ বাসোদ্বন্দ্বং বহলতড়িদর্চ্চিঃ প্রতিকৃতিঃ।
অকস্মাদেকস্মিন্ পথি গুরুশিখো গৈরিকময়ো-
ব্যদর্শি স্বর্ণাদ্রিপ্রবর ইব তৈর্গৌরশশভৃৎ ॥৬৫॥

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্ত পারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥৬৬॥

ইতি শ্লোকং ভূয়ঃ পথি পথি পঠিত্বাতিরভসং
নটন্তং নেত্রান্তঃ সমুদয় সমুদ্ভ্রান্তবপুষং
বিলোক্যৈনং প্রাণানিব চিরমৃতাস্তে প্রমুদিতাঃ
প্রভুং হর্ষোৎকর্ষা ক্ষিতিষু নিপতন্তঃ সমনমন্ ॥৬৭॥

একদিন সৌদামিনীমালার ন্যায় সুন্দরাঙ্গ গৌরহরি হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ ও প্রশস্ত অরুণবর্ণ বসনযুগল পরিধান করিয়া গমন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ এক পথে লোক সকল সুদীর্ঘ শিখাবিশিষ্ট গৈরিকময় স্বর্ণপর্বত সদৃশ গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিল ॥৬৫॥

"পূর্বতন মহর্ষিগণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া এইরূপ পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করত সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন, মুকুন্দচরণাম্বুজ সেবা দ্বারা আমি ঘোর তম হইতে উত্তীর্ণ হইব" ॥৬৬॥

গৌরাঙ্গদেব এই শ্লোক পুনঃপুনঃ পথে পাঠ করিতে করিতে নেত্রজলে সমুদায় অঙ্গ সিক্ত করিতেছিলেন। লোকসকল তাঁহাকে দর্শন করিয়া চিরমৃত ব্যক্তিগণ প্রাণবায়ুর সঞ্চারে যে রূপ আনন্দিত হয়, তাহার ন্যায় হর্ষভরে ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিতে লগিলেন ॥৬৭॥

প্রভুঃ কাংশ্চিদ্বাচা হসিতসুধয়া কাংশ্চন কৃপা-
বলদ্দৃষ্ট্যা কাংশ্চিৎ সম্মুখমপরান্ স্পর্শকলয়া।
চকারাতিপ্রীতান্নিজচরণপঙ্কেরুহরতাং-
স্ততোঽগাদদ্বৈতালয়মতিসুখার্দ্রাতিকরুণঃ ॥৬৮॥

ততোঽসৌ গৌরাঙ্গঃ শুচি সমবিশ্যাসনবরং
পরিষ্বজ্যাদ্বৈতং নয়নজলসংভিন্নবপুষম্
সমং ক্রন্দদ্ভিস্তৈর্গুণগরিমগাম্ভীর্য্যবলিতাঃ
স্ফুরন্নামোদ্গাথাঃ সমকথয়দত্যন্তললিতাঃ ॥৬৯॥

ততোঽসাবদ্বৈতার্পিত সুমধুরান্নং সমভজ
স্ততোঽন্যেদ্যুঃ প্রাতঃ প্রতিজনমুবাচ প্রমুদিতঃ।
অহং যামি ক্ষেত্রং প্রভুচরণসন্দর্শনবশা-
দ্ভবদ্ভিঃ কর্ত্তব্যং সততহরিসংকীর্ত্তনমিহ ॥৭০॥

সুখার্দ্র ও অতিকরুণ গৌরচন্দ্র নিজচরণানুরক্ত ভক্তগণ মধ্যে কাহাকে বাক্য দ্বারা, কাহাকে হাস্যামৃতে, কাহাকে কৃপাদৃষ্টিতে এবং কাহাকেও বা সম্মুখে স্পর্শ করিয়া অতীব প্রীতি যুক্ত করত অদ্বৈতের গৃহে গমন করিলেন ॥৬৮॥

গৌরাঙ্গদেব উত্তম পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া নয়নগলিত জলধারায় অভিষিক্তাঙ্গ অদ্বৈতকে আলিঙ্গন করত রোদনশীল ভক্তগণের সহিত গুণগরিমা গাম্ভীর্য্যযুক্ত অতিশয় সুমধুর স্ফূর্ত্তিশীল নাম গাথা সকল বলিতে লাগিলেন ॥৬৯॥

গৌরচন্দ্র অদ্বৈতার্পিত সুমধুর অন্ন ভোজন করিলেন, তাহার পর অন্য এক দিবস প্রাতঃকালে আনন্দচিত্তে প্রত্যেক লোককে কহিলেন, আমি প্রভুর চরণ সন্দর্শনাভিলাষে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতেছি, আপনারা সকলে এ স্থানে নিরন্তর হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবেন ॥৭০॥

বিসৃজ্যৈবং তাংস্তান্নয়নসলিলৈরাপ্লুততমং
পরিষ্বজ্যাঽদ্বৈতং চলিতুমকরোদুদ্যমমসৌ।
তৃণং কৃত্বা দন্তৈঃ ক্ষিতিষু হরিদাসোঽথ নিপতন্
প্রভোঃ পাদাব্জাগ্রে নিরবধি সমুৎকণ্ঠিতমতিঃ ॥৭১॥

অথৈবং তং দৃষ্ট্বা প্রভুরবদদেবং তব কৃতে
জগন্নাথস্যাগ্রে নিরবধি বদিষ্যামি বিনমন্।
তদুত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠাশ্বসিহি পরিরভ্যেতি তমিমং
বিসৃজ্যৈবং যান্তং তমবদদথাদ্বৈত তনুভৃৎ ॥৭২॥

তবপ্রস্থানেঽস্মিন্ কিমিহ ভবিতা তদ্‌বদ বিভো
কথং ধাস্যে প্রাণান্ কথমিব তরিষ্যামি বিরহম্।
ইতিক্ষোভোৎক্রান্তং প্রভুরবদদেবং যদি কৃতং
ভবদ্ভিস্তৎ কিং মে গমনমিতি সন্ত্যায্য চলিতঃ ॥৭৩॥

এই বলিয়া গৌরচন্দ্র সেই সকল ভক্তগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নয়নজলে সিক্তাঙ্গ অদ্বৈতকে আলিঙ্গন করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলে, হরিদাস দন্তে তৃণ ধারণ করত নিরন্তর সমুৎকণ্ঠায় কাতর চিত্ত হইয়া প্রভুর পাদপদ্মাগ্রে পতিত হইলেন ॥৭১॥

গৌরচন্দ্র হরিদাসকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার নিমিত্ত জগন্নাথদেবের অগ্রে বিনত হইয়া নিবেদন করিব অতএব উঠ উঠ, আশ্বস্ত হও" এই বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলে অদ্বৈত মহাপ্রভুকে কহিলেন ॥৭২॥

হে বিভো! আপনি গমন করিলে এখানে আমাদের কি হইবে, কি প্রকারে প্রাণধারণ করিব এবং কেমন করিয়াই বা বিরহ হইতে উত্তীর্ণ হইব, তাহা আজ্ঞা করুন। এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু ক্ষুভিত অদ্বৈতকে কহিলেন আপনারা যদি এ প্রকার করেন তবে আমার গমনে প্রয়োজন কি? এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন ॥৭৩॥

ততোঽদ্বৈতপ্রীত্যা প্রণতহরিদাসস্য চ মুদা
জগন্নাথক্ষেত্রং জিগমিষুরপি স্বপ্রিয়বশঃ।
শচীদেব্যা তৎপাচিতমতুলমন্নং নিজজনৈঃ
সমং তৈর্ভুঞ্জানঃ কতি চ গময়ামাস দিবসান্ ॥৭৪॥

অথৈবং গচ্ছন্তং প্রভুমহহ কশ্চিদ্দ্বিজবরো-
ঽবদৎ পশ্যাম্যেতৎ প্রভুবর বপুস্তেঽতি মধুরম্।
স ইত্থং গাত্রেভ্যোবসনমপকৃষ্যৈব করুণঃ
প্রভুর্মেঘাপায়ে শশভৃদিব রেজেঽতিবিমলঃ॥৭৫॥

পুরো নিত্যানন্দং মুদিতহৃদয়ং ভূরিকরুণো
বিধায়াসৌ গচ্ছন্নিজচরণপঙ্কেরুহরতৈঃ।
গদাধৃগ্বিপ্রাদ্যৈরহহ সমুকুন্দৈঃ পরিবৃত-
স্তদা তৈস্তৈঃ সর্ব্বৈঃ কথমপি হি দুঃখেন দদৃশে ॥৭৬॥

ভক্তপরতন্ত্র গৌরচন্দ্র জগন্নাথক্ষেত্রে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াও অদ্বৈতের প্রীতি এবং প্রণত হরিদাসের হর্ষনিমিত্ত শচীদেবীর পাচিত সুস্বাদু অন্ন ভক্তগণের সহিত ভোজন করিয়া তথায় কতিপয় দিবস যাপন করিলেন ॥৭৪॥

মহাপ্রভুকে গমন করিতে দেখিয়া কোন একজন দ্বিজবর প্রভুর অঙ্গ হইতে বসন আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, "প্রভুবর! আপনার অঙ্গ অতীব সুমধুর দেখিতেছি"। বস্তুতই উত্তরীয় বস্ত্র না থাকায় গৌর মেঘাপগমে শশধরের ন্যায় অতীব শোভমান হইলেন ॥৭৫॥

ভূরিকরুণ গৌরচন্দ্র সন্তুষ্টচিত্ত নিত্যানন্দকে অগ্রে করিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময় নিজপাদপদ্মরত গদাধর প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ, মুকুন্দ এবং অন্যান্য ভক্তগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া অতীব দুঃখে প্রভু অবলোকিত হইতে লাগিলেন ॥৭৬॥

স ইত্থং গৌরাঙ্গঃ পথি নিজগুণং নাম চ গৃণন্
প্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং স্বাঙ্ঘ্রে র্নিরবধি রুদন্নেবরুরুচে।
অমী দানাদানোল্লসিতহৃদয়ৈর্দানিনিবহৈ-
র্নকুত্রাপি শ্রীমৎপরিবৃঢ়কৃপাঢ্যা রুরুধিরে ॥৭৭॥

ততো গোপীনাথং স্ববসতিলসদ্রেমুণমতি-
প্রভাবং তং দৃষ্ট্বা ক্ষিতিমিলিতমৌলিপ্রণমতঃ।
প্রভোঃ শীর্ষে শীর্ষাদপি ভগবতস্তস্য চলিতা
প্রসূনানাং চূড়াস্যপতদখিলে পশ্যতি জনে ॥৭৮॥

ততঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ কটকইতি সংজ্ঞে জনপদে
স সাক্ষী গোপীনাথ ইতি জগতি খ্যাতিমগমৎ।
উভৌ গৌরশ্যামদ্যুতিকৃতবিভেদৌ ন তু মহা-
প্রভাবাদ্যৈর্ভিন্নৌ সপদি দদৃশাতে জনচয়ৈঃ ॥৭৯॥

এইরূপে শ্রীগৌরচন্দ্র পথমধ্যে নিজগুণ ও নাম উচ্চারণ করিয়া নিজ পাদ-প্রিয় ভক্তগণের সহিত নিরন্তর রোদন করিয়াই শোভা পাইতেছিলেন এবং আদান প্রদানেই যাহাদের চিত্ত উল্লসিত সেই দানিনিবহ অর্থাৎ নদীপার-কারি দানিগণ মহাপ্রভুর কৃপাঢ্যে ভক্তগণকে কেহই অবরোধ করে নাই ॥৭৭॥

গৌরচন্দ্র রেমুণা গ্রামই যাহার নিজ বসতিরূপে শোভমান, সেই অতীব আশ্চর্য্য শ্রীগোপীনাথদেবকে দর্শন করিয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন, প্রণামকালে দর্শকগণের সাক্ষাতে ভগবান্ গোপীনাথের মস্তক হইতে পুষ্পরচিত চূড়া বিচলিত হইয়া গৌরচন্দ্রের মস্তকে গিয়া পতিত হইল ॥৭৮॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে এবং কটকনামক দেশমধ্যে যিনি সাক্ষী গোপীনাথ-নামে বিখ্যাত এই উভয়কে জনসকল দর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু প্রভুদ্বয়ের কেবল 'গৌরবর্ণ ও শ্যামবর্ণ' এইরূপ দ্যুতিমাত্রই ভেদ, প্রভাবাদিগত কিছুই ভেদ নাই ॥৭৯॥

করে দত্ত্বা দণ্ডং পথি তমবধূতস্য পুরতঃ
স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গঃ সুখবিবশচিত্তশ্চলিতবান্ ।
অসৌ পশ্চাদ্‌গচ্ছন্ মনসি পরিচিন্ত্য প্রতিমুহু-
র্বভঞ্জৈনং দণ্ডং কৃতকুতুকচেষ্টোঽতিমুদিতঃ ॥৮০॥

অথাসৌ নেদীয়ানহহ জগদেতেন চকিতং
ক্ব মে দণ্ডং ব্রূহি প্রতিবচনমেষোঽপি বিদধে ।
ক্ষিতৌ দৈবাদঙ্ঘ্রিস্খলনমভবত্তেন সমভূ-
দসৌ ভগ্নস্তৎ কিং তদনু চ স চুক্রোধ বহুধা ॥৮১॥

তথা ক্ষুব্ধো ভূত্বা মনসি বহু সংচিন্ত্য স যযৌ
হরের্নাম্নাং গাথাকথনমধুরোল্লাসিবদনঃ ।
পথস্থান্ দেবাংস্তান্নিরবধি বিলোক্য প্রমুদিতো
যযৌ পুণ্যাং ধন্যামতিসুললিতাং যাজনগরীম্ ॥৮২॥

স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গদেব পথমধ্যে অবধূতের হস্তে দণ্ডার্পণপূর্ব্বক আনন্দে বিবশচিত্ত হইয়া অগ্রে যাইতে লাগিলেন এবং কৌতুহলাক্রান্ত অবধূত নিত্যানন্দও পশ্চাৎ যাইতে যাইতে প্রতিক্ষণ মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া অতিহর্ষে ঐ দণ্ডকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ॥৮০॥

মহাপ্রভু সমীপস্থ নিত্যানন্দকে বলিলেন "আমার দণ্ড কোথায়? বল" তখন নিত্যানন্দ কহিলেন "ভূতলে সহসা পাদস্খলন হওয়ায় দণ্ড ভগ্ন হইয়াছে, আমি তার কি করিব?" এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গদেব অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিলেন ॥৮১॥

হরিনামোচ্চারণে যাঁহার মুখচন্দ্র সুমধুর ও উল্লাসযুক্ত সেই গৌরচন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়া মনোমধ্যে বহু চিন্তা করিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং পথস্থিত দেবগণকে দর্শন করিয়া নিরতিশয় প্রমুদিত হইয়া পুণ্য ধন্য ও অত্যন্ত সুললিত যাজনগরী নামক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৮২॥

অথৈকাম্রক্ষেত্রে স্মরদমনমালোক্য শতধা
স্তবং কৃত্বা ভূমৌ পততি সতি নাথে প্রমুদিতঃ।
শিবো দেবঃ সোঽয়ং মলয়রুহগন্ধাগুরুরসৈঃ
প্রসাদৈরন্যৈশ্চারচয়দিব তৎ পূজনবিধিম্ ॥৮৩॥

অথৈতস্মাদ্গচ্ছন্ কমলপুরমাসাদ্য ললিতং
কপালেশং নত্বা বিধিবদিহ ভার্গীস্নপনকৃৎ।
ততস্তং প্রাসাদং গুরুশিখরকৈলাসললিতং
স্ফুরচ্চক্রং বাতপ্রচলিতপতাকং কলিতবান্ ॥৮৪॥

পতিত্বা স ক্ষৌণ্যাং নয়নকমলোদ্গীর্ণপয়সা
সমং তৈস্তৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্ষিতিতলমলং স্নানমকরোৎ।
ততো গত্বা ক্ষেত্রং কৃতপরমভক্তিঃ প্রভুবরং
বিবেশাসৌ শ্রীমানথ সমবলোক্যানমদমুম্ ॥৮৫॥

একাম্রক্ষেত্রে স্মরদমন মহাদেবকে দর্শন করত শত শত স্তব করিয়া মহাপ্রভু ভূমি পতিত হইলে, সেই মহাদেব মলয়জ চন্দন, অগুরুরস ও অন্যান্য প্রসাদ দ্বারা যেন গৌরাঙ্গদেবের পূজাবিধিই বিরচন করিলেন ॥৮৩॥

গৌরচন্দ্র তথা হইতে বহির্গত হইয়া কমলপুর নামক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় কপালেশ মহাদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক তত্রত্য ভার্গী নাম্নী নদীতে গিয়া যথাবিধি স্নান ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন, তৎপরে যাহার উচ্চতর শিখর কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় মনোজ্ঞ এবং যাহার পতাকা সকল বায়ুবেগে বিচলিত হইতেছে, সেই চক্রযুক্ত কপালেশ্বরের প্রাসাদ দর্শন করিলেন ॥৮৪॥

ঐ সময়ে শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র ভূমি পতিত হইয়া নয়ন কমলজাত জলদ্বারা তত্তৎ ভক্তগণের সহিত ক্ষিতিতলে সম্যক্রূপে স্নান করিলেন অর্থাৎ ভূতল শায়ী হইয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া পরম ভক্তি সহকারে প্রবিষ্ট হইয়া প্রভুবর জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া নমস্কার করিলেন ॥৮৫॥

মুহুর্দৃষ্ট্বা তস্যাননশশিনমত্যন্তমধুরং
গলন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্বতনুমভিষিক্তামরচয়ৎ।
জগন্নাথোঽপ্যেনং নিমিষরহিতৈরক্ষিকমলৈ-
র্বিলোক্য প্রেমাব্ধৌ নিরবধি নিমগ্নোঽভবদিব ॥৮৬॥

ইত্থং চক্রে পরমরভসং শ্রীনবদ্বীপভূমৌ
গন্ধৈর্মাল্যৈর্মলয়জরসৈর্ভূরি কর্পূরপূরৈঃ।
শ্রীমদ্বেশোদ্গতমধুরিমাপ্লাবিতাশেষদেশঃ
স্বৈঃ স্বৈর্লোকৈর্নটনকলয়া স্বৈরমেষ প্রকামম্ ॥৮৭॥

গেহে গেহে সমজনি সদা মূর্ত্তিমত্যেব লক্ষ্মীঃ
স্থানে স্থানে সুখসমুদয়ো মূর্ত্তিমানেব ভূতঃ।
নিত্যং নিত্যং নবনবমভূৎ প্রেম সর্ব্বস্য নাথে
স্বৈরং স্বৈরং বিলসতি তদা শ্রীনবদ্বীপভূমৌ ॥৮৮॥

গৌরচন্দ্র জগন্নাথদেবের অত্যন্ত মধুর মুখচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া বিগলিত নয়ন জলে নিজ তনুকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন জগন্নাথদেবও যেন গৌরচন্দ্রকে অনিমেষ লোচনে অবলোকন করিয়া প্রেমাম্বুধিতে নিরবধি নিমগ্ন হইলেন ॥৮৬॥

গন্ধ, মাল্য, চন্দনরস ও ভূরি ভূরি কর্পূর দ্বারা সুশোভিত বেশের মাধুর্য্যে যিনি অশেষ দেশকে প্লাবিত করিতেছেন, সেই গৌরচন্দ্র নিজ নিজ ভক্তগণের সহিত নৃত্য কৌশল বিস্তার করিয়া এইরূপে শ্রীনবদ্বীপ নগরে মহানন্দ বিস্তার করিয়াছিলেন ॥৮৭॥

ভক্তনাথ গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ ভূমিতে স্বেচ্ছাক্রমে বিলাস করিতে থাকিলে, তৎকালীন লক্ষ্মীদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্ব্বদা প্রতিভবনে বিরাজ করিতে-ছিলেন এবং যেন সেই স্থানে সুখ সমুদায়ও মূর্ত্তিমান হইয়াছিল ও নিত্য নিত্য নূতন নূতন প্রেমও আবির্ভূত হইতে লাগিল ॥৮৮॥

নাসীন্নিদ্রা ন ভয়মভবৎ নাভবৎ ক্ষুৎপিপাসা
ন স্বৈরত্বং ন চ যমগতা কালদণ্ডাদিভীতিঃ।
একস্যাপি প্রভুকরুণয়া যস্য কস্যাপি তস্মি-
ন্নেবং ক্রীড়ত্যতিসুললিতং শ্রীনবদ্বীপভূমৌ ॥৮৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
একাদশঃ সর্গঃ ॥

শ্রীনবদ্বীপ ভূমিতে গৌরচন্দ্র অতি সুললিত বিলাস বিস্তার করিলে পর তাঁহার কৃপায় কোন ব্যক্তিরই নিদ্রা, ভয়, ক্ষুধা, পিপাসা স্বেচ্ছাচারিত্ব তথা যমসম্বন্ধি দণ্ডাদিভীতি, এ সমস্ত কিছুই হয় নাই ॥৮৯॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ

প্রবিশ্য সংক্ষেত্রমদভ্রলীলঃ শ্রীসার্ব্বভৌমালয়মাযযৌ সঃ।
আকস্মিকং বীক্ষ্য জ্ঞানমনোজ্ঞং সন্ন্যাসিনং সোঽথ ননন্দ বিপ্রঃ ॥১॥

উত্থায় পাদ্যাদি সমর্প্য ভক্ত্যা-পুরো নিবেশ্যাসনমপ্যুদারম্
কৃতপ্রণামো নু সুধীরমঞ্জঃ পপ্রচ্ছ সর্ব্বং বিনয়েন বিপ্রঃ ॥২॥

কুতঃ সমেতোঽসি কুতো নু যাসি হৃদ্যো ভবান্নির্ভরশান্তদান্তঃ।
ইত্থং প্রভৌ তেন যথার্থ পৃষ্টে তদেকনাথাঃ সকলং তদূচুঃ ॥৩॥

যথা-তথা তৎ সকলং বিদিত্বা জ্ঞাতং তদাজ্ঞাতমিতি প্রহৃষ্টঃ।
ননন্দ বৃন্দারকবৃন্দবন্দ্য-পাদারবিন্দস্য পুরঃ স বিপ্রঃ ॥৪॥

প্রচুর লীলাশালী গৌরচন্দ্র ক্ষেত্রে প্রবেশ করত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিপ্রবর সার্ব্বভৌমও ভুবন মনোহর সন্ন্যাসিকে অকস্মাৎ দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥১॥

সার্ব্বভৌম গাত্রোত্থানানন্তর ভক্তিপূর্ব্বক পাদ্যঅর্ঘ্য অর্পণ করিয়া অগ্রভাগে উৎকৃষ্ট আসন দিলেন এবং প্রণাম করত অতীব সুধীর ভাবে বিনয়পূর্ব্বক সহসা সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২॥

"প্রভো! আপনি কোথা হইতে সমাগত হইলেন এবং কোথায় যাইবেন, অত্যন্ত শান্ত ও ইন্দ্রিয় দমনাদি গুণ থাকায় মনোজ্ঞমূর্ত্তি হইয়াছেন" সার্ব্বভৌম এই প্রকার যথার্থ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাপ্রভুর ভক্তগণ তৎসমুদায় নিবেদন করিলেন ॥৩॥

সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর অজ্ঞাত বিষয় সকল যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত হওত হৃষ্ট হইয়া অমরবৃন্দবন্দ্য তদীয় পদারবিন্দ যুগলের অগ্রে নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৪॥

জ্ঞাত্বাথ তস্যাশয়মেষ সদ্যঃ স্বয়ং স্বপুত্রেণ সদাদরেণ।
প্রস্থাপয়ামাস সিতেতরাদ্রৌ প্রভুং জগন্নাথদিদৃক্ষুমঞ্জঃ ॥৫॥

স তেন সার্দ্ধং সমুপেত্য তত্র সুখং ততঃ স্বৈরমপি প্রবিশ্য।
দদর্শ নীলাচলমৌলিরত্নং তদাতিসৌখ্যাম্বুধিমগ্ন আসীৎ ॥৬॥

বিলোক্য ভূয়ো নতিভিঃ স্তবৈশ্চ নেত্রাম্বুভিঃ স্বামভিষিচ্য মূর্ত্তিম্।
প্রদক্ষিণীকৃত্য চ পঞ্চকৃত্বঃ কৃচ্ছ্রেণ তস্মাদ্বহিরাযযৌ সঃ ॥৭॥

ইতি প্রভুস্তত্র বিলোক্য কান্তং ননন্দ নীলাচলমৌলিরত্নম্।
স্বনামরত্নেন বিধায় হারং কণ্ঠে বহন্নেব ররাজ নিত্যম্ ॥৮॥

মুকুন্দদত্তাদিভিরাত্মলোকৈঃ স তত্র নাথঃ কতিচিদ্দিনানি।
বিলোকয়ন্নীলগিরীন্দ্ররত্নং নিনায় কৌতূহলপূর্ণচিত্তঃ ॥৯॥

সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর আশয় জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ পুত্রের সহিত আদর পূর্ব্বক সুখে জগন্নাথ দর্শনেচ্ছু গৌরচন্দ্রকে নীলাচলে প্রেরণ করিলেন ॥৫॥

গৌরতনু, সার্ব্বভৌমের পুত্রের সহিত সানন্দে নীলাচলে উপস্থিত হইয়া স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করত নীলাচলের মুকুটরত্নস্বরূপ জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া তৎকালে সুখসমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন ॥৬॥

গৌরচন্দ্র জগন্নাথকে দর্শন করিয়া বারম্বার নমস্কার ও পুনঃ পুনঃ স্তব করিয়া নেত্রাম্বু সমূহ দ্বারা নিজ মূর্ত্তিকে অভিষেক করত পাঁচবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অতি কষ্টে তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥৭॥

এই প্রকারে মহাপ্রভু নীলাচলের মুকুটরত্ন কমনীয় মূর্ত্তি জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া নিরতিশয় আনন্দানুভব করিলেন এবং নিজ নামরূপ রত্নের হার রচনা করিয়া কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৮॥

গৌরচন্দ্র কৌতূহলে পূর্ণমনা হইয়া মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি নিজ ভক্তগণের সহিত নীলাচলভূষণ জগন্নাথদেবকে দর্শন করত কতিপয় দিবস শ্রীক্ষেত্রে যাপন করিলেন ॥৯॥

স একদা চেতসি সার্ব্বভৌমো মহীসুরাগ্র্যঃ কলয়াঞ্চকার।
প্রভাবমৈশ্বর্য্যমিদং সমস্তং মনুষ্যভাবাদবিদন্ কৃপালোঃ ॥১০॥

অখণ্ড পাণ্ডিত্য সমুদ্রবীচিপ্রবাহ কল্লোলকুলৈরমন্দৈ-
র্যস্য প্রকামং বধিরীকৃতোঽভূ দ্বৃহস্পতির্জাড্যময়ংসমেতঃ ॥১১॥

স এব সম্ভাবিত দম্ভরাশি র্গভীরধীর্যৎ প্রভুপাদপদ্মম্।
ন বেদ তন্নো খলু চিত্রমেতন্ন বেত্তি পাণ্ডিত্যকুলাদিলেশম্ ॥১২॥

অসৌ মহাত্মা পূরুষপ্রধানো বয়স্থ এব ন্যসনং চকার।
যদীদৃশং স্বান্তরলং তদালং বিচিন্তিতৈর্নত্বয়ি কষ্টমেতৎ ॥১৩॥

অনেকধা পুরুষরত্নচিহ্নৈ র্মনোরমঃ সর্ব্বজগজ্জনস্য।
কথং নু কালং গময়িষ্যতীমং সন্ন্যাসধর্মপ্রতিপালনেন ॥১৪॥

একদা বিপ্রবর সার্ব্বভৌম গৌরচন্দ্রের প্রভাব এবং ঐশ্বর্য্যাদি সমস্ত মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন কিন্তু কৃপানিধির মনুষ্যভাব হেতু কিঞ্চিন্মাত্রও জানিতে পারিলেন না ॥১০॥

যে গৌরচন্দ্রের অখণ্ড পাণ্ডিত্যরূপ সমুদ্র তরঙ্গের প্রবাহময় সাতিশয় মহাতরঙ্গমালায় বৃহস্পতিও বধির হইয়া জড়তাপন্ন হয়েন ॥১১॥

যাহার দম্ভরাশি অর্থাৎ অহঙ্কার সমূহ সকলেরই সমাদৃত, তাদৃশ গভীর বুদ্ধি বৃহস্পতি যে প্রভুর পাদপদ্ম জানিতে পারিবেন ইহা আশ্চর্য্য নয়, তবে এই মাত্র আশ্চর্য্য যে, তাঁহার পাণ্ডিত্যাদি গুণগণের লেশমাত্রও জানেন না ॥১২॥

এই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা নবীন বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, যেহেতু এই নিজের রূপও অতি মনোহর, আর চিন্তা করার প্রয়োজনও নাই, এ সমস্ত আপনার কিছুই কষ্টকর নহে ॥১৩॥

এই মহাত্মা অনেক প্রকার মহাপুরুষের চিহ্ন দ্বারা সমস্ত জগজ্জনের মনোরম সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কি প্রকারে এই কাল যাপন করিবেন ॥১৪॥

অসৌ মহাবংশসমুদ্ভবশ্চ মহাশয়শ্চাল্পবয়োবিকাশঃ।
কলৌ তদর্হাং যতিতাং সুদুর্গাং কথং তরিষ্যত্যহহাতিকষ্টম্ ॥১৫॥

তদেতমত্যন্ত সুশান্তচিত্তং সংশ্রাব্য বেদান্তমজস্রমেব।
করোমি বৈরাগ্যরসেনভাস্বজ্ জ্ঞানৈকতানেন চ মোক্ষপান্থম্ ॥১৬॥

ইত্যস্য হৃন্মন্ত্রিতমাকলয্য প্রভুঃ প্রফুল্লাম্বুজমঞ্জুলাস্যঃ।
ব্যাপ্য ত্রিলোকীং স্ফুরিতানুকম্পা বিলোলচেতা মনসা জহাস ॥১৭॥

অন্যেদ্যুরুদ্দামখরাংশুরাজি-রাজদ্দ্যুতিঃ স্বৈশ্চরণানুরক্তৈ-
র্জগাম তস্যালয়মাত্তজোষাদ্দোষাকরাকার মনোহরাস্যঃ ॥১৮॥

বিলোক্য নাথং সহ শিষ্যবৃন্দৈঃ সমুত্থিতঃ স প্রণনাম শশ্বৎ।
সদাসনং চাথনিবেদ্য তস্মিং স্তত্রস্থিতোঽভূৎ স্বয়মাসনস্থঃ ॥১৯॥

এই মহাশয় মহাবংশ সমুদ্ভূত এবং ইঁহার বয়ঃক্রম অল্প প্রকাশ পাইতেছে, হা কষ্ট! কলিযুগে তদুপযুক্ত সুদুর্গম যতিধর্ম্ম কি প্রকারে পার হইবে? ॥১৫॥

অতএব এই অত্যন্ত সুশান্ত চিত্তকে নিরন্তর বেদান্ত শ্রবণ করাইয়া বৈরাগ্যরস দ্বারা এবং ভাস্বৎজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা একতান চিত্ত করিয়া ইঁহাকে মোক্ষপথের একমাত্র পথিক করিতে হইবে ॥১৬॥

প্রভু গৌরচন্দ্র এইরূপ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের হৃন্মন্ত্রিত অর্থাৎ মানসিক বিবেচনা জানিতে পারিয়া বিকসিত কমলের ন্যায় প্রফুল্ল মুখ এবং ত্রিলোকী ব্যাপিয়া প্রকাশমান স্বীয় কৃপায় চঞ্চলচিত্ত হইয়া সার্ব্বভৌমের প্রতি কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক মনে হাস্য করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

যাঁহার অঙ্গদ্যুতি প্রখর দিবাকর নিকরের ন্যায়, যাঁহার মনোহর বদন, সেই গৌরচন্দ্র অন্য একদিন নিজ পাদানুরক্ত ভক্তগণের সহিত সার্ব্বভৌমের আলয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১৮॥

সার্ব্বভৌম, ভক্তবৃন্দের সহিত দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন এবং প্রশস্ত আসন প্রদান করিয়া নিজেও একটা আসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥১৯॥

উবাচ বিপ্রো বিনয়েন নাথং বেদান্ত এতৈঃ পরিপঠ্যতেঽত্র।
ভবাদৃশা যোগ্যতমাঃ শৃণুধ্বং মনঃ কষায়ো যতআশু যাতি ॥২০॥

অধীতমধ্যাপিতমেতদুচ্চৈ রনেকশস্তৎ পুনরপ্যমুষ্য।
প্রভোঃ সমীপে ধরণীসুরাগ্র্যো বভূব সংপাঠয়িতুং প্রমত্তঃ ॥২১॥

সাক্ষান্মহীগীষ্পতিরেষ চঞ্চৎ প্রাগল্‌ভ্য সংযুক্তবচা যথাধি-
নির্বক্তিতত্তৎ স নিশম্য নাথঃ শনৈস্তদোদ্‌গ্রাহবিধিং চকার ॥২২॥

কিমুচ্যতে কঃ খলু পূর্ব্বপক্ষঃ কিম্বাস্য রাদ্ধান্তিতমাতনোষি।
বেদান্তশাস্ত্রস্য ন চায়মর্থ স্তচ্ছ্রূয়তাং যত্তু নিরূপয়ামঃ ॥২৩॥

ইত্যস্য পক্ষপ্রতিপক্ষরূপং স পক্ষমেকং সতু সজ্জয়িত্বা।
অদ্বৈতবাদং বিনিরস্য ভক্তিসংস্থাপকং স্বীয়মতং জগাদ ॥২৪॥

সার্ব্বভৌম বিনয় পূর্ব্বক প্রভুকে নিবেদন করিলেন যে, এই শিষ্যগণ এই স্থানে বেদান্ত পাঠ করিতেছে, আপনারা অতি সুযোগ্য অতএব শ্রবণ করুন, যাহার শ্রবণে মনঃকষায় অর্থাৎ মনের মালিন্য শীঘ্র বিনষ্ট হইবে ॥২০॥

এই বেদান্ত শাস্ত্র আমি অধ্যয়ন করিয়াছি এবং শিষ্যগণকে অনেকবার অধ্যয়ন করাইয়াছি" দ্বিজবর সার্বভৌম এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার প্রভুকে উন্মত্তের ন্যায় পাঠ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২১॥

সাক্ষাৎ ভূলোকবৃহস্পতি সার্ব্বভৌম অত্যন্ত প্রগল্‌ভ বাক্যে যথাবিধি বেদান্ত মত বলিতেছেন, গৌরচন্দ্র তত্ত্ববাক্য শ্রবণ করত ধীরে ধীরে সেই সেই বাক্যের উদ্‌গ্রাহ বিধি অর্থাৎ নিজ বাক্যের অবতারণা করিলেন ॥২২॥

কি বলিতেছেন? ইহার পূর্ব্বপক্ষই বা কি? ইহার সিদ্ধান্তই বা কি করিতেছেন? বেদান্ত শাস্ত্রের এ অর্থ নয়, অতএব আমি যাহা নিরূপণ করিতেছি তাহা শ্রবণ করান ॥২৩॥

এই বলিয়া গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌমের পক্ষের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিরোধি রূপ একটি স্বপক্ষ সজ্জিত করিয়া অদ্বৈতবাদ নিরাস পূর্ব্বক ভক্তি সংস্থাপক নিজমত বলিতে লাগিলেন ॥২৪॥

ইত্থং প্রমাণৈরখিলৈশ্চ শক্ত্যা তাৎপর্য্যতো লক্ষণয়া চ গৌণ্যা।
মুখ্যা জহৎস্বার্থ তদন্যমিশ্র স্বরূপয়া স্বম্মতমাবভাষে ॥২৫॥

অসৌবিতণ্ডাচ্ছলনিগ্রহাদ্যৈ র্নিরস্তধীরপ্যথ পূর্ব্বপক্ষম্।
চকার বিপ্রঃ প্রভুনা সচাশু স্বসিদ্ধসিদ্ধান্তবতা নিরস্তঃ ॥২৬॥

অদ্বৈতবাদী প্রথমঃ পদাব্জবাদী প্রভুশ্চ প্রতিভৈকসিন্ধু।
তৌ ভক্তসেব্যৌ বহু দীর্ঘকালং বদাবদৈর্নিন্যতুরন্যথৈব ॥২৭॥

অথৈষ বিস্মেরমনা দ্বিজাগ্র্যো হৃদাহৃদিব্যাকুলিতো জগাদ।
ক এষ মৎপ্রাতিভ খণ্ডনার্থ মিহাবতীর্ণঃ কিমু গীষ্পতিঃ স্যাৎ ॥২৮॥

ইতীহ তর্কো মম সর্ব্বদাসীদ্বৃহস্পতির্মৎপ্রতিভাসমুদ্রে।
ন পারমাসাদয়িতা কদাপি সদোদ্যতঃ সন্নপি বুদ্ধিনা বা ॥২৯॥

এইরূপে গৌরাঙ্গদেব অমল প্রমাণ দ্বারা তথা তাৎপর্য্য, লক্ষণা, গৌণী, মুখ্যা, জহৎস্বার্থা এবং জহদজহৎস্বার্থা নামক শব্দের শক্তিদ্বারা স্বীয় মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

বিপ্রবর সার্ব্বভৌম বিতণ্ডা, ছল ও নিগ্রহাদি দ্বারা নিরস্ত বুদ্ধি হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিলেন এবং স্বভাবসিদ্ধ সিদ্ধান্তবিদ্ মহাপ্রভু শীঘ্র পূর্ব্বপক্ষকে নিরস্ত করিলেন ॥২৬॥

প্রথম অদ্বৈতবাদী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এবং দ্বিতীয় পদাব্জবাদী সেই প্রতিভা অর্থাৎ নবনবোল্লখশালী বুদ্ধির একমাত্র ভাজন গৌরচন্দ্র, এই উভয়ে নিজ নিজ ভক্ত কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া বাদবিতণ্ডায় যেন অন্য প্রকারেই সুদীর্ঘকাল যাপন করিলেন ॥২৭॥

দ্বিজাগ্রণী সার্ব্বভৌম ভাবেন "কোন্ ব্যক্তি আমার প্রতিভা খণ্ডনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইনি কি বৃহস্পতি হইবেন ? ॥২৮॥

এইরূপ তর্ক আমার সর্ব্বদাই হইয়াছে, কিন্তু বৃহস্পতি সমুদ্যত অর্থাৎ উদ্যোগী হইয়াও আমার প্রতিভার সমুদ্রে বুদ্ধিরূপ নৌকা দ্বারা পার গমন করিতে সক্ষম হইতে পারেন না ॥২৯॥

অয়ন্তু কৈশোরবয়াঃ কিয়দ্বাপ্যধীতমাস্তে বদ পাঠিতম্ কিম্।
তথাপি শক্তির্মম নৈব ভূতা পরাভবায়াস্তু মমৈব সাভূৎ ॥৩০॥

তদেষ কৃষ্ণঃ খলু নান্যথৈব চরিত্রমেতদ্‌গমকং হি তত্র।
ইত্থং বিচিন্ত্যেব হৃদা হৃদীশং ননাম রোমাঞ্চসমঞ্চিতাঙ্গঃ ॥৩১॥

নির্যদ্বিলোলাক্ষিসরাঃ স রেমে সমুদ্‌গমোঽসৌ স্তুতিনত্যুপেতঃ।
প্রসাদয়ামাস বিভুং সচাপি কৃপৈকসিন্ধুঃ প্রসসাদ তত্র ॥৩২॥

প্রদর্শয়ামাস চতুর্ভুজত্বং দিবাকরাণাং শতকোটিভাস্বৎ।
ততোঽধিকং সোঽপি ননন্দ বিপ্র স্ততোধিকঞ্চ স্তবমপ্যকাষাৎ ॥৩৩॥

যদ্‌যৎ সভূমীসুরসঙ্ঘমুখ্য স্তুষ্টাব তুষ্টঃ সুমহাপ্রগল্‌ভঃ।
তত্তন্ন বাচস্পতিরপ্যভীক্ষ্ণং প্রয়াসতোঽপি প্রভবেদ্ভবিষ্ণুঃ ॥৩৪॥

ইহাকে ত কৈশোর বয়ঃক্রম দেখিতেছি। কি অধ্যয়ন করিয়াছেন ও করাইতেছেন? কিন্তু তাহা হইলেও ইহার আমাকে পরাভূত করার শক্তি নাই, কিন্তু সে শক্তি আমারই আছে ॥৩০॥

অতএব "ইনি নিশ্চয় কৃষ্ণ হইবেন, ইহাতে আর অন্যথা নাই, যেহেতু ইহার চরিত্রই তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেখিতেছি" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সার্ব্বভৌম পুলকাঞ্চিত কলেবরে হৃদয়েশ্বরকে নমস্কার করিলেন ॥৩১॥

সার্ব্বভৌম অশ্রুবিগলিত চঞ্চলনেত্র ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া স্তুতি করত মহাপ্রভুকে প্রসন্ন করাইতে লাগিলে, কৃপাসিন্ধু মহাপ্রভুও সেইস্থানে প্রসন্ন হইলেন ॥৩২॥

গৌরাঙ্গদেব আপনাকে শতকোটি দিবাকরের ন্যায় দীপ্তিশালী চতুর্ভুজ-রূপে দর্শন করাইলেন এবং সার্ব্বভৌম ও ততোধিক আনন্দিত হইয়া সমধিক স্তবও করিলেন ॥৩৩॥

ব্রাহ্মণগণের মুখ্যতম এবং প্রগল্‌ভশালী সার্ব্বভৌম তুষ্ট হইয়া যে যে স্তব করিলেন বৃহস্পতি প্রয়াস করিয়াও তদ্রূপ স্তব করিতে সমর্থ হয়েন না ॥৩৪॥

অথৈষ নাথঃ কতিচিদ্দিনানি নীত্বা প্রযাতুং দিশি দক্ষিণস্যাম্।
চক্রে মনস্তং সমনুব্রজন্তঃ সর্ব্বে চ জগ্মুর্হরিনামপূর্ব্বম্ ॥৩৫॥

গত্বা কিয়দ্দূরমসৌ কৃপাবান্ বিসর্জ্জয়ামাস তদা সমস্তান্।
তত্রান্তরে বর্ত্মনি সোঽপি গোপীনাথাহ্বয়ো ভূসুর আননাম ॥৩৬॥

প্রভুঃ করে তস্য বিলোক্য পুস্তীমেকাং স্তবানাং প্রণয়াদ্বিকৃষ্য।
জগ্রাহ গচ্ছন্নথ সর্ব্বএব সমাগতাস্তং সমনুব্রজন্তঃ ॥৩৭॥

গতেষু সর্ব্বেষু স এক এব প্রভুর্ব্রজন্ কুত্র চ বৃক্ষমূলে।
সুখোপবিষ্টঃ পরিমুচ্য পুস্তীমালোকয়ামাস চিরায় হর্ষাৎ ॥৩৮॥

স তত্র নাথঃ পরিতো বিচার্য্য শ্রীসার্ব্বভৌমস্য কবিত্বমেকম্।
বিলোকয়ামাস তদা পদানাং মধ্যে পদং কৃষ্ণ ইতি ব্যপশ্যৎ ॥৩৯॥

গৌরচন্দ্র কতিপয় দিবস তথায় যাপন করিয়া দক্ষিণদিকে যাইতে মন করিলেন এবং অন্যান্য ভক্তগণও তাঁহার অনুগামী হইয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করত যাত্রা করিলেন ॥৩৫॥

কৃপাবান্ গৌরচন্দ্র গমন করিয়া কিয়দ্দূরে সেই অনুগামী ভক্তগণকে বিদায় দিলেন। ইত্যবসরে পথমধ্যে সেই গোপীনাথ নামক ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন ॥৩৬॥

মহাপ্রভু সেই বিপ্রের হস্তে একখানি স্তবকের পুস্তক অবলোকন করিয়া যাইতে যাইতে প্রণয়বশতঃ তাঁহার হস্ত আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ করিলেন, তৎপরে অনুগামী ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট সমাগত হইলেন ॥৩৭॥

ভক্তগণ চলিয়া গেলে পর একাকী গৌরচন্দ্র কোন এক বৃক্ষমূলে সুখে উপবিষ্ট হইয়া পুস্তকখানি উন্মোচন করত অতীব গভীর হর্ষে সুদীর্ঘকাল দেখিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

গৌরচন্দ্র সেই পুস্তকখানি সর্ব্বতোভাবে বিচার করিয়া শ্রীসার্ব্বভৌমের একটী কবিত্ব দেখিলেন, তখন পদ সকলের মধ্যে কৃষ্ণ এই একটী পদ দেখিতে পাইলেন ॥৩৯॥

বিলোক্য তং কৃষ্ণপদং তদৈব প্রেমাতিরেকেণ স বিহ্বলাত্মা।
পপাত ভূমৌ নয়নাশ্রুধারা সমূহধৌতাঙ্গলতো বিচেষ্টঃ ॥৪০॥

তথৈব ভূমৌ পতিতঃ স বৃক্ষমূলেঽবশেষং দিবসস্য যঞ্চ।
নিশাঞ্চ সর্ব্বামনয়ৎ কৃপালুঃ শ্রীসার্ব্বভৌমে করুণাং বিধিৎসুঃ ॥৪১॥

প্রাতঃ প্রবুদ্ধোঽতিসুবিহ্বলাত্মা জগাম বাগ্ গদ্‌গদরুদ্ধকণ্ঠঃ।
অহো মমাভূদ্ বহুলাপরাধো মহানুভাবাত্মনি সার্ব্বভৌমে ॥৪২॥

কথং নু বা তং পরিহায় মোহাদ্ গচ্ছামি দম্ভৈকবশেন তীর্থম্।
ক্ষেত্রং পুনর্যামি তদস্য সেবাং করোমি স ত্বেব মহানুভাবঃ ॥৪৩॥

সেই কৃষ্ণপদটী দেখিবামাত্রই গৌরচন্দ্র অতিশয় প্রেমে বিহ্বলাত্মা হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। আহা! পতনকালে তাঁহার নেত্রগলিত অশ্রু ধারায় সমস্ত অঙ্গলতা ধৌত হইতেছিল এবং তিনি চেষ্টাশূন্য হইলেন ॥৪০॥

সেই অবস্থাতেই কৃপালু গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌমের প্রতি করুণা বিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া বৃক্ষমূলে পতিত হইয়াই দিবসের অবশিষ্ট ভাগ এবং সমস্ত নিশা যাপন করিলেন ॥৪১॥

অনন্তর গৌরহরি প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া অত্যন্ত বিহ্বলচিত্তে গদ্‌গদ বাক্যে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া "হায়! হায়! সেই মহাভাবাঢ্য সার্ব্বভৌমের নিকট আমার বহু বহু অপরাধ হইয়াছে" এই বলিতে বলিতে গমন করিতে লাগিলেন ॥৪২॥

অনন্তর মহাপ্রভু বিবিধ চিন্তা করিতেছিলেন তাহাই বর্ণিত হইতেছে, "হায়! আমি কিরূপেই বা সেই সার্ব্বভৌমকে পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞান বশতঃ একমাত্র অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া তীর্থে গমন করিব, পুনর্ব্বার ক্ষেত্রে বাস করিয়া তাঁহারই সেবা করি, যেহেতু তিনি মহানুভব পুরুষ ॥৪৩॥

অমুষ্য সেবাবিধিমন্তরেণ ন কিঞ্চনাপি প্রযতঃ করিষ্যে ।
ইত্যেব ভূয়ঃ করুণাপয়োধিঃ ক্ষেত্রং সমায়াৎ প্রহরৈকমধ্যে ॥৪৪॥

আচার্য্যবর্য্যানয়নায় কঞ্চিৎ সংপ্রেষয়ামাস ঝটিত্যথাপি ।
সতু ত্বরাবান্ সমুপেত্য গোপীনাথং তমাচার্যবরং জগাদ ॥৪৫॥

আচার্য শীঘ্রং সমুপৈহি কৃষ্ণচৈতন্য দেবোহয়মিহাগতোহস্তি ।
কিমাত্থ রে কিং বিতথং সমস্তং গতঃ সহর্ষো দিশি দক্ষিণস্যাং ॥৪৬॥

অস্মাভিরেবায়মনুব্রজদ্ভি র্বিদূরত স্ত্যক্তঃ ইতকথং স্যাৎ ।
ইত্যুক্তবানেষ পুনশ্চ তেন সত্যং ব্রবীমীত্যসকৃৎ স উক্তঃ ॥৪৭॥

ত্বরান্বিতস্তন্নিকটং স গোপীনাথঃ সদাচার্য্যবরো জগাম ।
অবেক্ষ্য তং হৃষ্টমনা মহাত্মা সবিস্ময়ং সপ্রিয়মাজগাদ ॥৪৮॥

শুদ্ধভাবে তাঁহার সেবা ভিন্ন আর কিছুই করিব না” এইরূপ চিন্তা করিয়া করুণানিধি গৌরচন্দ্র এক প্রহর কালমধ্যে পুনর্ব্বার শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিলেন ॥৪৪॥

তখন সার্ব্বভৌম, আচার্য্য শ্রেষ্ঠ গোপীনাথকে আনাইবার নিমিত্ত একজন ভৃত্য প্রেরণ করিলেন, প্রেরিত ভৃত্য শীঘ্র গিয়া গোপীনাথাচার্য্যকে নিবেদন করিল ॥৪৫॥

হে আচার্য্য! শীঘ্র আসুন, কৃষ্ণচৈতন্যদেব এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া গোপীনাথ কহিলেন, অরে! তুই কি সমুদায় মিথ্যা কথা বলিতেছিস্, তিনি সহর্ষে দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছেন ॥৪৬॥

“আমরা তাঁহার অনুগমন করিয়া বহুদূরে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, এখানে তিনি সহসা কিরূপে আসিবেন?” গোপীনাথ এই কথা বলিলে, পুনর্ব্বার ভৃত্য কহিল, “আমি বারম্বার বলিতেছি” ॥৪৭॥

তখন সেই মহাত্মা গোপীনাথাচার্য্য ত্বরান্বিত হইয়া মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া হৃষ্টমনে বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক মিষ্ট বাক্যে কহিলেন ॥৪৮॥

কিমেতদাশ্চর্য্যমতীব দেব কথং গতো বা কথমাগতো বা।
ততঃ প্রভুর্দন্তবিশুন(?)রোচিশ্ছটা সমাপৃক্তবিলোহিতৌষ্ঠঃ॥
উবাচ মাধ্বীক রসাপ্লুতেন বচোবিলাসেন বিলাসবান্ সঃ॥৪৯॥

আচার্য্য ভূয়ানপরাধরাশি-র্মমাভবৎ সংপ্রতি সার্ব্বভৌমে।
যতোঽহমেতং পরিহায় দম্ভাত্তীর্থাটনং কর্ত্তুমনা বভূব॥৫০॥

অসৌ মহাত্মা ভগবৎস্বরূপো জগত্রয়ীত্রাণপরঃ সদীহঃ।
যদস্য বক্ত্রাদুদভূৎ স কৃষ্ণ-নামানবদ্যং ললিতৈকপদ্যম্॥৫১॥

তদস্য সেবৈব ময়া বিধেয়া মম ত্বিয়ং কেবলমীশসেবা।
ইত্থং বিচিন্ত্যার্থমহং গতোঽপি তীর্থপ্রয়াণে পুনরাগতশ্চ॥৫২॥

ইত্যস্য বাচং পরমাং দুরূহাং শ্রুতিস্মৃতীনামপি সারভূতাম্।
অথৈব মৃগ্যাং পরিমৃগ্য বিপ্রঃ ক্ষিপ্রং জহাস স্ফুটদন্তপঙ্‌ক্তিঃ॥৫৩॥

"দেব! আপনি কি প্রকারে গমন করিলেন এবং কি প্রকারেই বা আগমন করিলেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্য" আচার্য্য এই কথা বলিলে পর মহাপ্রভু, দন্তের বিশুদ্ধ ছটাযুক্ত লোহিতোষ্ঠ হইয়া মধুর রসাপ্লুত বাক্যের বিলাস দ্বারা বিশিষ্ট হওত বলিলেন॥৪৯॥

আচার্য্য! সম্প্রতি সার্ব্বভৌমের নিকট আমার মহান্ অপরাধ হইয়াছে, যেহেতু আমি দম্ভ সহকারে উঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি॥৫০॥

এই মহাত্মা ভগবানের স্বরূপ, জগত্রয়ের রক্ষক এবং সুচেষ্ট, যেহেতু ইঁহার মুখ হইতে কৃষ্ণ নামাঙ্কিত অনিন্দিত মনোহর একটি পদ্য সমুদ্গত হইয়াছে॥৫১॥

অতএব ইঁহার সেবাই আমার কর্ত্তব্য এবং কেবল ইঁহার সেবাই আমার পক্ষে ঈশ্বরের সেবা, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই আমি তীর্থ যাত্রায় গিয়া পুনর্ব্বার আগত হইয়াছি॥৫২॥

বিপ্রবর গোপীনাথ গৌরচন্দ্রের পরম দুরূহ শ্রুতিস্মৃতির সারস্বরূপ শ্রোতব্য বাক্য শ্রবণ করিয়া শীঘ্র দন্তপঙ্‌ক্তি বিকাশ পুরঃসর হাস্য করিলেন॥৫৩॥

অহো মহাকারুণিকস্য চেষ্টাং পশ্য প্রভোর্দীনজনে কৃপালোঃ।
কো বাস্য জানাতু মহাদুরাপং মাহাত্ম্যমেতে খলু কীটকল্পাঃ ॥৫৪॥

অহো মহাকারুণিকস্য পশ্য জগৎকৃপাপূরভৃতং চিকীর্ষোঃ।
অনুগ্রহং সম্প্রতি সার্ব্বভৌমে দেবেশকল্পৈরপি যো দুরাপঃ ॥৫৫॥

বেদান্তিনাং মণ্ডল-সার্ব্বভৌমঃ স সার্ব্বভৌমো গতভক্তিগন্ধঃ।
দৈবেন পদ্যোদ্গতকৃষ্ণনামা বভূব যুষ্মৎ করুণাধিপাত্রম্ ॥৫৬॥

অহো মহাকারুণিকং তমেনং কো মূঢ়ধীর্নানুভজেত লোকঃ।
দোষান্ বহূন্ প্রোজ্ঝ্য লবং গুণস্য গৃহ্লাতি ভূয়ঃ
কুরুতেঽনুকম্পাম্ ॥৫৭॥

ন কস্য বক্ত্রাৎ খলু কৃষ্ণনাম বহিঃ প্রযাত্যস্য ততঃ কিমাসীৎ।
জ্ঞাতং তদা সম্প্রতি সার্ব্বভৌমে করিষ্যসে ভূরিতরানুকম্পাম্ ॥৫৮॥

আহা! মহা কারুণিক কৃপালু গৌরচন্দ্রের দীনজনের প্রতি চেষ্টা দেখ, ইহার দুর্গম মাহাত্ম্য কে জানিবে, আমরা ত সাধারণ কীট সদৃশ ॥৫৪॥

অহো! জগৎকে কৃপাপ্রবাহে পূর্ণ করণেচ্ছু মহাকারুণিক গৌরচন্দ্রের সম্প্রতি সার্ব্বভৌমের প্রতি অনুগ্রহ দর্শন কর, যে অনুগ্রহ দেবেশকল্প অর্থাৎ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের দুর্লভ ॥৫৫॥

যে সার্ব্বভৌম বৈদান্তিকগণের মধ্যে সার্ব্বভৌম অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিখ্যাত এবং যিনি ভক্তিগন্ধশূন্য সেই ইহাঁর পদ্য হইতে দৈবাৎ কৃষ্ণ নাম উদ্গত হওয়ায় আপনার করুণার সমধিক পাত্র হইলেন ॥৫৬॥

অহো! এমন মহাকারুণিক প্রভুকে কোন্ মূঢ়বুদ্ধি না ভজনা করিবে? ইনি বহুদোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লবমাত্র গুণ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার অনুকম্পা করিয়া থাকেন ॥৫৭॥

কাহার মুখ হইতে না কৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাতেই বা ইহার কি হইল, অতএব ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, কেবল সার্ব্বভৌমকে প্রচুর পরিমাণে কৃপা করিলেন ॥৫৮॥

ইত্যস্য বাচং স নিশম্য নাথঃ সবিস্ময়োৎসাহরস প্রফুল্লাম্।
জগাদ মৈবং বদ ভো মহাত্মন্ সেবৈব তস্যেহ ময়া বিধেয়া ॥৫৯॥

ইত্যুক্তবাংস্তং দিবসং নিনীয় শেষে রজন্যাঃ প্রথমাবকাশম্।
বিলোকিতুং তল্পতলাদুদাসীত্ততো জনৈর্নিত্যকৃতিং চকার ॥৬০॥

ততো বহিশ্চেলকটীরসূত্রে প্রগৃহ্য নামগ্রহণোৎককণ্ঠঃ।
প্রাসাদমধ্যে প্রবিবেশ নাথো যথোদয়াদ্রিং শরদিন্দুরেষঃ ॥৬১॥

খগাধিপস্তম্ভবরস্য পশ্চাচ্চামীকরস্তম্ভবদাস্থিতোঽসৌ।
দদর্শ নীলাচলমৌলিরত্নং বিলোচনাম্ভোঝরধৌতদেহঃ ॥৬২॥

ততঃ স ধূপাবধি সুস্থিতোঽসৌ প্রত্যূষকৃত্যানি বিলোক্য তস্য।
মহাপ্রসাদান্নমতীবরম্যং প্রগৃহ্য কিঞ্চিদ্বহিরাজগাম ॥৬৩॥

গৌরচন্দ্র এইরূপ গোপীনাথাচার্য্যের বিস্ময় ও উৎসাহ রসদ্বারা প্রফুল্লিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে, হে মহাত্মন্! আপনি একথা আর বলিবেন না, সম্প্রতি ইঁহার সেবাই আমার কর্ত্তব্য ॥৫৯॥

গৌরাঙ্গদেব এই কথা বলিয়া সেই দিবস যাপন করিলেন এবং রাত্রি শেষে প্রথমাবকাশ দেখিবার নিমিত্ত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন তৎপরে জন সকলের সহিত নিত্যকৃত্য সমাধা করিলেন ॥৬০॥

গৌরচন্দ্র নাম গ্রহণার্থ উৎকণ্ঠিত হইয়া বহির্বাস ও কটিসূত্র ধারণ করত উদয়াচলে শারদীয় শশধরের ন্যায় প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥৬১॥

নেত্রপতিত জলধারাধৌতদেহ গৌরসুন্দর গরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগে স্বর্ণস্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া নীলাচল মৌলিরত্ন জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥৬২॥

গৌরসুন্দর জগন্নাথদেবের ধূপাবধি প্রাভাতিক কার্য্য সমুদায় অবলোকন করিয়া অতিরমণীয় মহাপ্রসাদান্ন কিঞ্চিৎ গ্রহণ পূর্ব্বক বহির্ভাগে আগমন করিলেন ॥৬৩॥

তথৈব দেবঃ স তু সার্ব্বভৌমং বিলোকিতুং তস্য গৃহং জগাম।
স তু প্রভাতে খলু তল্পমধ্যা-দ্দৈবেন নৈবোদ্‌গতবাংস্তথাসীৎ ॥৬৪॥

ততোঽস্য কেনাপ্যনুগেন নাথং বিলোক্য তং বোধয়িতুং জগন্তে।
নিবারয়ামাস ততঃ প্রভুস্তং তৎস্বাপগেহান্তবিলীন এব ॥৬৫॥

ততোঽস্য পার্শ্বস্য বিবৃত্তিকালে শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণেতি নিশম্য নাথঃ।
অর্দ্ধ প্রবুদ্ধার্দ্ধনিমগ্নবাণীং জগাম নির্ব্যাজমনেকসৌখ্যম্ ॥৬৬॥

ততঃ প্রবুদ্ধোঽভবদেব ভূমীগীর্ব্বাণসিংহঃ স তু সার্ব্বভৌমঃ।
দদর্শ চাথো যতিমণ্ডলীনাং চূড়ামণিং শ্রীযুতগৌরচন্দ্রম্ ॥৬৭॥

ততোঽতি সংভ্রান্তমতিস্ত্বরাবাংস্তল্পাৎ সমুত্থায় ননাম হৃষ্টঃ।
ততস্তু নানাকথয়া স কালস্তয়োর্মহাকৌতুকপূর্ণ আসীৎ ॥৬৮॥

গৌরাঙ্গদেব এইরূপে সার্ব্বভৌমকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার গৃহে গমন করিলেন, দৈববশতঃ সার্ব্বভৌম তৎকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন নাই ॥৬৪॥

তখন সার্ব্বভৌমের কোন একজন ভৃত্য তাঁহাকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত যাইতেছিল, মহাপ্রভু তাহাকে নিবারণ করিয়া তদনন্তর শয়ন গৃহের নিকট বিলীনভাবে অবস্থিত রহিলেন ॥৬৫॥

গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌমের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কালে "শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ" এইরূপ অর্দ্ধজাগরিত ও অর্দ্ধ নিদ্রিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় অকপট সুখ অনুভব করিলেন ॥৬৬॥

ভূগীর্ব্বাণসিংহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সার্ব্বভৌম জাগরিত হইয়াই সম্মুখে যতিমণ্ডলীর চূড়ামণি শ্রীযুত গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিলেন ॥৬৭॥

সম্ভ্রান্তমতি সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হইয়া ত্বরায় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিলেন। সেই কালটি উভয়ের নানাবিধ বাক্যালাপে মহাকৌতুকে পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥৬৮॥

ততঃ প্রভুঃ কারুণিকোঽনুবেলং সমস্তলোকেষু মহাব্ধসান্ধিঃ।
আকৃষ্য বাসোঞ্চলতঃ প্রসাদমন্নং স জগ্রাহ করারবিন্দে ॥৬৯॥

উদ্‌যম্য বাহুং স মহাপ্রসাদং সিদ্ধৌষধিব্যাবৃতকল্পবৃক্ষম্।
উবাচ কালে কৃতনিত্যকৃত্যো ভবানিদং ভোক্ষ্যতে ইত্যদাচ্চ ॥৭০॥

উত্থায় সোঽতিস্পৃহয়া ত্বরাবানাদায় পাণৌ সুমহাপ্রসাদম্।
প্রসাদলব্ধৌ যদি চেদ্বিলম্বঃ কৃতং কৃতং তৎ খলু বিজ্ঞতাভিঃ ॥৭১॥

ইত্যেষ সদ্যঃ পুলকালিযুক্তো মহাপ্রসাদং বদনে দদৌ তম্।
প্রভুর্মহামোদ সুমেদুরাত্মা প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং তমথো ননন্দ ॥৭২॥

অন্যোন্যদীর্ঘশ্বসিতাক্ষিণীব রোমাঞ্চ-ঘর্ম্মাম্বু-বিভূষিতাঙ্গৌ।
আনন্দসিন্ধুপ্লবতৃপ্তচিত্তৌ বভূবতুস্তৌ প্রভু-সার্ব্বভৌমৌ ॥৭৩॥

কারুণিক ও প্রতিক্ষণেই সমস্ত লোকের প্রতি মহারসাব্ধি সদৃশ গৌরচন্দ্র বস্ত্রাঞ্চল হইতে প্রসাদান্ন লইয়া হস্ত পদ্মে ধারণ করিলেন ॥৬৯॥

গৌরচন্দ্র মহাপ্রসাদযুক্ত সুতরাং সিদ্ধৌষধি সমন্বিত কল্পবৃক্ষ সদৃশ নিজবাহু উত্তোলন পূর্ব্বক কহিলেন যে, আপনি নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া যথাকালে মহাপ্রসাদ ভোজন করিবেন, এই বলিয়া সমর্পণ করিলেন ॥৭০॥

সার্ব্বভৌম উত্থিত হইয়া অতীব স্পৃহা সহকারে ত্বরায় সেই প্রভুদত্ত শোভন মহাপ্রসাদ হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া "প্রসাদ লাভে যদি বিলম্ব করি তবে বিজ্ঞতাই বৃথা" এই বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ পুলকিত কলেবরে সেই মহাপ্রসাদ বদনে অর্পণ করিলেন, মহাপ্রভু তদ্দর্শনে মহাহর্ষে স্নিগ্ধমনা হইয়া দুই বাহু দ্বারা সার্ব্বভৌমকে গ্রহণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥৭১॥৭২॥

পরস্পরের দীর্ঘনিশ্বাস, নেত্রজল ও ঘর্ম্মজলে যাঁহাদের অঙ্গ বিভূষিত সেই গৌরচন্দ্র ও সার্ব্বভৌম উভয়ে আনন্দ সমুদ্রে অবগাহন করত পরিতৃপ্ত চিত্ত হইলেন ॥৭৩॥

দৃশৌ গলদ্বারিবিলুপ্ততারে দেহশ্চ রোমাঞ্চসমূহলুপ্তঃ।
তয়োস্তদা প্রেমনদীকৃতেন স্নানেন জাড্যং পরমং বভূব ॥৭৪॥

ইত্থং প্রভুর্বিপ্রঘটাগ্রগণ্যং বশে চকারাতিকৃপারসেন।
চিত্তং ততস্তৎ করুণারসেন সংক্রান্ততাং নির্ভরমাজগাম ॥৭৫॥

ততঃ প্রভৃত্যেষ মহাকৃপালো র্গৌরাঙ্গচন্দ্রস্য পদারবিন্দে।
কায়েন বাচা মনসানুরক্তো ভবন্নিরস্তাখিলগর্ব্বভারঃ ॥৭৬॥

ইত্থং সচান্যেদ্যুরসৌ দ্বিজাগ্র্যো ধূপাবসানে প্রভুগৌরচন্দ্রম্।
দ্রষ্টুং জগামাথ মহাকৃপালুং বিমুক্তবিদ্যামদ ভাবশান্তঃ ॥৭৭॥

দৃষ্ট্বা ননামাবনিমূলরাজন্মৌলির্মহাত্মা স্তবমপ্যকার্ষীৎ।
অথো জগাদাশু চ ভীতভীতো বদ্ধাঞ্জলিঃ পাণিপুটেন বিপ্রঃ ॥৭৮॥

গৌরচন্দ্র ও সার্ব্বভৌম প্রেমরূপ নদীপ্রবাহে অবগাহন জন্য মহাজড়তাপন্ন হইলেন, কারণ নেত্রতারকা বিগলিতবাষ্পজলে এবং দেহ রোমাঞ্চ সমূহে বিলুপ্ত হইয়া গেল ॥৭৪॥

গৌরচন্দ্র বিপ্রগণাগ্রগণ্য সার্ব্বভৌমকে স্বীয় কৃপারস দ্বারা বশীভূত করিলেন এবং বিপ্রবরের চিত্ত ও গৌরচন্দ্রের করুণারসের সহিত অতিশয়রূপে বিমিশ্রিত হইয়া গেল ॥৭৫॥

এই সার্ব্বভৌম নিখিল গর্ব্বভাব নিরাস করিয়া মহাকৃপালু গৌরচন্দ্রের পদারবিন্দে কায়মনোবাক্যে অনুরক্ত হইলেন ॥৭৬॥

সেই বিপ্রবর সার্ব্বভৌম বিদ্যামদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া ধূপ আরতির অবসানে মহাকৃপালু গৌরচন্দ্রকে দর্শনার্থ গমন করিলেন ॥৭৭॥

যাঁহার মস্তক অবনিমূল অর্থাৎ ভূতলে শোভমান তাদৃশ অবস্থায় মহাত্মা বিপ্রবর সার্ব্বভৌম গৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া প্রণাম এবং স্তব করিলেন, তৎপরে সহসা অত্যন্ত ভীত হইয়া করপুটে অঞ্জলি বন্ধন করত নিবেদন করিলেন ॥৭৮॥

ব্যাখ্যাহি ভো ময্যনুকম্পয়েশ পদ্যৈকমেতদ্‌গদিতুং বিভেমি।
ব্যাখ্যায়তেঽস্মাভিরিদং ন চাত্র হৃৎপ্রত্যয়ঃ
কোঽপি চ সংপ্রতি স্যাৎ ॥৭৯॥

ইত্যুচিবান্ পদ্যযুগং প্রমোদাদেকাদশস্কন্ধভবং পপাঠ।
নিশম্য তং কারুণিকাগ্রগণ্যো ব্যাখ্যাং চকারাতিসুদুর্গমার্থাম্ ॥৮০॥

পৃথক্ পৃথক্ত্বান্নবধা চকার ব্যাখ্যাং সপদ্যদ্বিতয়স্য শশ্বৎ।
অষ্টাদশার্থানুভয়োর্নিশম্য মহাবিমুগ্ধোঽভবদেষ বিপ্রঃ ॥৮১॥

ভূত্বা বিমুগ্ধোঽতিশয়ং মহাত্মা তুষ্টাব কুর্ব্বন্নধিকং স্বনিন্দাম্।
অহো বিমূঢ়ো নৃপশুর্ন মাদৃক্ তবানুভাবং প্রবিবেদ দেব ॥৮২॥

ইতি প্রকামং স্তবনং বিধায় কঞ্চিৎ প্রভোঃ পারিষদং গৃহীত্বা।
যযৌ স্বগেহং তদনন্তরে চ বিলিখ্য পত্রীমনবদ্যপদ্যাম্ ॥৮৩॥

হে ঈশ! আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া আপনি এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করুন, ইহা বলিতেও আমি ভয় পাইতেছি আমরা এ পদ্যের ব্যাখ্যা করিয়া থাকি কিন্তু এস্থলে ব্যাখ্যা করিতে কোন মানসিক বিশ্বাস হইতেছে না ॥৭৯॥

এই বলিয়া সার্বভৌম একাদশ স্কন্ধের দুইটি পদ্য পাঠ করিলেন এবং কারুণিকাগ্রগণ্য গৌরচন্দ্র শ্রবণ করিয়া ঐপদ্য দুইটির দুরূহার্থ সংঘটিত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ॥৮০॥

গৌরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পদ্য দুইটির পৃথক্ পৃথক্‌রূপে নয়প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন, বিপ্রবর সার্বভৌম উভয় শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ শুনিয়া অতিশয় বিমুগ্ধ হইলেন ॥৮১॥

মহাত্মা সার্বভৌম অতিশয় বিমুগ্ধ হইয়া মহাপ্রভুর স্তব করিয়া সমধিক আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন "হে দেব! কি আশ্চর্য্য! আমি অত্যন্ত অথচ মনুষ্যরূপী পশু, যেহেতু মাদৃশ ব্যক্তি আপনার অনুভব জানিতে পারে নাই ॥৮২॥

বিপ্রবর এইরূপে বহুবিধ স্তবপূর্বক মহাপ্রভুর কোন একজন পরিষদকে

ভিক্ষার্থমস্যৈব মহাকৃপালোর্মহাপ্রসাদান্নমনন্যদৃষ্টম্ ।
দত্ত্বা তমেনং প্রভবে তু পত্রী দেয়েতি প্রস্থাপ্য ননন্দ বিপ্রঃ ॥৮৪॥

মুকুন্দদত্তোঽথ বিলোক্য পত্রীং নিপঠ্য চ শ্লোকযুগং তদীয়ম্ ।
ভিত্তৌ বিলিখ্যাপি চ নাথহস্তে দদৌ সচালোক্য পপাঠ মন্দম্ ॥৮৫॥

"বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥৮৬॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা ।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ" ॥৮৭॥

ইতি প্রপঠ্যৈব বিহস্য দোর্ভ্যাং বিদারয়ামাস কৃপাম্বুধিস্তাম্ ।
ভিত্তৌ বিলোক্যাথ সমস্তলোকশ্চকার কণ্ঠে মণিবত্তদেব ॥৮৮॥

লইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন, তৎপরে উৎকৃষ্ট পদ্যে একখানি পত্রিকা লিখিয়া মহাকৃপালু গৌরচন্দ্রের ভিক্ষার্থ অর্থাৎ ভোজনের নিমিত্ত সেই প্রভু পরিষদকে অন্যের অদৃষ্ট মহাপ্রসাদান্ন দান করিয়া "মহাপ্রভুকে এই পত্রিকাখানি অর্পণ করিবা" এই বলিয়া তাহাকে পত্র প্রদান করিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন ॥৮৩॥৮৪॥

মুকুন্দ দত্ত সেই পত্রী দেখিয়া তাহার দুইটি শ্লোক পাঠ করিয়া ভিত্তিতে লিখিয়া মহাপ্রভুর হস্তে পত্রার্পণ করিলেন এবং মহাপ্রভুও ধীরে ধীরে ঐ দুইটি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন ॥৮৫॥

"এক পুরাতন পুরুষ সেই ভগবান, বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তি যোগ শিক্ষা দিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক শরীর ধারণ করিয়াছেন, সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আমি শরণাগত হইলাম ॥৮৬॥

যিনি কাল প্রভাবে বিলুপ্ত এই ভক্তিযোগকে শিখাইতে কৃষ্ণচৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণ কমলে আমার চিত্ত ভ্রমর প্রগাঢ়-ভাবে বিলীন হউক" ॥৮৭॥

এইরূপে শ্লোক দুইটি পাঠ করিয়া হাস্যকরত কৃপানিধি গৌরচন্দ্র দুই হস্ত দ্বারা সেই পত্রিকাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভিত্তিতে

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য কৃপা তু সৈষা বাচা কথং তৎপ্রতিসঙ্গলেশাৎ।
অন্যৈব রীতিঃ খলু চেতসঃ স্যাদন্যচ্চ জন্মান্যদিবাপ্যদৃষ্টম্ ॥৮৯॥

যতোঽয়মধ্যাত্মপথৈকপান্থঃ স বিপ্রমুখ্যঃ প্রভুপাদসঙ্গাৎ।
মোক্ষস্য নামাপি ন কর্ণবর্ত্ম নয়ত্যসৌ গৌরবিভোঃ কৃপৈষা ॥৯০॥

কদাচিদেষ প্রভুপূর্ব্বতস্তু প্রস্তাবতো ভাগবতীয়পদ্যম্।
নিপঠ্য তন্মুক্তিপদে স দায়ভাগিত্যত্র ভক্তীতি পঠন্ননন্দ ॥৯১॥

প্রভুস্তদাকর্ণ্য চ মুক্তিশব্দস্যান্যার্থমাধায় তদৈব দেবঃ।
সমর্থয়ামাস তথাপ্যুবাচ সোঽয়ং তদীয়প্রভুতাভিষিক্তঃ ॥৯২॥

ঐ দুইটী শ্লোক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভক্তজন মণির ন্যায় কণ্ঠদেশে ধারণ করিলেন ॥৮৮॥

অহো! ক্ষণিক সঙ্গলেশ মাত্র গৌরচন্দ্র এরূপ কৃপা করেন যে, তাহা বাক্য দ্বারা নির্দেশ করা অসাধ্য, তৎকালে যেন চিত্তের ভিন্ন রীতি, জন্মও যেন অন্যবিধ এবং অদৃষ্টও যেন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় ॥৮৯॥

যেহেতু এই বিপ্রমুখ্য সার্বভৌম অধ্যাত্মপদের একমাত্র পথিক ছিলেন কিন্তু এখন কর্ণপথে মোক্ষের নামও গ্রহণ করেন না, ইহা কেবল শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবেরই কৃপা বলিতে হইবে ॥৯০॥

এক সময় এই সার্বভৌম মহাপ্রভুর অগ্রে প্রস্তাব ক্রমে ভাগবতের একটি পদ্য পাঠ করিয়া সেই পদ্য "মুক্তিপদে স দায়ভাক্" এই স্থানে "ভক্তি পথে স দায়ভাক্" এইরূপে মুক্তিস্থলে ভক্তি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৯১॥

মহাপ্রভু ঐ পাঠ শুনিয়া যদিচ তৎক্ষণাৎ মুক্তিপদের অন্যার্থ সমর্থ করিলেন, তথাপি সার্বভৌম কহিলেন, সেই এই মুক্তিপদের অর্থ আপনকার প্রভুতায় অভিষিক্ত হইয়াছে ॥৯২॥

তথাপ্যসভ্যস্মৃতিহেতুকত্বাদশ্লীলদোষোঽয়মিতি ব্রবীমি ।
ইত্যাদি যস্যোক্তিমধূ প্রসিদ্ধং স সার্ব্বভৌমঃ কথয়া ন কথ্যঃ ॥৯৩॥

অষ্টাদশাহানি স তত্র নীত্বা বিলোক্য তং দেবমতীবহর্ষাৎ ।
প্রচক্রমে চংক্রমণায় নাথো বিমোহয়ন্ কাংশ্চন বিপ্রয়োগৈঃ ॥৯৪॥

দৃষ্ট্বা জগন্নাথমহাপ্রভুং তং মহাপ্রভু র্গৌর সুধাময়ূখঃ ।
আদায় তস্যৈব নিদেশমাদৌ যযৌ প্রমোদাদ্দিশি দক্ষিণস্যাম্ ॥৯৫॥

গচ্ছন্তমিত্থং সতু সার্ব্বভৌমঃ শোকাকুলাত্মা করুণং বভাষে ।
কথং প্রভো মাং বহুদুঃখদগ্ধং কৃত্বা কুতো বা প্রসভং প্রযাসি ॥৯৬॥

কথং মমাভূন্নহি পুত্রশোকঃ কথং মমাভূন্নহি দেহপাতঃ ।
বিলোক্য যুষ্মৎ পদপদ্মযুগ্মং সোঢুং ন শক্তোঽস্মি ভবদ্বিয়োগম্ ॥৯৭॥

অসভ্য স্মৃতির কারণ হওয়ায় ইহাকে অশ্লীল দোষ বলিতেছি, ইত্যাদি যাঁহার উক্তি প্রসিদ্ধ মধুস্বরূপ তাহা সার্বভৌম অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত, কথা দ্বারা কহিবার শক্তি নাই ॥৯৩॥

গৌরচন্দ্র তথায় অষ্টাদশ দিবস যাপন করিয়া অতীব হর্ষসহকারে জগন্নাথদেবকে দর্শন পূর্বক নিজভক্তজনকে বিমোহিত করিয়া তীর্থভ্রমণার্থ যাইতে উপক্রম করিলেন ॥৯৪॥

মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র, সেই মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া প্রথমতঃ তাঁহার আজ্ঞায় হর্ষভরে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন ॥৯৫॥

কিন্তু সার্ব্বভৌম প্রভুপাদকে যাইতে দেখিয়া অতিশয় শোকে কাতর হইয়া করুণ স্বরে নিবেদন করিলেন, প্রভো! আমাকে বহুদুঃখদগ্ধ করিয়া হঠাৎ কোথায় গমন করিতেছেন? ॥৯৬॥

প্রভো! আমার পুত্রশোক কেন না হইল, আমার দেহপাত কেন না হইল, আপনার পাদপদ্ম যুগল দর্শন করিয়া আপনার বিয়োগ কিরূপে সহ্য করিব? ॥৯৭॥

প্রভো! আপনি কোন পথে যাইবেন? এবং কি রূপেই বা পথের

ব্রত ক্ব গন্তাসি পথা নু কেন কথং পথঃ ক্লেশসহোঽথ ভাবী।
যদ্যেব গন্তাসি তদাকৃপালো গোদাবরীতীরভুবং সমীয়াঃ ॥৯৮॥

তত্রাস্তি কশ্চিৎ পরমো মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজমত্তভৃঙ্গঃ।
নোপাজিহীথা বিষয়ীতি রামানন্দং ভবানন্দতনূজরত্নম্ ॥৯৯॥

তথেতিকৃত্বা ভগবান কৃপালুঃ কৌর্ম্মে জগাম প্রথমং প্রমোদাৎ।
নমশ্চকারাথ নিজাং স ভক্তিং প্রকাশয়ং স্তৎ করুণৈব সৈষা ॥১০০॥

দৃষ্ট্বা চিরং তং স নিজাবতারং পুনর্নমস্কৃত্য কৃতী কৃতজ্ঞঃ।
তৎ কর্ম মাধ্যন্দিনমস্থমানং চকার শিক্ষাগুরুতামুপেতঃ ॥১০১॥

ক্ষেত্রে চ তত্রাতি সুধীর্মহাত্মা কূর্মাহ্বয়ো ভূসুর বংশজন্মা।
বিলোক্য তং ভূয়শ এব নত্বা স ভীতভীতো মধুরং জগাদ ॥১০২॥

ক্লেশ সহ্য করিবেন? হা কষ্ট! হে কৃপালো। যদি নিশ্চয় যাইবেন তবে গোদাবরীর তীরভূমি দিয়া গমন করুন ॥৯৮॥

সেই গোদাবরীর তীরে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের মত্তভৃঙ্গ স্বরূপ কোন একজন মহাত্মা আছেন, তাঁহার নাম রামানন্দ রায়, তিনি ভবানন্দের পুত্র, তাঁহাকে বিষয়ী বলিয়া কদাচ উপেক্ষা করিয়া যাইবেন না ॥৯৯॥

কৃপালু ভগবান্ গৌরাঙ্গদেব তথাস্তু বলিয়া অতিহর্ষে প্রথমতঃ কূর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিলেন, অনন্তর তিনি নিজভক্তি প্রকাশ করিয়া যে প্রণাম করিলেন ইহাই তাঁহার করুণা জানিতে হইবে ॥১০০॥

কৃতী এবং কৃতজ্ঞ গৌরাঙ্গদেব নিজাবতার কূর্ম্মদেবকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন এবং শিক্ষাগুরু হইয়া তথায় মধ্যাহ্নকালীন কার্য্য সমাপন করিয়া তাঁহার মান বর্দ্ধন করিলেন ॥১০১॥

ঐ কূর্মক্ষেত্রে ভূদেববংশ সম্ভূত এবং অতীব সুবুদ্ধি মহাত্মা কূর্মনামক ব্রাহ্মণ গৌরচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া সুমধুর স্বরে কহিলেন ॥১০২॥

অদ্যৈবমেতৎ সফলা জনিঃ স্যাদদ্যৈব মে তৎ সফলং সমস্তম্ ।
যদস্য পাদাম্বুরুহদ্বয়স্য রজঃপ্রপাতো ভবিতালয়েঽস্মিন্ ॥১০৩॥

স কূর্মনামা দ্বিজপুঙ্গবাগ্র্যো বহু প্রকারার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জঃ ।
বিধৃত্য পাদৌ স্বগৃহং নিনায় প্রক্ষালয়ামাস চ তৌ পয়োভিঃ ॥১০৪॥

তথৈব কৃত্বা পরমঃ কৃপালু র্ননন্দ তস্যৈব শুভালয়েঽসৌ ।
ভিক্ষাঞ্চ তত্রৈব তদোপনীতাং চকার নাথশ্চ ততঃ প্রতস্থে ॥১০৫॥

শ্রুত্বেত্যয়ং শ্রীপুরুষোত্তমাৎ স মহাপ্রভোর্দক্ষিণতো জগাম ।
শ্রীবাসুদেবাহ্বয় এক বিপ্রোঽ কস্মাৎ কথঞ্চিত্তত
আগতোঽভূৎ ॥১০৬॥

শ্বিত্রেণ শশ্বদ্ গলদঙ্গ যষ্টি র্মহাশয়োঽসৌ সুমহাতুরোঽপি ।
তৎ কূর্মনাম্নো দ্বিজ পুঙ্গবস্য জগাম গেহং মহিতানুভাবঃ ॥১০৭॥

অদ্যই আমার জন্ম সফল, অদ্যই আমার সমস্ত কর্ম্ম সফল, যেহেতু এই গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম যুগলের রজ আমার আলয়ে পতিত হইবে ॥১০৩॥

যিনি বহুবিধ পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন সেই কূর্ম্ম নামক দ্বিজরাজ গৌরচন্দ্রের চরণপদ্মযুগল ধারণ করিয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া সুশীতল জলদ্বারা তদীয় চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন ॥১০৪॥

পরম কৃপালু গৌরচন্দ্র সেই প্রকারেই তাঁহার পবিত্র গৃহে আনন্দিত হইলেন এবং কূর্ম্মদেবের ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥১০৫॥

বাসুদেব নামক একজন বিপ্র "সেই গৌরচন্দ্র, পুরুষোত্তম মহাপ্রভু অর্থাৎ জগন্নাথদেবের নিকট হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছেন" এই কথা শুনিয়া অতিকষ্টে তথায় সমাগত হইলেন ॥১০৬॥

যাহার অঙ্গলতা নিয়ত শ্বিত্র অর্থাৎ কুষ্ঠরোগে বিগলিত, সেই পূজ্য প্রভাব মহাশয় বাসুদেব বিপ্র অতিশয় আতুর হইয়াও সেই কূর্ম্মনামক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১০৭॥

গত্বা চ পপ্রচ্ছ মহাপ্রভুং তং তং কূর্মনামানমুপেত্য ধীরঃ।
সোপ্যেতদূচে সুমহাশয়ায় তস্মৈ সমস্তং করুণালয়স্য ॥১০৮॥

ইহৈব দেবঃ সমুবাস ভিক্ষাং চকার মাদৃশ্যকরোৎ কৃপাঞ্চ।
যদ্যাগমিষ্যঃ ক্ষণমাত্র শীঘ্রং তদাবলোকিষ্য ইহৈব নাথম্ ॥১০৯॥

নিশম্য সোঽয়ং সকলং মহাত্মা গতঃ স ইত্যাকুলমেব ভূমৌ।
পপাত মূর্চ্ছামধিগম্য তত্র নিবৃত্য ভূয়ঃ প্রভুরাজগাম ॥১১০॥

আগত্য দোর্ভ্যাং পরিরভ্য বিপ্রং কুষ্ঠৈঃ সমং মোহমপাচকার।
সচেতনাং চারুতরাং তনুঞ্চ প্রাপ্যানমত্তং ধৃতহর্ষশোকঃ ॥১১১॥

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ॥
ইত্যাদি পদ্যং পরিপঠ্য চোচে নানুগ্রহোঽয়ং বত নিগ্রহো মে।
দৈন্যং কৃথা মা নিরহঙ্কৃতঃসন্ মামেষ্যতীত্যন্তরধাচ্চ দেবঃ ॥১১২॥

ধীরবর বাসুদেব তথায় আসিয়া কূর্ম্মনামক ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কূর্ম্মব্রাহ্মণও করুণালয় গৌরচন্দ্রের সমস্ত বিষয় মহাত্মা বাসুদেবকে অবগত করাইলেন ॥১০৮॥

এবং কহিলেন গৌরাঙ্গদেব এই স্থানেই বাস করিয়াছিলেন এবং ভিক্ষা করিয়া মাদৃশজনকে কৃপাও করিয়াছিলেন, যদি তিনি শীঘ্র আগমন করেন তাহা হইলে তাঁহাকে এই স্থানে দেখিতে পাইবেন ॥১০৯॥

মহাত্মা বাসুদেব এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল চিত্তে তথা হইতে নির্গত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন, মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া পুনর্বার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১১০॥

গৌরাঙ্গদেব আগমন করিয়া বিপ্রকে দুইবাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া কুষ্ঠরোগের সহিত মোহকে বিনষ্ট করিলেন, অনন্তর বিপ্র চেতনা ও মনোহর শরীর প্রাপ্ত হইয়া হর্ষ এবং শোকভরে প্রভুকে প্রণাম করিলেন ॥১১১॥

“আহা! কোথায় আমি নীচ দরিদ্র, আর কোথায় সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ, আহা! আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি দুই হস্তে আমাকে আলিঙ্গন

বিলোক্য সোঽপ্যত্র তথাবিধং তং মুমোহ কূর্ম্মঃ স্থিতমর্ম্মদুঃখঃ।
উত্থায় ভূয়ঃ করুণং চকার বিলাপমালামপি বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥১১৩॥

অত্রৈব ভাগ্যোদয় ঈদৃশোঽভূন্মহাপ্রভুঃ সর্ব্বজগৎপ্রভুঃ সঃ।
স্থিতঃ সমাগত্য তথেশবুদ্ধ্যা নজ্ঞাত এষ ক্ষণমাত্রমেব ॥১১৪॥

অহো মহামূঢ়মতির্মনুষ্যঃ ক্ষুদ্রো নৃশংসঃ পরমাঘকারী।
অমূল্যরত্নে স্বকরোপলব্ধে ন রক্ষিতং তদ্বত হেলয়ৈব ॥১১৫॥

স্বভাবমূঢ়স্তৃণমাত্রভোক্তা পশুঃ সুধাস্বাদরসং ন বেত্তি।
স্পৃষ্টেঽপি চ স্পর্শমণৌ ন বেত্তি মণির্মহানিত্যসকৃদ্‌বিমুগ্ধঃ ॥১১৬॥

করিলেন ও সহোদর ভ্রাতার ন্যায় আমাকে অতি উৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইয়াছেন এবং আমি শ্রান্ত হইলে, ব্যজনহস্তা মহিষী দ্বারা আমার শ্রান্তি দূর করাইয়াছেন" ইত্যাদি পদ্য পাঠ করিয়া কহিলেন যে "ইহা ত আমাকে অনুগ্রহ করা নয়, প্রত্যুত নিগ্রহই বলিতে হইবে। তৎপরে মহাপ্রভু" দৈন্য করিওনা, আমাকে প্রাপ্ত হইবে" এই বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন ॥১১২॥

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য কূর্মদেব এই ঘটনা দেখিয়া হৃদয়ে দুঃখানুভব করিয়া মোহ প্রাপ্ত হইলেন এবং পুনর্বার উত্থিত হইয়া বহুতর বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥১১৩॥

সেই বিলাপমালা বর্ণিত হইতেছে যথা—এই বাসুদেবেরই সম্যক্ ভাগ্যোদয় হইয়াছে, যেহেতু ঈদৃশ সর্বজগৎপ্রভু মহাপ্রভু পুনর্বার সমাগত হইয়াছিলেন অথচ আমি ক্ষণমাত্রও ইহাঁকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে জানিতে পারিলাম না ॥১১৪॥

হায়! মনুষ্য মহামূঢ়বুদ্ধি নৃশংস, মহাপাপকারী ও ক্ষুদ্রাশয়, যেহেতু অমুল্যরত্ন নিজের করলব্ধ হইল অথচ হেলা করিয়া তাহা রক্ষা করিল না ॥১১৫॥

স্বভাবতই মূঢ় ও তৃণ মাত্র ভোক্তা পশু কখনই সুধাস্বাদের রস জানিতে

অহোমহাকারুণিকস্য তস্য জগৎপতেরেষ বিয়োগদুঃখম্।
অসহ্য মেতন্ন শশাক সোঢ়ুং মতি প্রমুগ্ধো বহুধা মুমোহ ॥১১৭॥

অথৈষ তস্মাৎ পরমঃ কৃপালুর্ব্রজন্নৃসিংহঃ সতু নারসিংহে।
ক্ষেত্রে সমাগত্য নৃসিংহদেবং নমশ্চকার স্তবমপ্যকার্ষীৎ ॥১১৮॥

সদা মদোন্মাদকরীন্দ্রগামী মহাবিলাসী বরপীনবাহুঃ।
নখেন্দুপীযূষনদীপ্রবাহধারাভিরাপ্লাব্য রসাং জগাম ॥১১৯॥

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব রক্ষ মাম্ ॥১২০॥

সংকীর্ত্তয়ন্নিত্থমমন্দমুচ্চৈঃ পথি প্রকামং পুলকাচিতাঙ্গঃ।
আর্ত্তস্বরং কুত্র চ বীক্ষ্য ভীমং বনং পরেশঃপরিরোদিতি স্ম ॥১২১॥

পারে না, যেমন স্পর্শমণি বারম্বার স্পৃষ্ট হইলেও বিমুগ্ধ ব্যক্তি ইহা অতি উৎকৃষ্ট এই বলিয়া জানিতে পারে না ॥১১৬॥

হায়! সেই মহাকারুণিক জগৎপতি গৌরচন্দ্রের অসহ্য বিয়োগ দুঃখ এই কূর্মনামক ব্রাহ্মণ সহ্য করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত অতিশয় মুগ্ধ হইয়া বারম্বার মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥১১৭॥

পরম কৃপালু নৃসিংহ গৌরচন্দ্র নরসিংহক্ষেত্রে গমন করিয়া নৃসিংহদেবকে নমস্কার এবং স্তব করিলেন ॥১১৮॥

সর্বদা মদোন্মত্ত গজরাজের ন্যায় যাঁহার গমন, যাঁহার বাহুযুগল সুন্দর ও স্থূল, সেই মহাবিলাসী গৌরচন্দ্র নখচন্দ্ররূপ অমৃতনদীর প্রবাহ ধারায় ভূমিতল আপ্লাবিত করিয়া গমন করিলেন ॥১১৯॥

হে রাম, হে রঘুবংশমণি, বারবার বলি তুমি আমাকে পালন কর। হে কৃষ্ণ, হে জ্যোতির্ময় দিব্য কেশধারী ভগবান্, প্রার্থনা করি, আমাকে রক্ষা কর ॥১২০॥

এই পদ্যটি পথমধ্যে পুনঃ পুনঃ উচ্চস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পুলকিতাঙ্গ হন।

গোদাবরীতুঙ্গতরঙ্গশীতৈ র্মরুদ্ভিরাশ্লিষ্টলতাসমূহৈঃ।
ইতস্ততো ভূরি সমেতমন্তর্বনং বিলোক্যৈষ ননন্দ নাথঃ ॥১২২॥

কদম্ববীথীষু নদন্মৃদঙ্গৈঃ সমুল্লসত্তাণ্ডবসংকলাপৈঃ।
বিশ্রব্ধমুন্নেত্রযুগৈঃ কৃপালুর্ননন্দ ভূয়োহরিণৈঃ সকান্তৈঃ ॥১২৩॥

নিষ্কূজশান্তাঃ ক্বচ চণ্ডশব্দপ্রতিধ্বনিগ্রস্তদিশঃ ক্বচাপি।
ক্বচ প্রসুপ্তোরুকরালসত্ত্বশ্বাসাগ্নিদীপ্তা বনভূমিভাগাঃ ॥১২৪॥

গোদাবরীবেগমহানিনাদা ভীমা গিরিপ্রস্রবণা রবেণ।
শ্রীগৌরচন্দ্রস্য বিতেনুরুচ্চৈঃ সুকোমলং চিত্তমনাপ্তধৈর্য্যম্ ॥১২৫॥

ক্ষণাৎ স্খলৎপাদবিকম্প্রপক্ষৈশ্চঞ্চূপতদ্বীজচয়ৈঃ প্রপূর্ণৈঃ।
শুকৈর্দলদ্দাড়িমচুম্ববদ্ভির্গোদাবরীতীরবনে স রেমে ॥১২৬॥

কোন স্থানে বা ভয়ানক নিবিড় বন দর্শনে আর্ত্তস্বরে পরমেশ্বর গৌরচন্দ্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥১২১॥

গোদাবরীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালায় সুশীতল বায়ু কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত লতা-সমূহ ইতস্তত: সঞ্চালিত কাননের মধ্যভাগ সন্দর্শন করিয়া গৌরচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥১২২॥

কদম্ববীথিতে শব্দিত মৃদঙ্গ এবং তৎশ্রবণে মেঘ আশঙ্কায় সমুল্লাসযুক্ত ময়ূর নৃত্য ও উত্তোলিত পিচ্ছ, তথা বিশ্বস্তভাবে উর্দ্ধনয়ন হরিণীগণের সহিত হরিণগণ অবলোকন করিয়া গৌরচন্দ্র পুনর্ব্বার অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥১২৩॥

যে অরণ্যের ভূভাগ সকল কোন স্থানে পশু পক্ষ্যাদির শব্দ শূন্য হওয়ায় শান্ত, কোন স্থানে প্রচণ্ড শব্দের প্রতিধ্বনিতে দিক্ সকল গ্রস্ত প্রায় এবং কোথাও বা প্রসুপ্ত অতি ভয়ানক জন্তু সকলের নিশ্বাসরূপ অগ্নিদ্বারা বন ভূভাগ সুদীপ্ত, গোদাবরীর জলবেগের মহানিনাদ ও ভয়ানক গিরিপ্রস্রবন শ্রীগৌরচন্দ্রের সুকোমল চিত্তকে ধৈর্য শূন্য করিতে লাগিল ॥১২৪॥১২৫॥

যাহার উপরে ক্ষণে ক্ষণে পাদস্খলন হয় অর্থাৎ পা পিছলিয়া যায়, তাদৃশ মনোহর পক্ষিগণের পক্ষও চঞ্চূ পতিত বীজসমূহ দ্বারা, তথা বিদারিত

তাম্বূলবল্লীদলবৃন্দমুচ্চৈর্ভিন্দদ্ভিরুগ্রৈঃ ক্রকচৈরসদ্ভিঃ।
অজস্রদীর্ঘেণ বিমুগ্ধঝিল্লীঝঙ্কাররাবেণ নিকামরম্যে ॥১২৭॥

জ্যোতির্গণাচুম্বিভিরম্বুদাভৈস্তমালমালার্জ্জুনকোবিদারৈঃ।
নানাবিধৈঃ পত্ররথৈরসদ্ভিশ্চমূরবৃন্দৈশ্চমরৈশ্চ যুষ্টৈঃ ॥১২৮॥

অর্কপ্রভাপর্কবিহীনসান্দ্রস্নিগ্ধাতিসচ্ছীতলচারুভূমৌ।
অকৃত্রিমালেপনিপীতমূলে বাপীতড়াগাদিনিরন্তরালে ॥১২৯॥

ততঃ স গোদাবরিকামুপেত্য মনস্তথান্দোলিততাং জগাম।
সংভাষিতব্যঃ কিমসৌ নবেতি শ্রীমদ্ভবানন্দসুতো মহাত্মা ॥১৩০॥

তথাপ্যভিব্যজ্য বিভুর্বিরাগং ন তং বিলোক্যৈব যযাববাচীম্।
নানাবনালোকনকোমলাত্মা ক্বচিৎ প্রবিশ্যাতিশয়ং রুরোদ ॥১৩১॥

দাড়িম ফলে চুম্বনকারী ও তাম্বূল লতার উৎকৃষ্ট দল সকলকে সশব্দে খণ্ড খণ্ড করিতেছে, সুতরাং শব্দায়মান তীক্ষ্ণ করপত্র অর্থাৎ করাত সদৃশ প্রশস্ত চঞ্চুশালি শুক পক্ষীগণে পরিব্যাপ্ত এবং বিমুগ্ধ ঝিল্লী সমূহের নিয়ত ঝঙ্কার রবে অতিশয় রমণীয়, নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণ স্পর্শী অর্থাৎ সমধিক সমুন্নত অম্বুদ সদৃশ তমাল শ্রেণী, অর্জ্জুন বৃক্ষ, কোবিদার নানাবিধ শব্দায়মান পক্ষিগণ, চমুর মৃগ সেবিত এবং প্রভাকরের প্রভাবিহীন সুতরাং নিবিড় ও সুস্নিগ্ধ সুচারু ভূভাগ সুশীতল, নৈসর্গিক লেপন ক্রিয়ায় মূলদেশ পরিস্কৃত ও দীর্ঘিকা তড়াগাদি দ্বারা নিয়ত ঘন সন্নিবিষ্ট অর্থাৎ আচ্ছন্ন গোদাবরী নদীর তীরস্থ বনমধ্যে গৌরচন্দ্রের মন অতীব পরিতৃপ্তি লাভ করিল ॥১২৬—১২৯॥

গৌরাঙ্গদেব গোদাবরীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভবানন্দ পুত্র মহাত্মা রামানন্দ রায়ের সহিত সম্ভাষণ করিব কিনা এইরূপ মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন ॥১৩০॥

গৌরচন্দ্র বিরাগ অভিব্যক্ত করিয়া রামানন্দ রায়কে না দেখিয়াই অবাচী অর্থাৎ দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন কিন্তু বিবিধ কানন সন্দর্শনে চিত্ত কোমল হওয়ায় কোন এক স্থানে প্রবেশ করিয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন ॥১৩১॥

ক্বচিৎক্বচিদ্‌গায়তি মুক্তকণ্ঠং ক্বচিৎ-ক্বচিন্নৃত্যতি চ স্বয়ং সঃ।
ক্বচিৎ-ক্বচিদ্রোদিতি হৃষ্টরোমা রাত্রিন্দিবং নৈব বিবেদ গচ্ছন্ ॥১৩২॥

কনককরিবরোঽয়ং কিং চিরোন্মুক্তবন্ধঃ
কিমু ঝটিতি চরিষ্ণুর্মেরুরেষঃ প্রভাতি।
অথ কিমু চিররোচিঃ পুঞ্জএষ প্রকামং
স্ফুরতি চিরবিলাসঃ কো নু বায়ং প্রপঞ্চঃ ॥১৩৩॥

ইতি সকলনৃলোকো দাক্ষিণাত্যঃ সতোষং
বিনিমিষমনুবেলং লোচনাভ্যাং পিবন্ সঃ।
জড়িমজড়িতচেতা দূরমপ্যত্র দেবে
গতবতি যতিচন্দ্রে স্থাণুবত্তত্র তস্থৌ ॥১৩৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
দ্বাদশঃ সর্গঃ।

কখন কখন মুক্তকণ্ঠে গান, কখন কখন স্বয়ং নৃত্য, কখন কখন হৃষ্টরোমা হইয়া গমন করিয়া দিন কি রাত্রি কিছুই জানিতে পারিতেছেন না ॥১৩২॥

ইনি কি স্বর্ণের করিবর চিরকালের জন্য মুক্তবন্ধ হইয়াছেন? কি সুমেরু পর্ব্বত শীঘ্র সঞ্চারশীল হইয়া শোভা পাইতেছে? কোন চিরস্থায়ী দীপ্তি রাশিই কি নিরতিশয় প্রকাশ পাইতেছে? কিম্বা দীর্ঘকালব্যাপী কোন বিলাসবিস্তার কি স্ফূর্ত্তি পাইতেছে? ॥১৩৩॥

দক্ষিণ দেশবাসী মনুষ্যগণ এইরূপ বিবিধ বিতর্ক করিয়া নির্নিমেষ লোচনে গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া জরতাযুক্ত মনে যতিচন্দ্র গৌরাঙ্গদেব বহুদূর গত হইলেও স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিল ॥১৩৪॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

এবং স তীর্থাটনকৌতুকেন দীনৈকবন্ধুঃ করুণৈকসিন্ধুঃ ।
ততো যযৌ ভাগ্যবতীমবাচীং স্বনামরত্নগ্রহণোৎসবোৎকঃ ॥১॥

বিলোক্য তং বর্ত্মনি কৃষ্ণসারাস্তৃষ্ণাবতাক্ষোর্যুগলেন ভূয়ঃ ।
রূপামৃতং পাতুমিবাপ্তধৈর্য্যাঃ সমং সমন্তাৎ সবিধং সমীয়ুঃ ॥২॥

শ্রীরঙ্গকক্ষেত্রমসৌ দয়ালুঃ কাবেরিকাবেষ্টিতমুচ্চদেশম্ ।
আসাদ্য তত্রত্যমবেক্ষ্য দেবং প্রিয়াকরোসৌ মুদমাপ তুঙ্গাম্ ॥৩॥

ত্রিমল্লভট্টস্য মহাশয়স্য গৃহে কৃতাবাসবিধিঃ কৃপালুঃ ।
কুতূহলেনৈব নিনায় চাতুর্মাস্যং স আবশ্যককর্ম্ম কুর্ব্বন্ ॥৪॥

কাবেরিকায়াং বিহিতাপ্লবোঽয়ং চকার তস্যা বহুপাবনত্বম্ ।
শ্রীরঙ্গসঙ্গং প্রবিলোক্য দেবং নিনায় মাসাংশ্চতুরঃ কৃপালুঃ ॥৫॥

দীনজনের একমাত্র বন্ধু এবং করুণার একমাত্র সমুদ্র গৌরচন্দ্র স্বনামরত্ন হরিনাম গ্রহণরূপ উৎসবে উন্মনা হইয়া এইরূপ তীর্থাটনকৌতুকে ভাগ্যবতী দক্ষিণদিকে গমন করিলেন ॥১॥

পথমধ্যে কৃষ্ণসার-মৃগগণ অতিশয় সতৃষ্ণনেত্রে গৌরচন্দ্রের রূপামৃত পান করিবার মানসেই যেন অত্যন্ত সুধীর ভাবে এককালে চতুর্দ্দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥২॥

দয়াবান্ গৌরচন্দ্র, যাহার উচ্চদেশ সকল কাবেরী নদী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত তাদৃশ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন করিয়া তত্রত্য শ্রীরঙ্গনাথদেবকে দর্শন করিয়া প্রিয়াকর গৌরসুন্দর অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন ॥৩॥

কৃপালু গৌরচন্দ্র সেখানে ত্রিমল্লভট্ট মহাশয়ের গৃহে অবস্থিতি করিয়া চাতুর্ম্মাস্য আবশ্যক কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক কৌতুক সহকারে যাপন করিলেন ॥৪॥

গৌরাঙ্গদেব কাবেরীতে অবগাহন পূর্ব্বক তাঁহার পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া শ্রীরঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া চারি মাস অতিবাহিত করিলেন ॥৫॥

বর্ষাশরন্মধ্যগতঃ স কালঃ পরিষ্বজন্তীং শরদং চুচুম্বে।
কান্তাদ্বয়ান্তঃশয়িতো বিলাসী পার্শ্বাবিবৃত্তাবিব বীতনিদ্রঃ ॥৬॥

ততো নবোৎফুল্লসরোরুহাস্যা নবোৎপলাক্ষী গতপঙ্কজালা।
সুজীবনা তৎকরুণাপ্তিকামা দাসীব ভেজে শরদীশ্বরং তৎ ॥৭॥

অথাত আনন্দসমূহমগ্নো যযৌ প্রহৃষ্টো দিশি দক্ষিণস্যাম্।
মহাপ্রভুঃ স্বীয়গুণানুগাথানিরন্তরোৎকীর্ত্তনমুগ্ধবক্ত্রঃ ॥৮॥

তত্র ক্বচিৎ শ্রীরঘুনাথভক্তং প্রশান্তচিত্তং দ্বিজপুঙ্গবং সঃ।
সীতা দশাস্যাপহৃতেতি শোকাদ্বহির্ব্রজৎপ্রাণমিবালুলোকে ॥৯॥

দুই কান্তার মধ্যে বিলাসী পুরুষ শয়ান হইয়া নিদ্রাভঙ্গের পর যে কান্তা আলিঙ্গন করে তাহাকেই যেমন কান্ত চুম্বন করে, তদ্রূপ বর্ষা ও শরতের মধ্যগত সময় আলিঙ্গনকারিণী শরৎকেই চুম্বন করিল অর্থাৎ শরৎকাল আসিয়া উপস্থিত হইল ॥৬॥

অভিনব পদ্মই যাহার বিকশিত বদন, নবীন উৎপলই যাহার নেত্র, যাহার পঙ্করূপ জাল বিগত হইয়াছে এবং যাহার জীবন অর্থাৎ জল অতি সুনির্ম্মল, এতাদৃশ শরৎ যেন দাসীর ন্যায় ঈশ্বরকে ভজনা করিতে লাগিল ॥ শ্লেষ পক্ষে, গত পঙ্কমালা অর্থাৎ পাপশূন্যা কমললোচনা দাসী যেমন নবোৎফুল্ল পদ্মের ন্যায় হাস্যবদনে প্রশস্ত জীবন বা সুনির্ম্মল জল লইয়া করুণালাভের নিমিত্ত ঈশ্বর অথবা আপন প্রভুকে ভজনা করে তদ্রূপ ॥৭॥

অনন্তর মহানন্দমগ্ন মহাপ্রভু নিরন্তর হরিকথার উৎকীর্ত্তনে মুগ্ধবদন হইয়া অতিহর্ষে দক্ষিণদিকে গমন করিলেন ॥৮॥

গৌরচন্দ্র সেই দক্ষিণদিকের কোন এক স্থানে শ্রীরঘুনাথ ভক্ত, প্রশান্ত চিত্ত কোন এক বিপ্রবরকে অবলোকন করিলেন। তৎকালে ঐ ব্রাহ্মণের "দশবদন রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে" এই শোকে প্রাণ যেন বহির্গত হইতেছে এইরূপ অবস্থা দেখিতে পাইলেন ॥৯॥

লক্ষ্মীরিয়ং রাক্ষসহস্তযাতা কিমেতদিত্যস্য মনো বিদিত্বা।
আশ্বাসয়ন্নেব তমব্রবীত্তো মৈবং স্বরূপং শৃণু যদ্ব্রবীমি ॥১০॥

যদ্বা মদীয়ে বচসি প্রতীতির্ন তে ভবিত্রী তদিদং নু পশ্য।
পুরাণপদ্যদ্বয়মিত্যকস্মাদদর্শয়ৎ স্বাঞ্চলতো বিকৃষ্য ॥১১॥

"সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥১২॥

পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাদুদনীনমৎ" ॥১৩॥

অথাত্র কঞ্চিদ্‌যতিনাং বরিষ্ঠং দদর্শ নাথো বহুহৃষ্টচিত্তম্।
মহানুভাবং পরমং পুরস্তাদানন্দমধ্যং চ পুরীং তদন্তম্ ॥১৪॥

"ইনি পূর্ণলক্ষ্মী হইয়াও রাক্ষসের হস্তগত হইয়াছেন একি ?" গৌরচন্দ্র এই বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণের মন জানিতে পারিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রাহ্মণ! আপনি ইহা কখনই মনে স্থান দিবেন না, ইহার স্বরূপ কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥১০॥

আমার বাক্যে যদি আপনার প্রতীতি না হয় তবে পৌরাণিক দুইটি পদ্য দেখুন, এই বলিয়া অকস্মাৎ স্বীয় অঞ্চল হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক পদ্য দুইটি অবলোকন করাইলেন ॥১১॥

সেই পদ্য দুইটির অর্থ এই যে, অগ্নিদেব সীতা কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া একটি ছায়া সীতা উৎপাদন করেন, দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, প্রকৃত সীতা অগ্নিপুরে গমন করেন ॥১২॥

শ্রীরাম যৎকালে সীতার পরীক্ষা করেন, সেই সময়ে ছায়া সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন এবং অগ্নিদেব নিজপুর হইতে সাক্ষাৎ সীতাকে আনয়ন করিয়া প্রদান করেন ॥১৩॥

গৌরচন্দ্র পরমানন্দপুরী নামক হৃষ্টচিত্ত একজন মহানুভব যতিশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিলেন। দর্শনান্তর পরম প্রভাব উভয়েই অত্যন্ত হৃষ্ট ও পরস্পরের

বিলোক্য সংভাষ্য সুজাতহর্ষৌ বভূবতুস্তৌ পরমপ্রভাবৌ ।
অন্যোন্যসংপ্রীতিবশৌ কৃপালূ তস্মাৎ প্রয়াতুং দধতুশ্চ চেতঃ ॥১৫॥

একো গতো গৌরশশীত্ববাচীমন্যঃ সমাগাৎ পুরুষোত্তমং চ ।
সেতুং সমুদ্দিশ্য চলন্নথাসৌ ররাজ রাজীবদলায়তাক্ষঃ ॥১৬॥

গচ্ছন্ পথি প্রেমবিভিন্নচেতা হসত্যলং রোদিতি নির্ভরার্ত্তঃ ।
বিভিন্নধৈর্য্যশ্চলিতস্ততোঽসৌ দদর্শ সপ্তোচ্ছ্রিত-তালবৃক্ষান্ ॥১৭॥

বিলোক্য তাংস্তালতরূন্ কৃপালুঃ প্রত্যেকমেবাশ্লিষদাত্তহর্ষঃ ।
অত্রান্তরে তে দিবমীযিবাংসঃ শূন্যা স্থলী সা সহসৈব যাতা ॥১৮॥

কএষ গৌরাঙ্গমহাপ্রভোস্তৎ বিচিত্রনানানুভবস্য লোকে ।
অতর্কনীয়ো মহিমা কৃপালোশ্চিত্রং কৃপায়াঃ কিমশক্যমাস্তে ॥১৯॥

প্রীতিবশে পরস্পরেই কৃপালু হইয়া তথা হইতে যাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। প্রথমতঃ গৌরচন্দ্র দক্ষিণদিকে ও পরমানন্দপুরী পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিলেন। তদনন্তর পদ্মতুল্য বিলাসনেত্র গৌরচন্দ্র সেতুবন্ধ উদ্দেশ্যে গমন করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৪॥১৫॥১৬॥

গৌরচন্দ্র প্রেমে বিহ্বলচিত্ত হইয়া পথমধ্যে গমন করিতে করিতে কখন অতিশয় হাস্য, কখনও বা গুরুতর পীড়া অনুভব করিয়া রোদন করিতেছেন, তৎপরে অধীরভাবে ধাবিত হইয়া অতীব সমুন্নত সাতটি তাল-বৃক্ষ অবলোকন করিলেন ॥১৭॥

সেই তালবৃক্ষ সকলকে দেখিয়া কৃপালু গৌরচন্দ্র অতিহর্ষে প্রত্যেক বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিলেন, ইতিমধ্যে সেই বৃক্ষগণ আকাশ পথে চলিয়া গেলে, ঐ স্থান হঠাৎ বৃক্ষশূন্য হইল ॥১৮॥

যাঁহার নানাবিধ সামর্থ্যই বিচিত্র, সেই গৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর এই ভূলোকে এ কোন অভাবনীয় মহিমা, অথবা কৃপাময়ের কৃপার আশ্চর্য্য, কিছুই অসম্ভব নয় ॥১৯॥

অথ ব্রজন্ দক্ষিণদিগ্বিভাগে বিলোকয়ন্ কৌতুকচেষ্টিতানি।
অখণ্ডপাষণ্ডপথপ্রবিষ্টান্ দদর্শ নানাবিধলিঙ্গসংঘান্ ॥২০॥

নিকামবামে পথি বর্ত্তমানাঃ পাষণ্ডিনস্তে পরিলোচ্য নাথম্।
নানাবিধেন স্বমতেন শশ্বদ্বিলোভয়াঞ্চক্রুরদভ্রপাপাঃ ॥২১॥

যদীয়মায়ৈকবিজৃম্ভিতেন স্বং চাতিপাষণ্ডপথপ্রবৃত্তম্।
পশ্যন্তি নৈতে তমিমং কথং বা কুর্ব্বন্তু নানাকুহকৈর্বিমুগ্ধম্ ॥২২॥

অথাস্য সঙ্গে জগদীশ্বরস্য ব্রজন্তমেকং পরিলোলচিত্তম্।
তং কৃষ্ণদাসাখ্যমমী বিলোক্য বিলোভয়াঞ্চক্রুরতীবমন্দাঃ ॥২৩॥

অরে কুতো গচ্ছসি দুঃখমাত্রং সাধ্যং তদস্মাসু কুরুষ্ব মৈত্রীম্।
ততস্ত্বনেনৈব শরীরকেণ স্বর্গং গমিষ্যস্যথ নো বিচারঃ ॥২৪॥

গৌরচন্দ্র দক্ষিণদিগ্ বিভাগে গমন করিয়া বিবিধ কৌতুক চেষ্টা অবলোকন পূর্ব্বক অখণ্ডনীয় পাষণ্ডমার্গারূঢ় নানাবিধ তপস্বি-বেশধারী জনদিগকে অবলোকন করিলেন ॥২০॥

বিরুদ্ধপথে নিয়তস্থিত সেই মহাপাপী পাষণ্ডগণ মহাপ্রভুকে দেখিয়া নানাবিধ নিজমত দ্বারা নিয়ত বিলোভিত করিতে লাগিল ॥২১॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ইহারা 'ভট্টমারি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।)

কি আশ্চর্য্য! যাঁহার একমাত্র দৈবীমায়ায় স্বীয় পাষণ্ডপথ প্রবৃত্ত হইয়াছে অথচ সেই পাষণ্ডিগণ তাঁহাকেই দেখিতে পাইতেছে না; এবং নানাবিধ কুহকে বিমুগ্ধ করিতেছে ॥২২॥

সেই মন্দবুদ্ধি পাষণ্ডিগণ এই জগদীশ্বর গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গী একজন চঞ্চলচিত্ত কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বিলোভিত করিয়া কহিল ॥২৩॥

আরে! তুই কোথা যাইতেছিস্, কেবল দুঃখই লাভ হইবে, অতএব আমাদের সহিত মিত্রতা কর, তাহা হইলে এই শরীরেই স্বর্গে যাইবি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥২৪॥

অস্ত্যেক এবাত্র স কোঽপি পন্থাঃ কিয়দ্বিদূরেঽখিললোকদুর্গঃ।
তদেহি তেনৈব পথা ভবন্তং সংপ্রাপয়িষ্যাম ইতঃ খলু স্বঃ ॥২৫॥

ইত্যেষ পাষণ্ডপথপ্রবিষ্টৈস্তৈর্মোহিতো দোলিতচিত্তবৃত্তিঃ।
শৈথিল্যমীশস্য পথি প্রযাতে চকার কিঞ্চিৎ ক্রমতো বিমুগ্ধঃ ॥২৬॥

প্রভুস্তদাজ্ঞায় দুরাত্মভাজাং বিচেষ্টিতং তস্য চ লোলতাঞ্চ।
কৃপৈকসিন্ধুর্জগদেকবন্ধুর্দুরাশয়ৈস্তৈরকরোদ্বিবাদং ॥২৭॥

ভো ন্যাসিনঃ কিং মম দাস এষ প্রলোভ্য বালঃ খলু নীয়তে ক্ব।
নৈতচ্ছিবং বো ন চ সাধুচেষ্টা তত্ত্যজ্যতামেষ বিদূরমাধ্বম্ ॥২৮॥

ইত্থং বিবাদী ন-চিরং-কৃতেন কথং কথঞ্চিদ্বিমুখাচকার।
নিজপ্রভাবেন কৃপাময়াব্ধিস্তং সুপ্রসন্নে হি বিধৌ তথা স্যাৎ ॥২৯॥

এখানে একটি পথ আছে এবং ঐ পথ কিছু দূরবর্ত্তী ও সকলের দুর্গম, অতএব আয় এখান হইতে তোকে সেই পথেই স্বর্গে লইয়া যাইব ॥২৫॥

এইরূপে চঞ্চলমতি কৃষ্ণদাস সেই সকল পাষণ্ডিকর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া মহাপ্রভুর পথে গমন করিতে কিছু শৈথিল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

কৃপাসিন্ধু গৌরচন্দ্র সেই দুরাত্মাদিগের দুশ্চেষ্টা এবং কৃষ্ণদাসের চঞ্চলতা জানিতে পারিয়া দুরাত্মাদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত করিয়া কহিলেন ॥২৭॥

অহে সন্ন্যাসিগণ! একি? এ আমার দাস, এই বালককে প্রলোভিত করিয়া কোথায় লইয়া যাইবে? এ ত তোমাদের ভাল কার্য্য নয় এবং ইহা সাধুচেষ্টাও নয়, অতএব ইহাকে ত্যাগ কর ও দূরীভূত হও ॥২৮॥

দয়ানিধি গৌরচন্দ্র এইরূপে বিবাদ করিয়া শীঘ্রসম্পাদিত স্বীয় প্রভাব দ্বারা পাষণ্ডিদিগকে কোন ক্রমে কথঞ্চিৎ বিমুখ করিলেন, যাহা হউক বিধি সুপ্রসন্ন হইলে এইরূপই হইয়া থাকে ॥২৯॥

ইত্থং বিলোক্যাপথবর্ত্তিনস্তৎ কুচেষ্টিতং কিঞ্চিদসৌ বিহস্য।
ন কিঞ্চিদূচে খলু কৃষ্ণদাসং সেতুং সমুদিশ্য ততো জগাম ॥৩০॥

পথি প্রভুঃ স্বৈগু‍র্ণনামধেয়ৈর্নিরন্তরং কীর্ত্তনমেব কৃত্বা।
প্রেমাশ্রুভির্ধৌতসমস্তদেহশ্চকার পূতামটবীং সমস্তাম্ ॥৩১॥

এবং স সেতুং প্রযযৌ কৃপালুঃ কৃপাপরিপ্লাবিত-সর্ব্বদেশঃ।
রামেশ্বরং রামসমর্হিতং তং দৃষ্ট্বা ননাম স্তবমপ্যকার্ষীৎ ॥৩২॥

বিলোক্য সেতুং রঘুনাথকীর্ত্তিং সেতোস্ততঃ শ্রীময়গৌরচন্দ্রঃ।
নিবর্ত্তিতুং তত্র কৃপাসমুদ্রশ্চকার চিত্তং পরমপ্রভাবঃ ॥৩৩॥

স তেন-তেনৈব পথা বিলোক্য শ্রীরঙ্গদেবং পুনরার্দ্রচিত্তঃ।
গোদাবরীমেত্য তথৈব রামানন্দস্য সন্দর্শনমেষ চক্রে ॥৩৪॥

মহাপ্রভু এইরূপ কুপথবর্ত্তিগণের কুচেষ্টা অবলোকন করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন এবং কৃষ্ণদাসকে কিছু না বলিয়াই একেবারে সেতুবন্ধ উদ্দেশ করিয়া গমন করিলেন ॥৩০॥

গৌরহরি পথমধ্যে নিজ নামগুণ কীর্ত্তন করিয়া প্রেমাশ্রুতে সমস্ত দেহ সিক্ত করিয়া সমুদায় অরণ্যকে পবিত্র করিলেন ॥৩১॥

যাঁহার কৃপারসে সমস্ত দেশই আপ্লাবিত, সেই কৃপালু গৌরচন্দ্র এইরূপে সেতুবন্ধে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের পূজিত শ্রীরামেশ্বরদেবকে দর্শন করিয়া নমস্কার ও স্তব করিলেন ॥৩২॥

মহাপ্রভাব কৃপাময় শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিস্বরূপ সেতুবন্ধ দর্শন করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৩৩॥

গৌরচন্দ্র সেই সেই পূর্ব্বোক্ত পথ হইয়াই আর্দ্রচিত্তে শ্রীরঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার গোদাবরীতে উপস্থিত হইয়া সেই রূপেই রামানন্দের সন্দর্শন করিলেন ॥৩৪॥

উপেত্য গোদাবরিকাং স নাথঃ প্রমোদতস্তৎপরিলোচনায় ।
জগাম তদ্বেশ্মনি শীতরশ্মিরিবোদয়াদ্রিং জলদাগমান্তে ॥৩৫॥

বিলোক্য নাথং সতু কৃষ্ণচিত্তো ননাম হর্ষাদ্ভুবি সংনিপত্য ।
অনন্তরে কোটিগুণপ্রবৃদ্ধামাহ্লাদলক্ষ্মীমুদিতাং বভার ॥৩৬॥

ঈশস্তু তদ্দর্শনমাত্রতোঽসৌ দ্রুতো ভবচ্চেতসি হর্ষভারৈঃ ।
অথোপরিষ্টাজ্জগদেককান্তির্বভ্রাজ কন্দর্পসমূহকম্রঃ ॥৩৭॥

উবাচ কিঞ্চিৎ স্তনয়িত্নুধীরং সকৈতবং ভোঃ কবিতাং পঠেতি ।
তদা তদাকর্ণ্য মহারসজ্ঞঃ পপাঠ বৈরাগ্যরসাঢ্যপদ্যম্ ॥৩৮॥

বৈরাগ্যং চেজ্জনয়তিতরাং পাপমেবাস্তু যস্মাৎ
সান্দ্রং রাগং জনয়তি নচেৎ পুণ্যমস্মাসু ভূয়াৎ ।
বৈরাগ্যেণ প্রমুদিতমনোবৃত্তিরভ্যেতি রাগং
রাগেণ স্ত্রীজঠরকুহরে তাম্যতি ব্রাহ্মণোঽপি ॥৩৯॥

বর্ষার অবসানে শরৎ ঋতুতে শীতরশ্মি শশধরের উদয়াচল গমনের ন্যায় গোদাবরীতে আগমন করিয়া রামানন্দের সহিত পরিচয়ার্থ তদীয় আলয়ে গমন করিলেন ॥৩৫॥

কৃষ্ণগতচিত্ত রামানন্দ গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া হর্ষভরে ভূমিতে পতিত হইয়া নমস্কার করিলেন এবং তাহার পর কোটিগুণ বৃদ্ধিশালী আহ্লাদাতিশয় ধারণ করিলেন ॥৩৬॥

গৌরচন্দ্র রামানন্দের দর্শন মাত্রেই মনোমধ্যে হর্ষভরে বিগলিত হইলেন, উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়া কন্দর্প সমূহের ন্যায় কমনীয় কান্তিতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৭॥

মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে সকৈতবে কহিলেন, অহে রামানন্দ ! তুমি কবিতা পাঠ কর, তখন তাঁহার আদেশে রসজ্ঞ রামানন্দ বৈরাগ্যরস সমন্বিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন ॥৩৮॥

সেই কবিতার অর্থ এই যে, বৈরাগ্য যদি জন্মায় তবে তাহাই ভাল, যেহেতু বৈরাগ্য হইতে গাঢ় রাগ উৎপন্ন হয়, ইহা যদি না হয়, তবে আমাদের

ইতীদমাকর্ণ্য স গৌরচন্দ্রো বাহ্যাতিবাহ্যং বত বাহ্যমেতৎ।
ইতি স্ফুরদ্বাগ্বিভবোত্থতাপোদ্‌গমান্তকৃন্নাতিমুদং প্রপেদে ॥৪০॥

ততশ্চ সংশুদ্ধমতিঃ স রামানন্দো মহানন্দপরিপ্লুতাঙ্গঃ।
পপাঠ ভক্তেঃ প্রতিপাদয়িত্রীমেকান্তকান্তাং কবিতাং স্বকীয়াম্ ॥৪১॥

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধো
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে ॥৪২॥

ইত্থং চ সংশ্রুত্য তথৈব বাহ্যং বাহ্যং তদেতচ্চ পরং পঠেতি।
জগাদ নাথোঽথ কচৈঃ সুদীর্ঘৈঃ-সংবেষ্ট্য নাথস্য পদৌ পপাত ॥৪৩॥

পুণ্য হউক, বৈরাগ্য দ্বারা মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি আনন্দিত হইলে রাগ অর্থাৎ বিষয় বাসনা লাভ হয় উহাতে ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও স্ত্রীর উদররূপ গর্ত্তমধ্যে নিয়ত খিন্ন হইতে হইবে ॥৩৯॥

এই কথা শুনিয়া গৌরচন্দ্র "ইহা বাহ্য, অতিশয় বাহ্য, হায়! অত্যন্ত বাহ্য" এই বলিয়া বাক্য বিভবজন্য তাপে ক্ষুণ্নমনা হইয়া অন্তরে তাদৃশ হৃষ্ট হইলেন না ॥৪০॥

বিশুদ্ধ মতি রামানন্দ রায় তখন মহানন্দে পরিপ্লুতাঙ্গ হইয়া অত্যন্ত মনোহারিণী ভক্তি প্রতিপাদিনী একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন ॥৪১॥

আর্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ উপচার দ্বারা পূজা করিলেই তদ্দ্বারা পরমানন্দের উদয় হয় না, কেবল প্রেম মাত্রেই ভক্তজনের হৃদয় পরমানন্দে দ্রবীভূত হয়, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যে পর্য্যন্ত উদরে ক্ষুধা ও দুঃসহা পিপাসা থাকে সেই পর্য্যন্তই ভক্ষ্য ও পেয় বস্তু সুখদায়ক হয়, অন্যথা হয় না ॥৪২॥

ইহাও শ্রবণ করিয়া "ইহা বাহ্য, ইহা বাহ্য" অন্য পাঠ কর, গৌরচন্দ্র এই কথা বলিলে, রামানন্দ রায় আপনার সুদীর্ঘ কেশদ্বারা তদীয় চরণদ্বয় বেষ্টন করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৪৩॥

নিকামসম্মোহভরালসাঙ্গো গাঙ্গেয়গৌরং তমনঙ্গরম্যম্।
প্রভুং প্রণম্যাথ পদাব্জমূলে নিপত্য সংপ্রোত্থিত আনন্দ ॥৪৪॥

ততঃ স গীতং সরসালিপীতং বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরস্য।
প্রেম্নোতিকাষ্ঠাপ্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যপ্রতিপাদ্যবাদীৎ ॥৪৫॥

ভৈরবী রাগঃ।

পহিলহি-রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী। দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি ॥
এ সখি সো সব প্রেমকাহিনী। কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥ধ্রু॥

রামানন্দ রায় অতিশয় মোহভরে অলসাঙ্গ হইয়া সুবর্ণ সদৃশ গৌরবর্ণ ও কন্দর্পতুল্য রমণীয় গৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলেন, অনন্তর চরণপদ্মমূলে পতিত হইয়া উত্থান পূর্ব্বক অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥৪৪॥

রামানন্দ অনুরাগিণী সখীর আস্বাদিত এবং বিদগ্ধ নাগর ও নাগরী অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দ দুইজনের পরম প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদন করিয়া উৎকৃষ্ট একতার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ একটি গীত পাঠ করিলেন ॥৪৫॥

একদা মানাবসানে কোনক্রমে মিলিত হইয়া পরস্পর গমন করিলে পুনর্ব্বার শ্রীরাধার একমাত্র জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সংশয় ও উৎকণ্ঠায় "আগামী-কল্য কোন এক নিপুণা সখী প্রেরণ করিয়া কোপনা শ্রীরাধাকে অনুনয় বাক্য দ্বারা প্রসন্ন করিতে হইবে" এইরূপ মনোমধ্যে স্থির করিলে, সেই রাত্রিতেই শ্রীরাধা স্বপ্নে দেখিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে একজন দূতী আসিয়া তাঁহার কথিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য এই যে, "অয়ি মানিনি! তুমি আমার কান্তা এবং আমি তোমার কান্ত অতএব আমি কখন অপরাধ করিলেও আমার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিয়া ক্ষমা করা উচিত" ইত্যাদি সহেতুক ও সাধারণ প্রণয় পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিনয় ও স্তুতিবাদ অনুভব করিয়া তাহাতে অসহমানা হইয়া সেই দূতীকে স্বপ্নাবেশে কহিতে লাগিলেন ॥ধ্রু॥

না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন। তুঁহুকেরি মিলনে মধত পাঁচবাণ।
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী। সুপুরুখপ্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধনরুদ্র নরাধিপমান। রামানন্দরায় কবি ভাণ ॥৪৬॥

ততস্তদাকর্ণ্য পরাৎপরং স প্রভুঃ প্রফুল্লেক্ষণপদ্মযুগ্মঃ।
প্রেমপ্রভাবপ্রচলান্তরাত্মা গাঢ়প্রমোদাত্তমথালিলিঙ্গ ॥৪৭॥

ইত্থং দৃঢ়াশ্লেষকলা-কলাপকল্লোললোলান্তরয়োঃ স কোঽপি।
কালস্তদাসীৎ সুখসাগরোম্মিকদম্বকৈঃ পর্ব্বতয়া পরীতঃ ॥৪৮॥

ইতি স্বভাবপ্রণয়ামৃতেন চিরাদ্গতেনানুভবস্য বর্ত্ম।
সংভাষ্য তং কত্যপি বাসরান্ স নীত্বা জগন্নাথদিদৃক্ষুরাসীৎ ॥৪৯॥

হে সখি! প্রথমতঃ নয়নভঙ্গী দ্বারা পূর্ব্বরাগ জন্মিয়া সেই পূর্ব্বরাগ দিন দিন বৃদ্ধিশীল হইয়া সীমাপ্রাপ্ত হইল না, তিনি আমার পতি নহেন, আমিও তাহার পত্নী নহি, তথাপি আমাদের মন কন্দর্প কর্ত্তৃক পিষ্ট অর্থাৎ অভিন্ন হইয়াছে, ইহা আমি অবগত আছি, অতএব হে সখি! সেই সমস্ত প্রেমের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণকে বলিও যেন বিস্মৃত হইও না, যেহেতু বিস্মরণশীল শ্রীকৃষ্ণের তুমি দূতী, সুতরাং তোমার বিস্মরণ ত স্বভাবসিদ্ধ, আমি দূতী অন্বেষণ করি নাই, অন্যকেও অন্বেষণ করি নাই, উভয়ের মিলনে কন্দর্পই মধ্যস্থ, এখন তিনি আমার প্রতি বিরক্ত, সুতরাং তুমি তাঁহার দূতী হইয়াছ, যাহা হউক সৎপুরুষের যে প্রেম তাহার রীতিই এইরূপ ॥৪৬॥

মহাপ্রভু এই গীত শ্রবণ করিয়া পরাৎপর অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম এই বলিয়া পদ্মনেত্র বিকসিত করিয়া প্রেমপ্রভাবে চঞ্চলাত্মা হইয়া অতিহর্ষে রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিলেন ॥৪৭॥

এইরূপে সুদৃঢ় আলিঙ্গন মহাতরঙ্গে উভয়েরই চিত্ত অত্যন্ত সতৃষ্ণ হইল, সুতরাং সুখসাগরের তরঙ্গমালায় সেই সময় মহোৎসবের দিন উপস্থিত হওয়ায় কোন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দপ্রদ হইয়া উঠিল ॥৪৮॥

গৌরচন্দ্র এইরূপে চিরসম্ভূত নৈসর্গিক প্রণয়ামৃত দ্বারা মূর্ত্তিমান্ অনুভব

অথাযযৌ ক্ষেত্রমদভ্রভূষং ভ্রমাপহং গৌরসুধাময়ূখঃ।
পূর্ব্বং ততঃ স্নানমহোৎসবস্য দদর্শ নীলাচলমৌলিরত্নম্ ॥৫০॥

নীলাচলে প্রোদ্যতি গৌরচন্দ্রে পয়োনিধিঃ পূরমুবাহ তুঙ্গম্।
জনাশ্চ বিধ্বস্ত-শুগন্ধকারা বভূবুরুৎফুল্লদৃগুৎপলান্তাঃ ॥৫১॥

কেচিজ্জগন্নাথবিলোকনাচ্চ কেচিৎ প্রণামাদথ পূজনাচ্চ ॥
প্রদক্ষিণাৎ কেচন সেবনাচ্চ সর্ব্বে সমং তৎসবিধং সমীয়ুঃ ॥৫২॥

প্রভুশ্চ কাংশ্চিদ্ধসিতেন কাংশ্চিৎ বিলোকনেন স্মিতসাদরেণ।
কাংশ্চিৎ সমাশ্লেষরসেন সর্ব্বান্ মনোরথৈঃ ফুল্লহৃদশ্চকার ॥৫৩॥

মার্গরূপ রামানন্দের সহিত সম্ভাষণ করিয়া অনেক দিন তথায় অতিবাহিত করিয়া জগন্নাথ দর্শনের ইচ্ছা করিলেন ॥৪৯॥

গৌরচন্দ্র বিবিধ ভূষণ ভূষিত ও ভ্রমবিনাশক শ্রীক্ষেত্রে সমাগত হইয়া স্নানযাত্রার পূর্ব্বেই নীলাচলনাথকে দর্শন করিলেন ॥৫০॥

উদয়শৈলে চন্দ্রের উদয় হইলে যেরূপ সমুদ্রের তরঙ্গবৃদ্ধিশীল হয়, সেইরূপ নীলাচলে গৌরচন্দ্রের উদয় হওয়ায় জলনিধি উত্তুঙ্গ জলপ্রবাহ ধারণ করিল এবং ক্ষেত্রবাসি জন সকলও শোকান্ধকার দূর করিয়া প্রফুল্ল উৎপলের ন্যায় নেত্র বিকাশ লাভ করিল ॥৫১॥

এই সময়ে কেহ কেহ জগন্নাথ দর্শন, কেহ কেহ প্রণাম, কেহ কেহ পূজা, কেহ কেহ প্রদক্ষিণ ও কেহ কেহ সেবা করিতেছিল, সকলে নিজ নিজ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া গৌরচন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥৫২॥

গৌরচন্দ্র সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহাকে হাস্য দ্বারা, কাহাকে কৃপা-দৃষ্টি দ্বারা, কাহাকে মধুর হাস্য সমাদর দ্বারা, কাহাকেও বা সমালিঙ্গনরস দ্বারা বিবিধ ভাবে সকলের হৃদয় প্রফুল্ল করিলেন ॥৫৩॥

অথৈষ নাথঃ পুরতো হ্যমীষাং সাক্ষিত্বমাধায় চ কৃষ্ণদাসম্ ।
তৎ ক্ষেত্রমানীতমতিপ্রযত্নাদ্‌গচ্ছেতি সম্যগ্বিসসর্জ তত্র ॥৫৪॥

পশ্যন্ স নীলাচলমৌলিরত্নং গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ শতরত্নরম্যম্ ।
স্বকীয়নেত্রাম্বুঝরেণ ভূয়ো নিজাং তনূমেব সিষেচ হৃষ্টঃ ॥৫৫॥

অথাসকৌ স্নানমহোৎসবং স দদর্শ রম্যং বিবুধৈর্দুরাপম্ ।
আনন্দসন্দোহসমুদ্রমুচ্চং সমুদ্রতীরেহন্যমিবেক্ষ্যমাণঃ ॥৫৬॥

অথ প্রভাতাবসরে তথৈব বিলোকিতুং তং গতবান্ কৃপালুঃ ।
গূঢ়ং তথা তত্র বিলোক্য নাসৌ বভূব দুঃখী কৃতবাষ্পমোক্ষঃ ॥৫৭॥

বহিঃ প্রযায় ত্বরিতং মহোৎকো বিচিত্রচেষ্টো মদসিংহরম্যঃ ।
আলালনাথং প্রযযৌ তথামী যযুস্তদান্বেষণকাতরাঙ্গাঃ ॥৫৮॥

গৌরচন্দ্র এই সমস্ত লোকের অগ্রে সাক্ষী করিয়া ক্ষেত্র আনীত সেই চঞ্চলমতি কৃষ্ণদাসকে অতি প্রযত্নে "তুমি যাও" এই বলিয়া ত্যাগ করিলেন ॥৫৪॥

গৌরচন্দ্র শত শত রত্নের ন্যায় রমণীয় মূর্ত্তি নীলাচলের শিরোরত্ন জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া অতিহর্ষে স্বীয় নেত্রের জলধারায় নিজ তনুকে পুনর্ব্বার সেচন করিতে লাগিলেন ॥৫৫॥

গৌরচন্দ্র সমুদ্রতীরে অন্য এক আনন্দ সমুদ্রের ন্যায় জগন্নাথদেবের দেবদুর্ল্লভ রমণীয় স্নানযাত্রা দর্শন করিলেন ॥৫৬॥

কৃপালু গৌরচন্দ্র প্রভাতসময়ে পূর্ব্বের ন্যায় দর্শন করিতে গেলেন কিন্তু জগন্নাথদেব গূঢ়ভাবে থাকায় দর্শন না পাইয়া তথায় বাষ্পমোচন করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ।

বহির্গত হইয়া মহাউৎকণ্ঠিত চিত্তে মদমত্ত সিংহের ন্যায় আশ্চর্য্য চেষ্টায় আলালনাথে গমন করিলেন, তদ্রূপ ভক্তগণও তাঁহার অন্বেষণার্থ কাতরাঙ্গ হইয়া বহির্গত হইলেন ॥৫৭॥৫৮॥

বিচার্য্য তস্মিন্নবলোক্য নৈব প্রতেপুরুচ্চৈরথ তেঽতিখিন্নাঃ।
অথাযযুঃ ক্ষেত্রমতীবদুঃখৈঃ ক্ষণং চ কল্পানিব মেনিরে স্ম ॥৫৯॥

প্রভুস্তথা তেন পথৈব গোদাবরীং বরীয়ান্ প্রযযৌ কৃপালুঃ।
তেনৈব সার্দ্ধং প্রিয়ভাষণেন নিনায় মাসাংশ্চতুরোঽপরাংশ্চ ॥৬০॥

হেমন্তকালেঽথ তথৈব তেন সমং সমন্তাৎ করুণাং বিতন্বন্।
সমাযযৌ ক্ষেত্রবরং বরীয়ান্ জানাতু কস্তচ্চরিতং বিচিত্রম্ ॥৬১॥

সমেত্য নীলাচলমুৎসুকোঽসৌ হেমাচলাভঃ কমনীয়দেহঃ।
শশ্বজ্জগন্নাথমহাপ্রভুং তং বিলোক্য হর্ষেণ নিনায় কালম্ ॥৬২॥

সমাগতং তং পরিকর্ণ্য কাশীমিশ্রঃ ক্ষতাগঃপটলীতমিস্রঃ।
বিলোক্য নত্বা মুমুদে প্রকামমভীপ্সিতং বাহুচতুষ্টয়াঢ্যম্ ॥৬৩॥

ভক্তগণ অতীব খিন্নমনে বিচার করিয়া তথায় দর্শন না পাইয়া অতিশয় পরিতাপ করিতে লাগিলেন, তৎপরে তাঁহারা অতিদুঃখে ক্ষেত্রে আগমন করিয়া ক্ষণকালকেও কল্পতুল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। ॥৫৯॥

প্রভুবর গৌরচন্দ্র এদিকে সেই পথেই গোদাবরীতে গমন করিয়া সেই রামানন্দের সহিত প্রিয়কথায় চারিমাস এবং অপর কয়েক মাস যাপন করিলেন ॥৬০॥

হেমন্তকালে প্রভুবর করুণা বিস্তার করিয়া রামানন্দরায়ের সহিত ক্ষেত্রে আগমন করিলেন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার বিচিত্র চরিত্র জানিতে সক্ষম হইতে পারে? ॥৬১॥

হেমাচল সদৃশ কমনীয়দেহ গৌরচন্দ্র উৎসুকচিত্তে নীলাচলে উপস্থিত হইয়া জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া অতিহর্ষে কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥৬২॥

যাঁহার পাপশ্রেণীরূপ অন্ধকার রাত্রি বিনষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ নিষ্পাপ, সেই কাশীমিশ্র গৌরাঙ্গদেব আসিয়াছেন শুনিয়া অভীপ্সিত বাহুচতুষ্টয়যুক্ত প্রভুকে দর্শন ও নমস্কার করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন ॥৬৩॥

তৎকৃপাভিরভিচুম্বিত এষ শ্রীমদঙ্ঘ্রিকমলস্য রজোভিঃ।
রঞ্জিতঃ পুলককণ্টকিতাঙ্গঃ সান্দ্রসৌখ্যবিবশঃ স ররাজ ॥৬৪॥

যো যদীয়কৃপয়া সুমহত্যা নীলশৈলতিলকালয়লক্ষ্মীম্।
স্বে বশে প্রকুরুতে স্ম গরীয়াংস্তস্য কেন মহিমাপরিমেয়ঃ ॥৬৫॥

গৌরচন্দ্রচরণদ্বিতয়স্যাজ্ঞাপনং সকলমাতনুতে যঃ।
ঈপ্সিতং পরিকলয্য স কাশীমিশ্র এষ কথয়া কিমু বেদ্যঃ ॥৬৬॥

যো মহোৎসববিধৌ বিবিধানি প্রায়শো নিজমতানি বিশেষাৎ।
নির্মিতানি বিদধে প্রভুচিত্তং প্রাকলয্য কিময়ং জনবেদ্যঃ ॥৬৭॥

কশ্চনৈষ পরমোঽথ মহাত্মা বিষ্ণুদাস ইতি নির্মলবুদ্ধিঃ।
সর্ব্বমেব পরিহায় দদর্শ শ্রীশচীসুতপদাম্বুজযুগ্মম্ ॥৬৮॥

কাশীমিশ্র গৌরচন্দ্রের কৃপায় শ্রীমৎপাদপদ্মের রজঃ দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইয়া রঞ্জিতাঙ্গ ও পুলকরূপ কণ্টকে ব্যাপ্ত কলেবর হইয়া নিবিড়ানন্দে বিবশ হইয়া নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬৪॥

আহা! যে কাশীমিশ্র গৌরচন্দ্রের সুমহতী কৃপাবলে নীলাচল তিলক জগন্নাথের গৃহলক্ষ্মীকেও নিজের বশ করিয়াছেন, সেই মহাত্মার গুরুতর মহিমার পরিমাণ কে করিতে সমর্থ হয়? ॥৬৫॥

যে কাশীমিশ্র গৌরচন্দ্রের চরণদ্বয়ের যে কোন ঈপ্সিত আজ্ঞা নিজ বিবেচনায় সমুদায় সম্পন্ন করেন, সেই মহাত্মা কি বাক্যের গোচর হয়েন? ॥৬৬॥

যে কাশীমিশ্র মহোৎসব বিধিতে প্রভুর চিত্ত জানিয়া নিজমনোমত প্রায়ই বিবিধবস্তু বিশেষরূপে নির্ম্মাণ করেন, তিনি কি সকল জনের বেদ্য হইতে পারেন? ॥৬৭॥

পরম মহাত্মা ও নির্ম্মলবুদ্ধি বিষ্ণুদাস নামক একজন ভক্ত সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসিয়া শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্রের পাদপদ্মযুগল দর্শন করিলেন ॥৬৮॥

সদ্য এব স তদীয়কৃপাভির্ব্যানশে সুকৃতসঞ্চয়ধন্যঃ।
লোচনদ্বয়গলজ্জলধারাধৌতসর্ব্বতনুরেব তদাসীৎ ॥৬৯॥

কোঽপি ভূরিসুকৃতঃ সুভগঃ প্রদ্যুম্নমিশ্র ইতি ভাগ্যময়াব্ধিঃ।
গৌরচন্দ্রচরণাম্বুজযুগ্মং লোচনাতিথি সুখেন চকার ॥৭০॥

লোচনাতিথিতয়ৈব তদস্মিন্নস্য কারুণিকতা কলিতাসীৎ।
যদ্বিলোচনগতা জলধারা শ্রাবণাম্বুদপয়োধর এব ॥৭১॥

একদা নিজবিহারবিশেষং সংস্মরন্নুপবনেষু স নাথঃ।
মঞ্জুলেষু রভসেন স বৃন্দারণ্যসংস্মৃতিকরেষু জগাম ॥৭২॥

তৎ প্রবিশ্য বনমুত্তমশোভারামণীয়কমবেক্ষ্য স নাথঃ।
আত্মনা সহ সনাথমতীব প্রেমপূর্ণহৃদয়ো ব্যজনিষ্ট ॥৭৩॥

পুণ্যরাশিতে ধন্যাত্মা সেই বিষ্ণুদাস সদ্যই গৌরচন্দ্রের কৃপাভাজন হইলেন। তৎকালে তাঁহার লোচন যুগল বিগলিত জলধারায় ধৌত হইতে লাগিল ॥৬৯॥

ভূরি পুণ্যশালী ও সুন্দর কোন একজন প্রচুর ভাগ্যসম্পন্ন প্রদ্যুম্নমিশ্র নামক ভক্ত গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম যুগলকে মহাসুখে লোচনের অতিথি করিলেন ॥৭০॥

দর্শনমাত্রই প্রদ্যুম্নমিশ্রে গৌরচন্দ্রের কারুণিকতা সার্থক হইল, যেহেতু নয়ন পতিত জলধারাই শ্রাবণ মাসের জলধরের জলধর হইয়াছিল ॥৭১॥

একদিবস গৌরচন্দ্র নিজের বিশেষ বিহার স্মরণ করিয়া বৃন্দাবনের উদ্দীপনকারক মনোহর উপবনে সহর্ষে গমন করিলেন ॥৭২॥

গৌরচন্দ্র সেই সনাথ অর্থাৎ সস্বামিক উপবনে প্রবেশ করিয়া উৎকৃষ্ট শোভার রমণীয়তা সন্দর্শন করিয়া আত্মার সহিত হৃদয়ে অতীব প্রেমপূর্ণ হইলেন ॥৭৩॥

ভৃঙ্গধর্ষিতপ্রসূনসঞ্চয়াং বেপমাননবপল্লবাবলীম্ ।
ওষ্ঠদংশনরতং প্রিয়ং প্রিয়াং পাণিপল্লবমিবাবধুন্বতীম্ ॥৭৪॥

তাং দদর্শ কমনীয়কৃশাঙ্গীমাবলীং ললিতভৃঙ্গবতীনাম্ ।
তালমানলয়হাববতীনাং নর্ত্তকীপরিষদং ব লতানাম্ ॥৭৫॥ ॥ যুগ্মকম্ ॥

এবমত্র সুচিরং লঘুলাস্যং নিক্ষিপন্ পদপয়োরুহযুগ্মম্ ।
তত্র তত্র চ বিলাসবতীনাং লাস্যসংস্মরণবিস্মৃতচেষ্টঃ ॥৭৬॥

অশ্রুসংশ্রবণসংভৃতহারশ্রীবিরাজিত-মনোহরবক্ষাঃ ।
বিভ্রদুৎপুলকমঙ্গলতান্তং পূর্ণিমেন্দুবদনঃ স বিরেজে ॥৭৭॥

এবমত্র বিলসত্যনন্তরং সার্ব্বভৌমকথিতৈঃ প্রলোভিতঃ ।
উৎসুকস্তমভিতো গজাধিপঃ সাহসাদিহ সমাযযৌ দ্রুতম্ ॥৭৮॥

যে লতার পুষ্পসমূহ ভৃঙ্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত, যাহার অভিনব পল্লব সকল কম্পমান. সুতরাং যেন ওষ্ঠ দংশনাসক্ত প্রিয়ের প্রতি প্রিয়া করপল্লব তাড়না করিতেছে, যাহাতে মনোহর ভ্রমরগণ শোভা পাইতেছে, তাল, মান, লয়, হাব ও ভাব যাহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাহার অবয়ব রমণীয় ও কৃশতর, সুতরাং নৃত্যকারিণী বারবনিতা সমূহের ন্যায় লতা সকলকে গৌরচন্দ্র অবলোকন করিলেন ॥৭৪॥৭৫॥

গৌরচন্দ্র এইরূপে উপবনে লতাগণের নৃত্য দর্শন করিয়া নিজেও অনেকক্ষণ পাদপদ্ম নিক্ষেপপূর্ব্বক ঈষৎ নৃত্য করিয়া সেই সেই স্থলে বিলাসবতী ব্রজাঙ্গনাগণের নৃত্য স্মরণ করিয়া নিশ্চেষ্টাঙ্গ হইলেন ॥৭৬॥

নিয়ত নেত্রজল পতিত হওয়ায় যাঁহার হার সংসিক্ত হেতু পরম শোভায় মনোহর বক্ষঃস্থল বিরাজমান হইতেছে, সেই পূর্ণেন্দুবদন গৌরচন্দ্র উৎপুলক রূপ অঙ্গলতা ধারণ করিয়া অত্যন্ত বিরাজমান হইলেন ॥৭৭॥

এইরূপে উপবন মধ্যে গৌরচন্দ্র বিলাস করিতেছেন, এমন সময় গজপতি প্রতাপরুদ্র, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাক্যে প্রলোভিত হইয়া সমধিক উৎসুক চিত্তে এবং অতি সাহসে শীঘ্র প্রভুর নিকট আগমন করিলেন ॥৭৮॥

শ্রেয়সি প্রথমমেব ভূয়তে বাঞ্ছিতেন সফলৈর্মনোরথৈঃ।
সাহসেন যদকারি ভূভুজা তত্তু কোটিগুণসৌখ্যমাদধে ॥৭৯॥

কেন তস্য মহিতাত্মনা লসৎপুণ্যরাশিমহিতস্য নির্ভরম্।
ভাগধেয়জলধের্বিধীয়তাং ভূয়সী পরিণতির্মহীপতেঃ ॥৮০॥

স প্রবিশ্য বনমুত্তমং ততো ভূরিভাগ্যমহিতো মহীপতিঃ।
তপ্তকাঞ্চনমহীধরপ্রভং তং দদর্শ করুণাপয়োনিধিম্ ॥৮১॥

দণ্ডবৎ ভুবি নিপত্য চ ধৃত্বা পাদপদ্মযুগলং গলদশ্রুঃ।
অস্তুবৎ সহজমেব মহাত্মা রাসলাস্যমনুবর্ণ্য বিশেষম্ ॥৮২॥

স স্তুবন্নিতি তদা সমুদাসে দোর্দ্বয়েন দৃঢ়মেব নিবধ্য।
মত্তবারণকরপ্রতিমেন শ্রীমতা পরমকারুণিকেন ॥৮৩॥

যখন মঙ্গল হয় তখন বাঞ্ছিত বস্তুর সহিত মনোরথ প্রথমেই সফল হয় অর্থাৎ কার্য্যও সিদ্ধ হয় এবং ইচ্ছাও ফলবতী হয়, কারণ গজপতি প্রতাপরুদ্র সাহসপূর্ব্বক যে আগমন করিলেন তাহাই তাঁহার কোটীগুণ সুখ বিস্তার করিল ॥৭৯॥

সেই পূজ্য স্বভাব শোভিত পুণ্যরাশি দ্বারা পূজিত মহীপতি প্রতাপরুদ্রের ভাগ্যরূপ জলনিধির প্রচুরতর পরিণাম কে করিতে পারে? অর্থাৎ প্রতাপ-রুদ্রের ভাগ্যসমুদ্র অতীব গভীর ॥৮০॥

তৎপরে ভূরিভাগ্যশালী মহীপতি প্রতাপরুদ্র শোভিত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া তপ্ত কাঞ্চন পর্ব্বতের ন্যায় প্রভাশালী সেই করুণানিধি গৌরচন্দ্রকে সন্দর্শন করিলেন ॥৮১॥

মহাত্মা প্রতাপরুদ্র গলদশ্রুনয়নে ভূতলে পতিত হইয়া পাদপদ্ম যুগল ধারণ করিয়া নৈসর্গিক রাসনৃত্য বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥৮২॥

মহীপতি এইরূপে স্তব করিতেছেন, ইতিমধ্যে পরমকারুণিক শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র মদমত্ত গজশুণ্ডের ন্যায় বাহুযুগল দ্বারা সুদৃঢ় বন্ধন করিয়া অত্যন্ত উদাসীন চিত্ত অর্থাৎ প্রেমে বিহ্বল হইলেন ॥৮৩॥

অশ্রুণা বিগলতা পুলকেন প্রোদ্গতা বিলসিতঃ স গজেশঃ।
মল্লরাজবলবানপি রাজা তস্য বাহুদলিতঃ ক ইবাভূৎ ॥৮৪॥

তং বিহায় নিজগাদ স ভূয়ঃ কস্ত্বমিত্যতিশয়ার্দ্রতনূকঃ।
দাস এষ জন এব তবৈতদ্দেহি দাস্যমিতি সোঽপি জগাদ ॥৮৫॥

ক্বাপি নাহমভিধেয় এব ভোস্ত্বাদৃশেতি নিজগাদ স প্রভুঃ।
নির্ভরং প্রমুদিতো ভৃশং তথা রুদ্রদেব উদবোচদুৎসুকঃ॥৮৬॥

সত্বরং তত ইতো মুদিতাত্মা নির্যযৌ বহলহর্ষভরাঢ্যঃ।
ভাগ্যবদ্ভিরতিভূরিসুচেষ্টৈর্দক্ষিণে সতি বিধৌ কিমলভ্যম্ ॥৮৭॥

যৎ প্রভুঃ প্রতিজনং পরাং কৃপামাততান করুণৈকসাগরঃ।
তত্তু কিং কথয়িতুং ভবেদহো গীষ্পতিঃ প্রভুরমী কুতোঽপরে ॥৮৮॥

বিগলিত অশ্রুধারা ও সমুদ্গত পুলক দ্বারা বিলসিতাঙ্গ সেই রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র মল্লরাজের ন্যায় বলবান্ হইলেও গৌরচন্দ্রের বাহুবিদলিত হইয়া যেন অন্য প্রকারই হইলেন ॥৮৪॥

মহাপ্রভু রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, তোমার শরীর অতিশয় আর্দ্র দেখিতেছি, তুমি কে? তখন রাজা বলিলেন "এজন আপনারই দাস, দাস্য কার্য্য প্রদান করুন" ॥৮৫॥

অহে! তোমার মত জনের আমি কখনই অভিধেয় অর্থাৎ উচ্চারণের যোগ্য নহি গৌরচন্দ্র এইকথা বলিয়া সমধিক হর্ষভরে উৎসুকচিত্তে প্রতাপরুদ্রকে "রুদ্রদেব" এই বলিয়াই সম্বোধন করিলেন ॥৮৬॥

অতি সত্বর বহুল হর্ষভরান্বিত ও মুদিতাত্মা হইয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন, যাঁহার সুচেষ্টা নিরবধি তাদৃশ ভাগ্যবান্ পুরুষগণ বিধি অনুকূল থাকিলে কি না লাভ করিতে পারেন? ॥৮৭॥

করুণাসাগর মহাপ্রভু প্রত্যেকজনের প্রতি যে প্রচুর কৃপা বিস্তার করিলেন, তাহা সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও কি কহিতে পারেন? অন্যে পরে কা কথা ॥৮৮॥

অস্তি তত্র বিমলঃ শিখিনামা মাহিতীতি পুরুষোত্তমভূমৌ।
নীলশৈলতিলকস্য মহাত্মা দাসবৎ করুণতাং সমুপেতঃ ॥৮৯॥

অস্য কোপ্যবরজোঽস্তি মুরারির্নাম তস্যচ তথানু কনিষ্ঠা।
শুদ্ধবুদ্ধিরথ মাধবদেবী ভ্রাতরস্ত ইতি তত্র সমাসন্ ॥৯০॥

ভ্রাতরৌ পুনরিমৌ প্রিয়ানুজৌ গৌরচন্দ্রনিরতো বভূবতুঃ।
নিশ্চলা হি সহজা মতিঃ শুভা বিস্মৃতিং নহি দধাতি কর্হিচিৎ ॥৯১॥

নাথ এষ পরমঃ কৃপানিধিঃ প্রেমসংপ্রকটনার্থমুদ্যতঃ।
কান্ত এষ কমনীয়তাময়ঃ শ্রীশচীজঠরসিন্ধুচন্দ্রমাঃ ॥৯২॥

গৌরচন্দ্র ইহ সংপ্রতি বৃন্দারণ্যচন্দ্র উদিয়ায় ধরণ্যাম্।
এতয়োরিতি শুভা মতিরাসীৎ সন্ততং বিদধতো রতিরাশিম্ ॥৯৩॥

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিমলবুদ্ধি একজন "শিখি মাহিতী" নামক মহাত্মা বাস করেন, তিনি অত্যন্ত করুণাশালী ও নীলাচলরত্ন শ্রীজগন্নাথদেবের দাসস্বরূপ ॥৮৯॥

ইঁহার মুরারি গুপ্ত নামক একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছেন এবং তাঁহারও কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম মাধবী দেবী, ইনি অতি শুদ্ধবুদ্ধি, ইহার গুণে সকলের নিকট ইঁহারা তিনটি ভ্রাতা বলিয়াই পরিচিত ছিলেন ॥৯০॥

এই কনিষ্ঠ দুজন অর্থাৎ মুরারি ও মাধবদেবী উভয়েই গৌরচন্দ্রে অতিশয় অনুরক্ত হইলেন, কারণ শুভাবহ সহজমতি কখনই বিস্মৃতি পথারূঢ় হয় না ॥৯১॥

এই নাথ গৌরচন্দ্র পরম কৃপানিধি, কেবল প্রেমধন বিতরণ নিমিত্তই উদ্যত হইয়াছেন, ইঁহার মূর্ত্তি অতি কমনীয়তাময় অর্থাৎ মনোহর সৌন্দর্য্য গঠিত কান্ত এবং শ্রীশচীগর্ভ সমুদ্রের চন্দ্রমা স্বরূপ ॥৯২॥

বৃন্দাবনচন্দ্রই গৌরচন্দ্র হইয়া সম্প্রতি এই ধরণীতলে উদিত হইয়াছেন, অত্যন্ত রাগযুক্ত মুরারি ও মাধবদেবীর এই শুভাবহ বুদ্ধি নিয়ত উদয় লাভ করিল ॥৯৩॥

অগ্রজং প্রতি চ নীলগিরীন্দ্রপ্রেমভৃত্যমনয়োরতিযত্নঃ।
গৌরচন্দ্রভজনার্থমথাসীন্নৈষ তত্র নিরতশ্চ বভূব ॥৯৪॥

সোঽপরেদ্যুরনুজোপদেশতঃ সন্ততং বহুমনঃকথাচ্যুতঃ।
যামিনীচরমকাল আগতে স্বপ্নদর্শনসমাকুলোঽভবৎ ॥৯৫॥

ভ্রাতরৌ পুনরনেন কনিষ্ঠৌ গৌরচন্দ্রপদপঙ্কজদৃষ্টৌ।
তৎক্ষণে স্বমপি জাগরয়ন্তৌ স্বপ্নদৃষ্টিচকিতং দদৃশাতে ॥৯৬॥

চিত্রদর্শনভবৎপুলকৌঘৈর্হর্ষতো দ্বিগুণ এব বভূব।
উন্মিমীল শনকৈর্জলপূর্ণে লোচনে তদনু তৌ চ দদর্শ ॥৯৭॥

তৌ বিলোক্য নিজজাগরণার্থমাগতৌ সবিধমেব মহান্তৌ।
আলিলিঙ্গ স দৃঢ়ং পরিহৃষ্টৌ বিস্মিতাবভবতাং চ তদা তৌ ॥৯৮॥

জগন্নাথদেবের প্রেমভৃত্য অগ্রজ শিখি মাহিতীর প্রতি মুরারি ও মাধবদেবী গৌরচন্দ্রের ভজনার্থ অতিশয় যত্ন করিতেন কিন্তু শিখি মাহিতী তদ্বিষয়ে নিরত হইতেন না ॥৯৪॥

একদিন শিখি মাহিতী অনুজের উপদেশবশতঃ বহুবিধ মানসিক কথাযুক্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া আছেন, তৎপরে রজনীর শেষকাল আগত হইলে পর অর্থাৎ শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া সম্যক্ আকুলচিত্ত হইলেন ॥৯৫॥

শিখি মাহিতী স্বপ্ন দর্শনে ভীত হইয়া "গৌরচন্দ্রের পাদ পদ্মানুগৃহীত কনিষ্ঠ মুরারি গুপ্ত ও মাধবদেবী আমাকে জাগরিত করিতেছে," তৎকালে এই অবস্থায় অনুজদ্বয়কে অবলোকন করিলেন। ॥৯৬॥

আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন জন্য পুলক সমূহে ও হর্ষাধিক্যবশতঃ দ্বিগুণতর চকিত হইয়া ক্রমশঃ সজল লোচনযুগল উন্মীলন করিয়া অনুজদ্বয়কে পাইলেন ॥৯৭॥

নিজের জাগরণার্থ নিকটাগত মহাহৃষ্ট অনুজদ্বয়কে শিখি মাহিতী অবলোকন করিয়া সুদৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং অনুজদ্বয়ও তৎকালে বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৯৮॥

ভ্রাতরৌ শৃণুত মে তদীক্ষিতং স্বপ্নতো যদিতি চিত্রমেব তৎ।
অপ্রমেয়মহিমা শচীসুতঃ প্রত্যয়োঽস্য খলু কেবলমাসীৎ ॥৯৯॥

নীলশৈলতিলকং বিলোকয়ংস্তত্র স প্রবিশতি প্রতিক্ষণম্।
ভূয় এব বহিরেত্য পশ্যতি প্রায়শো ব্যতনুতৈবমেব সঃ ॥১০০॥

চিত্রমেব বহুচিত্রমেব তৎ সোঽধুনাপি তদবস্থ ঈক্ষ্যতে।
ঈশ্বরঃ পরমবিভ্রমেক্ষণভ্রান্তিভাগিব বিলোচনদ্বয়ম্ ॥১০১॥

মাং চ তন্নিকটগং খলু নাম গ্রাহমাশ্লিষদসীমকৃপাব্ধিঃ।
দীর্ঘপীবরভুজা দ্বিতয়েন শ্রীমতা ললিতজানুগতেন ॥১০২॥

ইত্থমুৎপুলকমঙ্গমাবহন্ প্রেমগদ্গদ্বচা মহোৎসুকঃ।
নির্যদম্বুনয়নদ্বয়ংবহন্ নির্ব্ববার নিগদন্নিদং ন সঃ ॥১০৩॥

তখন শিখি মাহিতী কহিলেন হে ভ্রাতৃদ্বয়! আমার স্বপ্ন দর্শন শ্রবণ কর, ইহা অতীব আশ্চর্য্যজনক "শচীসুত গৌরচন্দ্রের মহিমা অপ্রমেয়" অদ্য ইহাই কেবল আমার প্রত্যয় হইয়াছে ॥৯৯॥

গৌরচন্দ্র জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া বারম্বার তাঁহার শরীরে প্রবেশ এবং পুনঃ পুনঃ বহির্গত হইয়া দর্শন করিতেছেন, এইরূপ আশ্চর্য্য প্রায় বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥১০০॥

অহো কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! সেই ঈশ্বর গৌরচন্দ্রকে এখনও তদবস্থই দেখিতেছি, আমার লোচন কি মহাবিলাস দর্শনে ভ্রমপূর্ণ হইয়াছে ॥১০১॥

এবং জগন্নাথদেবের সমীপে থাকায় আমাকেও নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া অসীম কৃপাসিন্ধু গৌরচন্দ্র আজানুলম্বিত সুদীর্ঘ, পীবর ও সুশ্রী বাহু-যুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ॥১০২॥

শিখি মাহিতী এইরূপে সমুৎসুকচিত্ত এবং পুলকিতাঙ্গ হইয়া বিগলিত জলধারা বিশিষ্ট নেত্রযুগলে এই সমস্ত বাক্য বলিয়াই তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥১০৩॥

তন্নিশম্য সুখমাপতুরেতৌ তত্র গন্তুমবলোকিতুমেনম্।
নাথমাদিদিশতুর্গতবন্তং নীলশৈলপতিমীক্ষিতুমেব ॥১০৪॥

তত্তথেতি চপলং ত্রয় এব ভ্রাতরোঽসিতমহীধরনাথম্।
জগ্মুরীক্ষিতুমতীব মহান্তো গৌরচন্দ্রচরণে কৃতবাঞ্ছাঃ ॥১০৫॥

তত্র তৌ মুদিতমানসৌ জগন্মোহনে প্রথমতঃ শচীসুতম্।
তং বিলোক্য বিগলদ্‌বিলোচনদ্বন্দ্ববারিঝরমাপতুর্মুদম্ ॥১০৬॥

অগ্রজঃ পুনরয়ং শিখিনামা স্বপ্নতঃ খলু দদর্শ যথৈনম্।
তং তথৈব পরিলোচ্য সমন্তাৎ প্রেমহৃষ্টহৃদয়ো ব্যজনিষ্ট ॥১০৭॥

সোঽপি ভূরিকরুণোঽথ মুরারেরগ্রজস্ত্বমিতি দোর্দ্বিতয়েন।
আলিলিঙ্গ স চ তন্মতিরাসীৎ মূর্ত্তিমান্ সমুদয়ঃ সুখরাশেঃ ॥১০৮॥

মুরারি এবং মাধবদেবী এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া প্রভুর দর্শনে তথায় গমন করিবার নিমিত্ত শিখি মাহিতীকে জগন্নাথ দর্শনে আদেশ করিলেন ॥১০৪॥

গৌরচন্দ্রের চরণেই যাঁহাদিগের বাঞ্ছা, নিয়ত সেই মহামতি শিখি মাহিতী, মুরারি ও মাধবদেবী এই তিনজনে তথাস্তু বলিয়া অসিত-মহীধরনাথ অর্থাৎ নীলাচলপতি জগন্নাথদেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই নির্গত হইলেন ॥১০৫॥

মুরারি ও মাধবদেবী তথায় গমন করিয়া অতিহৃষ্ট চিত্তে জগন্মোহনে প্রথমতঃ শচীনন্দন গৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া বিগলিত নেত্রযুগলে জলধারা বর্ষণ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন ॥১০৬॥

অগ্রজ শিখি মাহিতী গৌরচন্দ্রকে স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছিলেন সেই প্রকারই শ্রীমন্দিরে দর্শন করিয়া সমধিক প্রেমে হৃষ্টমনা হইলেন ॥১০৭॥

প্রচুর করুণাশালী গৌরচন্দ্রও "তুমি মুরারির অগ্রজ" এই বলিয়াই বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন, তৎপরে শিখি মাহিতী গৌরগত চিত্ত হইয়া যেন সুখরাশি সমূহই মূর্ত্তিমান হইলেন ॥১০৮॥

তৎপ্রভৃত্যয়মমুষ্য পদাব্জদ্বন্দ্বগন্ধলববিস্মৃতসর্ব্বঃ।
সর্ব্বদৈব নিজদৈবতমেনং সেবতে প্রতিদিনং গুরুভাগ্যঃ ॥১০৯॥

এবমেব পুরুষোত্তমভূমাবাচকর্ষ সহসা সুরনদ্যাঃ।
তীরভূমিবসতীর্ন্নিজলোকান্ স্নেহকৃষ্টহৃদয়ঃ করুণাব্ধিঃ ॥১১০॥

অস্তি মাধবপুরীতি স কোঽপি শ্রীশচীসুতবতারণপূর্ব্বঃ।
বিষ্ণুভক্তিরস এব শরীরী কোঽপি ভূমিষু মহামতিরাসীৎ ॥১১১॥

শিষ্যতামধিগতোঽস্য মহাত্মা সূর্য্যকোটিরিব নির্মলতেজাঃ।
সত্যবাক্ শুচিতমঃ সরসাত্মা সাগরাদ্দুরবগাহগভীরঃ ॥১১২॥

ঈশ্বরঃ ফণিপতেরবতারো মূর্ত্তিমানিব স ভক্তিরসোঽভূৎ।
পূজকঃ সমজনিষ্ট স পূর্ব্বং ভূমিষু ন্যসনমপ্যতনিষ্ট ॥১১৩॥

সেই অবধি মহাভাগ্য শিখি মাহিতী গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম যুগলের গন্ধ অর্থাৎ অনুগ্রহ লেশমাত্রই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বদা নিজের অভীষ্টদেব গৌরচন্দ্রের প্রতিদিন সেবা করিতে লাগিলেন ॥১০৯॥

করুণাসাগর গৌরহরি অতি স্নেহবশতঃ এইরূপে গঙ্গাতীরবাসী নিজ ভক্তগণকে পুরুষোত্তম ভূমিতে আকর্ষণ করিলেন। মহাপ্রভুর স্নেহপরবশ হইয়া নবদ্বীপ ও তৎসমীপস্থ ভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিলেন ॥১১০॥

শচীসুত গৌরহরির অবতারের পূর্বে মাধবপুরী নামে কোন একজন মহাত্মা ভূমণ্ডল মধ্যে মূর্ত্তিমান্ বিষ্ণুভক্তির রসস্বরূপ ছিলেন ॥১১১॥

কোটিস্বর্য্যের ন্যায় যাঁহার তেজ অতিশয় নির্মল, যিনি সত্যবাক্ অতি পবিত্র, সরস চিত্ত এবং সমুদ্র হইতেও যাঁহার স্বভাব দুরবগাহ অর্থাৎ দুর্গম্য ও গভীর। যিনি ফণিপতির সাক্ষাৎ অবতার ও মূর্ত্তিমান্ ভক্তিরস স্বরূপ, সেই ঈশ্বর পুরী সাক্ষাৎ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য হইয়া পূর্বজ এবং ভূমণ্ডলে প্রথমত ন্যসন অর্থাৎ সন্ন্যাসবিধি বিস্তার করিয়াছিলেন ॥১১২॥১১৩॥

যেন সার্দ্ধমভবৎ সমাগমো দক্ষিণে প্রভুবরস্য নির্ভরঃ।
শীতলঃ স্থিরমতিঃ সহিষ্ণুতারাশিরেব কিমু মূর্ত্তিমানভূৎ ॥১১৪॥

জগতাং পরমঃ প্রিয়ঃ প্রভুঃ পরমানন্দপুরীতি শব্দিতঃ।
অথ সোভিযযাবটাট্যয়া তদকস্মাৎ সুরদীর্ঘিকাতটম্ ॥১১৫॥

অথ নাথবিহারভূষিতং স নবদ্বীপমুপেত্য সস্পৃহঃ।
কুতুকাৎ পরমপ্রভোরয়ং নিলয়ে বিশ্রমণং চকার চ ॥১১৬॥

জননী জগতীত্রয়স্য যা পৃথিবীকোটিসহিষ্ণুরঞ্জসা।
সুরনদ্যধিকাতিপাবনী সততস্নেহময়ী মহাশয়া ॥১১৭॥

ননু ভক্তিসুধা তনূময়ী কিং প্রিয়তা কিং ননু মাধুরীময়ী।
তমবেক্ষ্য তদৈব ভিক্ষয়া সা সুতভাবাদবৃণোন্মহামতিম্ ॥১১৮॥যুগ্মকম্॥

যাঁহার সহিত দক্ষিণদেশে গৌরচন্দ্রের সমাগম হইয়াছিল, সেই মহাত্মা শীতল স্বভাব স্থিরমতি ঈশ্বরপুরী যেন মূর্তিমান সহিষ্ণুতার রাশিস্বরূপ হইয়াছিলেন ॥১১৪॥

জগতের পরম প্রিয় প্রভু পরমানন্দপুরী ভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ গঙ্গাতটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১১৫॥

সেই সন্ন্যাসিবর গৌরচন্দ্রের বিহারভূষিত নবদ্বীপ নগরে উপস্থিত হইয়া সাভিলাষ চিত্তে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মহাপ্রভুর আলয়ে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিলেন ॥১১৬॥

যিনি ত্রিজগতের জননী, যিনি কোটি পৃথিবীর ভার সহ্য করিতে পারেন, সুরনদী গঙ্গা হইতেও যিনি সমধিক পবিত্রকারিণী, সতত স্নেহময়ী, মহাশয়া, এবং ভক্তিরূপ সুধার মূর্ত্তিমতী, প্রিয়তা, কি মাধুর্য্যময়ী বলিয়া যাঁহাকে কেহ নিশ্চয় করিতে পারে না, সেই শচীদেবী ঐ সন্ন্যাসিবর মহামতি পরমানন্দপুরীকে অবলোকন করিয়া ভিক্ষা দ্বারা সন্তান ভাবে তাঁহার সম্মান করিলেন ॥১১৭॥১১৮॥

অন্যেদ্যুরেষোঽতিমহানুভাবঃ প্রভোঃ প্রিয়স্যালয় এব হৃষ্টঃ।
আচার্য্য রত্নস্য চকার ভিক্ষাং বসন্ সুখং তস্য মুহুর্ব্বিতন্বন্ ॥১১৯॥

অথ কশ্চন গৌরচন্দ্রমশ্চরণপ্রেমসুধাসরস্বতী।
নিতরাং বহুধাবগাহনান্মুহুরন্তর্ব্বহিরেব তন্ময়ঃ ॥১২০॥

দয়িতোঽস্য মহানৃমহামতিঃ কমলানন্দ ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ।
নিজগাম চ তত্র সত্বরং জননীং তামবলোকিতুং মুদা ॥১২১॥

জননীং পরিলোক্য তং পুনঃ পরমানন্দপুরীং প্রভুং ততঃ।
স দদর্শ তথাস্য দর্শনাৎ পরমস্নিগ্ধমতির্বভূব সঃ ॥১২২॥

কতিচিচ্চ দিনানি তত্র তে গময়িত্বা যুগপত্তথা যযুঃ।
স গদাধরপণ্ডিতোঽপ্যয়ং জগদানন্দমহাশয়োঽপি চ ॥১২৩॥

একদিন এই মহানুভব পরমানন্দ পুরী প্রিয়তম গৌরচন্দ্রের আলয়ে বাস করিয়া মহাহর্ষে আচার্য্যরত্নের সুখবিস্তারপূর্ব্বক তথায় ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন ॥১১৯॥

গৌরচন্দ্রের পাদপদ্মের প্রেমামৃতের সরস্বতী তন্নামক নদীস্বরূপ অর্থাৎ অত্যন্ত গৌরপ্রেমময় কোন এক মহাত্মা বারম্বার সমধিকরূপে গৌরপ্রেমামৃতে অবগাহন করাতেই অন্তর্ব্বাহ্যে কেবল গৌরপ্রেমময় হইয়াছিলেন ॥১২০॥

যিনি "কমলানন্দ" এই নামেই বিখ্যাত, সেই পূর্ব্বোক্ত সরস্বতী মহাশয়ের অতিপ্রিয় মহান্ মহামতি কমলানন্দ জননী শচীদেবীকে দেখিবার নিমিত্ত সহর্ষে তথায় আগমন করিলেন ॥১২১॥

সেই কমলানন্দ জননীকে দর্শন করিয়া তদনন্তর পুনর্ব্বার প্রভুবর পরমানন্দ পুরীকে দর্শন করিলেন, পুরী মহাশয়ের দর্শনে অতিশয় স্নিগ্ধ-মতি হইলেন ॥১২২॥

পরমানন্দপুরী আচার্য্যরত্ন, কমলানন্দ, গদাধর পণ্ডিত ও জগদানন্দ পণ্ডিত ইহাঁরা সকল সেই নবদ্বীপে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করিয়া এককালীন তথা হইতে গমন করিলেন ॥১২৩॥

যতিরাট্ সতু গৌরসুন্দরপ্রভুসন্দর্শনভাগ্যসোৎসুকঃ।
পুরুষোত্তমমুত্তমং যযুঃ সমুপেত্যাদদৃশুঃ প্রভুং ততঃ ॥১২৪॥

অথ গৌরমহাপ্রভোঃ পদদ্বয়পদ্মং যতিরাড়্ ব্যলোকয়ৎ।
অনমৎ স্বয়মীশ্বরোঽপি তং স্থবিরত্বেন কৃতাদরোদয়ঃ।১২৫॥

আচার্যবিদ্যানিধিরপ্যসীমগুণাম্বুধিঃ প্রেমময়ঃ সুখাত্মা।
আচার্য্যরত্নং মহিতো মহাত্মা মহানুভাবোঽপি যযৌ তথৈব ॥১২৬॥

মুরারিগুপ্তেন সমং প্রযাতঃ শ্রীমান্ শিবানন্দ ইতি প্রসিদ্ধঃ।
ব্যলোকয়ত্তৎ প্রথমং তমীশং স্বসৌভগস্তোমমিবাথ মূর্ত্তম্ ॥১২৭॥

সতু দীনদয়ার্দ্রমানসশ্চরণাঙ্গুষ্ঠদলেন তচ্ছিরঃ।
মুহুরস্পৃশদূচিবানিদং ননু জানামি ভবন্তমিত্যপি ॥১২৮॥

কিন্তু তন্মধ্যে যতিরাজ পরমানন্দপুরী, গদাধর পণ্ডিত ও অন্যান্য ভক্তগণ প্রভু গৌরচন্দ্রের সন্দর্শনরূপ মহাভাগ্যে উৎসুকচিত্ত হইয়া পুরুষোত্তমধামে গমন করিয়া প্রভু সমীপে উপস্থিত হইয়া দর্শন করিলেন ॥১২৪॥

যতিরাজ পরমানন্দ পুরী মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের পাদপদ্মযুগল দর্শন করিলেন, তৎপরে গৌরচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বর হইলেও অত্যন্ত সমাদর করিয়া বৃদ্ধজ্ঞানে পুরী মহাশয়কে প্রণাম করিলেন ॥১২৫॥

অসীম গুণসাগর প্রেমময় ও সুখস্বরূপ আচার্য্য বিদ্যানিধি এবং মহানুভব পূজিত ও মহাত্মা আচার্য্যরত্ন গমন করিলেন ॥১২৬॥

প্রসিদ্ধ শ্রীমান্ শিবানন্দ সেন মহাশয়ও মুরারি গুপ্তের সহিত গমন করিয়া প্রথমেই মূর্ত্তিমান্ স্বীয় সৌভাগ্য রাশির ন্যায় সেই ঈশ্বর গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিলেন ॥১২৭॥

দীনজনের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত গৌরচন্দ্র স্বীয় শ্রীচরণের অঙ্গুষ্ঠ পল্লব দ্বারা সেই শিবানন্দ সেনের মস্তককে বারম্বার স্পর্শ করিলেন এবং তোমাকে আমি জানি এই কথা বলিয়াছিলেন ॥১২৮॥

সুকৃতী কৃতপুণ্যসঞ্চয়স্তদনুপ্রেমময়ঃ স রাঘবঃ।
রভসেন দদর্শ তং ক্ষণাৎ করুণার্দ্রঃ করুণাং চকার সঃ ॥১২৯॥

অথ শুদ্ধমতির্মহাশয়ঃ স তু গোবিন্দ ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ।
বহুতার্থপরিভ্রমাদ্‌বহিঃ সুমহান্ পুণ্যপয়োনিধির্যযৌ ॥১৩০॥

পুরুষোত্তমমেব তত্র তং দয়িতং গৌরকৃপামহানিধিম্।
স দদর্শ চ পাদপদ্ময়োঃ পরিচর্য্যাসু রতোঽভবন্মুহুঃ ॥১৩১॥ (যুগ্মকম্)

অয়মপ্যতিভাগ্যবাংস্ততঃ প্রভৃতি শ্রীপ্রভুপাদপদ্ময়োঃ।
নিকটস্থ ইতো দিবানিশং পরিচর্য্যামকরোদ্‌গতক্রিয়ঃ ॥১৩২॥

অথ শুদ্ধমতির্মহাশয়ো গুণবান্ সচ্চরিতস্তদা প্রভুম্।
প্রদদর্শ সুখৌঘভূষিতঃ স ভবানন্দ ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৩৩॥

পুণ্যরাশি সুশোভিত মঙ্গলালয় ও প্রেমময় রাঘব নামক ভক্ত অতিহর্ষে গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিলেন এবং গৌরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ করুণার্দ্র হৃদয়ে তাঁহার প্রতি করুণা করিলেন ॥১২৯॥

গোবিন্দ নামক একজন বিশুদ্ধমতি মহাত্মা ভক্তবর বহু তীর্থ পরিভ্রমণ হেতু সুমহান্ পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়া বহির্গত হইয়া ছিলেন ॥১৩০॥

সেই মহাত্মা পুরুষোত্তম ধামে উপস্থিত হইয়া কৃপানিধি গৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিলেন এবং প্রভুর পাদপদ্মযুগলের পরিচর্য্যা কার্যে নিরন্তর রত হইলেন ॥১৩১॥

তদবধি অতি ভাগ্যবান্ গোবিন্দ সমস্ত কার্য্য ত্যাগপূর্ব্বক প্রভুপাদ-পদ্মের নিকটস্থ হইয়া দিবারাত্রি কেবল মহাপ্রভুরই পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন ॥১৩২॥

শুদ্ধমতি গুণবান্, সচ্চরিত্র ও মহাত্মা ভবানন্দ বলিয়াই যাহার নাম, তৎকালে তিনি পরমানন্দ বিভূষিত হইয়া মহাপ্রভুকে সন্দর্শন করিলেন ॥১৩৩॥

প্রভুরপ্যতিশুদ্ধমানসং ভুজযুগ্মেন দৃঢ়ং সমাশ্লিষৎ।
অয়ি পাণ্ডুসমোঽসি ভাগ্যবানিতি বাচং মধুরাং জগাদ চ ॥১৩৪॥

অথাস্য পুত্রা অপি পঞ্চ রামানন্দাদয়োঽস্যৈব মহাকৃপালোঃ।
অতিপ্রিয়া এব বভূবুরঞ্জঃ পার্শ্বস্থিতাঃ সেবনমেব কৃত্বা ॥১৩৫॥

মৃদুর্মহাত্মা পরমপ্রিয়োঽসৌ শান্তঃ সুহৃৎ সর্ব্বজনস্য শশ্বৎ।
চৈতন্যচন্দ্রাঙ্ঘ্রি রতশ্চ বাণীনাথস্তমেব প্রতিসেবমানঃ ॥১৩৬॥

আচার্যযুক্তঃ পুরুষোত্তমাখ্যো মহামতিঃ কশ্চন চারুশীলঃ।
শ্রুত্বা তদীয়ং চরিতং প্রযত্নাদ্যযৌ তমেবেক্ষিতুমুৎসুকাত্মা ॥১৩৭॥

পুরুষোত্তমমেত্য বিহ্বলঃ প্রদদর্শাথ কৃপানিধেঃ পদম্।
সতু দর্শনমাত্রকৌতুকাদভবৎ কীদৃশ এব সম্মতঃ ॥১৩৮॥

প্রভুও শুদ্ধচিত্ত ভবানন্দকে তৎকালে ভুজযুগলে বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং "অয়ি ভবানন্দ! তুমি পাণ্ডুরাজের সদৃশ ভাগ্যবান্" এইরূপ মধুর বাক্যে সম্ভাষণও করিলেন ॥১৩৪॥

ভবানন্দের পুত্র রামানন্দ রায় প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা সকলেই মহা-কৃপালু গৌরচন্দ্রের পার্শ্বস্থিত হইয়া সেবা করিয়া শীঘ্র অতিশয় কৃপাপাত্র হইলেন ॥১৩৫॥

মৃদু স্বভাব, সমস্ত জনের নিয়তই পরম প্রিয় ও সুশান্ত চিত্ত বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রভুর সেবা করিয়া তদীয় চরণপদ্মে সাতিশয় অনুরক্ত হইলেন ॥১৩৬॥

মহামতি পুরুষোত্তমাচার্য্য নামক একজন সুস্বভাব ভক্ত গৌরাঙ্গচরিত শ্রবণ করিয়া অতিযত্নে তাঁহারই দর্শনার্থ উৎসুক চিত্তে গমন করিলেন ॥১৩৭॥

পুরুষোত্তম আচার্য্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অতিবিহ্বল চিত্তে কৃপানিধি গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম দর্শন করিলেন এবং সেই আচার্য্য মহাশয় দর্শনমাত্রেই অতি কৌতুকে আনন্দিত হইলেন, যেন তাঁহাকে অন্যবিধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥১৩৮॥

তনুরপ্যহহৈব বিস্মৃতারসমাত্রং সুখমাত্রমীক্ষিতম্ ।
অপি জীবিতনাথদর্শনাজ্জড়তা তেন সদৈব সংশ্রিতা ॥১৩৯॥

অথ নয়নে জলনির্ঝরাকুলেবপুরুচ্চৎপুলকৈকভূষিতম্ ।
পৃথুবেপথুভঙ্গভঙ্গুরং গুরুমুরুদ্বিতয়ং তদা দধে ॥১৪০॥

দয়িতেক্ষণভাবভাবিতা দয়িতেবাভবদেষ ভাবিতঃ ।
অয়মপ্যতিকোমলোঽভবৎ প্রিয়তাভিঃ প্রিয়তৈকসাগরঃ ॥১৪১॥

বহুধা মধুরাং শ্রিয়ং প্রভুঃ পরিলোচ্যাশু বভূব কোমলঃ ।
নিতরামকরোদমুত্র চ প্রথিতং প্রেমমহারসাম্বুধিঃ ॥১৪২॥

অভজিষ্ট তদা সদাশয়ঃ সতু সন্ন্যাসমদভ্রভাগ্যবান্ ।
অগমত্তু রস স্বরূপতামিহ দামোদর ইত্যুদীরিতঃ ॥১৪৩॥

অহহ! শরীরও বিস্মৃত হইল, কেবলমাত্র ভাব ও আনন্দ ইহাই লক্ষিত হইতেছে এবং জীবিতনাথকে দর্শন করিয়া নিয়তই জড় অর্থাৎ স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন ॥১৩৯॥

ঐ মহাত্মার নেত্রদ্বয় জলধারায় আকুল, শরীর পুলক ভূষিত, বিপুলতর কম্প ও গুরুতর ভঙ্গুর উরুযুগল ধারণ করিলেন ॥১৪০॥

প্রিয়ের দর্শন মাত্রেই ভাবাক্রান্ত হইয়া তিনি দয়িতার ন্যায় ভাবযুক্ত হইলেন এবং প্রিয়তার একমাত্র সাগর গৌরচন্দ্রও প্রিয়তা গুণে অতিশয় কোমল হইলেন ॥১৪১॥

মহারসসাগর গৌরচন্দ্র বহুবিধ সুমধুর শোভা সন্দর্শন করিয়া কোমল হইলেন এবং পুরুষোত্তমাচার্য্যের প্রতি প্রসিদ্ধ প্রেম বিস্তার করিলেন ॥১৪২॥

মহাভাগ্যশালী সদাশয় পুরুষোত্তমাচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি রসস্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে স্বরূপ দামোদর এই নামে কথিত হইলেন ॥১৪৩॥

ইতি তেন নিরন্তরং প্রভোঃ পদপাথোজসমীপসঙ্গতঃ।
নিমিষং সহতে স্ম নো দৃশোঃ পরিপশ্যন্নিব তৃষ্ণয়া পিবন্ ॥১৪৪॥

শ্রীবক্রেশ্বরপণ্ডিতোঽতিমধুরঃ কশ্চিন্মহাত্মা সদা
সান্দ্রানন্দরসামৃতোদধিরিতি প্রেমাস্পদং শ্রীপ্রভোঃ।
আগত্যাথ বিলোক্য চাভবদয়ং যস্যাস্য নৃত্যোদ্‌গমে
সোঽয়ং গৌরমহাপ্রভুঃ প্রবণতাং যাতঃ স্বয়ং সর্ব্বদা ॥১৪৫॥

শ্রীবাসুদেব ইতি দত্তকুলৈকরত্নং গৌরাঙ্গচন্দ্রমবলোক্য ঝটিত্যমন্দম্।
শশ্বদ্‌বভুব খলু জীবননির্ব্বিশেষো নিঃশেষতৎপ্রণয়সিন্ধুনিমগ্ন
এষঃ ॥১৪৬॥

অথান্য একো ভগবানিতীহ খ্যাতঃ সদাচার্য্যবরো মহাত্মা।
শ্রীগৌরচন্দ্রে প্রণতোঽনুবেলং শ্রীমজ্জগন্নাথপ্রভুং সিষেবে ॥১৪৭॥

এইরূপে স্বরূপদামোদর প্রভুর পাদপদ্মের নিকটস্থ হইয়া অতি তৃষ্ণায় যেন পাদপদ্মসুধা পান করাতেই নিমেষকালও অদর্শন সহ্য করিতে পারিলেন না ॥১৪৪॥

নিবিড় আনন্দামৃতের উদধিস্বরূপ অতি মধুর যে বক্রেশ্বর পণ্ডিত নামক কোন এক মহাত্মা আগমনপূর্ব্বক দর্শন করিয়া নৃত্যারম্ভে মহাপ্রভুর অতিশয় প্রেমাস্পদ হইলেন, সেই বক্রেশ্বরের প্রতি সর্ব্বদাই স্বয়ং গৌরচন্দ্র অতিশয় স্নিগ্ধভাব অবলম্বন করিলেন ॥১৪৫॥

শ্রীমান্ বাসুদেব নামক দত্তকুলের একমাত্র রত্নস্বরূপ একজন ভক্ত গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া শীঘ্র সম্পূর্ণ জীবন স্বরূপ ও নিয়তই অসীম প্রণয়ার্ণবে নিমগ্ন হইলেন ॥১৪৬॥

ভগবান্ আচার্য্য নামক এক মহাত্মা নিয়তকাল গৌরচন্দ্রের প্রতি প্রণত জগন্নাথ প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন ॥১৪৭॥

ইত্থং শ্রীপুরুষোত্তমে স্থিতবতি প্রত্যাসমাসীদ্ধ্বনিঃ
সর্ব্বাসাং বিদিশাং দিশাঞ্চ জনতা সোৎকণ্ঠমেবাগতা।
যে চান্যে খলু সত্যরাজসুমতিস্তদ্ভ্রাতৃপুত্রাদয়ো
যে চান্যে রঘুনন্দনো নরহরিঃ শ্রীমন্মুকুন্দাদিকঃ ॥১৪৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

এইরূপে শ্রীগৌরচন্দ্র পুরুষোত্তমে অবস্থান সংবাদে সমস্ত দিগ্বিদিকের লোক অত্যুৎকণ্ঠায় সমাগত হইল। সত্যরাজ ভ্রাতৃপুত্রাদি ও অন্যান্য যে সকল রঘুনন্দন নরহরি প্রভৃতি বহু ভক্তও সমাগত হইলেন ॥১৪৮॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ

একদা প্রাহ নাথোহয়ং নিজপাদপয়োরুহম্ ।
দ্রষ্টুং তত্রাগতান্ স্বীয়ানদ্বৈতপ্রমুখান্ জনান্ ॥১॥

আচার্য্য হে মহাবুদ্ধে হে পণ্ডিত মহাশয় ।
যদ্বদামি শৃণু শ্রীমজ্জগন্নাথবিচেষ্টিতম্ ॥২॥

শ্রীজগন্নাথদেবোহসৌ সদা সর্ব্বরসাশ্রয়ঃ ।
করোতি গুণ্ডিচাযাত্রাং বিলাসপরয়া ধিয়া ॥৩॥

গুণ্ডিচাগারগমনে বর্ত্মনঃ পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ ।
য এষ পুষ্পিতারামো রামণীয়কবানিহ ॥৪॥

বৃন্দারণ্য স্মৃতিকরমেনং বিদ্ধি বিশেষতঃ ।
তত্র গত্বা জগন্নাথো গুণ্ডিচামণ্ডপে প্রভুঃ ।
একাধিকাষ্টদিবসং বিহরং স্তত্র তিষ্ঠতি ॥৫॥

তদিমাং পরমাং যাত্রাং দেবাদ্যৈরপি দুর্লভাম্ ।
দ্রষ্টুং প্রত্যব্দমেবাত্রাগন্তব্যং হি ভবাদৃশৈঃ ॥৬॥

একদা গৌরচন্দ্র স্বীয় পাদপদ্মদর্শনার্থ ক্ষেত্রে সমাগত শ্রীঅদ্বৈতাদি নিজগণকে কহিলেন, হে আচার্য্য! হে মহাবুদ্ধে! হে পণ্ডিত মহাশয়! আমি জগন্নাথদেবের যাহা বর্ণন করিতেছি আপনারা তাহা শ্রবণ করুন ॥১॥২॥

এই জগন্নাথদেব সর্ব্বদা সকল রসের আশ্রয়, ইনি বিবিধ বিলাস বাসনায় গুণ্ডিচা যাত্রা করিয়া থাকেন ॥৩॥

গুণ্ডিচামন্দির গমনে পথের উভয় পার্শ্বস্থ এই পুষ্পিত উপবন সকল রমণীয়তাবিশিষ্ট। আপনারা জানিবেন এই উপবন বৃন্দাবনের স্মরণকারী। প্রভু গুণ্ডিচামণ্ডপে গমন করিয়া নয় দিবস বিহার করিয়া অবস্থিতি করেন। অতএব দেবাদিদুর্লভ এই গুণ্ডিচা যাত্রা দর্শনার্থ আপনারা প্রতি বৎসরই

ইতি স্বীয়বিলাসানাং দর্শনায় মহাপ্রভুঃ।
তানুবাচ কৃপাম্ভোধী রথযাত্রাচ্ছলেন সঃ ॥৭॥

ততঃ প্রভৃত্যেবমেতে রথস্য সময়ে প্রভুম্।
শ্রীগৌরচন্দ্রং দ্রষ্টুং তং প্রত্যব্দং যান্তি সস্পৃহম্ ॥৮॥

যৎ প্রত্যব্দং প্রযান্ত্যেতে দ্রষ্টুং গৌরাঙ্গসুন্দরম্।
তৎকথাং কিং সুরগুরোঃ শতং কথয়িতুং ভবেৎ ॥৯॥

তথাপ্যুৎকণ্ঠয়া শশ্বৎ প্রথয়ন্নবিশেষতঃ।
একবারস্য গমনং সমন্তাদ্বর্ণয়ামহে ॥১০॥

অদ্বৈতাচার্যদেবোঽসৌ শ্রীমচ্ছ্রীবাসপণ্ডিতঃ।
গৃহীত্বানেকশো লোকানন্যাব্দে গমনোৎসুকঃ ॥১১॥

প্রবৃত্তে মাধবে মাসি বহন্মলয়মারুতে।
রুতে কোকিলভৃঙ্গাদ্যৈশ্চারু তে গন্তুমুদ্যতাঃ ॥১২॥

প্রথমং হৃষ্টহৃদয়ঃ শ্রীমান্ শ্রীবাসপণ্ডিতঃ।
শ্রীগৌরচন্দ্রপ্রেমাতিনির্ভরস্নিগ্ধমানসঃ ॥১৩॥

এস্থানে আগমন করিবেন। কৃপানিধি গৌরচন্দ্র রথযাত্রাচ্ছলে এইরূপ স্বীয় বিলাস সকল দর্শন নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অনুমতি করিলেন। তদবধি অদ্বৈত প্রভৃতি, ভক্তগণ প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময়ে সস্পৃহ হইয়া গৌরচন্দ্রকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করেন। তাঁহারা যে প্রতি বৎসর গৌরাঙ্গসুন্দরকে দেখিতে আসিয়া থাকেন, সেইকথা শতশত বৃহস্পতিও কি বলিতে সক্ষম হয়েন ? ॥৪—৯॥

তথাপি নিরন্তর উৎকণ্ঠায় সবিশেষরূপে বিস্তার করিয়া একবারের গমনই সর্ব্বতোভাবে বর্ণন করিতেছি ॥১০॥

অদ্বৈতাচার্যদেব ও শ্রীবাসপণ্ডিত অনেক লোক সঙ্গে লইয়া অন্য এক বৎসর গমনোৎসুক হইলেন। বৈশাখমাসে বহমান মলয় বায়ু উপস্থিত হইলে

শ্রীবাসুদেবদত্তং তং শ্রীশিবানন্দসেনকম্।
হৃষ্ট উচে স্বহৃদয়ং মোদয়ন্ননয়োরপি ॥১৪॥

আগতোঽয়ং স সময়ো রথস্য তদ্দিনং কুরু।
প্রশস্তমস্মদ্গমনে যুবয়োরপি সাম্প্রতম্ ॥১৫॥

ততো যাত্রাদিনং কৃত্বা সর্ব্বে পরমসস্পৃহাঃ।
শ্রীনবদ্বীপগমনে বভূবুরতিসোৎসুকাঃ ॥১৬॥

শ্রীশচীং তাং ভগবতীং বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণীম্।
মাতরং সর্ব্বজগতো দদৃশুঃ পরমাশয়াঃ ॥১৭॥

স্থিত্বা দিনদ্বয়ং তত্র তৎস্নেহভরনির্বৃতাঃ।
শ্রীমদদ্বৈতদেবং তং দদৃশুর্বহুধোৎসুকম্ ॥১৮॥

ততো জগাদ মধুরমদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ।
যাত্রাদিনং যদ্যুষ্মাকং প্রশস্তং তন্মমাপি চ ॥১৯॥

কোকিল ও ভ্রমরাদির চারুশব্দ উদ্গত হইতে লাগিল, সমস্ত ভক্তগণ গমনোদ্যত হইলেন। শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রেমে অতি স্নিগ্ধমনা শ্রীবাস পণ্ডিত হৃষ্টচিত্তে প্রথমতঃ শ্রীবাসুদেব ও শ্রীমান্ শিবানন্দ সেন মহাশয়কে আনন্দিত করিয়া কহিলেন যে, এই সেই রথযাত্রার সময় উপস্থিত অতএব যাত্রার দিন স্থির করুন, যে দিন আমাদিগের ও আপনাদিগের গমনে প্রশস্ত। তৎপরে যাত্রার দিন স্থির করিতে সকলেই মহাভিলাষে শ্রীধাম নবদ্বীপ গমনে উৎসুক হইলেন এবং বিষ্ণুভক্তি স্বরূপিণী ভগবতী জগন্মাতা শচীদেবীকে পরমাশয়ে দর্শন করিলেন ॥১১—১৭॥

তৎপরে তদীয় স্নেহভরে সুস্থ হইয়া তথায় দুই দিবসকাল অবস্থান করিয়া অত্যন্তোৎসুকচিত্ত শ্রীঅদ্বৈতদেবকে দর্শন করিলেন ॥১৮॥

ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য সুমধুর স্বরে কহিলেন, তোমাদিগের যাত্রার যে দিন আমারও সেইদিন প্রশস্ত ॥১৯॥

ততঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে নৃত্যকীর্ত্তনতৎপরাঃ।
বভূবুস্তত্র গৌরাঙ্গচরণস্নেহনির্বৃতাঃ ॥২০॥

শ্রীমদদ্বৈত ঈশোঽপি চলিতঃ প
ভক্তিলীলারসস্যেব মর্য্যাদাপর্ব্বতো মহান্ ॥২১॥

ততঃ শ্রীহরিদাসোঽসৌ ভক্তিলীলামহাম্বুধৌ।
মগ্নো মহাপর্ব্বতবন্মৈনাক ইব বারিধৌ ॥২২॥

গুণকীর্ত্তনমেবাস্য সন্ততং মহিমার্ণবাৎ।
আহৃত্য সস্পৃহং চক্রে যঃ সোঽপ্যত্রৈব সম্মতঃ ॥২৩॥

তত এতে মহাত্মানো হরিদাসাদয়ো জনাঃ।
আচার্য্যপণ্ডিতাবাদৌ পুরস্কৃত্য যযুঃ সুখম্ ॥২৪॥

শ্রীবাসুদেবদত্তোঽপি শ্রীশিবানন্দসেনকঃ।
অন্যোন্যং পরমপ্রীতৌ তৎসঙ্গে যযতুর্মুদা ॥২৫॥

সকলেই প্রমুদিতচিত্তে নৃত্য গীত করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের পাদপদ্মের স্নেহাভিলাষে পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন ॥২০॥

ভক্তিরস ও লীলারসের মর্য্যাদা মহাপর্ব্বত স্বরূপ, ঈশ্বর শ্রীঅদ্বৈতও পরম উৎসুকে যাত্রা করিলেন ॥২১॥

সমুদ্রমগ্ন মহাপর্ব্বত মৈনাকের ন্যায় ভক্তি ও লীলা সমুদ্রমগ্ন শ্রীহরিদাসও গৌরাঙ্গদেবের মাহাত্ম্যসমুদ্র হইতে নিরন্তর গুণকীর্ত্তন আহরণ করিয়া সাভিলাষচিত্তে নীলাচল যাত্রায় সম্মত হইলেন ॥২২॥২৩॥

মহাত্মা হরিদাসাদি সমস্ত ভক্তগণ আচার্য্য ও পণ্ডিতকে অগ্রবর্ত্তি করিয়া সুখে গমন করিলেন ॥২৪॥

শ্রীবাসুদেব দত্ত ও শ্রীশিবানন্দ সেন পরস্পর মহাহর্ষে ইহাদিগের সঙ্গে গমন করিলেন ॥২৫॥

শ্রীবাসপণ্ডিতস্যায়াদনুজো রামপণ্ডিতঃ।
যস্য গানেন গৌরাঙ্গঃ সততং তদ্বশোঽভবৎ ॥২৬॥

শুচিঃ স্নিগ্ধমতিঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ পরমঃ প্রিয়ঃ।
মধুরঃ শান্তিমান্ সান্ত্বচাঃ পরমকোমলঃ ॥২৭॥

ততো মুরারিগুপ্তশ্চ প্রেমভক্তিরসার্ণবঃ।
দ্বিতীয় ইব তৎসঙ্গে দ্বিতীয়ঃ সম্মুদং যযৌ ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)

অথ তে শ্রীলগৌরাঙ্গচরণপ্রেমবিহ্বলাঃ।
তস্যৈব গুণনামাদি কীর্ত্তয়ন্তো মুদং যযুঃ ॥২৯॥

কীর্ত্তনং প্রাতরারভ্য সন্ধ্যায়ামথবা নিশি।
কুর্ব্বন্তি তেঽথ বিশ্রামং পথিকৃত্যং তথা ততঃ ॥৩০॥

এবং দিনং কীর্ত্তনেন নৃত্যেন চ মহাশয়াঃ।
বিনীয় বর্ত্মনি যযুঃ পরমোৎসুকচেতসঃ ॥৩১॥

শ্রীবাসপণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত যাঁহার গানে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সতত বশীভূত থাকিতেন, ইনিও এই সঙ্গে গমন করিলেন ॥২৬॥

পবিত্রাত্মা, স্নিগ্ধমতি, পরমপ্রিয় ও সুমধুর শান্তিমান্ এবং যিনি পরম কোমল সেই শ্রীমান্ মুকুন্দের সঙ্গে সঙ্গী হইয়া মহানন্দে গমন করিলেন ॥২৭॥২৮॥

ভক্তগণ শ্রীল গৌরাঙ্গদেবের পাদপদ্মের প্রেমে মহাবিহ্বল হইয়া তাঁহারই গুণনামাদি কীর্ত্তন করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন ॥২৯॥

ইহাঁরা সকলে প্রাতঃকালে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার সময় অথবা রাত্রিতে বিশ্রাম করেন। পথের অন্যান্য কার্য্য সকল সমাধা করিয়া পরম উৎসুক চিত্তে মহাত্মা ভক্তগণ পথিমধ্যে কীর্ত্তনানন্দে দিন যাপন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩০॥৩১॥

তেষাং তেষাং বাসরাণাং বর্ণনীয়ং ন কিঞ্চন।
সুখসাগর এবাসীৎ সর্ব্বা বিপ্লাবয়ন্ দিশঃ ॥৩২॥

এবং তে হর্ষপাথোধিকল্লোলাকুলমানসাঃ।
লালসা গৌরচরণে রেমুণায়াং যযুর্ম্মুদা ॥৩৩॥

অস্তাদ্রিমস্তকে ন্যস্য সমস্তকরমেব সঃ।
অর্কো বিষীদতি মুহুস্তেষাং দৃষ্টিমনাপ্নুবন্ ॥৩৪॥

তত্র তে নগরে শ্রীমদ্গোপীনাথং সমীক্ষিতুম্।
বিবিশুস্তৎপুরীং রম্যাং পুলকাক্তাঙ্গযষ্টয়ঃ ॥৩৫॥

দৃষ্ট্বা তন্মুখচন্দ্রং তে পরমাং প্রীতিমাযযুঃ।
নমস্কৃত্য মহাত্মানঃ কৃচ্ছ্রান্নিববৃতুর্ব্বহিঃ ॥৩৬॥

সেই দিবসের কথা কিছুই বর্ণন করিতে পারা যায় না, যেন সমস্ত দিক্‌কে আপ্লাবিত করিয়া সুমহান্ একটি আনন্দসাগরই উপস্থিত হইল ॥৩২॥

ভক্তগণ আনন্দ সাগরের মহাতরঙ্গে আকুলচিত্ত হইয়া সহর্ষে রেমুণায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্মেই নিয়ত লালসা ছিল ॥৩৩॥

তৎকালে এত আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল যে সূর্য্যদেবও অস্তাচলের মস্তকে কিরণমালা বিন্যাস করিয়া তাঁহাদের দর্শন না পাইয়াই যেন বিষাদ করিতেছিলেন অর্থাৎ রেমুণা গমনকালেই সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন ॥৩৪॥

ভক্তগণ পুলকিতাঙ্গ হইয়া শ্রীলগোপীনাথদেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সেই রমণীয় রেমুণা নগরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৩৫॥

সেই মহাত্মা ভক্তগণ শ্রীগোপীনাথের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং অতিকষ্টে তথা হইতে বহির্গত হইলেন ॥৩৬॥

প্রাতঃ প্রতস্থিরে সর্ব্বে সর্ব্বদোৎসুকচেতসঃ।
শ্রীগৌরচন্দ্রচরণদর্শনার্ত্তা মহাশয়াঃ।
তেষামোঘঃ স পরমঃ সততং সুখতন্ময়ঃ।
পারাবার ইবারেজে পারাবারবিবর্জিতঃ ॥৩৭॥

অদ্বৈতোঽয়ং নিধিরভূৎ শ্রীবাসো ভক্তিপর্ব্বতঃ।
অমৃতং কীর্ত্তনমভূৎ হরিদাসো মহামণিঃ ॥৩৮॥

তেষামন্যোন্যসংপ্রীতির্লক্ষ্মীরভবদুত্তমা।
হিণ্ডীরো যশসাং রাশিস্তেজশ্চ বড়বানলঃ ॥৩৯॥

কল্লোলো জয়নিস্বানস্তরঙ্গোনির্ভরাপ্লুতিঃ।
মীনাশ্চ পাদাঙ্গুলয়ো মুক্তাস্তন্নখপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥৪০॥

সর্পা অপি ভুজা আসন্ রক্ষাংসি দ্বীপসঞ্চয়াঃ।
আশ্চর্য্যকমলান্যাসন্ বদনানি বিভান্ত্যপি ॥৪১॥ (কুলকম্)

গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম দর্শনার্থ কাতর মহাত্মা ভক্তগণ সমধিক উৎসুক চিত্তে তথা হইতে প্রাতঃকালে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে পরমানন্দে তন্ময়চিত্তে ভক্তসকল সমুদ্রভিন্ন হইয়াও যেন দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৭॥

সমুদ্রমধ্যে যেমন বিবিধ বস্তুরাজী বিরাজমান থাকে, তাহার ন্যায় সেই ভক্তসমুদ্রের মধ্যে এই অদ্বৈত নিধি, শ্রীবাস ভক্তিপর্বত, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন অমৃত এবং হরিদাস মহামণি কৌস্তুভ হইলেন ॥৩৮॥

ভক্তগণের পরস্পর প্রীতিই উৎকৃষ্ট লক্ষ্মী, যশোরাশিই সমুদ্রের ফেন এবং তেজই বাড়বানল হইল ॥৩৯॥

জয়ধ্বনিই কল্লোল অর্থাৎ মহাতরঙ্গ, সমধিক আপ্লাবন অর্থাৎ বহুস্থান ব্যাপনই তরঙ্গ, পদাঙ্গুলিসকল মীন এবং নখপংক্তি সকলই মুক্তা হইল ॥৪০॥

ভুজ সকল সর্প, বক্ষঃস্থলসমুদায় দ্বীপরাজি এবং শোভমান বদনসমূহই কমল হইল ॥৪১॥

ততো জয়পুরে গ্রামে সার্ব্বভৌমো মহামতিঃ।
সমাগমেন তত্রৈব পরমোৎসুক আগতঃ ॥৪২॥

মুঞ্চন্নয়নয়োর্ব্বারি তান্ প্রতি স্নেহমেব তৎ।
বিভ্রৎপুলকসঙ্ঘেন সমন্তাদাকুলাং তনুম্ ॥৪৩॥

অদ্বৈতং তত্র দৃষ্ট্বাসৌ মহাত্মানং মহাশয়ঃ।
অস্তুবচ্ছ্লোকবন্ধেন স্বকবিত্বেন সৎকবিঃ ॥৪৪॥

অদ্বৈতায় নমস্তেঽস্তু মহেশায় মহাত্মনে।
যৎপ্রসাদেন গৌরাঙ্গচরণে জায়তে রতিঃ ॥৪৫॥

এবমুক্ত্বা পপাতাঽসৌ দণ্ডবদ্ধরণীতলে।
পুলকপ্রেমজড়িতো মহাত্মা ভাগ্যতোয়ধিঃ ॥৪৬॥

হরিদাসং সমালোচ্য ভক্তিমানভবন্মহান্।
দণ্ডবদ্ভুবি হৃষ্টোঽসৌ পতিত্বা পুলকাচিতঃ ॥৪৭॥

মহামতি সার্ব্বভৌম পরম উৎসুক হইয়া ভক্তগণের সহিত সম্মেলনার্থ জয়পুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৪২॥

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভক্তগণের প্রতি সমধিক স্নেহ প্রকাশপূর্ব্বক লোচনযুগলে অশ্রুমোচন করিতে করিতে বিপুল পুলকরাজিতে আকুলাঙ্গ মহাত্মা অদ্বৈতকে দেখিয়া সৎকবি মহাশয় শ্লোকবন্ধে বিরচিত স্বীয় কবিতা দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥৪৪॥

আপনি মহাত্মা মহেশরূপি অদ্বৈত, আপনাকে নমস্কার করি, আপনার প্রসন্নতায় শ্রীগৌরাঙ্গচরণে রতি জন্মিয়া থাকে ॥৪৫॥

সৌভাগ্যের সমুদ্রস্বরূপ মহাত্মা সার্ব্বভৌম এই বলিয়া পুলক ও প্রেমে জড়ীভূত হইয়া দণ্ডের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইলেন ॥৪৬॥

হরিদাসকে দেখিয়া হৃষ্ট এবং পুলকাকুল কলেবরে দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া ভক্তিনত হইলেন ॥৪৭॥

চকার ভূয়শঃ শ্রীমান্ প্রণামান্নতকন্ধরঃ।
কুলজাত্যনপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ ॥৪৮॥

ততঃ সগদ্গদাং বাচমুবাচ দ্বিজপুঙ্গবঃ।
পুলকৈঃ কণ্টকীভূতং বপুর্বিভ্রৎ গলৎক্লমঃ ॥৪৯॥

শ্রীগৌরচন্দ্রচরণকমলস্যাপ্যনাজ্ঞয়া।
বেদান্তান্যার্থকৃতয়ে তজ্‌জ্ঞানাং তারণায় চ ॥৫০॥

চিরাদধ্যাত্মযোগস্য ভাবনাশুষ্ককণ্ঠিনঃ।
এতয়া ভক্তিসুধয়া জীবয়ামীতি গম্যতে ॥৫১॥

অত্র প্রভো মৎপ্রতিজ্ঞাশ্রবণানন্তরং যথা।
বাচোবিলাসং মাকার্ষীর্বৃথাশ্রমমতিস্ফুটম্ ॥৫২॥

অথাপ্যুৎকণ্ঠয়া গন্তুকামং মাং করুণানিধিঃ।
প্রত্যুবাচ ন তে শক্তির্ভবিষ্যতি কথঞ্চন ॥৫৩॥

তখন শ্রীমান্ সার্ব্বভৌম "যাঁহাতে কুল ও জাতির অপেক্ষা নাই, সেই হরিদাসকে নমস্কার" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া নতকন্ধর হইয়া বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

দ্বিজরাজ সার্ব্বভৌম গতশ্রম এবং বিপুল পুলকে কণ্টকীভূত শরীর ধারণ করিয়া গদ্গদ অর্থাৎ অস্ফুটাক্ষরে কহিলেন ॥৪৯॥

"শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণ কমলের আজ্ঞা গ্রহণ না করিয়া আমি বেদান্তের সাকার ব্রহ্মস্থাপন করণার্থ এবং বেদান্ততত্ত্বজ্ঞদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তথা চিরকাল অধ্যাত্ম্যযোগের ভাবনায় শুষ্ককণ্ঠদিগকে এই ভক্তিসুধাদ্বারা জীবিত করিব, এই জন্য আমি গমন করিতেছি" ॥৫০॥৫১॥

এইরূপ আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণানন্তর এ বিষয়ে গৌরচন্দ্রের মুখচন্দ্র হইতে এই স্ফুটবাক্য নির্গত হইয়াছিল যে, "বৃথা পরিশ্রম করিও না"। তৎপরে অতিশয় উৎকণ্ঠাবশতঃ নিতান্তই গমনোদ্যোগি দেখিয়া করুণানিধি গৌরহরি

মাস্ম গা মা কৃথা ব্যর্থপরিশ্রমমিমং দ্বিজ।
যস্য নো বর্ত্ততে ভাগ্যং কিং তু ত্বং কারয়িষ্যসি ॥৫৪॥

তথাপ্যুৎকণ্ঠয়া যামি কাশীং পরমনিস্ত্রপঃ।
মনোরথো মে সফলো যথা স্যাত্তৎকৃপাং কুরু ॥৫৫॥

ইত্যুক্তবান্ সার্ব্বভৌমো ভূমিগীর্ব্বাণপণ্ডিতঃ।
নমস্কৃত্বা মহাভাগো জগাম সুখতন্ময়ঃ ॥৫৬॥

তত এতে মহাত্মানো রম্যাং যাজপুরীং যযুঃ।
কৃত্বা বৈতরণীস্নানং জগ্মুর্নগরমধ্যতঃ ॥৫৭॥

অথ প্রতাপরুদ্রেণ স্বপ্নং দৃষ্ট্বা মহাত্মনা।
প্রেষিতো যানমুত্থাপ্য তদীয়োঽদ্বৈতমানয়ৎ ॥৫৮॥

রাজসংভাষণং কর্ত্তুং গন্তুং মামিতি সংবিদন্।
কিং বদিষ্যতি নাথোঽসাবিতি চিন্তাকুলোভবৎ ॥৫৯॥

কহিলেন "কোন প্রকারেই আপনার তদ্বিষয়ে শক্তি হইবে না" হে দ্বিজ! আপনি গমন করিবেন না, বৃথা পরিশ্রম করিবেন না, আপনার সে ভাগ্য নাই, তদ্বিষয়ে আপনি কি করিবেন? এইকথা বলিয়া উৎকণ্ঠাধিক্যবশতঃ অতিশয় নির্লজ্জ হইয়াও আমি কাশী যাইতেছি, আমার মনোরথ যাহাতে সফল হয় তদ্বিষয়ে কৃপা করুন। ভূতলবৃহস্পতি সার্ব্বভৌম এইকথা বলিয়া অতিসুখে তন্ময়চিত্ত হইয়া নমস্কার করিয়া গমন করিলেন ॥৫২—৫৬॥

মহাত্মা ভক্তগণ রমণীয় যাজপুরী গমন করিয়া বৈতরণী নদীতে স্নান করিয়া নগর মধ্যে গমন করিলেন ॥৫৭॥

মহাত্মা প্রতাপরুদ্র স্বপ্ন দেখিয়া স্বীয় যানে আরোহণ করাইয়া অদ্বৈতকে আনয়ন করিলেন ॥৫৮॥

আমি রাজসম্ভাষণ করিতে যাইতেছি ইহা জানিতে পারিলে, গৌরচন্দ্র আমাকে কি বলিবেন এইরূপ চিন্তায় আকুল হইলেন। অদ্বৈতপ্রভু ঈশ্বর

ঈশ্বরোপ্যেষ গৌরাঙ্গচন্দ্রভীত্যাশু বেপিতঃ।
শ্রীবাসুদেবদত্তং তং নিনায় নিজসঙ্গতঃ ॥৬০॥ (যুগ্মকম্)

কেচিৎ তৎসঙ্গতো জগ্মুরদ্বৈতানুগতা জনাঃ।
কটকস্য পথা তে চ শ্রীগৌরচরণাশ্রয়াঃ ॥৬১॥

অন্যে তু হরিদাসাদ্যা মহাত্মনো মহাশয়াঃ।
শ্রীবাসং পুরতঃ কৃত্বা হংসেশ্বরপথৈর্যযুঃ ॥৬২॥

তদ্দিনং তত্র সংনীয় দৃষ্ট্বা চ তমুমাপতিম্।
প্রাতরুত্থায় সুখিতা পরিতস্তে মুদা যযুঃ ॥৬৩॥

কিয়দ্দূরে হি তে তিষ্ঠন্ শ্রীবাসপ্রমুখা জনাঃ।
নিকটং গচ্ছতাং তেষামুৎকণ্ঠা দ্বিগুণাভবৎ ॥৬৪॥

বিলোকিতব্যা গৌরাঙ্গনখচন্দ্রচ্ছটা ইতি।
অদ্বৈতোঽপি ততস্তত্র মিলিতোঽভূন্মহামতিঃ ॥৬৫॥

হইলেও গৌরচন্দ্রের ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া শ্রীবাসুদেব দত্তকে নিজের সঙ্গে লইলেন ॥৫৯—৬০॥

গৌরাঙ্গ পদাশ্রিত কয়েকজন ভক্ত অদ্বৈতের অনুগামী হইয়া সেইসঙ্গেই কটক পথে গমন করিলেন ॥৬১॥

অন্যদিকে মহাত্মা হরিদাসাদি ভক্তগণ শ্রীবাসপণ্ডিতকে অগ্রে করিয়া হংসেশ্বরপথে গমন করিলেন ॥৬২॥

ভক্তগণ উমাপতির দর্শন করিয়া সেই দিন তথায় যাপন করিয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সুখে হর্ষে গমন করিলেন ॥৬৩॥

শ্রীবাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কিয়দ্দূর গমন করিয়া অবস্থিতি করিলেন, তাঁহাদিগের নিকটে অন্যান্য ভক্তগণ সমাগত হইলে শ্রীবাসাদির উৎকণ্ঠা দ্বিগুণতর হইল ॥৬৪॥

"গৌরাঙ্গের নখচন্দ্রের ছটা দর্শন করিতে হইবে" এই বাসনায় মহামতি

একত্রৈব মিলিত্বা তে যযুঃ কমলকে পুরে ।
মুদা পরময়া যুক্তাঃ কীর্ত্তয়ন্তোঽভিতোঽভিতঃ ॥৬৬॥

নদীমাসাদ্য সুস্নাতাঃ প্রাসাদং দদৃশুর্মুহুঃ ।
ঔত্তুঙ্গেন বিবস্বন্তং নভস্থং পাতয়ন্নিব ॥৬৭॥

তেজসা কোটিসূর্য্যাভঃ সুধয়া চ সমন্বিতঃ ।
স নীলপর্ব্বতপতেঃ প্রাসাদঃ সুখদর্শনঃ ॥৬৮॥

সুখদঃ সর্ব্বভূতানাং তৈরদর্শি মহাশয়ৈঃ ॥৬৯॥

দৃষ্টা প্রাসাদমুত্তুঙ্গং তুঙ্গরোমাঞ্চসঞ্চয়ৈঃ ।
হর্ষস্তেষাং সমজনি তৎসমো ভৃশমুচ্ছ্রিতঃ ॥৭০॥

বিলোক্য হর্ষসন্দোহনির্ভরাঃ স্ফূর্ত্তিবিহ্বলাঃ ।
নমশ্চক্রুর্মহাত্মানো হরিকীর্ত্তনতৎপরাঃ ॥৭১॥

অদ্বৈতও তথায় মিলিত হইলেন এবং একত্র মিলিত হইয়া সকলে পরমানন্দে সম্যক্ হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া কমলপুরে গমন করিলেন ॥৬৫॥৬৬॥

পথে নদীপ্রাপ্ত হইয়া তথায় সুন্দররূপে স্নানক্রিয়া সমাপন করিয়া বারম্বার উত্তুঙ্গ চূড়াশিখরদ্বারা আকাশস্থ সূর্যদেবকেই যেন পাতিত করিতেছে এবং কোটি কোটি সূর্য্যতুল্য তাহার তেজোরাশি ও সুধাযুক্ত সেই সুদৃশ্য ও সর্ব্বপ্রাণীর সুখজনক নীলাচলপতি জগন্নাথদেবের প্রাসাদ শ্রীমন্দির, মহাত্মা ভক্তগণ দর্শন করিলেন ॥৬৭—৬৯॥

সেই উত্তুঙ্গ প্রাসাদ দেখিয়া ভক্তগণের অঙ্গেও তুঙ্গ রোমাঞ্চরাজি উত্থিত হওয়ায় যেন সমধিক হর্ষও প্রাসাদ সদৃশ সমুন্নত হইল ॥৭০॥

হরিসঙ্কীর্ত্তন তৎপর মহাত্মা ভক্তগণ শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া পরমানন্দ সন্দোহে বিহ্বল হইয়া নমস্কার করিলেন ॥৭১॥

অথ প্রাপ্য মহাত্মাসৌ মালাং পরমপাবনীম্।
শ্রীগৌরচন্দ্রপ্রহিতাং মুমুদেঽদ্বৈত ঈশ্বরঃ ॥৭২॥

কীর্ত্তয়দ্ভির্নিরবধি প্রেমহৃষ্টৈর্মহাত্মভিঃ।
অদ্বৈতোঽপি সুখাবিষ্টো নটনায়োপচক্রমে ॥৭৩॥

নৃত্যন্নসৌ কীর্ত্তয়ন্তস্তেঽপি গৌরাঙ্গলালসাঃ।
নরেন্দ্রাখ্যসরস্তীরমাসাদ্য সুখমাযযুঃ ॥৭৪॥

অথ ভূয়োঽপি গোবিন্দান্মালামাসাদ্য পাবনীম্।
অদ্বৈতস্তন্নিগদিতং শুশ্রাব ভৃশমুৎসুকঃ ॥৭৫॥

সমুদ্রতটসংস্থস্য নিদেশোঽয়ং মহাপ্রভোঃ।
উপবাসোঽস্তি বিহিতো নাত্র যুষ্মাকমাগমঃ ॥৭৬॥

ভবিষ্যতি হি তত্রৈব পুণ্ডরীকাক্ষ ঈক্ষ্যতাম্।
অহং তত্রৈব যাস্যামি বিলম্বেন সুনিশ্চিতম্
ভবিষ্যতি সমালাপস্তত্র মিশ্রালয়ান্তরে ॥৭৭॥

মহাত্মা ঈশ্বর অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের প্রেরিত পরম পবিত্রকারিণী মালা প্রাপ্ত হইয়া মহাহৃষ্ট হইলেন ॥৭২॥

হরিকীর্ত্তনপরায়ণ ও নিরবধি প্রেমহৃষ্ট মহাত্মা ভক্তগণের সহিত অদ্বৈতও সুখাবিষ্ট হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন ॥৭৩॥

অদ্বৈত নৃত্যারম্ভ করিলে অন্যান্য ভক্তগণও গৌরাঙ্গের প্রতি লালসাযুক্ত হইয়া নরেন্দ্রনামক সরোবরের তীর প্রাপ্ত হইয়া সুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥৭৪॥

অদ্বৈত পুনর্ব্বার গোবিন্দের নিকট হইতে পবিত্র মালা প্রাপ্ত হইয়া সমধিক উৎসুকচিত্তে সেই বাক্য শ্রবণ করিলেন ॥৭৫॥

সমুদ্রতটসংস্থিত মহাপ্রভুর এই অনুমতি যে এই শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছ তোমাদের উপবাস কর্ত্তব্য অতএব এই সমুদ্রতীরে আমার নিকটে আসিবা

ইতি শ্রুত্বাদ্বৈত ঈশো মায়েষেতি বিতর্কয়ন্।
তথৈবানুমতিং চক্রে তদ্বশোঽসৌ যতঃ স্বয়ম্ ॥৭৮॥

মুরারিগুপ্তোঽথ মহানির্ব্বেদপরয়া ধিয়া।
পতিত্বা দণ্ডবদ্ভূমৌ রুদন্নিদমভাষত ॥৭৯॥

দীনোঽয়ং দুঃখিততমো জীবলোকঃ সুপামরঃ।
এতাবদ্দূরমানীতো ভবদ্ভির্মহিতাশয়ৈঃ ॥৮০॥

ন পারয়েঽহং ব্রজিতুং ন শক্তির্মম বর্ত্ততে।
ন সাহসং মেঽস্তি তাবদ্‌দ্রষ্টুং জগদধীশ্বরম্
ভবদ্ভির্জ্ঞাপিতে পশ্চাদ্‌গন্তুং শক্তির্ভবিষ্যতি ॥৮১॥

ইত্যুক্তা বহুনির্ব্বিন্নো দুঃখী তত্রৈব সুস্থিরঃ ॥৮২॥

না, সেই স্থানেই শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিবা আমি কিছু বিলম্বে তথায় নিশ্চয় যাইব। মিশ্রের গৃহে আমার সহিত সম্যক্‌রূপে আলাপ হইবে ॥৭৬॥৭৭॥

অদ্বৈত ঈশ্বর এই কথা শুনিয়া "ইহামায়া" এইরূপ বিতর্ক করিয়া সেই বিষয়েই অনুমতি করিলেন, যেহেতু স্বয়ং প্রভু তাঁহারই বশীভূত ॥৭৮॥

মুরারি গুপ্ত মহানির্ব্বেদপর অর্থাৎ সমধিক কাতরবুদ্ধিতে ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে এই কথা কহিলেন ॥৭৯॥

আমি দীন ও অত্যন্ত দুঃখী জীব সমধিক পামর, তবে আমাকে এতদূরে তাদৃশ মহাশয়গণই আনিয়াছেন। আমি আর চলিতে পারিনা। আর আমার শক্তি নাই এবং আমার ততদূর সাহসও নাই যে, জগদীশ্বর জগন্নাথ-দেবকে দর্শন করিব আপনারা যদি প্রভুকে এ বিষয় জ্ঞাপন করেন তাহা হইলে পশ্চাৎ গমন করিতে আমার শক্তি হইবে ॥৮০॥৮১॥

এই বলিয়া সুদুঃখিত মুরারিগুপ্ত অতিশয় দীন হইয়া সেই স্থানেই সুস্থির হইয়া থাকিলেন ॥৮২॥

তদনন্তরমদ্বৈতপ্রমুখাস্তে মহাশয়াঃ।
পুণ্ডরীকাক্ষযুগলমীক্ষাং চক্রুর্জগৎপতেঃ ॥৮৩॥

মহোরসং মহাবাহুং বিশালায়তলোচনম্।
তং বিলোক্য জগন্নাথং মুদমাপুর্মহত্তরাম্ ॥৮৪॥

অথ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রশ্চন্দ্রকোটির্মহোজ্জ্বলঃ।
উদিয়ায় সুখাবিষ্টঃ স্রবদশ্রুভরপ্লুতঃ ॥৮৫॥

পাদন্যাসৈর্দলন্ ভূমিং মত্তপদ্মীন্দ্রবিক্রমঃ।
মত্তসিংহমহোল্লাসো লসদাজানুদোর্দ্বয়ঃ ॥৮৬॥

জঙ্গমঃ কাঞ্চনগিরিঃ সাক্ষাদিব সুধাকরঃ।
গলদশ্রুঝরাসারঝরনির্ঝরসঞ্চয়ঃ।
সুধাংশুকোটির্যুগপদেকীভূয় সমুদ্গতঃ।
বিকিরন্ সততাসারাং পীযূষদ্রবদীর্ঘিকাম্ ॥৮৭॥

সিন্দূরারুণকৌপীন-বহির্ব্বাসঃ সুশোভিতঃ।
উরুদ্বন্দ্ববিনির্ধূতরম্ভাস্তম্ভযুগদ্যুতিঃ ॥৮৮॥

মহাত্মা অদ্বৈতাদি ভক্তগণ জগৎপতি পুণ্ডরীকাক্ষযুগল অর্থাৎ জগন্নাথদেবকে দর্শন করিলেন এবং সেই মহাবাহু ও সুবিশাল লোচন জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া ভক্তগণ মহাহর্ষ লাভ করিলেন ॥৮৩॥৮৪॥

অনন্তর কোটি কোটি চন্দ্রের ন্যায় মহোজ্জ্বল শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র সুখাবিষ্ট ও বিগলিত অশ্রুধারায় আপ্লুতাঙ্গ হইয়া আসিয়া উদিত হইলেন ॥৮৫॥

যিনি পাদন্যাসে ভূমিকে বিদলিত করিতেছেন, যাঁহার বিক্রম মত্ত-পদ্মীন্দ্র অর্থাৎ গজরাজের ন্যায়, যাঁহার উল্লাস মত্তসিংহের তুল্য আজানুলম্বিত বাহুযুগল শোভমান, যিনি জঙ্গম অর্থাৎ সচল কাঞ্চনগিরি সুমেরু ও সাক্ষাৎ সুধাকরের ন্যায় এবং বিগলিত অশ্রুধারা বর্ষণে যাঁহার অঙ্গ যেন নির্ঝর সমূহে পরিব্যাপ্ত বোধ হইতেছে, যেন কোটি কোটি শশধর যুগপৎ

নখেন্দুসুন্দরজ্যোৎস্নাপীযূষচ্ছটয়া তয়া।
প্রকাশয়ন্ পুণ্যবতীং রসাং রসপয়োনিধিঃ ॥৮৯॥

মুখচন্দ্রস্নিগ্ধসান্দ্রজ্যোৎস্নাস্নপিতদিঙ্মুখঃ।
সুখসাগর এবান্যো মূর্ত্তিমান্ কম্বুকন্ধরঃ ॥৯০॥

সিংহগ্রীবো মহাপীনবক্ষঃস্থলবিলোভনঃ।
ক্ষীণাবলগ্নসংলগ্নকটিসূত্রমনোহরঃ ॥৯১॥

'নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে' ইতি ব্রহ্মস্তবং পঠন্।
স্বয়মদ্বৈতদেবং তং প্রণনাম মহাপ্রভুঃ ॥৯২॥

অদ্বৈতোঽপি সুখাবিষ্টো হৃষ্টরোমা ননাম তম্।
দ্বয়োস্তবননত্যাদৌ দ্বৌ ন প্রভবতঃ ক্ষণম্ ॥৯৩॥

একত্র হইয়া উদিত হইয়াছেন, যাহাতে সততই ধারা সম্পাত হয়, তাদৃশ অমৃত দ্রবের দীর্ঘিকাকেই যেন বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। যিনি সিন্দূরের ন্যায় অরুণবর্ণ কৌপীন ও বহির্বাসে সুশোভিত, যাঁহার উরুযুগল রম্ভাস্তম্ভ অর্থাৎ কদলীবৃক্ষ যুগলের দ্যুতিকে তিরস্কার করিতেছে, নখচন্দ্রের সুন্দর চন্দ্রিকা-রূপ প্রসিদ্ধ অমৃত ছটায় যে রসসমুদ্র গৌরচন্দ্র রসা অর্থাৎ পৃথিবীকে পুণ্য-বতীরূপে প্রকাশ করিতেছেন, সমস্ত দিঙ্মণ্ডল যাঁহার মুখচন্দ্রের স্নিগ্ধ ও নিবিড় জ্যোৎস্নায় স্নপিত হইতেছে, সুখসাগরে যিনি দ্বিতীয় মূর্ত্তিমান্ কম্বুকন্ধর, যিনি সিংহগ্রীব এবং যাঁহার পীনবক্ষঃস্থলে সকলেই বিলোভিত হইতেছেন, যাঁহার অতি ক্ষীণ মধ্যদেশে মনোহর কটিসূত্র সংলগ্ন হইয়াছে, সেই গৌরচন্দ্র "নৌমীড্য তে ঽবভ্র বপুষে" এই ভাগবতোক্ত ব্রহ্মস্তুতি পাঠ করিয়া স্বয়ং অদ্বৈতকে প্রণাম করিলেন ॥৮৬-৯২॥

অদ্বৈত সুখাবিষ্ট ও পুলকিতাঙ্গ হইয়া গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন এবং দুইজনে দুইজনকেই স্তুতি নতি করিয়া ক্ষণকালও সুস্থ হইতে পারেন নাই, অর্থাৎ অনবরতই পরস্পর স্তুতি নতি করিতে লাগিলেন ॥৯৩॥

তয়োর্গলদ্বারিধারা-লক্ষমুক্তাস্রজো মুহুঃ।
আসীৎ প্রণামস্তুতিভিঃ কোঽপি কালঃ সুখাবহঃ ॥৯৪॥

ততো মহাপ্রভুর্ধৃত্বা শ্রীবাসস্য পদাম্বুজম্।
বহুধা বিহ্বলো ভূত্বা চকার স্তুতিমুত্তমাম্ ॥৯৫॥

সোঽপি দ্বিজাগ্র্যো বিকলো মর্ত্তুকাম ইবাভবৎ।
ননাম ভূরিসুকৃতো বচনেনাস্তবদ্ভৃশম্ ॥৯৬॥

ততোঽস্যাবরজো রামপণ্ডিতোঽতিমহাশয়ঃ।
শ্রীবাসুদেবদত্তোঽপি নেমতুর্যুগপৎ প্রভুম্ ॥৯৭॥

তৌ জগ্রাহ ভুজস্তম্ভযুগলেন মহাপ্রভুঃ।
শ্রীশিবানন্দসেনোঽপি তৎপশ্চাদনমন্মুদা ॥৯৮॥

মুহুর্মুহু বিগলিত নেত্রজলধারারূপ লক্ষ মুক্তামালায় উভয়েই বিভূষিত হইয়াছিলেন। উঁহাদিগের প্রণাম ও স্তুতিতে সেই কাল অতিশয় সুখকর হইয়া উঠিল। উভয়ে উভয়কে প্রণাম ও স্তব করিয়াছিলেন। উভয়েরই নেত্রযুগলে প্রেমাশ্রু পতিত হওয়ায় মুক্তাহারের ন্যায় প্রতীত হইয়াছিল। এবং প্রণতি স্তুতিতে কোন এক কাল সুখাবহ হইয়া উঠিল তাৎপর্য্য এই যে বহু সময় মহাপ্রেমে দুইজন দুইজনকে প্রণাম ও স্তব করিলেন ॥৯৪॥

মহাপ্রভু বিহ্বল হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণ ধারণ করিয়া বহুবিধ উত্তম স্তব করিলেন ॥৯৫॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুণ্যবান্ শ্রীবাস পণ্ডিতও বিকল হইয়া যেন তৎকালে মরণাভিলাষীই হইলেন এবং ভূমিতে পতিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥৯৬॥

শ্রীবাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত মহাশয় তথা শ্রীবাসুদেব দত্ত উভয়েই এক কালে মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন ॥৯৭॥

মহাপ্রভুও দুইজনকে ভুজরূপ স্তম্ভযুগল দ্বারা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে

গঙ্গাজলস্থ চ পুরো ভাণ্ডদ্বয়মথানয়ৎ ॥৯৯॥

তত্তু দৃষ্ট্বা কৃপাম্ভোধির্গঙ্গামাহাত্ম্যমুজ্জগৌ।
উবাচ মধুরং চানুদন্তদ্যোতোজ্জ্বলাধরঃ ॥১০০॥

স্নানোৎসবায়ৈকমিদং মহ্যমেকং চ দীয়তাম্।
তদ্দ্বয়ং শ্রীবাসুদেব-শ্রীশিবানন্দয়োঃ পৃথক্ ॥১০১॥

উভয়োরেব বিজ্ঞায় বাসনাং পুনরুক্তবান্।
তয়োরর্দ্ধং বিভজ্যাদৌ জগন্নাথায় দীয়তাম্।
অন্যদর্দ্ধং ততোঽত্রৈব স্থাপ্যতামিতি স প্রভুঃ ॥১০২॥

অথ শ্রীমান্ কৃপাম্ভোধিঃ প্রপচ্ছ বিস্ময়ান্বিতঃ।
মুরারিঃ ক্ব মুরারিঃ ক্ব ক্বাসৌ সত্বরমানয় ॥১০৩॥

ইতি শ্রুত্বা প্রধাবন্তঃ শতশো ভৃশমুৎসুকাঃ।
সত্বরং তত্র গত্বা চ নরেন্দ্রসরসস্তটে ॥১০৪॥

শিবানন্দ সেনও মহাহর্ষে প্রণাম করিয়া দুইভাণ্ড গঙ্গাজল মহাপ্রভুর অগ্রে স্থাপন করিলেন ॥৯৮॥৯৯॥

কৃপানিধি গৌরচন্দ্রও তদ্দর্শনে গঙ্গামাহাত্ম্য উচ্চারণপূর্ব্বক দর্শন করিলে অধর যুগল উদ্দীপিত করিয়া সুমধুর বাক্যে কহিলেন, একটি জলপাত্র জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রার নিমিত্ত রাখিয়া দাও, অপর পাত্রটি আমাকে দাও। তৎপরে শ্রীবাসুদেব দত্ত ও শ্রীশিবানন্দ সেন এই দুই জনের মধ্যে দুইয়ের পৃথক্‌রূপ বাসনা জানিতে পারিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন যে, দুই ঘটের অর্দ্ধাংশ জগন্নাথদেবকে দাও, অর্দ্ধেক এইস্থানে রাখ, কারণ উভয়েরই ইচ্ছা এক ঘট জলের অর্দ্ধ স্নানযাত্রায় দিব ও অন্য অর্দ্ধ মহাপ্রভুকে দিব ॥১০০-১০২॥

কৃপানিধি শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মুরারি কোথায়? মুরারি কোথায়? শীঘ্র লইয়া আইস ॥১০৩॥

এই কথা শুনিয়া শত শত ভক্ত অতিশয় উৎসুকচিত্তে ধাবিত হইয়া

বিহ্বলং পতিতং ভূমৌ রুদন্তং দীনচেতসম্।
দদৃশুস্তে তথৈবোচুঃ শীঘ্রমাগম্যতামিতি ॥১০৫॥

তথা নিশম্য তদ্বাক্যং মুরারিঃ পরমোৎসুকঃ।
বিহ্বলোঽশ্রুজলৈঃ শশ্বদাপ্লুতো ধূলিধূসরঃ ॥১০৬॥

তথৈব বিরুদন্ ভূরিকাকুপ্রোক্তৈর্মহাশয়ঃ।
যযৌ পরমনির্ব্বিণ্ণ প্রাণপ্রভুমবেক্ষিতুম্ ॥১০৭॥ (যুগ্মকম্)

স্তম্ভঘর্ম্মাম্বুভিঃ শশ্বৎ স্খলৎপদযুগঃ পতন্।
সম্বীতস্যৈব চেলস্য গলে বদ্ধার্দ্ধমঞ্চলম্।
দন্তে নিধায় বহুধা তৃণানি তৃণবদ্ব্রজন্।
গলদশ্রুপয়োযুক্তবক্ষোমৌক্তিকহারধৃক্।
প্রেমান্ধ ইব তত্রৈব চিরং প্রভুমলোকয়ৎ ॥১০৮॥

নরেন্দ্র সরোবরের তটে উপস্থিত হইয়া মুরারিকে বিহ্বল ও দীনচিত্তে ভূমিতে পতিত হইয়া রোদন করিতে দেখিয়া কহিলেন যে, আপনি শীঘ্র আগমন করুন ॥১০৪॥১০৫॥

মহাত্মা মুরারি ঐ কথা শুনিয়া পরম উৎসুক, বিহ্বল, নিরন্তর অশ্রুজলে আপ্লুত ও ধূলি ধূসর হইয়া রোদন করিতে করিতে ভূরি ভূরি কাকুবাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রাণপ্রভু গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। ॥১০৬॥১০৭॥

মুরারি গুপ্ত স্তম্ভ ও ঘর্ম্মজলে নিয়ত পাদস্খলন হওয়ায় পতিত হইয়া পরিহিত বস্ত্রেরই অর্দ্ধাঞ্চল গলে বন্ধন করিয়া তৃণবৎ লঘুগতিতে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া বিগলিত নেত্রজলে বক্ষঃস্থলে মুক্তাহারের ন্যায় গ্রহণপূর্ব্বক যেন প্রেমান্ধ হইয়াই সুদীর্ঘকাল প্রভুর দর্শন করিতে লাগিলেন ॥১০৮॥

সবাষ্পকণ্ঠং কিমপি বক্তুং শক্তো নচ ক্ষণম্ ।
তথাপি গদ্‌গদোদ্‌গারলক্ষকাকূক্তিবানসৌ ।
দধার চরণাম্ভোজে প্রভোঃ পরমদীনধীঃ ।
তৎপাদাম্বুজযুগ্মং তৎ সিষেচ খলু ভূয়শঃ ।
লোচনদ্বয়নির্গচ্ছদশ্রুধারাসমুচ্চয়ে ॥১০৯॥

সোঽপি প্রভুস্তস্য পৃষ্ঠং সিষেচ নয়নোদ্‌ভবৈঃ ।
অম্ভোভিরায়তারক্তলোচনাম্বুরুহদ্বয়ঃ ॥১১০॥

তত্রস্থঃ সকলো লোকস্তস্য রোদনকাকুভিঃ ।
অরুদৎ তৎসম ইব তন্ময়ঃ সময়োঽভবৎ ॥১১১॥

প্রভুশ্চ তৎ কাকুবাদং রোদনং চ মহত্তরম্ ।
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা ক্ষণমপি ন সেহে বিকলোঽভবৎ ॥১১২॥

বাষ্পদ্বারা রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া যদিও ক্ষণকাল কিছু বলিতে পারিলেন না তথাপি গদ্‌গদাক্ষরে লক্ষ লক্ষ কাকুবাক্য প্রয়োগ করিয়া অতিশয় দীনচিত্তে প্রভুর পাদপদ্মদ্বয় ধারণ করিলেন এবং সেই পাদপদ্মযুগলকে বিগলিত অশ্রুধারা সমূহেই বারম্বার সেচন করিতে লাগিলেন ॥১০৯॥

সুবিশাল কমললোচন গৌরচন্দ্রও নয়নোদ্ভূত জলদ্বারা মুরারির পৃষ্ঠ-দেশকে সেচন করিতে লাগিলেন ॥১১০॥

ঐ স্থানে যে সকল লোক ছিলেন মুরারির রোদন ও কাকুক্তি দ্বারা তাঁহারা যেন তৎসদৃশ হইয়া রোদনপরায়ণ হইলেন সুতরাং সেই সময়ও যেন তন্ময় অর্থাৎ মুরারিময় হইয়া উঠিল ॥১১১॥

তখন মহাপ্রভুও মুরারির কাকুবাদ ও সুমহৎ রোদন দেখিয়া শুনিয়া ক্ষণকাল সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বিকল হইয়া পড়িলেন ॥১১২॥

তেতা বভৌ তত্র নাথোঽদ্বৈতাদিকসমন্বিতঃ।
স্নিগ্ধো রাকানিশানাথ ইব নক্ষত্রমণ্ডিতঃ ॥১১৩॥

উদ্যদ্বিদ্রুমশোণাস্য-হাস্যরঞ্জিতচন্দ্রিকঃ।
স্বাঙ্গজ্যোৎস্নাচ্ছটা-শশ্বৎ-স্নাপিতাশাবধূমুখঃ ॥১১৪॥

অথ তে কৃষ্ণচৈতন্যচরণাসবলম্পটাঃ।
স্নানযাত্রাদর্শনায় বভূবুরনিশোৎসুকাঃ ॥১১৫॥

একাদশ্যাং চ দদৃশুর্বিবাহোৎসবমুৎসুকাঃ।
ততশ্চ পূর্ণিমায়াং তে স্নানযাত্রাঞ্চ পাবনীম্ ॥১১৬॥

তত্র নীলগিরৌ রম্যে সৌধাট্টালকগোপুরে।
পুরে মহিতসৌন্দর্য্যে রমণীয়ে সুখাবহে।
শুভ্রাবভ্রংলিহসশ্রাকপ্রাসাদবতি কশ্চন।
স্নানমঞ্চঃ সঞ্চরতি সুধাভিরনুরঞ্জিতঃ ॥১১৭॥

তৎপরে রাকানিশাপতি অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র যেরূপ নক্ষত্রমালায় পরিশোভিত হয়েন, তদ্রূপ গৌরচন্দ্রও অদ্বৈতাদি ভক্তগণ সমন্বিত হইয়া পরম সুশোভিত হইলেন ॥১১৩॥

আহা! যাঁহার শোভমান্ বিদ্রুম অর্থাৎ প্রবাল সদৃশ রক্তবর্ণ অধরের হাস্যই সুরঞ্জিত চন্দ্রিকা, সেই গৌরাঙ্গদেব নিজাঙ্গের ছটাতেই নিয়ত কাল দিগ্বধূর বদনমণ্ডলকে সিক্ত করিতেছেন ॥১১৪॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণাসবলম্পট অর্থাৎ চরণপদ্মের মধুমত্ত ভক্তগণ স্নানযাত্রা দর্শনার্থ নিরন্তর উৎসুকচিত্ত হইলেন ॥১১৫॥

ভক্তগণ পরম উৎসুক হইয়া একাদশীতে বিবাহোৎসব এবং পূর্ণিমাতে পবিত্রকারিণী স্নানযাত্রাও দর্শন করিলেন ॥১১৬॥

যাহার গোপুর অর্থাৎ পুরদ্বারে সৌধসুধা অর্থাৎ চূর্ণলিপ্ত অট্টালিকা শোভা পাইতেছে, যাহার সৌন্দর্য্য অতীব সুদৃশ্য এবং শুভ্রবর্ণ অভ্রংলিহ

ততঃ পূর্ব্বেত্যুরস্তাদ্রিং দ্যুমণৌ যাতি সুন্দরম্।
তং মঞ্চং মণ্ডিতং কর্ত্তুমারেভে তৎপরো জনঃ ॥১১৮॥

তথৈব তত্র কলয়া হীনঃ পূর্ণবদুদ্‌গতঃ।
ররাজ রজনীকান্তঃ কান্তয়ংস্তৎ পুরং মহৎ ॥১১৯॥

স্নানমঞ্চমপি শ্রীমান্ সুধাংশুঃ সুধয়ান্বিতঃ।
করৌ সংমার্জ্জয়ামাস সেবাপর ইব প্রভোঃ ॥১২০॥

জালেন মহতা রাজৎক্ষুদ্রঘণ্টাসুঘর্ঘরৈঃ।
সতোরণেন দীব্যেন পুষ্পমাল্যৈরনেকধা ॥১২১॥

মণ্ডিতে স্নাননিলয়ে তচ্ছোভানাং সমুদ্‌গমে।
তাভূৎ ক ইব নির্বাচ্যো জগজ্জনমনোরমঃ ॥১২২॥

অর্থাৎ মেঘের ন্যায় শোভাযুক্ত, যাহার প্রাসাদ রমণীয় নীলগিরির উপরিস্থিত সেই সুরম্য ও সুখাবহপুর মধ্যে কোন এক আশ্চর্য্য স্নানমঞ্চ সুধানুরঞ্জিত হইয়া যেন সঞ্চরণ করিতেছে অর্থাৎ সুধাকিরণে বোধ হইতেছে, যেন স্নানমঞ্চ অচল হইয়াও সচল হইয়াছে ॥১১৭॥

পূর্ব্বদিনে সূর্য্যদেব অস্তগত হইলে সেবাপরায়ণ জনসকল সুশোভিত সেই মঞ্চকে অলঙ্কৃত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১১৮॥

এক কলাহীন অর্থাৎ চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের মত পূর্ণবৎ উদিত হইয়া মঞ্চ সেই মহৎপুরকে সুদৃশ্য করিয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥১১৯॥

সুধাযুক্ত শ্রীমান্ সুধাংশু শশধরও যেন প্রভুর সেবাপরায়ণ হইয়া স্বীয় কররূপ কিরণদ্বারা স্নানমঞ্চকে সম্মার্জিত করিতে লাগিলেন ॥১২০॥

সুবৃহৎ জাল, শোভমান ক্ষুদ্র ঘণ্টায় সুশ্রাব্য মর্মর ধ্বনি, এবং পুষ্পমাল্য দ্বারা বিবিধ প্রকারে সুসজ্জিত স্নান মণ্ডপে জগন্মনোহারী ও অনির্ব্বচনীয় উক্ত বিবিধ বস্তুর শোভার সমুল্লাস হইতেছিল ॥১২১॥১২২॥

ততো গৌরাঙ্গচন্দ্রস্যাজ্ঞাপনেন মহাশয়াঃ।
স্নানসংদর্শনোৎকণ্ঠাঃ প্রাকারোপরি সুস্থিরাঃ ॥১২৩॥

বিরেজুরন্তরীক্ষস্থা দেবা ইব হরেঃ পুরঃ।
শ্রীগৌরাঙ্গকরালিপ্তচন্দনৈ রাজিতোরসঃ ॥১২৪॥

যামিন্যাশ্চরমে কালে আগতে দয়িতাদয়ঃ
সন্নাহপট্টং বিমলং শ্রীমদঙ্গে ন্যযোজয়ন্ ॥১২৫॥

ততঃ পূর্ব্বং হলধরো বিজয়োদ্যমমাবহন্।
সিংহাসনাদবতরন্ বভৌ কোটীন্দুবদ্বিভুঃ ॥১২৬॥

ততো ভগবতী দেবী সুভদ্রাথ জগৎপতিঃ।
জগন্নাথোঽপ্যবতরন্ বিচিত্রাং শ্রিয়মাযযৌ ॥১২৭॥

যাঁহাদিগের বক্ষঃস্থল শ্রীগৌরচন্দ্রের কর দ্বারা আলিপ্ত চন্দনে শোভমান, সেই মহাত্মা ভক্তগণ তদীয় আজ্ঞায় স্নান দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রাচীরের উপরি সুস্থির হইয়া ইন্দ্রের অগ্রে আকাশস্থ দেবগণের ন্যায় গৌরচন্দ্রের সম্মুখে বিরাজমান হইলেন ॥১২৩॥১২৪॥

যামিনীর চরমকাল অর্থাৎ অরুণোদয় কাল উপস্থিত হইলে দয়িতাদি অর্থাৎ তন্নামক সেবকগণ শ্রীঅঙ্গে বিমল সন্নাহপট্ট অর্থাৎ পট্টডোরী সংযোজিত করিলেন ॥২২৫॥

প্রথমতঃ হলধর বিজয়োদ্যম অর্থাৎ যাত্রার উদ্‌যোগ করিয়া সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইয়া কোটি কোটি চন্দ্রের ন্যায় শোভা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥১২৬॥

ভগবতী সুভদ্রা দেবী ও তৎপরে জগন্নাথদেব অবতীর্ণ হইয়া বিচিত্র শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥১২৭॥

ততো গৌরসুধারশ্মিঃ পুরতঃ পুরতো ব্রজন্ ।
দদর্শ বর্ত্ম বিজয়ং ক্রমশস্তং ত্রয়স্য চ ॥১২৮॥

পাদন্যাসৈর্দলন্ ভূমিং কশিপোঃ কশিপূত্তমম্ ।
ব্রজন্ বভৌ জগন্নাথো যথা ভাদ্ ভান্তরং শশী ॥১২৯॥

তং সোপানপরম্পরাভিরমলং স্বচ্ছদ্যুতিং মণ্ডপং
চঞ্চদ্বীচিপরম্পরাপ্রবিলসৎক্ষীরাব্ধিশোভামুষম্ ।
ঘণ্টাঘর্ঘরনাদলক্ষিতজয়ধ্বানৈশ্চ জালোচ্চয়ৈঃ
সম্যগ্‌ ভূষিতমারুরোহ ভগবান্ নীলাদ্রিচূড়ামণিঃ ॥১৩০ ॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুশ্চ পুরতো ভক্তৈর্জনৈরাবৃতঃ
শশ্বল্লোচনপঙ্কজদ্বয়গলদ্ধারাং বহন্ বক্ষসি ।
ধারাভির্বিলসন্নসাবপি জগন্নাথঃ স্বয়ং স্নাপিতো
রেজেঽন্যোন্যসমানবিভ্রমসমালোকেন হর্ষাকুলঃ ॥১৩১॥

গৌরচন্দ্র অগ্রে গমন করিয়া ক্রমশঃ জগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রা এই তিনজনের পথবিজয় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥১২৮॥

শশধর যেরূপ এক নক্ষত্র হইতে অন্য নক্ষত্রে গমন করেন তদ্রূপ জগন্নাথদেব পাদবিন্যাসে ভূমি বিদলিত করিয়া কশিপু হইতে কশিপূত্তম অর্থাৎ এক তুলিকা হইতে অন্য তুলিকায় গমন করিয়া শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥১২৯॥

বহমান তরঙ্গমালায় শোভমান ক্ষীরসাগরের ন্যায় যাহাতে সোপান পরম্পরায় সুনির্ম্মল স্বচ্ছকান্তি হইয়াছে, যাহাতে ঘণ্টার ঘর্ঘর নাদে জয়ধ্বনি লক্ষিত হইতেছে এবং জালোচ্চয় অর্থাৎ সমুন্নত জালে সম্যক্ নিবদ্ধ, ভগবান্ নীলাচল চূড়ামণি জগন্নাথদেব সেই প্রচুরতর স্নানমণ্ডপে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥১৩০॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অগ্রভাগে ভক্তজনে আবৃত হইয়া অবিচ্ছিন্ন লোচন পঙ্কজযুগল হইতে বিচলিত জলধারাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছেন এবং

উচ্চৈরুচ্চবদুল্লসজ্জয়জয়স্বানৈঃ সমানোত্থিতৈঃ
পুষ্পস্তোমসমানবৃষ্টিভিরপি শ্রীমান্ মহানুৎসবঃ।
আসীৎ সর্ব্বজনস্য লোচনযুগানন্দামৃতায়াস্ফুটং
ব্রহ্মাদ্যৈরপি দুর্লভো সিতগিরিশ্রীমন্মণেঃ সাম্প্রতম্ ॥১৩২॥

স্নানাম্বুধারাপ্লুত এষ নীলগিরীশ্বরো গৌরসুধাকরস্য।
বিচ্ছেদভাবেন রুদন্ বিরেজে চিরায় গুপ্তো
ভবিতেতি দেবঃ ॥১৩৩॥

এবং স্নানমহোৎসবামৃতরসস্নিগ্ধোরুবক্ষঃস্থলঃ
শ্রীনীলাচলমৌলিরম্যতিলকঃ স্থিত্বা ক্ষণং সক্ষণঃ।
আরেভে পুনরপ্যসৌ কশিপুভির্গচ্ছন্ শুভং দক্ষিণা-
বর্ত্তং সেবকসঞ্চয়ৈর্বৃতভুজস্তম্ভদ্বয়ঃ শ্রীযুতঃ ॥১৩৪॥

জগন্নাথদেবও স্বয়ং জলধারার সুবিলাসে স্নাপিত হইতেছেন, সুতরাং যেন পরস্পর পরস্পরের সমান শোভা সন্দর্শনে হর্ষাকুল হইয়া বিরাজিত হইতেছিলেন ॥১৩১॥

উচ্চরবে সমুদ্গত ও উল্লাসযুক্ত এবং সমান অর্থাৎ সমকালে উচ্চারিত জয় জয় ধ্বনি তথা পুষ্পরাশির সমভাবে বর্ষণদ্বারা সঞ্জাত, সুতরাং ব্রহ্মাদি দেবগণেরও সুদুর্ল্লভ নীলাচলমণি শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমান্ মহোৎসব অর্থাৎ স্নানযাত্রা স্পষ্টরূপে সকলেরই লোচন যুগলের আনন্দামৃতের জন্য হইয়াছিল অর্থাৎ ঐরূপ মহোৎসব দর্শনে সকলেরই লোচন যুগলের পরিতৃপ্তি লাভ হইল ॥১৩২॥

এই নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেব স্নানাম্বুধারায় আপ্লুত হইয়া "শ্রীগৌরাঙ্গদেব দীর্ঘকালের জন্য গুপ্ত হইবেন" এতাদৃশ শ্রীগৌরচন্দ্রের বিচ্ছেদ ভাবেই যেন রোদন করিয়া বিরাজমান হইলেন ॥১৩৩॥

এইরূপে স্নান মহোৎসব রূপ অমৃতরসে যাঁহার উরু ও বক্ষঃস্থল সুস্নিগ্ধ সেই নীলাচল মস্তকের রমণীয় তিলকস্বরূপ শ্রীমান্ জগন্নাথদেব কিয়ৎকাল

কূর্মঃ সীদতি শেষ এষ চলিতঃ সর্বৈঃ ফণামণ্ডলৈঃ
ক্ষৌণী ক্ষুভ্যতি ভূভৃতো বিদলিতা ব্রহ্মাণ্ডমুৎখণ্ডিতম্
মর্য্যাদামপি সাগরোপ্যতিগতো দুদ্রাব ভাস্বানসৌ
প্রস্থানে মুরবৈরিণো বিজয়িনো নীলাদ্রিচূড়ামণেঃ ॥১৩৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥

উৎসবে অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার কশিপু অর্থাৎ তুলিকা দ্বারা সেবকগণে আবৃতভুজ হইয়া মনোহর ভঙ্গীতে দক্ষিণাবর্ত্তে গমন করিতে লাগিলেন ॥১৩৪॥

বিজয়শীল নীলাদ্রি চূড়ামণি মুরবৈরী শ্রীজগন্নাথদেব প্রস্থানকালে গমনের বেগে বোধ হইল যেন কূর্ম্মদেব অবসন্ন, অনন্তদেব ফণামণ্ডল সমূহে প্রচলিত, মেদিনীমণ্ডল ক্ষুব্ধ, পর্ব্বতসকল বিদলিত, ব্রহ্মাণ্ড উৎখণ্ডিত, সমুদ্র স্বীয় মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া উচ্ছলিত এবং সূর্য্যমণ্ডল দ্রুতগতিতে ধাবমান হইতে লাগিল ॥১৩৫॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

অসিতগিরিপতিস্ততোঽয়মন্তঃপুরপরিচারিকয়া শ্রিয়া সমেতঃ।
অনবসরমুপেত্য গূঢ়বেশো বসতি জনস্য বিলোচনাতিদূরঃ ॥১॥

অসিতগিরিনিবাসিভক্তলোকানতিশয়িতার্ত্তিপরান্ বিধাতুকামঃ।
স নিভৃতমথবা শ্রিয়া বিহর্ত্তুং রহসি নিলীয় ররাজ দেব এষঃ ॥২॥

অথ তদনবলোকনাতিদুঃখক্ষুভিততমানি মনাংসি বিভ্রতস্তে।
অসিতগিরিনিবাসিনো মহান্তো ভৃশমতপন্ প্রভুদর্শনেন হীনাঃ ॥৩॥

প্রভুরপি স শচীসুতোঽথ দুঃখী ভৃশমভবদ্বিকলো ন তং বিলোক্য।
প্রকটয়তি চ তচ্ছলেন বৃন্দাবনরমণীজনবিপ্রয়োগদুঃখম্ ॥৪॥

নিরবধি হৃদয়স্থিতানি বৃন্দাবনরমণীবিরহস্য দুঃখিতানি।
অনুভবতি স তচ্ছলেন লব্ধাবসরমুদেতি হি চেতসো বিকারঃ ॥৫॥

নীলাচলপতি জগন্নাথদেব লক্ষ্মীযুক্ত হইয়া অন্তঃপুর পরিচারিকার দ্বারা অনবসর লাভ করিয়া প্রচ্ছন্নবেশে বসতিস্থানের জন সকলের নেত্রপথের দূরস্থিত হইলেন ॥১॥

নীলাচলবাসি ভক্তগণকে অতিশয় দুঃখিত করিবার নিমিত্ত অথবা নির্জন বিলাস বাসনাতেই যেন জগন্নাথদেব নির্জ্জনে গোপন ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥২॥

নীলাচলবাসি মহদ্ব্যক্তিগণ প্রভুর দর্শনবিহীন হইয়া অদর্শন জন্য দুঃখে ক্ষুভিততম চিত্তকে ধারণ করিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন ॥৩॥

প্রভুবর শচীনন্দনও জগন্নাথদেবকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় দুঃখী ও বিকল হইলেন এবং ঐ ছলে বৃন্দাবনস্থ রমণীজনের বিয়োগ দুঃখ প্রকটিত করিলেন ॥৪॥

নিরবধি হৃদয়স্থিত বৃন্দাবন রমণীগণের বিরহ দুঃখরাশিকে সেই ছলে

নিরবধিগলদশ্রুণোঽহবতারৈ রুরসি সুসংভৃতহার বিভ্রমাঢ্যঃ।
ক্রশিমভিরবশিষ্টশিষ্টনামাচিরবিরহাদ্‌বিষসাদ গৌরচন্দ্রঃ ॥৬॥

বিকিরতি বহুদীর্ঘমুষ্ণমুচ্চৈঃ শ্বসিতসমীরণমম্বু লোচনাভ্যাম্।
সদরুণকমলদ্বয়ারুণাভ্যাং কৃশতনুরন্বহমেবমেব ভূতঃ ॥৭॥

অসিতগিরিপতেরদর্শনেন দ্বিগুণিতদুঃখদবানলঃ কৃপাব্ধিঃ।
কিয়দিব স জগাম তত্র গোপীপতিবিজয়ং পরিলোচ্য চিত্তধৈর্য্যম্ ॥৮॥

সুললিতমুরলীকরঃ স দোলামতি মধুরামধিরুহ্য রাজমানঃ।
নিরবধি বরবারনাগরীণাং নটনকলাকুতুকী ত্রিসন্ধ্যমেব ॥৯॥

বিলসতি পটহপ্রকৃষ্টভেরীমধুরমৃদঙ্গবিভঙ্গরম্যগীতৈঃ।
নিরবধি সুমনঃসমূহবৃষ্ট্যা গুরুধবলীকৃতবেশ্মমধ্যভূমৌ ॥১০॥ (যুগ্মকং)

অনুভব করিতে লাগিলেন, কারণ অবসর পাইলেই চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে ॥৫॥

যিনি নিরবধি বিগলিত অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থলে পরিহিত হারের শোভা ধারণ করিতেছেন এবং অত্যন্ত কৃশতায় যাঁহার বিশিষ্ট নাম মাত্রই অবশিষ্ট রহিয়াছে এতাদৃশ অবস্থায় গৌরচন্দ্র চিরবিরহ হেতু অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন ॥৬॥

এইরূপে প্রতিদিনই গৌরচন্দ্র অত্যন্ত কৃশ হইয়া প্রশস্ত অরুণবর্ণ কমল যুগলের ন্যায় লোচনদ্বয়দ্বারা অতীব উষ্ণজল ও সুদীর্ঘ নিশ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

নীলাচলপতির অদর্শনে যাঁহার দুঃখদাবানল দ্বিগুণতর হইল, সেই কৃপাসাগর গৌরচন্দ্র ঐস্থানে গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণের বিজয় পর্য্যালোচনা করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র যেন সুস্থচিত্ত হইলেন ॥৮॥

সুমধুর দোলায় আরোহণ পূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যাই উৎকৃষ্ট বারাঙ্গনাদিগের নৃত্য কৌশলে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া যিনি নিরবধি শোভা পাইতেছেন, সেই

ইতি বিরহ বিষন্নচিত্তবৃত্তির্নিজজনবীক্ষণকিঞ্চিদাত্তধৈর্য্যঃ।
নিরবধি বিরুদন্ বিমুক্তকণ্ঠং কতি দিবসানি নিনায় গৌরচন্দ্রঃ ॥১১॥

অথ নিজচরণাম্বুজৈকভক্তৈঃ সহ সতু গৌরশশী সমুদ্যতোঽভূৎ।
রচয়িতুমভিমার্জনাং সমন্তাৎ প্রথিতবতো ভবনস্য গুণ্ডিচেতি ॥১২॥

অথ সকলজনৈশ্চকার পূর্ব্বেঽহনি শচিতনুজো বিধায় যুক্তিম্।
ঝটিতি রুচিরমার্জনীসমূহমুদিতমনা ভবনস্য মার্জনার্থম্ ॥১৩॥

অথ রজনীবিরামকালপূর্ব্বং রভসবশাদুদিয়ায় তল্পমধ্যাৎ।
বিমলসলিলসঞ্চয়ৈর্বিধাতুং স্নপনমথো ভগবান্ সমুদ্যতোঽভূৎ ॥১৪॥

বিমলসুরভিশীতলবারিবৃন্দৈঃ স্নপনমথৈষ বিধায় চেলমন্যৎ।
সদরুণমভজৎ যথাসুমেরুর্নিবিড়মুপাশ্লিষদুৎসুকেন সন্ধ্যাম্ ॥১৫॥

সুললিত মুরলীকর শ্রীকৃষ্ণ, পটহ প্রকৃষ্ট ভেরী এবং মধুর মৃদঙ্গের বিভঙ্গী দ্বারা রমণীয় গান সহকারে নিরবধি পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা গুরুতর ধবলীকৃত গৃহের মধ্যভাগে বিলাস করিতেছেন ॥৯—১০॥

এইরূপে বিরহ বিষণ্ণ চিত্তবৃত্তি গৌরচন্দ্র নিজজন দর্শনে কিঞ্চিন্মাত্র ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নিয়ত বিমুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে কতিপয় দিবস যাপন করিলেন ॥১১॥

গৌরশশী স্বীয় চরণপদ্মের একান্ত অনুরক্ত ভক্তের সহিত "গুণ্ডিচা" এই নামে বিখ্যাত ভবনের সম্যক্‌রূপে মার্জনা করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন ॥১২॥

শচীনন্দন গৌরচন্দ্র পূর্ব্বদিবসেই সকল জনের সহিত যুক্তি বিধান করিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহ মার্জনের নিমিত্ত শীঘ্র সুদৃশ্য মার্জনীসমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥১৩॥

ভগবান্ গৌরচন্দ্র রজনী প্রভাতের পূর্বকালেই অতিবেগে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সুনির্ম্মল জলে স্নানক্রিয়া সম্পাদনার্থ উদ্যত হইলেন ॥১৪॥

দিবাবসানে সুমেরু পর্বত যেরূপ সন্ধ্যাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে

সুরুচিরকটিসূত্রকেণ বদ্ধা বসনমতীব দৃঢ়ং মহাকৃপাব্ধিঃ।
মলয়রুহবিশেষকং বিধায় শ্রিয়মতিনির্ভরসুন্দরীমবাপ ॥১৬॥

অথ বহিরুপগত্য সর্ব্বলোকানরুণকটাক্ষতরঙ্গিতেন দৃষ্ট্বা।
নিজপুর উপনীয় মার্জনীনাং শতমদদাৎ ক্রমতঃ পৃথক্ পৃথক্ সঃ ॥১৭॥

প্রভুচরণপয়োজভক্তবর্গঃ স চ সুখভূরুহমঞ্জরীমিবৈতাম্।
প্রভুকরকমলাদবাপ্য চার্ব্বীং সপদি রহোতিমার্জনীং ননন্দ ॥১৮॥

অথ মদকরিরাজরাজিগামী কনকমহীধ্র ইবাতিজঙ্গমোঽসৌ।
পরমরভসলোলচিত্তখেলস্ত্বরিতমধাবত মাধুরীধুরীণঃ ॥১৯॥

তদ্রূপ গৌরচন্দ্র বিমল ও সুস্নিগ্ধ জলরাশিতে স্নান করিয়া উৎসুকচিত্তে অঙ্গে একখানি অরুণ বসন পরিধান করিলেন ॥১৫॥

মহাকৃপাব্ধি গৌরসুন্দর সুদৃশ্য কটিসূত্রদ্বারা বসনকে সুদৃঢ় বন্ধন করিয়া এবং মলয়জ চন্দনের বিশেষক অর্থাৎ তিলক বিধান করিয়া পরম সুন্দর শোভা লাভ করিলেন ॥১৬॥

গৌরচন্দ্র বহির্গত হইয়া অরুণবর্ণ নেত্রকটাক্ষে সকলকে অবলোকন করিয়া এক শত মার্জনী নিজের অগ্রে আনিয়া প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে অর্পণ করিলেন ॥১৭॥

প্রভুর পাদপদ্মের ভক্তগণ আনন্দ মহীরুহের মঞ্জরীরূপ সেই মনোজ্ঞ মার্জনীকে প্রভুর করকমল হইতে গ্রহণ করিয়া নির্জনে মহা আনন্দ লাভ করিলেন ॥১৮॥

যাঁহার গমন মদমত্ত করিরাজরাজী অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গজযূথের ন্যায়, তথা যিনি মাধুর্য্যশালির অগ্রগণ্য এবং যিনি সচল কনকপর্ব্বতের সদৃশ সেই গৌরচন্দ্র পরম কৌতুকোল্লসিত চিত্ত হইয়া ক্রীড়া বিস্তার করিয়া শীঘ্র ধাবমান হইলেন ॥১৯॥

চিরসময়নিরুদ্ধশীঘ্রমুক্তঃ প্রমদকরীব নিরঙ্কুশোঽভিধাবন্ ।
পদকমলবিহারভূরিভারৈরবনিতলং তরলীচকার শশ্বৎ ॥২০॥

দ্রুতগতিরথ গুণ্ডিচালয়স্য প্রভুবরগম্যসমীপমুৎকচিত্তঃ ।
সুখজলধিমিবাবিশৎ পুরং তচ্চিরসময়েন তু তে সমীপমীয়ুঃ ॥২১॥

প্রথমময়মতীবহর্ষপূর্ণঃ পুরমভিবিশ্য নিজৈর্জনৈস্তদৈব ।
ইত ইত উপগৃহ্য মার্জনীং তাং সপদি মমার্জ পৃথক্ পৃথক্ ক্রমেণ ॥২২॥

অথ যুগপদয়ং প্রমার্জ্জনোৎকো জননিচয়ঃ প্রভুকীর্ত্তনাতিমুগ্ধঃ ।
অনুগৃহমনুভিত্তি চান্বলিন্দং ত্বনুবড়ভি প্রমমার্জ মার্জনীভিঃ ॥২৩॥

প্রভুবদননিরীক্ষণেন মুগ্ধারহসি চ কেচন মার্জনীং গৃহীত্বা ।
নয়নজলঝরেণ ধৌতদেহাশ্চিরমিব বিস্মৃতমার্জনক্রিয়াঃ স্যুঃ ॥২৪॥

দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ ও তৎপরে শীঘ্রই বিমুক্ত মদমত্ত গজরাজের ন্যায় নিরঙ্কুশ অর্থাৎ শাসন বিহীন হইয়া গৌরচন্দ্র ধাবমান হইয়া পদকমল বিহারের প্রচুরভারে নিরন্তর ভূতলকে চঞ্চল করিতে লাগিলেন ॥২০॥

গৌরচন্দ্র সমুৎসুকচিত্তে দ্রুতগতিতে গুণ্ডিচালয়ের সমীপে উপস্থিত হইয়া সুখসমুদ্রের ন্যায় পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন কিন্তু ভক্তগণ অতিবিলম্বে পশ্চাৎ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন ॥২১॥

প্রথমতঃ গৌরচন্দ্র অতীব হর্ষপূর্ণ হইয়া তৎকালে নিজজনের সহিত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এদিকে ওদিকে মার্জনী গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথক পৃথক রূপে মার্জন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২২॥

এই সকল ভক্তগণ মার্জনার্থ উৎসুক এবং মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে অত্যন্ত প্রমুগ্ধ হইয়া প্রত্যেক গৃহের প্রত্যেক ভিত্তি ও অলিন্দ অর্থাৎ বহির্দ্বারের প্রকোষ্ঠভাগ এবং বড়ভীকে সম্মার্জনী দ্বারা মার্জিত করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

কতগুলি ভক্ত প্রভুর বদন সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া নির্জনে মার্জনী গ্রহণ করিয়াও নয়নজলে ধৌতাঙ্গ হইয়া অনেকক্ষণ মার্জন বিস্মৃত হইয়া রহিলেন ॥২৪॥

সুপুলকমপি কেচিদীশসূক্তিশ্রবণপরেণ হৃদা বিনিদ্রিতাঙ্গাঃ।
গৃহমপি চ তথৈব মার্জয়ন্তঃ কৃতমপি কর্ম নচাবিদন্ বিমুগ্ধাঃ ॥২৫॥

প্রভুরপি পরমপ্রহর্ষমুগ্ধস্ত্বমিত ইতস্ততস্তুতস্ত্বম্।
সুললিতমিতি মার্জয়েতি লোকানদিশদলং সুখিতান্মুহুঃ প্রকুর্ব্বন্ ॥২৬॥

প্রভুবচনবিলাসতে যদেতে বিদধতি কর্ম ততস্ততো নিকামম্।
দ্বিগুণিতমলভন্ত সৌখ্যভারং ন চ পরিতৃপ্তিসমাপ্তিরাবভূব ॥২৭॥

প্রভুরপি চ বিলম্বিতেন যো যঃ পুরত উপৈতি স তস্যতস্য পৃষ্ঠে।
প্রণয়রসভরেণ মার্জনীভির্বহুতরগাঢ়মতিক্রুধা জঘান ॥২৮॥

সতু জননিচয়শ্চ মার্জনীনাং দৃঢ়তরঘাতরুজাপি সৌখ্যমায়াৎ।
পরিণতিরিয়মেব হার্দ্দরাশের্যদলঘু দুঃখমপি প্রিয়ং তনোতি ॥২৯॥

কতগুলি ভক্ত প্রভুর পুলকিতাঙ্গে কথিত মনোজ্ঞবাক্য শ্রবণে নিবিষ্টচিত্ত হওয়ায় অলসাঙ্গে গৃহই মার্জনা করিতেছিলেন, কিন্তু কত মার্জন করিলেন বিমুগ্ধ হইয়া তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই ॥২৫॥

প্রভুবর গৌরচন্দ্রও মহানন্দে মুগ্ধ হইয়া "তুমি এদিকে মার্জন কর, তুমি এই দিকে কর, তৎপরে তুমি এই দিকে মার্জন কর" এইরূপ বাক্যে ভক্তগণকে সুখী করিয়া বারম্বার আদেশ করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

ভক্তগণ প্রভুর বচন বিলাসে মার্জন ক্রিয়া উত্তম করিয়া তৎকার্য্যে দ্বিগুণতর সুখাতিশয় লাভ করিলেন, কিন্তু ঐ সুখাতিশয় লাভবিষয়ে পরিতৃপ্তির সমাপ্তি হইল না ॥২৭॥

যে যে ব্যক্তি বিলম্বে আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন, গৌরচন্দ্র প্রণয়ানন্দভরে তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশে মার্জনী দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

কিন্তু সেই সকল জন মার্জনী দ্বারা সুদৃঢ় আঘাতজনিত পীড়াকেও পরমসুখ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন, ইহাকেই প্রণয়রাশির পরিণতি বলিতে হইবে, যাহাতে প্রচুরতর দুঃখও প্রিয়বিধান করিয়া থাকে ॥২৯॥

ক্ষণমপি ভগবান্ স্বয়ং বিধত্তে সুললিতমার্জনমূর্জিতপ্রহর্ষঃ।
ক্ষণমপি চ বিলোকতেঽন্যকর্ম্ম ক্ষণমপি চ কারয়তি প্রিয়ৈর্নিদেশৈঃ ॥৩০॥

সকলজনসমীপমেব গচ্ছন্নতিশয়হর্ষভরং চকার তেষাম্।
স্মিতবচননিরীক্ষণাভিমর্শৈঃ শমিতসমস্তশুগোঘদত্তহর্ষৈঃ ॥৩১॥

স্বয়মপি কতিভির্জনৈঃ স সিংহাসনমভিতোঽভিত একদত্তচিত্তঃ।
পরমসুখভরেণ মার্জয়িত্বা সপদি চ সেক্তুমথোদ্যতো বভূব ॥৩২॥

অসকৃদসকৃদাপতদ্ভিরেভি র্নিরবধিবর্দ্ধিতমার্জনীরজোভিঃ।
অভিবৃতকনকাচলেন্দ্রদেহঃ ক ইব বভূব শচীসুতস্তদানীম্ ॥৩৩॥

অপি নিরবধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যনুপমধীরগভীরচারু জল্পন্।
স্মিতমধুরসুমেদুরাস্যচন্দ্রঃ পুরপরিমার্জনমাততান নাথঃ ॥৩৪॥

ভগবান্ গৌরচন্দ্র ক্ষণকাল নিজেই মহাহর্ষে মনোহর মার্জনক্রিয়া করিতেছেন, ক্ষণকাল অন্য কর্ম করিতেছেন এবং ক্ষণকাল বা প্রিয়বাক্যে কার্য করাইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥৩০॥

গৌরচন্দ্র ভক্তগণের নিকট গমন করিয়া, যাহাতে সমস্ত লোকের শান্তি ও আনন্দ উৎপন্ন হয় তাদৃশ মধুর হাস্য, কৃপাদৃষ্টি ও অভিমর্শ অর্থাৎ ক্রোধদ্বারা তাঁহাদিগের আনন্দাতিশয় বিস্তার করিলেন ॥৩১॥

স্বয়ং গৌরচন্দ্র কতিপয় জনের সহিত একচিত্ত হইয়া আনন্দভরে সিংহাসনকে উত্তমরূপে মার্জন করিয়া শীঘ্র সেচন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩২॥

বারম্বার আপতিত অসীমবর্দ্ধিত মার্জনীরজ অর্থাৎ ঝাঁটার ধূলাদ্বারা সুবর্ণাচলকান্তি শচীনন্দন আবৃতাঙ্গ হইয়া যেন তৎকালে অন্য এক আকার ধারণ করিলেন ॥৩৩॥

পথে গৌরহরি নিরবধি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এই শব্দ পুনঃ পুনঃ নিরুপম ধীর ও গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করিয়া ঈষৎ হাস্যে মধুর ও সুস্নিগ্ধ বদন হইয়া গুণ্ডিচা মার্জন বিস্তার করিতেছিলেন ॥৩৪॥

অথ সকলজনৈর্ঘটীঘটাভির্ঘটয়িতুমস্য পুরস্য ধৌতমুচ্চৈঃ।
অতিশয়দৃঢ়রজ্জুসজ্জিতাভির্জলহরণার্থমভাবি তত্র কূপাৎ ॥৩৫॥

ক্বচিদথ গৃহীতরজ্জুকুম্ভাঃ কটিতটপরিনদ্ধতরোত্তরীয়বস্ত্রাঃ।
কতিচিদপি তদন্তিকে সুসজ্জাঃ কতি চ তথৈব তদন্তিকেঽথ তস্থুঃ ॥৩৬॥

অথ জননিচয়ঃ স কোঽপি রজ্জ্বা ঘটঘটয়া হরতিস্ম বারিপূরম্।
অথ কথমভি কস্যচিচ্চ কোঽপি ব্যদদদথ ক্রমতশ্চ কোঽপি নিন্যে ॥৩৭॥

কতিচিদথ সমুন্নয়ন্তি পূর্ণান্ কতিচিদধুশ্চ ঘটান্নয়ন্ত্যপূর্ণান্।
পরিণতিরুভয়োরিয়ং হি রম্যা ন খলু বিপর্য্যয়মেতি হি স্বভাবঃ ॥৩৮॥

সুখভরপরমোল্লসদ্ভিরেভির্মুহুরিতরেতররিক্তিপূর্ত্তিভাজাম্।
ঘটনবিঘটনৈর্ঘটীঘটানাং ঘটময়কন্দুককেলিরন্বঘাটি ॥৩৯॥

জনসকল গুণ্ডিচালয় ধৌত করিবার নিমিত্ত এবং কূপ হইতে জল আহরণ জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটকে অতিশয় দৃঢ়তর রজ্জু দ্বারা সজ্জিত করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

ভক্তগণ কটিতটে উত্তরীয় বস্ত্র বন্ধন করিয়া রজ্জু ও কুম্ভ গ্রহণ করিলেন, এবং কেহ তাঁহাদিগের নিকটে অবস্থিত রহিলেন ॥৩৬॥

কতিপয় জন রজ্জুদিয়া ঘটসমূহদ্বারা জল আহরণ করিতে লাগিলেন কেহ বা কাহার নিকট আনিয়া দিতেছেন, অন্য কোন জন তাঁহার নিকট হইতে অপরকে যথাক্রমে প্রদান করিতেছেন ॥৩৭॥

কেহ পূর্ণঘট আনয়ন করিতেছেন, কেহ বা অপূর্ণ ঘট লইয়াই আসিতেছেন, উভয়ের পরিণাম এমনি রমণীয় যে কাহারই স্বভাব বিপর্য্যয় হইল না অর্থাৎ কেহ কাহাকে জিগীষা বা কাহার প্রতি মাৎসর্য্য বা "আমি অধিক আনিয়াছি, তুমি অল্প আনিয়াছ" ইহা বলিয়া কেহ কোপ করেন নাই ॥৩৮॥

সুখভরে পরম উল্লসিত ভক্তগণ মুহুর্মুহুঃ পরস্পরের শূন্যঘট ও পূর্ণঘটের আদান প্রদান করায় যেন ঘটময় কন্দুক ক্রীড়াই সংঘটিত করিলেন ॥৩৯॥

ইত ইত ইত আনয়ানয়েতি ধ্বনিরসকৌ রসকৌতুকাৎ সমুত্থঃ।
সপুলকমুদিতোচ্চহুঁকৃতাঢ্যো ঘটভরণস্বনচুম্বিতো জগল্‌ভে ॥৪০॥

ক্বচিদথ পয়োঘটানলিন্দে মুহুরকিরন্‌ ক্বচিচ্চ ভিত্তিবৃন্দে।
কতিচন বড়ভৌ কতিচ্ছদিঃষুপ্রভুবচনেন সুখৈকমগ্নচিত্তাঃ ॥৪১॥

ত্বমিতইত ইতস্ত্বমত্র চ ত্বং ত্বমিত ইতি প্রতিলোকমুক্তিমাধ্ব্যা।
প্রভুরপি পরিশোধয়াঞ্চকার প্রতিভবনং সকলপ্রদেশবৃন্দম্‌ ॥৪২॥

কতিচিদথ জনা ঘটান্‌ সুপূর্ণান্‌ প্রভুকরপদ্মযুগে দদত্যভীক্ষ্ণম্‌।
কতিচিদপি চ তস্য পাদভূমী পরিসরতঃ সিষিচুঃ পয়ঃপ্রপূরম্‌ ॥৪৩॥

প্রভুরপি চ দধাতি তত্র পূর্ণং ঘটমপরং বিজহাতি হৃষ্টচিত্তঃ।
অবসর মধি পূর্ত্তিশূন্যতাভ্যামভবদুদাহরণং দ্বয়োর্দ্বয়ং তৎ ॥৪৪॥

পুলকাঙ্গ ভক্তগণের "এদিকে আনয়ন কর, এদিকে আনয়ন কর" এইরূপ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত ও রসকৌতুক সমুত্থিত শব্দ হুঙ্কারযুক্ত এবং ঘটপূরণের এতাদৃশ অস্ফুট শব্দে মিশ্রিত হইয়া কোলাহল করিতেছিল ॥৪০॥

কেহ প্রভুর মধুর বাক্যে সুখে একমাত্র মগ্নচিত্ত হইয়া জলপূর্ণ ঘট আনয়ন করিয়া আনন্দে অর্থাৎ বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে এবং কেহ বা গৃহের চূড়ার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

"তুমি এদিকে তুমি এদিকে, তুমি এখানে এবং এদিকে তুমি" এইরূপ প্রত্যেক লোকের প্রতি মধুর বাক্য দ্বারা গৌরচন্দ্রও প্রতি গৃহ ও প্রত্যেক প্রদেশকে পরিশুদ্ধ করাইলেন ॥৪২॥

কতিপয় ভক্ত প্রভুর করকমলে বারম্বার জলপূর্ণঘট সকল অর্পণ করিতেছেন এবং কতিপয় ভক্ত প্রভুর পাদপদ্মের নিকট পরিসর ভূভাগে জলরাশি সেচন করিতেছেন ॥৪৩॥

মহাপ্রভুও হৃষ্টচিত্ত হইয়া ঐস্থানে ভক্তজনের পূর্ণঘট গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শূন্যঘট প্রদান করিতেছেন। এইরূপে যথাবসরে পূর্ণতা ও শূন্যতা দ্বারা

পুলকপটলপূরিতাখিলাঙ্গাঃ সুখভরতঃ পৃথুবেপথূত্থভঙ্গাঃ।
প্রভুকরকমলে ঘটপ্রদানাৎ কতিচননির্বৃতিমেব তত্র নাপুঃ ॥৪৫॥

কতিচন দয়িতস্য পাদপদ্মদ্বয়মভি নির্ভরমুৎসুকা জলানি।
রহসি পরিকিরন্তি কেবলং স্ম ক্বচ গৃহধৌতবিধিস্থিতস্তদৈষাম্ ॥৪৬॥

অবকিরতি মুহুঃ স্বলোকবৃন্দে পদসবিধে শতধা ঘটৈর্জলানি।
প্রভুরয়মথ জানুদঘ্নতিম্যৎসদরুণচেলবরো ররাজ ভূয়ঃ ॥৪৭॥

শ্রমজলকণিকাবিকাশভাস্বদ্বদনবিধুস্তিমিতারুণাংশুকান্তঃ।
ইত ইত ইত উক্ষিতাম্বুসার্দ্রঃ স্নপনকলোত্থিতবৎ প্রভু ররাজ ॥৪৮॥

দুইজনেই দুইজনের উদাহরণ হইলেন অর্থাৎ কখন ভক্ত পূর্ণ ও শূন্য এবং কখন প্রভুও পূর্ণ ও শূন্যঘট ধারণ করিতেছেন ॥৪৪॥

কতক ভক্ত পুলক পটলে পূরিতাঙ্গ ও অতিহর্ষহেতু মহাকম্পে অবশ হইয়া প্রভুর করকমলে ঘট প্রদান করিয়া কোন ক্রমেই সুস্থতা লাভ করিতে পারিলেন না অর্থাৎ মহানন্দে বারম্বার অর্পণ করিতে থাকিলেন ॥৪৫॥

কতিপয় ভক্ত প্রিয়তম গৌরচন্দ্রের পাদপদ্মকে লক্ষ্য করিয়া নির্জনে মহানন্দে জলসেচন করিতেছেন, গৌরচন্দ্র যেন ভক্তগণ মধ্যে কখনও গৃহক্ষালন বিষয়ে সাক্ষাৎ বিধি অর্থাৎ মূর্ত্তিমদ্ ব্যবস্থা হইয়াছিলেন ॥৪৬॥

নিজভক্তগণ পাদপদ্ম সমীপে ঘটদ্বারা শতবার জলসেচন করায় প্রভুবর গৌরচন্দ্রের জানু পরিমাণ প্রশস্ত অরুণ বসন সিক্ত হইয়া গেল, তাহাতে তিনি অতিশয় শোভমান হইয়াছিলেন ॥৪৭॥

শ্রমজল কণিকার বিকাশে যাঁহার মুখচন্দ্র বিকাশমান ও ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত জলধারায় যিনি আদ্র প্রায়, সেই প্রভু গৌরচন্দ্র যেন স্নানকলা অর্থাৎ সন্তরণাদি ক্রিয়া হইতে উত্থিত হইয়া বিরাজমান হইলেন ॥৪৮॥

স্বয়মপি নিজভক্তপাণিপদ্মাদ্‌ঘটমপি গৃহ্য জলেন পূর্ণপূর্ণম্।
সরভসমবকীর্য্য চাবকীর্য্য প্রঘণমপূরি ঘনং ঘনো যথা সঃ ॥৪৯॥

ক্বচন জলকণাভিচুম্বিতাঙ্গঃ ক্বচন চ কর্দ্দমখেলয়া বিমুগ্ধঃ।
অভিনবসরসীবিলোড়নোত্থঃ সতু জলকুঞ্জরবত্তদা ররাজ ॥৫০॥

সলিলপটলসেকতোঽভিতাম্যৎ সদরুণচেললসন্নিতম্বশোভঃ।
দিনকরভয়মগ্নসান্ধ্যমেঘাবৃত ইব মেরুরয়ং তদা ররাজ ॥৫১॥

কতি কতি ন ঘটাস্তদা বভঞ্জুঃ কতি কতি নো পুনরাযযুশ্চ তত্র।
কতি কতি ন জলানি চাহৃতানীত ইত ইতঃ কতিবাভবন্ন নদ্যঃ ॥৫২॥

নিরবধি কলসৈশ্চ লোচনৈশ্চ প্রসৃমরহর্ষভরৈঃ কিরন্ত আপঃ।
বভুরতিরহসান্তরান্তরা চ স্ফুটজয়নাদজুষো ঘনা ইবৈতে ॥৫৩॥

গৌরচন্দ্র নিজ ভক্তের করকমল হইতে সমধিক জলপূর্ণ ঘট গ্রহণ করিয়া বারম্বার নিক্ষেপ করিয়া বহির্দ্বারের প্রকোষ্ঠকে সাতিশয় পূর্ণ করিলেন, সুতরাং ঐ পূর্ণ করণ মেঘের ন্যায় অর্থাৎ মেঘ বর্ষণে যেরূপ হয় তদ্রূপ হইল ॥৪৯॥

গৌরচন্দ্র কোন স্থানে জল কণিকায় অভিষিক্তাঙ্গ এবং কোথাও কর্দম খেলায় বিমুগ্ধ হইয়া যেন অভিনব সরোবরের বিলোড়ন ক্রিয়া হইতে সমুত্থিত জলহস্তির ন্যায় তৎকালে বিরাজমান হইতে লাগিলেন ॥৫০॥

জলরাশির সমধিক অভিষেচন হেতু উৎকৃষ্ট অরুণবসন সিক্ত হওয়ায় যাঁহার নিতম্বশোভা উল্লসিত হইতেছে, এতাদৃশ গৌরচন্দ্র যেন সূর্য্যভয়াভিভূত নিবিড় মেঘমালায় আবৃত সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইলেন ॥৫১॥

তৎকালে কত কত ঘটই না ভঙ্গ হইয়াছিল? কত কত ঘটই বা আগত হয় নাই, কত কত জলই না আহৃত হইয়াছিল? ইতস্ততঃ কত নদীই বা না হইয়াছিল? ॥৫২॥

এই সমস্ত ভক্তগণ কলস ও হর্ষপূর্ণলোচনদ্বারা জলবর্ষণ করিয়া অর্থাৎ নেত্রে আনন্দাশ্রুর সহিত জলসেচন করিয়া সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে যেন প্রস্ফুট জয়ধ্বনির ঘোষণা করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৩॥

নিরবধি সলিলাভিষেকতিম্যৎকরনিকরা বরবারণা ইবৈতে।
উপপুরি বিবভুঃ প্রভোঃ সমীপে ন সুখচয়স্তু মমৌ জগত্যমীষাম্ ॥৫৪॥

অথ সকলপুরং বিশোধ্য সিংহাসনমপি নির্ভরধৌতমাবিধায়।
বহিরগমদয়ং স চত্বরান্তঃ প্রভুরসকৌ রসকৌতুকী সদৈব ॥৫৫॥

অথ সুবিহিতপঙ্‌ক্তিষু পবিশ্য প্রভুরধি চত্বরমেকতঃ ক্রমেণ।
অতিশয়মৃদুলাঙ্গুলীভিরঙ্গৈঃ স ইত ইতস্তৃণশর্করা নিরাস ॥৫৬॥

অধিধরণি নিপাত্য ভূরিলীলো ললিতবহির্বসনং ত্বরাযুতঃ সঃ।
বিহিতপণফলং বলাজ্জিগীষুর্ন কতি তৃণানি শর্করাশ্চ জহ্রে ॥৫৭॥

ক্রমত ইত ইতঃ সমস্তলোকাহৃতত্ণলোষ্ট্রচয়ং বিলোক্য নাথঃ।
ইয়দিয়দিয়দেব যদ্ভবদ্ভিস্তদিহ পরাজিতমিত্যখেলয়ৎ সঃ ॥৫৮॥

নিরবধি সলিলাভিষেক দ্বারা ক্লিন্নহস্ত গজরাজের ন্যায় ভক্তগণও ক্লিন্নবাহু হইয়া পুরী সমীপে প্রভুর নিকটে শোভিত হইতেছিলেন, কিন্তু এই ভক্তদিগের সুখ সমূহের পরিমাণ হইল না ॥৫৪॥

রসকৌতুকী গৌরসুন্দর সমস্ত গুণ্ডিচাগৃহ বিশোধন করিয়া এবং সিংহাসনও উত্তমরূপে ধৌত করিয়া বহির্ভাগে অঙ্গনমধ্যে গমন করিলেন ॥৫৫॥

গৌরচন্দ্র অঙ্গনমধ্যে সুবিহিতপঙ্‌ক্তি অর্থাৎ শ্রেণীভূত ভক্তগণের একদিকে উপবেশন করিয়া অতিশয় মৃদুল অঙ্গুলীদ্বারা যথাক্রমে তৃণ ও শর্করাসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৫৬॥

প্রচুর লীলাশালী গৌরচন্দ্র ত্বরাযুক্ত হইয়াও ধরণীতলে মনোহর বহির্বাস পাতিত করিয়া পণফল দান বিধান করিয়া জিগীষু হইয়া অনেক তৃণাদি দূরে নিক্ষেপ করিলেন ॥৫৭॥

গৌরচন্দ্র ক্রমে ক্রমে ইতস্ততঃ সমস্তলোক কর্তৃক আহৃতত্ণ ও লোষ্ট্রচয় অবলোকন করিয়া এই পরিমাণ, এই এই পরিমাণ, এই পরিমাণ, যখন

ইতি সকলগৃহস্য চত্বরান্তঃ প্রতিপুরগোপুররথ্যমসৌ বিশোধ্য।
অতিরভসভরালসান্তরাত্মা স নিজজনৈর্নিজকীর্ত্তনং ততান ॥৫৯॥

সহজপরমসুস্বরাস্ত এতে প্রভুপুরতঃ প্রভুনর্ত্তনে তথৈতে।
যদথ জগুরুদার চারুধীরং তদিহ জনঃ পরিবর্ণয়েদহো কঃ ॥৬০॥

অতিশয় ললিতাতিদীর্ঘদীর্ঘস্বরপরিপূরিতকিন্নরৌঘকর্ণাঃ।
পুলকবিকলিতাঃ সুখৈকপূর্ণাঃ প্রভুনটনে জগুরেত একচিত্তাঃ ॥৬১॥

অতিরভসভরেণ জানুহৃৎক্ষেপণপরিজৃম্ভিতদীর্ঘরোমহর্ষঃ।
নিরবধিগলদশ্রুবৃন্দধৌতাখিলতনুরুল্লসিতো ননর্ত্ত গৌরঃ ॥৬২॥

তোমরা আহরণ করিয়াছ, তখন তোমরা পরাজিত হইয়াছ, এই বলিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥৫৮॥

এইরূপে সেই গৌরচন্দ্র সকল গৃহের অঙ্গনপ্রান্ত এবং প্রত্যেকপুরের গোপুর ও প্রত্যেক পথ সংশোধন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে অলসান্বিত হইয়া নিজ জনের সহিত নিজনাম সঙ্কীর্তন বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥৫৯॥

প্রভু নৃত্য করিলে পর স্বভাবতই মহাসুস্বর ভক্তগণ প্রভুর অগ্রে তদ্রূপই নৃত্যারম্ভ করিলেন এবং অতি সুশ্রাব্য ও সুধীরস্বরে যেরূপ গান করিতে লাগিলেন, অহো! সেই গান এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে বর্ণন করিবে? ॥৬০॥

অতিশয় সুন্দর ও সুদীর্ঘ স্বরপূরিত কিন্নরগণের ন্যায় যাঁহাদিগের কর্ণ এবং যাঁহারা একমাত্র সুখেতে পরিপূর্ণ সেই একান্ত চিত্ত ভক্তগণ পুলকাকুল কলেবর হইয়া প্রভুর নৃত্যাবসানে গান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬১॥

অত্যন্ত হর্ষভরে জানু ও বক্ষঃস্থল বিক্ষিপ্ত হওয়ায় যাঁহার সুদীর্ঘ পুলক হইতেছে এবং নিরবধি বিগলিত অশ্রুধারায় যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত হইতেছে, সেই গৌরসুন্দর উল্লসিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৬২॥

ললিতকলগভীরহুঙ্কৃতীনাং শতমতিহর্ষভরেণ চারু কুর্ব্বন্।
ক্ষণমপি চ লঘু ক্ষণঞ্চ শীঘ্রং ক্ষণমপি মন্থরমাভ্রমন্ননর্ত্ত ॥৬৩॥

ক্ষণমপি নিজদেহনির্বিশেষং জনমবিরামরসেন নর্ত্তয়ন্ সঃ।
করতলকলনাদমাধুরীভিঃ প্রমুখরয়ন্ ককুভো জগৌ গভীরম্ ॥৬৪॥

ক্ষণমপি পরিপশ্যতি প্রহৃষ্টঃ ক্ষণমপি গায়তি নৃত্যতি ক্ষণঞ্চ।
শ্রমজলনয়নাশ্রুঘর্মপঙ্কব্যতিকরলব্ধরুচির্ব্বভৌ স নাথঃ ॥৬৫॥

ইতি পুরপরিমার্জনাবসানে নটনকলাং চ বিধায় গৌরচন্দ্রঃ।
অথ সরসি বিহর্ত্তুকাম এষ ভ্রমভরনিঃসহদেহযষ্টিরাসীৎ ॥৬৬॥

ক্ষণমথ মৃদুশীতলস্থলান্তঃ স্বজনগণেন পরিশ্রমাপনুত্ত্যৈ।
সরভসমুপবিশ্য সৎকথাভির্মধুরমুখোবিললাস গৌরচন্দ্রঃ ॥৬৭॥

তিনি মনোহর অস্ফুট মধুর অথচ গভীর শত শত হুঙ্কারকে হর্ষভরে সুন্দর করিয়া কখনও লঘু, কখনও অতিশীঘ্র এবং কখনও বা মন্থরভাবে ভ্রমণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৬৩॥

গৌরচন্দ্র কখনও বা নিজদেহ নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ নিজাঙ্গসদৃশ ভক্তজনকে ধারাবাহিক আনন্দরসদ্বারা নৃত্য করাইয়া এবং করতলোত্থিত সুমধুর নাদের মাধুরীতে শব্দিত করিয়া গভীরস্বরে গান করিতে লাগিলেন ॥৬৪॥

শ্রমজল, নেত্রজল এবং ঘর্ম্মপঙ্ক সমূহে গৌরচন্দ্র কান্তি লাভ করিয়া এতাদৃশ শোভা প্রকাশ করিলেন যে, কখন প্রহৃষ্ট হইয়া অবলোকন করিতেছেন, কখন গান করিতেছেন এবং কখন বা নৃত্য করিতেছেন ॥৬৫॥

এইরূপে গুণ্ডিচাগৃহ মার্জনের পর গৌরচন্দ্র নৃত্যকৌশল বিস্তার করিয়া তৎপরে সরোবরে বিহার কামনা করিয়া ভ্রমণাতিশয়ে অতীব ক্লান্ত হইলেন ॥৬৬॥

গৌরচন্দ্র শ্রমাপনোদনের জন্য স্বজনগণের সহিত ক্ষণকাল মৃদু ও সুশীতল স্থলমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া মধুরমুখে সৎকথার আলোচনায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬৭॥

জলবিহরণবাঞ্ছয়া ততোঽসৌ সহ নিজভক্তচয়ৈঃ পুরঃ সরস্যাম্ ।
লঘু লঘু বিচলন্ শ্রমালসাঙ্গঃ সুখমতনোৎ পরিপশ্যতাং দৃশোঃ স ॥৬৮॥

সুচিরমথ বিলাসবারিখেলাবিধিমভিশীতলশীতলাঙ্গযষ্টিঃ ।
সহ নিজজনসঞ্চয়েন তীরং সরসমুপেত্য সুবাসসী দধার ॥৬৯॥

তদনুচ নরসিংহদেবমেত্য প্রমুদিত এব ননাম গৌরচন্দ্রঃ ।
তদনু চলিতুমুদ্যতস্তথৈব প্রতিপদমুল্লসিতাঙ্ঘ্রিপদ্ম আসীৎ ॥৭০॥

অথ সকল জগজ্জনস্য নেত্রোৎসবকরমাননপদ্মমীশ্বরস্য ।
অসিতগিরিবিশেষকস্য পক্ষান্তরিতমদর্শি সমং জনৈশ্চ তেন ॥৭১॥

চিরবিরহকৃতোপবাসতৃষ্ণাকুলিততমেন বিলোচনেন নাথঃ ।
গতনিমিষমপি প্রলোচ্য নাসীৎ সপদি তদাননচন্দ্রমাত্রতৃপ্তিঃ ॥৭২॥

জলবিহার বাসনায় স্বীয় ভক্তগণের সহিত অগ্রেই সরোবরমধ্যে গমন করিয়া পরিশ্রমে অলসাঙ্গ হইয়া এবং সেই সরোবরকে দেখিয়া নেত্রযুগলের আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥৬৮॥

গৌরসুন্দর সুচিরকাল বিলাসপূর্বক জলকেলিতে শীতলাঙ্গ হইয়া এবং নিজ ভক্তগণের সহিত সানুরাগে তীরভূমিতে উপস্থিত হইয়া সুন্দর বস্ত্রযুগল অর্থাৎ উত্তরীয় ও পরিধেয় ধারণ করিলেন ॥৬৯॥

গৌরচন্দ্র নরসিংহদেবের নিকট আগমন করিয়া প্রমুদিতচিত্তে প্রণাম করিলেন এবং তদনন্তর তথা হইতে সেই প্রকার চলিতে উদ্যত হইয়া প্রতিপদবিন্যাসেই পাদপদ্মে উল্লসিত হইতে লাগিলেন ॥৭০॥

অসিতগিরি অর্থাৎ নীলাচলের তিলক ঈশ্বর গৌরসুন্দরের সকল জগজ্জনের নেত্রানন্দকর আনন্দপদ্মকে তৎপরে জনগণ পক্ষান্তরিত অর্থাৎ একপক্ষকাল পরে যুগপৎ দর্শন করিলেন ॥৭১॥

গৌরচন্দ্র চিরবিরহে কৃতোপবাস অর্থাৎ স্বীয় দর্শনক্রিয়া শূন্য এবং তৃষ্ণাকুলিতলোচনে নির্নিমেষ হইয়া জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার কেবল মুখচন্দ্রদর্শনেই পরিতৃপ্ত হইলেন না ॥৭২॥

অভিনবঘনরাগরম্যমূর্ত্তী বিগতনিমেষসতৃষ্ণলোচনাব্জৌ।
অসিতশিখররত্নগৌরচন্দ্রৌ রহসি তদা সদৃশৌ বভূবতুঃ স্ম ॥৭৩॥

অখিলজনমুখোদ্গতৈঃ সমন্তাজ্জয় জয় দেব জয়েতি রম্যশব্দৈঃ।
মুহুরুদয়িতহস্তবীচিপূরৈরপর ইবাজনি তত্র বারিরাশিঃ ॥৭৪॥

সকলজনসমূহমেব জিত্বা মুহুরতুলোচ্ছ্রিতকায়যষ্টি শোভঃ।
বিমলদৃশদিভোগমণ্ডপান্তে পরিকলয়ন্নুপতস্থিবান্ পরেশম্ ॥৭৫॥

নয়নজলঝরৈঃ পদারবিন্দদ্বয়নখচন্দ্রমসঃ পবিত্রয়ন্ সঃ।
ন হি জগতি দুরাপমেতদন্যৎ কিমিতি তদাভিসিষেচ সোঽঙ্ঘ্রিপদ্মম্ ॥৭৬॥

নয়নযুগমুবাহ শোণপদ্মশ্রিয়মতি কুট্মলতাং ততঃ শরীরম্।
অসিতগিরিসুধাংশুবক্ত্রচন্দ্রং রহসি বিলোকয়তোঽস্য নিস্পৃহস্য ॥৭৭॥

অসিতগিরিশিখররত্ন জগন্নাথদেব ও গৌরচন্দ্র এই উভয়েই তৎকালে নির্জনে সদৃশ হইলেন, কারণ উভয়েই অভিনব ঘনরাগ অর্থাৎ নিবিড় রক্তিমায় রমণীয় মূর্ত্তি ও নিমেষ না থাকায় উভয়ের সতৃষ্ণ লোচনাব্জ অর্থাৎ দর্শনার্থ নেত্রকমল অভিলাষ যুক্ত হইল ॥৭৩॥

নিখিল জনের সর্বতোভাবে মুখোদ্গত "জয় জয়, জয় দেব" এইরূপ সুশ্রাব্য শব্দ দ্বারা এবং পুনঃ পুনঃ উত্তোলিত হস্তরূপ বীচিপুর অর্থাৎ তরঙ্গমালা দ্বারা সেই স্থানে যেন অপর একটি জলরাশি সমুদ্রই উৎপন্ন হইল ॥৭৪॥

নিরুপম ও সমুন্নত অঙ্গযষ্টিদ্বারা যাঁহার সমধিক শোভা হইয়াছে সেই গৌরচন্দ্র ভক্তগণকে বারম্বার জয় দিয়া জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া ভোগ-মণ্ডপ সমীপে সুবিমল শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলেন ॥৭৫॥

গৌরচন্দ্র নয়নগলিত জলঝরদ্বারা পাদপদ্মযুগলের নখচন্দ্রকে পবিত্র করিয়া "জগন্মণ্ডলে ইহা ভিন্ন আর কিছুই দুর্ল্লভ নয় অর্থাৎ এই পাদপদ্মই দুর্ল্লভ" এই জ্ঞানেই কি চরণারবিন্দকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন ॥৭৬॥

অসিতগিরিসুধাংশু অর্থাৎ নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথদেবের মুখচন্দ্রকে নির্জনে

ইতি সতু জগদীশ্বরোঽসিতাদ্রৌ মধুরতনুঃ দশপঞ্চবাসরান্তে।
অবসরমবগম্য বাসরৈকং সহ রময়া রমণেচ্ছয়া নিনায় ॥৭৮॥

অপরদিবস এষ নীলচন্দ্রো দ্বিগুণিতভোজনহৃষ্টপুষ্টদেহঃ।
পরমরুচিমনোহরোঽভবিষ্যদ্রথবিজয়োৎসবকৌতুকী ররাজ ॥৭৯॥

অয়মসিতমহীধ্রনীলরত্নং সকলরসাস্বাদিতো মহাবিলাসী।
অনুকৃতসকলাবতারলীলঃ সততমনুগ্রহবান্ স্বকীয়লোকে ॥৮০॥

নিজজনমভিসৎকৃপাভিরার্দ্রঃ স্বয়মনুবৎসরমেব গুণ্ডিচায়াম্।
ব্রজতি সমনুনীয় তত্র লক্ষ্মীং রহসি মিথঃ দশপঞ্চবাসরেণ ॥৮১॥

পথি মৃদুসিকতাসমূহরম্যে যদুভয়তো বিবিধদ্রুমাদিরম্যঃ।
উপবননিচয়ঃ স এষ বৃন্দাবন-পরমস্মৃতিকৃজ্জগন্মনোজ্ঞঃ ॥৮২॥

দর্শন করিয়া স্পৃহাশূন্য গৌরচন্দ্রের নেত্রযুগলরক্তপদ্মের শোভা ধারণ করিল এবং শরীর কুট্মল অর্থাৎ মুকুলের ন্যায় হইল ॥৭৭॥

মধুরকান্তি জগদীশ্বর জগন্নাথদেব এইরূপে নীলাচলে পনের দিবসের পর অবসর পাইয়া রমার সহিত রমণেচ্ছায় একদিবস যাপন করিলেন ॥৭৮॥

এই নীলাচলচন্দ্র অপর দিবসে দ্বিগুণ ভোজনে হৃষ্টপুষ্ট দেহ এবং পরম-কান্তি দ্বারা মনোহর হইয়া ভবিষ্যৎ রথযাত্রার উৎসবে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭৯॥

যিনি সকল লীলাবতারেরই অনুকরণ করিয়াছেন এবং স্বীয় ভক্তজনে যিনি সতত অনুগ্রহ করেন, সেই সকল রসের রসিক মহাবিলাসী নীলাচলরত্ন জগন্নাথদেব নিজজনের প্রতি সতত কৃপারসে আর্দ্র হইয়া স্বয়ং প্রতিবৎসর গুণ্ডিচাগৃহে নির্জনে লক্ষ্মীদেবীকে বিশেষ বিশেষ অনুনয় করিয়া পরস্পর পনের-দিবসে গমন করেন ॥৮০॥৮১॥

কোমল বালুকাসমূহে রমণীয় পথের উভয়পার্শ্বে যে বিবিধ দ্রুমাদিতে জগন্মনোজ্ঞ উপবন সকল "সেই এই" বৃন্দাবনের পরমস্মৃতি উদ্ভাবন

ইতি রথবিজয়চ্ছলেন বৃন্দাবনচলিতানুবিধানদত্তচিত্তঃ।
উপবননিচয়ে বিহারবাঞ্ছাকুলিত উবাচ পুরা যদেষ গৌরঃ ॥৮৩॥

বিহরতি রথযাত্রয়া পরেশঃ সুখমনুভূয় পুনঃ স গৌরচন্দ্রঃ।
উপবনমধি তত্র তত্র বৃন্দাবনরমিতান্যমিতানি সন্তনোতি ॥৮৪॥

স্থিতবতি সতি নীলশৈলরত্নে নবদিবসেন হি গুণ্ডিচাগৃহান্তঃ।
উপবন-পবনানুপাতপূতো বিলসতি গৌরশশীরসাম্বুরাশিঃ ॥৮৫॥

অথ বিজয়রসোৎসুকো নিশান্তে পরিহিতসন্নহনোচিতপ্রকাশঃ।
অবতরণমিষেণ নীলচন্দ্রো রুচিরমহাসনতো গিরেঃ শশীব ॥৮৬॥

বিরচিতরুচিরাবতারমধ্যে সহজপদাদ্বিজয়ী স গৌরচন্দ্রম্।
কনকময়মিব ক্ষিতিক্ষিদগ্র্যং নিজপুরতঃ স্থিতমেব মন্যতে স্ম ॥৮৭॥

করিতেছে, এই কথা বলিয়া সেই উপবনসমূহে গৌরচন্দ্র এই পুর্ব্বোক্ত রূপ রথ-বিজয়চ্ছলে বৃন্দাবনাগত অনুকরণ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া বিহার বাঞ্ছায় আকুল হৃদয় হইলেন ॥৮২॥৮৩॥

পরমেশ্বর গৌরচন্দ্র মহানন্দ অনুভব করিয়া পুনর্বার রথযাত্রায় বিহার করিতে লাগিলেন, তথা উপবন দর্শন করিয়া সেই স্থানে স্থানে বৃন্দাবনের নিরুপম রমণীয়তাও বিস্তার করিলেন ॥৮৪॥

নীলাচলরত্ন জগন্নাথদেব এদিকে নয়দিবসে গুণ্ডিচা গৃহমধ্যে সুস্থির হইলে পর রসসাগর গৌরচন্দ্র উপবনের বহমান পবনের সঞ্চলনে পূতাঙ্গ হইয়া বিলাসানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥৮৫॥

নীলচন্দ্র শ্রীজগন্নাথদেব রাত্রিশেষে সন্নহনোচিত অর্থাৎ যুদ্ধোপযুক্ত কবচ বর্ম্মাদি ধারণপূর্বক বিজয়োৎসবে উৎসুকচিত্ত হইয়া পর্বত হইতে অস্তাচল-চুড়াবলম্বি শশধরের ন্যায় মহা আসন হইতে অবতরণের ইচ্ছা করিলেন ॥৮৬॥

বিজয়কারী শ্রীজগন্নাথদেব স্বস্থান হইতে মনোহর পাদবিক্ষেপ মধ্যে অর্থাৎ তৎকালেই গৌরচন্দ্রকে দেখিয়া যেন নিজের অগ্রস্থিত সুবর্ণময় মহাশৈলের ন্যায় জ্ঞান করিলেন ॥৮৭॥

অথ ধরণিষু ক্রমাদুপেতঃ কশিপুচয়ৈর্বিহিতাপ্লুতিঃ সমন্তাৎ।
প্রতিভমিব শশী ব্রজন্ বিরেজে দ্যুতিসমুদায়বিদূরিতান্ধকারঃ ।৮৮॥

ক্রমত ইত ইতঃ পদানি জিষ্ণুঃ কশিপুষু নিক্ষিপতি ক্ষণাদথৈষঃ।
দ্রুতসুরপতিরত্নসাগরোর্মিপ্রচয়রুচিং বিজিগায় তৎ প্রকামম্ ॥৮৯॥

কটিতটপরিবদ্ধপট্টডোরদ্বিতয়-বিজৃম্ভিত-সেবকাবহৃষ্টঃ।
স জয়তি কিমু নাভিপদ্মনালদ্বয়জবিধাতৃসভা রহঃ সমন্তাৎ ॥৯০॥

উপরি পরিধৃতাতপত্রবৃন্দৈর্মুখশশিসেবনতৎপরেন্দুরূপৈঃ।
নিরবধি সুমনঃসমূহবৃষ্ট্যা সিতরণভূরপি নীলশৈলনাথঃ ॥৯১॥

অনুসরতি পুরো যথাসিতেন্দুঃ কিমপি তথাপসরত্যসৌ শচীজঃ।
অভিমুখমভিগচ্ছতোস্তয়োস্তৎ সুললিতকন্দুকবিভ্রমং বভার ॥৯২॥

প্রতিনক্ষত্রে দ্যুতিমালায় অন্ধকার বিনাশকারী শশধরের ন্যায় শ্রীজগন্নাথদেব ধরণীমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া কশিপুচয় অর্থাৎ বসনাবৃত গদি পরম্পারায় সম্যকৃরূপে লম্ফ প্রদান করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৮৮॥

এই বিজয়ী শ্রীজগন্নাথদেব যথাক্রমে ইতস্তত: পাতিত শয্যাতে পাদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তাদৃশ পাদবিক্ষেপ করায় গলিত ইন্দ্রনীলমণিসাগরের ঊর্মিমালা ও কান্তিকে বিশেষরূপে জয় করিলেন ॥৮৯॥

কটিতটে পরিহিত পট্টডোর দুইটি দ্বারা যিনি সেবকবর্গকে প্রফুল্লিত করিতেছেন, সেই হৃষ্টমনা জগন্নাথদেব নাভিপদ্মের মৃণালযুগল হইতে সম্ভুত বিধাতৃসভা অর্থাৎ প্রজাপতিগণকেই কি নির্জনে জয় করিতেছেন? ॥৯০॥

প্রভুর মুখচন্দ্রের উপাসনাপরায়ণ চন্দ্রস্বরূপ উপরিধৃত ছত্রসমূহ এবং নিরবধি পুষ্পবৃষ্টিতে শৈলরাজ নীলাচলও যেন শ্বেতবর্ণ রণক্ষেত্র হইয়া উঠিল ॥৯১॥

অসিতেন্দু জগন্নাথদেব যেরূপ অনুসরণ করিতেছেন, তেমনি শচীনন্দন গৌরসুন্দরও কিছু অপসরণ করিতেছেন, অতএব অভিমুখে উভয়ে গমন করিয়া তন্মধ্যে গৌরচন্দ্রই কন্দুকক্রীড়ার বিলাস ধারণ করিলেন ॥৯২॥

অসিতগিরিপতির্যথা স্বভৃত্যৈঃ পরিকলিতঃ স তথৈব গৌরচন্দ্রঃ।
সুরপতিমণিহেমরত্নভাসৌ জনচয়লক্ষ্যতনূ বভূবতুস্তৌ ॥৯৩॥

ক্বচিদয়মপি গৌরচন্দ্রভাসা ভবতি সুবর্ণরুচিস্তথৈব সোঽপি।
জগতি তদুভয়োঃ সিতেতরাদ্রেঃ পরিবৃঢ়তা পরিতঃ প্রকাশিতাসীৎ ॥৯৪॥

গজপতিকরদণ্ডখণ্ডখণ্ডীকৃত সকলারিরশেষবিঘ্নহর্ত্তা।
নৃপতিগণপতিঃ প্রতাপরুদ্রো রবিরিব যঃ প্রতপত্যসৌ সদৈব ॥৯৫॥

সতু লঘুতরসেবকায়মানঃ করকলিতামলহৈমমার্জনীকঃ।
কিমপি তদুভয়োর্বিহারলীলাং পরিকলয়ন্ গতসর্ব্বচেষ্ট আসীৎ ॥৯৬॥

(যুগ্মকম্)

সততমুভয়তোজ্জ্বলন্মহোল্কা বিবিধ-মহাতপ-বিস্মৃত-ক্ষপান্তঃ।
পটহপটলমণ্ডুডিণ্ডিমাদ্যৈরতিমহিমাসময়োঽয়মেবমাসীৎ ॥৯৭॥

নীলাচলপতি জগন্নাথদেব যেরূপ নিজভৃত্যে পরিবেষ্টিত, তদ্রূপ গৌরচন্দ্র ও নিজভৃত্যগণে পরিবেষ্টিত হইলেন, সুতরাং সেই প্রভুদ্বয়ই যেন ইন্দ্রনীলমণি ও হেমরত্নকান্তিরূপে জনসকলের দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥৯৩॥

জগন্নাথদেবও কখন গৌরচন্দ্রের কান্তিতে স্বর্ণকান্তি হইতেছেন এবং গৌরচন্দ্রও কখন জগন্নাথদেবের কান্তিতে কৃষ্ণবর্ণ হইতেছেন এইরূপে উভয়ে উভয়ের প্রভুত্ব নীলাচল হইতে জগন্মণ্ডলে সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হইলেন ॥৯৪॥

গজরাজের শুণ্ডাদণ্ড দ্বারা যিনি শত্রুগণকে খণ্ড খণ্ড করিতেছেন এবং অশেষ বিঘ্নের যিনি হরণকারী ও নৃপতিমণ্ডলের যিনি প্রধান; তথা সূর্য্যদেবের ন্যায় যিনি নিয়ত প্রতাপশালী, সেই রাজা প্রতাপরুদ্র অতীব ক্ষুদ্র সেবকের ন্যায় হইয়া করকমলে সুনির্ম্মল স্বর্ণমার্জনী গ্রহন করিয়া সেই নীলাচলচন্দ্রও গৌরচন্দ্রের অনির্বচনীয় বিহারলীলা দর্শনপূর্বক একেবারে চেষ্টাশূন্য হইলেন ॥৯৫॥৯৬॥

উভয়দিকে নিয়ত প্রজ্বলিত মহোল্কা অর্থাৎ অগ্নিশিখার বিবিধ মহাতপে যে সময়ে ক্ষপান্ত অর্থাৎ মধ্যরাত্রও স্মরণ হইতেছে না, সেই সময়টি পটহপটল

ইতি রথনিকটং ব্রজন্ বিরেজে পরিকলয়ন্ পুরতঃ স গৌরচন্দ্রঃ।
ইত ইত ইত এতদেতদেতৎ পরিকলনীয়মিতঃ স্বভৃত্যনাদৈঃ ॥৯৮॥

অথ রথমধিরুহ্য নীলশৈলপ্রভুরসকৌ রসকৌতুকীররাজ।
পরিণত ইব পূর্ব্বপর্ব্বতান্তে মধুমধুরো জলদাত্যয়ে হিমাংশুঃ ॥৯৯॥

ইতি পথি বিহিতেঽপি সদ্বিহারে রথমধিরোহতি নীলশৈলনাথে।
নিজজননিচয়ৈঃ স গৌরচন্দ্রঃ স্নপনবিহারচিকীর্ষয়া জগাম ॥১০০॥

অথ লঘুবিহিতাবগাহরম্যা প্রভুপুরতো মিলিতা বভূবুরেতে।
স্বয়মপি বিহিতাপ্লবঃ প্রকামং মলয়জপঙ্কচয়ৈর্লিলেপ তাংস্তান্ ॥১০১॥

অর্থাৎ ঢক্কাসমূহ ও মণ্ডুডিণ্ডিমাদি বিবিধ বাদ্যে সমধিক মহিমাশালী হইয়া উঠিল ॥৯৭॥

এইরূপে গৌরচন্দ্র পূর্বে রথের নিকট গমন করিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া "এই স্থান হইতে ইহাই দেখিতে হইবে" নিজ ভক্তগণের এইরূপ বারম্বার উচ্চারিত কোলাহল ধ্বনিতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৯৮॥

জলধরগণের অবসান হইলে সুমধুর শারদীয় পূর্ণশশধর যেরূপ পূর্ব্বশৈলের মধ্যে শোভা পাইয়া থাকেন, তদ্রূপ এই রসকৌতুকী নীলশৈলনাথ জগন্নাথদেবের রথারূঢ় হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৯৯॥

এইরূপে পথমধ্যে প্রশস্ত বিহারশালী নীলাচলনাথ রথারোহণ করিলে পর গৌরচন্দ্র নিজভক্তগণের সহিত স্নান বিহার করণেচ্ছু হইয়া গমন করিলেন ॥১০০॥

ভক্তগণ শীঘ্র অবগাহন করিয়া রম্যমূর্ত্তি হইয়া প্রভুর অগ্রে মিলিত হইলেন এবং নিজে প্রভুও অবগাহন করিয়া মলয়জ চন্দনপঙ্ক দ্বারা সেই সেই ভক্তগণকে লেপন করিতে লাগিলেন ॥১০১॥

প্রথমমসকৃদদ্বিতীয়ভাবোরসি রসিকঃ করপল্লবেন হৃষ্টঃ।
মলয়রুহরসৈর্লিলেপ তস্য দ্বিগুণিতমুৎসুকয়ন্ সরোমবৃন্দম্ ॥১০২॥

তদনু চ ভুবি নারদস্বরূপং দ্বিজকুলচন্দ্রমসং মহানুভাবম্।
তদনু তদনুজং ততস্তথান্যান্ ক্রমত ইতো মলয়োদ্ভবৈর্লিলেপ ॥১০৩॥

তদনু সকলগায়নান্ বিশেষং প্রতিজনমেবমুরঃস্থলে কৃপালুঃ।
প্রমদভরভরালসাঙ্গযষ্টির্নটনকলাকুলিতো লিলেপ তৈস্তৈঃ ॥১০৪॥

যে তে শ্রীবাসরামৌ স্বরবিজিতপিকৌ বাসুদেবো মুকুন্দঃ।
শ্রীমদ্দামোদরাখ্যো যতিরিতি জগতি খ্যাতবান্ প্রেমপুঞ্জঃ।
শ্রীমদ্‌বক্রেশ্বরশ্চ প্রথিতগুণগণঃ শ্রীলদামোদরোঽসৌ।
ভূমীগীর্ব্বাণমুখ্যস্তদনু সুমধুরঃ কোঽপি নারায়ণাখ্যঃ ॥১০৫॥

রসিকচূড়ামণি গৌরচন্দ্র হৃষ্ট হইয়া প্রথমত অদ্বিতীয় ভাবযুক্ত বক্ষঃস্থলে রোমরাজীকে দ্বিগুণতর উৎসুক করিয়া স্বীয় করপল্লব দিয়া চন্দনরস সমূহ দ্বারা লেপন করিলেন ॥১০২॥

যিনি পৃথিবীতে নারদ স্বরূপ সেই দ্বিজকুলচন্দ্র মহানুভাব শ্রীবাস পণ্ডিত তথা তাহার অনুজ শ্রীরাম পণ্ডিত এবং তৎপরে অন্যান্য ভক্তগণকে যথাক্রমে চন্দনদ্বারা লেপন করিলেন ॥১০৩॥

সমধিক আনন্দভরে যাঁহার অঙ্গযষ্টি অলসান্বিত সেই কৃপালু গৌরচন্দ্র নৃত্যকলায় আকুলিত হইয়া তৎপশ্চাৎ গায়কগণকে বিশেষরূপে এবং প্রত্যেক-জনের বক্ষঃস্থলে মলয়জ রসদ্বারা লেপন করিলেন ॥১০৪॥

যাঁহারা স্বীয় কণ্ঠস্বরে কোকিলকে জয় করিয়াছেন, সেই শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত, বাসুদেব, মুকুন্দ এবং জগন্মণ্ডলে যতিরূপে প্রসিদ্ধ সেই প্রেমপুঞ্জ দামোদর বিখ্যাত গুণরাশি শ্রীমান্ বক্রেশ্বর, ভূসুরশ্রেষ্ঠ শ্রীদামোদর, সুমধুর কোন একজন নারায়ণ নামক ভক্ত, মধুরমূর্ত্তি শ্রীকান্ত, মকরধ্বজ,

শ্রীকান্তো মকরধ্বজঃ সুমধুরঃ শুদ্ধঃ শুভানন্দকঃ
কাশীনাথক-বল্লভৌ চ হরিদাসাখ্যো রঘুঃ শুদ্ধধীঃ।
এতাংস্তান্ সহসৈব চন্দনরসৈর্লিপ্ত্বাস স্বয়ং শ্রীমতা
গৌরাঙ্গেন দৃঢ়ং নিবধ্য বসনং শ্রীমৎকটীরোধসি।
আজানুদ্বয়লম্বিপীবরভুজদ্বন্দ্বেন মন্দোল্লস-
দ্রোমাঞ্চাঞ্চিতবিগ্রহেণ পরমাবিষ্টেন তৈর্নির্যযে ॥১০৬॥

অমন্দকরতালকপ্রকররম্যসন্মন্দিরা-
স্বলঙ্কৃতকরাম্বুজাঃ পুলকবৃন্দসান্দ্রাঙ্গকাঃ।
অমী তদনু সত্বরং প্রতিপদং পদং নির্ভরং
স্খলৎপদসরোরুহাঃ সুখসমুদ্রমগ্না যযুঃ ॥১০৭॥

গোবিন্দস্ত্বরিতং সমেত্য নিতরাং নৈকট্যমাসাদিতঃ
পার্শ্বস্থঃ সুখসাগরেষু সততং মজ্জন্ প্রতস্থে ততঃ।
এতে যে চ সমাগতাঃ প্রতিপদোল্লাসাকুলাঃ শ্রীযুজো
নৈষাং হর্ষসুধাম্বুধির্নিরবধির্ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেঽঞ্চিতুম্ ॥১০৮॥

পবিত্র শুভানন্দ, কাশীনাথ মিশ্র, বল্লভাচার্য্য, হরিদাস এবং শুদ্ধবুদ্ধি রঘু, এই সমস্ত ভক্তগণকে সহসাই চন্দনরসে লিপ্ত করিয়া এবং সুশোভন কটিতটে বসনকে সুদৃঢ়রূপে নিবদ্ধ করিয়া, যাঁহার পীবর বাহুযুগল আজানুলম্বিত এবং মন্দ মন্দ উল্লসিত রোমাঞ্চে যাঁহার বিগ্রহ শোভিত সেই গৌরচন্দ্র পরম আবিষ্ট হইয়া উল্লিখিত ভক্তগণের সহিত নির্গত হইলেন ॥১০৫॥১০৬॥

সুবৃহৎ করতালে রমণীয় উৎকৃষ্ট মন্দিরায় যাঁহাদিগের করকমল সুন্দর অলঙ্কৃত, পুলকবৃন্দে যাঁহাদিগের অঙ্গ সান্দ্র এবং প্রত্যেক পাদবিন্যাসেই যাঁহাদিগের পাদপদ্ম স্খলিত হইতেছে এতাদৃশ অবস্থায় ভক্তগণ আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াই গৌরচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সত্বর গমন করিতে লাগিলেন ॥১০৭॥

ইতিমধ্যে গোবিন্দ ত্বরিতগতিতে আগমন করিয়া নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং পার্শ্বস্থ হইয়াই সতত সুখসাগরে মগ্ন হইয়া তথা হইতে পুনরায় প্রস্থান

অথ মদমৃগেন্দ্রালীলীলাবিলাসিপদক্রমঃ
প্রমদবিগলদ্‌ঘর্মস্নানপ্রচায়কপদক্রমঃ।
অনুপমসুখারোহাদ্রোমোদ্‌গমাঞ্চিতবিগ্রহঃ
পথি লঘু যযৌ গৌরস্তেজোনিরস্ত-রবিগ্রহঃ ॥১০৯॥

রথমভি বলদেবস্যাগ্রতো গৌরচন্দ্রঃ
প্রমদমদমনোজ্ঞঃ শ্রীবিরাজত্তনূকঃ।
দ্রুতকনকমহীধ্রৈর্দণ্ডবদ্‌ভূমিপৃষ্ঠং
সহ নয়নজলেন প্রেমতঃ প্রাপ ভূয়ঃ ॥১১০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে মহাকাব্যে
পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

করিলেন। এই সকল শ্রীমান্ ভক্তগণ প্রতিপদ বিন্যাসে হর্ষাকুল হইয়া সমাগত হইলেন। ইহাঁদিগের আনন্দের পরিসীমা রহিলনা ॥১০৮॥

মদমত্ত সিংহগণের লীলাবিলাস যুক্ত যাঁহার পাদবিক্রম এবং অতিহর্ষে বিগলিত ঘর্ম্মজলে স্নানহেতু সিক্তপাদেই যিনি গমন করিতেছেন এবং নিরুপম সুখাবির্ভাববশতঃ রোমাঞ্চ দ্বারা যাঁহার বিগ্রহ শোভিত হইতেছে, সেই গৌরচন্দ্র নিজাঙ্গ তেজোরাশিতে রবিগ্রহ অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলকেও যেন নিরস্ত করিয়া পথমধ্যে দ্রুতপদে গমন করিলেন ॥১০৯॥

আনন্দ ও মত্ততা সমুদ্ভূত মনোজ্ঞ শোভায় যাঁহার তনু বিরাজিত, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র অগ্রেই বলদেবের রথাভিমুখে গমন করিয়া এবং মহাপ্রেমোদ্‌গত নেত্রজল দ্বারা আপ্লুত হইয়া বিগলিত কনকাচল সুমেরুর ন্যায় গৌরসুন্দর দণ্ডবৎ ভূমিপৃষ্ঠ প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ দণ্ডের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন ॥১১০॥

ষোড়শঃ সর্গঃ

অথ পুলকসমূহভ্রাজমানং প্ররোহ-
ন্মুকুলকুলবিরাজৎকাঞ্চনদ্রুপ্রকাশম্ ।
মধুরমপঠদুচ্চৈঃ পীনমুন্নীয় বাহুং
কনকগিরিরিবাসৌ শৃঙ্গলগ্নান্তরীক্ষঃ ॥১॥

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥২॥

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্ ।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥৩॥

যাহার শিখরদেশ আকাশমণ্ডলকে ভেদ করিতেছে, তাদৃশ কনকগিরি-সুমেরুর ন্যায় শ্রীগৌরচন্দ্র অভিনব মুকুলমালায় বিরজিত কাঞ্চনবৃক্ষতুল্য প্রকাশমান এবং পুলকারাজিতে বিভূষিত সেই সমুন্নত ও স্থূলতম বাহুযুগল উন্নত করিয়া সুমধুর পাঠ করিতে লাগিলেন ॥১॥

যিনি বৃষ্ণিবংশের প্রদীপস্বরূপ, যাঁহার বর্ণ নবজলধরমেঘের ন্যায় শ্যামল এবং যিনি কোমলাঙ্গ ও যিনি পৃথিবীর ভারনাশ করিতেছেন, সেই দেবকীনন্দন মুকুন্দ পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন ॥২॥

যিনি সমস্ত জীবমধ্যে অন্তর্যামীরূপে নিবাস করিতেছেন, দেবকীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এই কথা যাঁহার অপবাদ মাত্র, যিনি স্থাবর জঙ্গমের দুঃখনাশন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যদুবর-পার্ষদরূপ বাহুদ্বারা পৃথিবীর অধর্ম্মনাশ করিয়া ও হাস্যমুখ দ্বারা ব্রজবনিতাগণের অনঙ্গবর্দ্ধন করিয়া জয়যুক্ত হউন ॥৩॥

নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো।
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাসদাসানুদাসঃ ॥৪॥

ইতি নটনকলাদৌ শ্রীলবৃন্দাবনেন্দোঃ
পরমমহিমবত্ত্বং নির্ভরার্ত্তো নিরূপ্য।
অতিশয়করুণার্দ্রঃ প্রেমভক্তিং বিতন্ব-
ন্নয়মতিমধুরাঙ্গো হর্ষপূর্ণো বভূব ॥৫॥

আস্ফোট্য বামকরকক্ষতটীং করেণ রজ্যদ্বপুর্মধুরকোমলতাতিরম্যঃ।
লীলাবিলোলমুখচন্দ্রময়ূখরোচিঃ শ্রীমচ্ছটাঝলামলায়িতদিক্‌সমূহঃ ॥৬॥

উচ্চৈর্মুহুর্জয়জয়েতি বিমুক্তকণ্ঠমুচ্চারয়ন্ সহ তনূরুহবৃন্দহর্ষৈঃ।
মুষ্টিপ্রমেয়তনুমধ্যবিলাসবদ্ধ-রক্তাম্বরদ্যুতিবিড়ম্বিতবন্ধুজীবঃ ॥৭॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণী, গৃহপতি, বনস্থ অথবা যতি এই সকল জাতি ও আশ্রমমধ্যে আমি কিছুই নহি, কিন্তু সমুচ্ছলিত পরমানন্দের সম্পূর্ণ সুধাসাগর গোপীভর্ত্তা শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের পাদপদ্মদ্বয়ের দাস দাসের অনুদাস ।৪॥

এইরূপে প্রভু গৌরচন্দ্র অতিশয় করুণার্দ্র হইয়া নৃত্যকৌশল মধ্যেই শ্রীলবৃন্দাবনচন্দ্রের মহামহিমত্ব অতীব মর্মপীড়িতচিত্তে নিরূপণ করিয়া প্রেমভক্তি বিস্তারপূর্বক অতিশয় মধুরাঙ্গ ও হর্ষপূর্ণ হইলেন ॥৫॥

বাম করের কক্ষতটী অর্থাৎ বামবাহুমূলে হস্ত দ্বারা আস্ফোটন করিয়া রক্তাঙ্গ, মধুরতা ও কোমলতায় যিনি সমধিক রমণীয় এবং যিনি লীলাবিলোল মুখচন্দ্রস্থিত ময়ূখকান্তির সুশোভিত ছটায় দিক্‌সমূহকে ঝলমল করিতেছেন তথা মুক্তকণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ অত্যুচ্চ "জয় জয়" ধ্বনি করিতেছেন ও তৎসঙ্গেই যাঁহার লোমাঞ্চ হইতেছে এক মুষ্টিতে যাহাকে বেষ্টন করা যায় তাদৃশ ক্ষীণোদরে সবিলাসে পরিহিত অরুণ বসনের কান্তিদ্বারা যিনি বন্ধুজীব

শ্রীমদ্বিলোচনজলাপ্লুতগৌরদেহঃ প্রত্যগ্রঘর্মকণিকাখচিতাস্যচন্দ্রঃ।
উদ্দামতাণ্ডবকলাকুলিতাঙ্গভঙ্গঃ শ্রীমানথ স্বজনমধ্যমলংচকার ॥৮॥

(বিশেষকম্)

ঔত্তুঙ্গেন নভস্থলং তরলয়ন্মার্ত্তণ্ডবিম্বং মুহু-
শ্চুম্বন্ দেবসভাসভাজনবিধিং সংপাদয়ন্নির্ভরম্।
ব্রহ্মাণ্ডান্তরসংস্থিতস্য নয়নানন্দোৎসবোৎসাহকঃ।
সাটোপং মুরবৈরিণো বিজয়তে লক্ষ্মীময়ঃ স্যন্দনঃ ॥৯॥

কৈলাসং নময়ন্নশেষবিধিনা মেরুং সহন্নির্ভরং
সোৎকণ্ঠং কিল বিন্ধ্যকং বিকলয়ন্ গৌরীগুরুং গ্লাপয়ন্।
অন্যঃ কোঽপ্যধুনাবনৌ শিখরিণাং রাজেব কিং নির্মিতো।
ধাত্রা স্যন্দন ইত্যসৌ মুররিপুশ্রীমূর্ত্তিপীযূষভৃৎ ॥১০॥

অর্থাৎ বাঁধুলী ফুলকে লজ্জিত করিতেছেন। সুশোভিত নেত্রযুগলপতিত জলধারায় যাঁহার গৌরদেহ আপ্লুত হইতেছে, অভিনব ঘর্মবিন্দুতে যাঁহার মুখচন্দ্র খচিত এবং যাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল উদ্দণ্ড নৃত্য করায় আকুলিত হইয়া ভঙ্গপ্রায় হইয়াছে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন শ্রীগৌরচন্দ্র তৎপরে ভক্তমণ্ডলীকে অলঙ্কৃত করিলেন ॥৬॥৭॥৮॥

সমধিক ঔন্নত্যবশতঃ যে রথ আকাশমণ্ডলকেও চঞ্চল করিতেছে, সূর্যমণ্ডলকে মুহুর্মুহুঃ স্পর্শ করিতেছে এবং যে দেবসভার সভাজন অর্থাৎ আনন্দ সম্যক্ বিধান করিতেছে তথা ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন অন্যত্রস্থিত জনগণেরও নয়না-নন্দোৎসবে উৎসাহ দান করিতেছে, সেই মুরবৈরী জগন্নাথদেবের রথ সগর্বে জয়যুক্ত হউক ॥৯॥

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তির অমৃতধারি এই রথকে বিধাতা ভূমণ্ডলে পর্বত সকলের অন্য কোন এক অনির্বচনীয় রাজার তুল্যই কি নির্মিত করিয়াছেন? যেহেতু এই রথ কৈলাস পর্বতকেও নত করিতেছে, উৎকণ্ঠিত হইয়া বিন্ধ্য-গিরিকে বিকল করিতেছে এবং গৌরীগুরু পর্বতরাজ হিমালয়কেও গ্লানিযুক্ত করিতেছে ॥১০॥

উপৎক্ষ্মাক্ষিসরোরুহাঞ্জলিপুটৈর্নীলাদ্রিচূড়ামণেঃ।
শ্রীমূর্ত্তিচ্ছুরিতামৃতানি পিবতামুল্লাসধন্যাত্মনাম্।
নিষ্পন্দং পুলকাবলীবিলসতামানন্দমন্দাকিনী-
কল্লোলৈঃ কিল তত্র তত্র ভবতামাসীন্মহান্নুৎসবঃ॥১১॥

ভূয়ো ভূয়ঃ সমন্তাৎ সরভসমনসামাগতানাং বিশেষং
তত্তৎ সীমন্তিনীনামলিকবিকলিতৈঃ কম্রসিন্দূরপূরৈঃ।
সৈন্দূরীকর্ত্তুমাসীদ্রথপরিসরভূশ্চক্রনিষ্পীড়নেন
ক্ষুব্ধাপি প্রায়শঃ সা প্রমুদিতমনসাত্মানমুৎকণ্ঠিতেব॥১২॥

নৃত্যন্তং গৌরচন্দ্রং চরণসরসিজদ্বন্দ্ববিন্যাসরম্যং
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা প্রকামং সরভসমনসো ভ্রাতরস্তে রথস্থাঃ।
ভূয়োঽহংপূর্ব্বিকাভিঃ প্রসৃমরগতয়ঃ কৌতুকেনাগ্রতোঽমী।
জঙ্ঘালাস্তত্র তত্র প্রমদমদভরান্নর্ত্তনং কুর্ব্বতেব॥১৩॥

উৎপক্ষ্ম নেত্রপদ্মরূপ অঞ্জলিপুটদ্বারা নীলাচল চূড়ামণি শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি রঞ্জিত অমৃতকে নিমিষশূন্য হইয়া পান করিয়া মহানন্দে ধন্য জীবন হইয়াছেন এবং আনন্দরূপমন্দাকিনীর মহাতরঙ্গে যাঁহারা পুলকাবলী দ্বারা বিলাস পাইতেছেন, সেই শ্রীক্ষেত্রবাসি মহাত্মাগণের রথযাত্রা সময়ে মহান্ উৎসব উপস্থিত হইল॥১১॥

রথপরিসর ভূমি অর্থাৎ রথের গমনপথ চক্রনিষ্পীড়নে সম্যকৃরূপে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রমুদিত চিত্তে চতুর্দ্দিক হইতে বিগলিত সুন্দর সিন্দূর দ্বারা নিজাঙ্গকে সবিশেষ সিন্দুর বর্ণ করিতেই যেন উৎকণ্ঠিত হইল॥১২॥

রথস্থ ভ্রাতৃত্রয় অর্থাৎ জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, ইহাঁরা পাদপদ্মযুগলের বিন্যাসে রমণীয় নৃত্যকারি গৌরচন্দ্রকে সাভিলাষে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং অগ্রভাগে দ্রুতগামী পুরুষগণ বারম্বার অহংপূর্ব্বিকা অর্থাৎ আমি অগ্রে যাইব এইরূপ বাসনায় আরও সকৌতুকে আরও দ্রুতগতি হেতু রথের অগ্র অগ্র ভূভাগে হর্ষ নির্ভরচিত্তে যেন নৃত্যই করিতেছে॥১৩॥

আরুন্ধন্ দিক্‌করীন্দ্রোৎকরকরবিবরং সাম্বু চক্ষুঃসহস্রং
কুর্ব্বন্নৈরাবণেশং পলিতবিলসিতা দেবতাস্তত্র কুর্ব্বন্।
সেতুভ্রান্তিং পয়োধেঃ পুনরপি রচয়ন্নেবমুজ্জৃম্ভতেঽসৌ
প্রোন্মীলচ্চক্রচক্রোদ্দলনবিস্ময়রোদ্ধৃতধূলীপ্রবাহঃ ॥১৪॥

কূর্ম্মো মর্ম্মব্যথোভূৎ ফণিপতিরসকৌ শীর্ষতঃ শীর্ষমধ্যং
ভূয়োভূয়ো ধরিত্রীং নয়তি নতশিরা জীর্ণমণ্ডং বভূব।
বেলালোলৈঃ পয়োভিশ্চিরমিব জলধিঃ ক্ষীণমর্য্যাদ আসী-
ত্তত্রোৎসুক্যেন নীলক্ষিতিধরতিলকে প্রস্থিতে গুণ্ডিচায়াম্ ॥১৫॥

রাজন্তাং তত্র তাস্তাঃ সুরপতিপরিষৎকম্রলক্ষ্মীরধোঽধঃ
কৃত্বা কৃত্বা মুরারেরথ রথবিজয়ে ভূতয়ো রত্নভাজঃ।
তত্তাদৃগ্‌ভূষণাঢ্যঃ স্বয়মপি ভগবান্ সম্যগুজ্জৃম্ভতাং স
শ্রীমান্ কিন্ত্বেষ নৃত্যন্নখিলজনমনোরুদ্ধগৌরাঙ্গচন্দ্রঃ ॥১৬॥

সবিকাশ চক্রসমূহের নিষ্পেষণে বহু দূরোত্থিত ধূলীপ্রবাহ, যেন অষ্টদিকে দিগ্‌গজ সমূহের নাসাবিবর অবরোধ করিতেছে, ঐরাবতপতি ইন্দ্রদেবের সহস্রলোচনকেও জলক্লিন্ন করিতেছে, দেবতাগণের কেশকলাপকে ধবলিত করিয়া যেন তাঁহাদিগকেও বৃদ্ধি করিতেছে এবং বোধ হইতেছে যেন পুনরায় সেতুবন্ধন ভ্রান্তি উৎপাদিত করিয়াই উল্লিখিত ধূলীপটল বৃদ্ধি পাইতেছে ॥১৪॥

লীলাচলতিলক শ্রীজগন্নাথদেব মহানন্দে গুণ্ডিচা মন্দিরে গমন করিলে পর, পাতালস্থ কূর্মদেবও ব্যথিত হইলেন এবং ফণিপতি অনন্তদেবও নতশিরা হইয়া ভূয়োভূয়ঃ পৃথিবীকে মস্তক হইতে মস্তকান্তরে লইতেছেন এবং তাঁহার সেই সেই মস্তকও জীর্ণমণ্ডল হইল তথা তীর প্রোচ্ছলিত জলরাশি দ্বারা জলধিও যেন মর্য্যাদাহীন হইয়া উঠিল ॥১৫॥

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায় সেই সেই বিবিধ রত্ন সম্পত্তি সকল ইন্দ্র-সভার রমণীয় শোভাকেও পুনঃ পুনঃ অতীব হীন করিয়া দীপ্তি হউক এবং তাদৃশ ভূষণভূষিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমান্ জগন্নাথদেবও সম্যক্ বৃদ্ধি লাভ করুন,

শচীসুতকলানিধিঃ কিমপি সাঙ্গভঙ্গং মুহু-
র্বিলাসচরণক্রমোন্মথিতরম্যপঙ্কেরুহঃ।
নিরন্তরদিগন্তরচ্ছুরিতমচ্ছকান্তিচ্ছটা-
মঙ্গজ্ঝলমলায়িতং মনসি বঃ সমুজ্জৃম্ভতাম্ ॥১৭॥

অমন্দতরমন্দিরানিনদসঙ্গিসঙ্গীতক-
ধ্বনির্ধ্বনিতদিগ্বধূবদনপঙ্কজৈঃ পূজিতঃ।
বিভিদ্য মুহুরুচ্চবচ্চরমখণ্ডখণ্ডান্তরং
প্রযাতি কতি দূরতঃ স খলু মীয়তাং কৈঃ পুনঃ ॥১৮॥

মুহুর্মধুরচক্রবদ্ভ্রমিবিলোলয়াশ্লেষণঃ
পরিস্ফুরিতধারয়া পরিধিভূষিতশ্চন্দ্রবৎ।
বিলোচনপয়োঝরৈর্বলয়িতৈঃ সমন্তাদ্দিশাং
মুখানি পরিমার্জয়ন্ জয়তি সোঽত্র নৃত্যোদ্যমে ॥১৯॥

কিন্তু এই শ্রীগৌরচন্দ্র যে নিখিলজনের মনে অবরুদ্ধ হইয়াও নৃত্য করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥১৬॥

কলানিধি শ্রীশচীনন্দনের অঙ্গভঙ্গীর সহিত মুহুর্মুহুঃ পাদপদ্মের সবিলাস বিন্যাসে শোভনপদ্ম পরাজিত এবং যাহা দিগ্দিগন্তে ছুরিত হইতেছে, সেই স্বচ্ছকান্তির ছটায় সুনির্ম্মল দীপ্তিমালা তোমাদিগের মনে সম্যক্ বৃদ্ধিলাভ করুক ॥১৭॥

ধ্বনিত দিগঙ্গনাগণের বদনারবিন্দদ্বারা পূজিত সুবৃহৎ মন্দিরার শব্দ মিশ্রিত সঙ্গীতধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড কটাহকেও ভেদ করিয়া যে কতদূর যাইতেছে, তাহা কে অনুমান করিতে সমর্থ হইবে? ॥১৮॥

বারম্বার চক্রবৎ মধুর ভ্রমণ করায় চঞ্চলপরিস্কৃত নেত্রজলধারায় যিনি ব্যাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং যাঁহাকে পরিধি ভূষিত শশধরের ন্যায় বোধ হইতেছে, সেই গৌরচন্দ্র লোচন বিগলিত মণ্ডলাকার জলঝরে দিঙ্মণ্ডল সম্যক্ পরিমার্জিত করিয়া নৃত্যোদ্যমে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥১৯॥

জয় জয় জয়ত্বিত্যত্যুচ্চৈর্নিনাদপরঃ শতৈ-
র্মুখরমুখরীভূতাঃ সর্ব্বা দিশঃ কিমকুর্ব্বত।
নিরবধি দৃশৌ তাসু ক্ষিপ্ত্বা যদেষ বিলোহিতে
নটনকলয়া লোলশোণীচকার জগত্তলং ॥২০॥

মুখশশিসমুদ্গীর্ণৈঃ ফেনৈর্হসন্নিব শারদং
সততবিজিতং লক্ষ্ম্যা লক্ষ্মাকুলং হিমদীধিতিম্।
পুলকপটলৈরত্যুদ্ভিন্নৈঃ সুমেরুমিবোদ্গতা-
ঙ্কুরশতপরিচ্ছেদাতীতঃ সএষ বিরাজতে ॥২১॥

উন্মীল্য প্রথমং পরিপ্লবয়তা পক্ষ্মাণি ভূয়ঃ ক্ষণাৎ
শ্রীমদ্গণ্ডতটীষু দীর্ঘময়তা ধারাভিরুচ্চৈস্ততঃ।
প্রাপ্যোরঃপদবীং ত্রিধা প্রসরতা ভূমৌ ত্রুটন্মৌক্তিক-
শ্রেণীবৎ ক্রিয়তাং সদৈব জগতাং হর্ষঃ প্রভোরশ্রুণা ॥২২॥

সংখ্যাতীত অত্যুচ্চ জয় জয় ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল শব্দিত হইয়া কি ঘটনা উপস্থিত হইল! যে:হেতু গৌরসুন্দর নৃত্যকলায় চঞ্চল হইয়া সমস্তদিক্‌কে লোহিত করিয়া তুলিলেন ॥২০॥

মুখচন্দ্র সমুদ্গীর্ণ ফেণদ্বারা যিনি কলঙ্ক সমাকুল ও শোভায় নিয়ত শশধর-মণ্ডলকে উপহাস করিতেছেন এবং পুলক দ্বারা যিনি সুমেরু পর্বতকে পরাজয় করিতেছেন, সেই গৌরচন্দ্র অভিনবোদ্গত পুলক সীমাকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২১॥

যে জল প্রথমে উৎপন্ন হইয়াই নেত্রলোমকে অভিষিক্ত করিতেছে এবং ক্ষণকালমধ্যেই পুনর্বার সুশোভিত গণ্ডস্থলে সুদীর্ঘধারে বহমান হইতেছে, তৎপরে যে সুবিশাল বক্ষঃস্থল পাইয়া তথা হইতে তিন ধারায় ভূতলে পতিত হইতেছে, সেই প্রভুর নেত্রপতিত জল, ছিন্নসূত্র মুক্তাহারের ন্যায় সর্বদা জগন্মণ্ডলে হর্ষবিধান করুন ॥২২॥

বিশ্বং প্লাবয়তেব তত্র লুঠতা ভূমাযু বক্ষঃস্থলে
গর্ভোত্থৎকনকাশ্মরম্যতটিনীশোভাং তিরস্কুর্ব্বতা।
অক্ষোর্মগ্নসরোজসুন্দরসরঃশোভেন গৌরপ্রভো-
রানন্দাশ্রুঝরেণ তেন জগতামানন্দ আধীয়তাম্ ॥২৩॥

গায়দ্ভির্গায়নৈস্তৈঃ প্রমথবলয়িতে মণ্ডলে তদ্বহিশ্চ
শ্রীকাশীমিশ্রমুখ্যৈঃ পরমসুমতিভিস্তৎপদাব্জপ্রপন্নৈঃ।
হস্তগ্রাহং প্রমোদাৎ সততবলয়িতে তদ্বহিশ্চ প্রতাপ-
প্রাক্ শ্রীশ্রীরুদ্রদেবে নিভৃতমিত ইতোবেষ্টিতে ভাতি নাথঃ ॥২৪॥

ইন্দ্রঃ কিং কিমথ বিধিঃ কিমীশদেবো-
নৈবেষাং ভবতি তদা হ্যপেক্ষণীয়ঃ।
শ্রীগৌরে নটনবিলাসবেশরম্যে
নৈবাসীৎ ক্ষণমপি পক্ষ্মণো নিবৃত্তিঃ ॥২৫॥

যে ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া বিশ্বমণ্ডলকেই যেন প্লাবিত করিতেছে, বক্ষঃস্থলে লুণ্ঠিত হইয়া মধ্যদেশ হইতে যাহার সুবর্ণ উদ্গত হইতেছে, তাদৃশ ধারায় সুরম্য নদীর শোভাকেও যে তিরস্কার করিতেছে এবং জলমগ্ন পদ্মদ্বারা সুদৃশ্য সরোবরের ন্যায় শোভা প্রকাশ পাইতেছে, প্রভু গৌরচন্দ্রের সেই নেত্রযুগলের আনন্দাশ্রু জগন্মণ্ডলের আনন্দ সম্পাদন করুন ॥২৩॥

গায়কগণ গান করিতে করিতে প্রথমত বলয়াকারে যে মণ্ডলী রচনা করিলেন, তাহার বহির্ভাগে শ্রীকাশী মিশ্র প্রভৃতি গৌরপাদপদ্মানুরক্ত সুবুদ্ধি ভক্তগণ হস্তধারণপূর্বক প্রমোদভরে মণ্ডলী রচনা করিলেন এবং তাহার বহির্ভাগে শ্রীপ্রতাপরুদ্র নির্জনে ইতস্ততঃ বেষ্টিত হইলে শ্রীগৌরচন্দ্র তন্মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৪॥

কি ইন্দ্র, কি ব্রহ্মা, কি মহাদেব, ইহাঁদিগের কখনই নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং এ বিষয় অপেক্ষণীয় অর্থাৎ ইহাতে আর কিছু বক্তব্য নাই কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্র নৃত্য বিলাসের বেশে রমণীয় হইলে জড়পদার্থ নেত্র লোমেরও ক্ষণকাল নিবৃত্তি হয় নাই তাহারা নিমেষশূন্য হইয়া প্রভুকে দেখিতে লাগিল ॥২৫॥

আনন্দেন জড়ীকৃতে ভুবি চিরং স্তব্ধে তথা স্যন্দনে
শ্রীনীলাদ্রিপতেরুপৈতি চ সতি ব্যগ্রীভবদ্ভির্ভৃশম্।
তৈরতৈঃ করপল্লবৈর্নিজনিজক্রোড়েষু কৃত্বা কিয়-
দ্দূরে স্বৈরমুপার্পিতো বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥২৬॥

আনন্দেন জড়ীভবন্নণুপদং হুঙ্কারকোলাহলৈ-
রদ্বৈতার্পিত-পাণিপল্লব-রসস্নিগ্ধোরুবক্ষঃস্থলঃ।
দণ্ডাকারমিতস্ততো বিনিপতদ্দোর্দণ্ডপাদদ্বয়ো-
র্ল্লাস্যোল্লাসমনোহরো বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥২৭॥

আনন্দোৎসাহমূর্চ্ছাগত ইব ভবতি স্পন্দনিশ্বাসমন্দে
রোহদ্রোমাঞ্চপূরৈর্বিকলিত-বপুষানন্দমন্দীকৃতেন।
স্যন্দন্নেত্রারবিন্দদ্বয়সলিলজুষা রুদ্রদেবেন ভূয়ঃ
সানন্দং সেবিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়সরসিরুহো রাজতে গৌরচন্দ্রঃ ॥২৮॥

গৌরচন্দ্র মহানন্দরসে জড়ীকৃত হইয়া অনেকক্ষণ ভূতলে পতিত হইয়া রহিলেন, নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবের রথও নিশ্চল হইল, তৎপরে পুনর্ব্বার ঐ রথ প্রভুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়া ভক্তগণ অতিশয় ব্যগ্র হইয়া স্বীয় করপল্লব দ্বারা নিজ ক্রোড়ে করিয়া অতি শীঘ্র কিয়দ্দূরে যিনি স্থাপিত হইলেন, সেই প্রভুবর গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥২৬॥

যিনি ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে জড়ীভূত হইতেছেন এবং হুঙ্কার কোলাহল করিয়া যিনি অদ্বৈতের অঙ্গে করপল্লব অর্পিত করিয়াছেন, যাঁহার উরু ও বক্ষঃস্থল অতীব সুস্নিগ্ধ, তথা দণ্ডের ন্যায় ইতস্ততঃ যাঁহার বাহুদণ্ড ও পাদযুগল পতিত হইতেছে এবং যিনি নৃত্যোল্লাসে মনোহর, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥২৭॥

শরীর স্পন্দন ও নিশ্বাস বায়ু মন্দীভূত হওয়ায় নেত্রপদ্মবিগলিত জলধারা-যুক্ত তথা আনন্দে জড়ীকৃত ও লোমাঞ্চসমূহে বিকলিত অঙ্গ দ্বারা যাঁহাকে বোধ হইতেছে যেন আনন্দ উৎসাহ ও তত্তৎক্ষনেই মূর্চ্ছাগত হইতেছেন এবং প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক সানন্দে তদবস্থায় যাঁহার পাদপদ্মযুগল সেবিত হইতেছে, সেই প্রভু গৌরচন্দ্র অতিশয় শোভা পাইতেছেন ॥২৮॥

উন্মীলন্নেত্রপদ্মে পুলকপটলিকালোলসর্বাঙ্গযষ্টৌ
নিষ্ঠীবৎফেণপূরোল্লসিতমুখশশিদ্যোতনির্দ্ধূতচন্দ্রে।
সান্দ্রানন্দালিমন্দে মধুরিমলহরীসিন্ধুসৌভাগ্যচন্দ্রে
নৃত্যত্যস্মিন্ন কেষাং প্রভবতি জড়িমা শ্রীলগৌরাঙ্গচন্দ্রে ॥২৯॥

আনন্দং নেত্ররন্ধ্রৈর্নিরবধি পরমানন্দসন্দোহধারা-
ধৌত-প্রত্যঙ্গ-লক্ষ্মীমধুরিমবিভবো রামণীয়োৎকচিত্তঃ।
পীত্বা পীত্বা যদায়ং নটনরসধুনীপূরমুল্লাসলোলো
নিস্পন্দো বো ভবীতি প্রথয়তি পরমানন্দপুরী সহর্ষম্ ॥৩০॥

দধার কটিসূত্রকং প্রভুরিতীহ দামোদরঃ
স্বরূপ ইব তস্য কিং যতিবরোঽয়মুদ্‌ঘুষ্যতে।
য এষ নটনোৎসবে হৃদয়কায় বাগ্‌বৃত্তিভিঃ
শচীসুতকলানিধৌ প্রবিশতীব সান্দ্রোৎসুকঃ ॥৩১॥

নৃত্যকালে যাঁহার নেত্রপদ্ম উন্মীলিত, যাঁহার সমস্ত অঙ্গলতা পুলক পটলে চঞ্চল, নিষ্ঠীব অর্থাৎ উদ্‌গীর্ণ ফেনপুঞ্জ দ্বারা উল্লাসিত মুখচন্দ্রের কান্তিতে যিনি সুধাকর তিরস্কার করিতেছেন এবং যিনি নিবিড় আনন্দরসে জড়ীকৃত ও যিনি মাধুর্য্যলহরীযুক্ত সমুদ্রের সৌভাগ্যচন্দ্র, সেই শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র নৃত্যারম্ভ করিলে এই ভূমণ্ডল মধ্যে কোন্ ব্যক্তির না জড়তা হয় অর্থাৎ তাদৃশ অনির্বচনীয় ভাবময় নৃত্যদর্শনে কে না মুগ্ধ হয়? ॥২৯॥

নিরবধি পরমানন্দসমূহের ধারায় প্রক্ষালিত প্রত্যেক অবয়বে যাঁহার মাধুর্য্যরাশি পরিলক্ষিত হইতেছে যাঁহার চিত্ত নিয়তই রমণীয়তায় সমুৎসুক, সেই পরমানন্দপুরী হর্ষলোল হইয়া পুনঃ পুনঃ নিস্পন্দ হইতেছেন এবং নৃত্যরূপ রসময়ী নদীর প্রবাহ বারম্বার পান করিয়া সানন্দে নেত্রছিদ্রদ্বারা বিস্তারও করিতেছেন অর্থাৎ যাঁহার নেত্রপথে নিয়ত জলধারা গলিত হইতেছে ॥৩০॥

"প্রভুবর গৌরচন্দ্র কটিসূত্র ধারণ করিয়াছেন" এই হেতু শ্রীক্ষেত্রমধ্যে যতিবর দামোদরই প্রচুর স্বরূপরূপে উদ্ঘোষিত হইতেছেন, কারণ যে

উন্মীলন্মকরন্দসুন্দরপদদ্বন্দ্বারবিন্দোল্লস-
দ্বিন্যাসঃ ক্ষিতিষু প্রকামমমুনা দামোদরেণ প্রভুঃ।
আমুগ্ধৈঃ করকুট্মলৈরিত ইতো হর্ষাদধোধো গুরু-
স্নেহার্দ্রেণ দৃঢ়োপগূহিতপদো নৃত্যন্নসৌ দৃশ্যতাম্ ॥৩২॥

কাশীশ্বরপ্রভৃতয়ো রভসেন কাশী-
মিশ্রশ্চ হর্ষভরবিশ্রমণৈকপাত্রম্।
গোবিন্দএষ চ পরস্পরমুৎকচিত্তা
দৃগ্‌ভিস্তদীয়নটনামৃতমাধয়ন্তি ॥৩৩॥

নৃত্যন্ ক্ষিতৌ সমুপদিশ্য নিজাঙ্ঘ্রিপদ্মং
দোর্ভ্যাং সুখেন পরিরভ্য বিলোলমৌলিঃ।
চুম্বন্ জনং জনমভিপ্রকটানুরাগো
মূর্দ্ধ্নি ক্ষিপন্ বিজয়তে কনকাদ্রিগৌরঃ ॥৩৪॥

দামোদর নৃত্যোৎসবে উৎসুক চিত্ত হইয়া কায়বাক্য ও মনোবৃত্তির সহিতই কলানিধি গৌরচন্দ্রে যেন প্রবেশই করেন অর্থাৎ নৃত্যকালে প্রভুর সহিত যেন একাত্মা হইয়া যান্ ॥৩১॥

উন্মীলিত মকরন্দ দ্বারা যাঁহার পাদপদ্মের সহর্ষ বিন্যাস মনোহর হইয়াছে অর্থাৎ নৃত্যকালে চরণ হইতে ঘর্মনির্গত হওয়ায় মকরন্দ-ক্ষরণকারি পদ্মের সহিত সাদৃশ্য লাভ করিতেছে, সেই গৌরচন্দ্র দামোদর কর্তৃক হর্ষ ও গুরুতর স্নেহে এবং আর্দ্রচিত্তে সুন্দর করকুট্মল দ্বারা ইতস্ততঃ ও অধোঽধঃ প্রদেশে সুদৃঢ় আলিঙ্গিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, হে ভক্তগণ, সন্দর্শন করুন ॥৩২॥

হর্ষাতিশয় ও বিশ্রামের একমাত্র ভাজন কাশী মিশ্র গোবিন্দ ও কাশীশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণ পরস্পর অতিহর্ষে উৎসুকচিত্ত হইয়া নেত্র দ্বারা গৌরচন্দ্রের নটনামৃত পান করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

নৃত্য করিতে করিতে ভূতলে পাদপদ্ম নিক্ষেপ করিয়া বাহুযুগলদ্বারা ভক্তগণকে শিরঃ কম্পনপূর্বক আলিঙ্গন ও চুম্বন এবং নিজ চরণ মস্তকোপরি

এতদ্বিনা জগতি নান্যদিহাস্তি রম্যং
শ্রীমৎসুগন্ধিগুরু কারুণিকং দুরাপম্ ।
ইত্যাকলয্য নটনে নিজপাদপদ্মং
হৃত্থর্পয়ন্ বিজয়তে সততঞ্চ চুম্বন্ ॥৩৫॥

স্নিহ্যন্নিব প্রতিপদং হৃদয়ান্তরেষু
কুর্ব্বন্নিবাক্ষিযুগলেন পিবন্নিবাসৌ ।
আস্বাদয়ন্নিব মুহুর্নিজপাদপদ্মং
নৃত্যে জয়ত্যবিরতং কমনীয়গৌরঃ ॥৩৬॥

পদাম্ভোরুহদ্বন্দ্ববিন্যাসনেহভি-
স্ফুরন্মাধুরীধৌতশোনাব্জশোভঃ ।
ললদ্রামরম্ভাবিলাসাবলম্ব-
স্থলোরুর্নিপীনোল্লসৎশ্রোণিবিম্বঃ ॥৩৭॥

উত্তোলন করিয়া যিনি অনুরাগ প্রকটন করিতেছেন, সেই স্ুবর্ণ শৈলাকৃতি গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥৩৪॥

"এই জগন্মণ্ডলে ইহা ভিন্ন আর রমণীয় কিছুই নাই এবং ইহা সুশ্রীক, সুগন্ধি, অতিশয় কারুণিক ও দুর্লভ" গৌরচন্দ্র এই বলিয়া নৃত্যকালে নিজ পাদপদ্ম হৃদয়ে অর্পণ করিয়া যিনি চুম্বন করিতেছেন, সেই ভাবময় মহাপ্রভু জয়যুক্ত হউন ॥:৫॥

যিনি নিজপাদপদ্মকে স্নেহ করিতেছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে বক্ষঃস্থলে ধারণ ও নেত্রযুগল দ্বারা কখন পান এবং কখনও আস্বাদন করিতেছেন সেই কমনীয়-কান্তি গৌরচন্দ্র নৃত্যমধ্যে নিরন্তর জয়যুক্ত হন ॥৩৬॥

পাদপদ্মের বিন্যাসে যাঁহার মাধুর্য্য প্রক্ষালিত রক্তপদ্মের শোভা প্রস্ফুরিত হইতেছে এবং যাহার উরুস্থল সুশোভিত রামরম্ভার বিলাসের অবলম্বন স্বরূপ যাঁহার নিতম্বমণ্ডল স্থূল অথচ মনোহর ॥৩৭॥

সমুদ্যজ্জবাজালকোদ্দামরক্তাং-
শুকং স্বচ্ছশোভারুণিম্নানুরক্তাম্ ।
ত্রিলোকীং বিধায়োদ্‌গতানন্দখেলঃ
স্ফুরত্তাণ্ডবোদ্দণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলঃ ॥৩৮॥

স্ফুরন্মুষ্টিমেয়াবলগ্নে নিতান্ত-
শ্রিতশ্রীকটীসূত্রকান্ত্যাতিকান্তঃ ।
গুরুস্বেদবারিপ্রবাহাপ্লুতো র
স্থলীকঃ সতুদ্দামরোমাঞ্চপূরঃ ॥৩৯॥

তদানন্দধারাং বহন্ ক্ষীরবারাং-
নিধেঃ সানুকারাং বিকারিপ্রচারাম্ ।
বিলোলালিখেলাবিলাসাক্ষিলীলা-
রসৈঃ সাধু কুর্ব্বন্ জনস্যাজ্ঞগর্ব্বম্ ॥৪০॥

অভিনব জবাপুষ্পের দলের ন্যায় উৎকৃষ্ট বসনের সুনির্ম্মল শোভাযুক্ত রক্তিমাদ্বারা যিনি ত্রিলোককে অনুরক্ত করিয়া আনন্দে খেলা করিতেছেন এবং স্ফুরিত উদ্দণ্ড নৃত্যে যাঁহার উত্তোলিত বাহুযুগলের লীলা বিলাস পাইতেছে ॥৩৮॥

প্রস্ফুরিত ও মুষ্টিমেয় অর্থাৎ মুষ্টিদ্বারা যাহা ধরা যায় তাদৃশ ক্ষীণোদরে সমধিক পরিহিত শ্রীমৎ কটিসূত্রের কান্তিতে যিনি কান্তিমান্ অতিশয় ঘর্ম্মবারির প্রবাহে যাঁহার বক্ষঃস্থল আপ্লাবিত এবং যাঁহার রোমাঞ্চসমূহ প্রশস্ত ও বৃহৎ ॥৩৯॥

ক্ষীরসমুদ্রের অনুকারিণী ও প্রেমবিকারের প্রস্তাবকারিণী আনন্দধারাকে যিনি বহন করিতেছেন এবং চঞ্চল সখীগণের ক্রীড়া কৌতুহল সম্পাদক নেত্রযুগলের লীলারস দ্বারা ভক্তগণের নিকট যিনি উত্তমরূপে অজ্ঞগর্ব্ব সম্পাদন করিতেছেন অর্থাৎ যে নেত্র পূর্ব্বে ব্রজাঙ্গনাদিগের বিবিধ কটাক্ষ বিলাস সম্পাদিত করিয়াছিল সেই নেত্রযুগলে বিবিধ বিলাস বিস্তার

অলংকুর্ব্বদানন্দমূর্চ্ছাপ্রকাশ-
শ্রিতস্তম্ভরোমাঞ্চকম্পপ্রকাশঃ।
অনির্ব্বার্য্য-ভাবপ্রকাশাতিরেক-
স্ফুরদ্দেহকান্তিচ্ছটাচ্ছন্নলোকঃ ॥৪১॥

ত্রিলোকীস্ফুরৎকীর্ত্তিপীযূষধারঃ
প্রকাশীকৃতপ্রেমভক্তিপ্রচারঃ।
লসত্তপ্তকার্ত্তস্বরশ্রীমদঙ্গ-
চ্ছটাচ্ছন্নলাবণ্যতারুণ্যভঙ্গঃ ॥৪২॥

নদন্মন্দিরাবৃন্দরিঙ্গন্মৃদঙ্গৈঃ
সমুদ্যন্মহোল্লাসপাথোধিভঙ্গৈঃ।
মুহুর্গায়নৈর্ম্মুগ্ধসঙ্গীতভঙ্গী-
সমুৎকণ্ঠকণ্ঠৈঃ সদানন্দসঙ্গী ॥৪৩॥

করিতেছেন, সুতরাং ভক্তগণ সেই নেত্রকে পদ্মগর্ভের ন্যায় সুন্দর সন্দর্শন করিতেছেন ॥৪০॥

সামর্থ্যবর্দ্ধক আনন্দ, মূর্চ্ছা প্রকাশ ও তদাশ্রিত স্তম্ভ রোমাঞ্চ এবং কম্প যাঁহাতে প্রকাশ পাইতেছে এবং অনিবার্য্যভাবের প্রকাশাতিশয্যে প্রস্ফুরিত দেহকান্তির চ্ছটায় যিনি সমস্তলোককে আচ্ছন্ন করিয়াছেন ॥৪১॥

যাঁহার দেদীপ্যমান কীর্ত্তিরূপ অমৃতধারা ত্রিভুবনে বিস্তৃত হইয়াছে, যিনি প্রেমভক্তির প্রচারকার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, শোভমান তপ্তকাঞ্চনের তুল্য সুশ্রীক অঙ্গছটাচ্ছন্ন লাবণ্য ও তারুণ্যের তরঙ্গ যাঁহার বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ যিনি নিত্য নবযৌবন ॥৪২॥

শব্দায়মান মন্দিরা সকল ও মৃদঙ্গসমূহের বাদ্যদ্বারা এবং বর্দ্ধনশীল মহানন্দরূপ সমুদ্রতরঙ্গ অর্থাৎ অতিহর্ষের সহিত যাহারা গান করিতেছে, সেই গায়কদিগের মনোহর সঙ্গীত তরঙ্গে যিনি সর্বদা আনন্দিত হইয়াছেন ॥৪৩॥

জগন্নাথদেবং বিমুগ্ধং স্বলাস্তে-
বিলোক্যাতিহর্ষাশ্রুঘর্মাম্বুহাসৈঃ।
রসোৎকর্ষতো নিঃসহশ্রীমদঙ্গঃ
সদারজ্যদাকুঞ্চিতাপাঙ্গভঙ্গৈঃ ॥৪৪॥

পুরস্থেন নীলাদ্রিমৌলীশ্বরেণ
স্বালস্যাবলোকাস্থিরাত্যস্থিরেণ।
নিমেষং দৃশোঃ কর্ত্তুমপ্যক্ষমেণ
প্রমত্তীকৃতো ভূরিহর্ষোদ্‌গমেন ॥৪৫॥

বিলোলাননাম্ভোজলীলাবিলাসঃ
স্ফুরচ্ছীৎকৃতোদ্ভাসিরোমপ্রকাশঃ।
অপূর্ব্বং ত্রিলোকীং প্রতি প্রেমপাথঃ-
প্রদো গুণ্ডিচায়াং নরীনর্ত্তি নাথঃ ॥৪৬॥ (কুলকম্)

নৃত্য করিতে করিতে পরমসুন্দর শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া অতি-হর্ষে বিগলিত আনন্দাশ্রু ও ঘর্মজলযুক্ত কণ্ঠহেতুক এবং সর্বদা আরক্ত ও আকুঞ্চিত অপাঙ্গতরঙ্গহেতুক এবং ভাবোৎকর্ষবশতঃ যাঁহার শ্রীমান্ অঙ্গসমূহ নিঃসহ হইয়াছে ॥৪৪॥

নৃত্যদর্শনাভিলাষে অতিশয় অস্থির পুরীস্থিত শ্রীজগন্নাথদেব এবং নেত্র-দ্বয়ের নিমেষ ত্যাগেও যে অক্ষম অর্থাৎ নিমেষকালেও যাহার বিরাম নাই তাদৃশ হর্ষোদ্‌গম কর্তৃক যিনি অত্যন্ত প্রমত্ত হইয়াছেন ॥৪৫॥

যাঁহার মুখপদ্মের লীলা অতিশয় চঞ্চল এবং প্রস্ফুরিত শীৎকার শব্দে যাঁহার রোমশোভা উদ্ভাসিত হইতেছে, এতাদৃশ ভাবময় সেই গৌরচন্দ্র ত্রিলোকের প্রতি অপূর্ব্ব প্রেমবারি বিতরণ করিয়া গুণ্ডিচামন্দিরে পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতেছেন ॥৪৬॥

বিলোক্যাস্য লাস্যং ললন্মাধুরীকং
ক্ষমো নৈষ কর্ত্তুং নিমেষৌ দৃশোঃ কিম্।
যদুৎফুল্লপাথোরুহাক্ষোঽয়মাসীৎ
সমস্তাত্মনা তত্র মগ্নঃ প্রকামম্ ॥৪৭॥

অঙ্গুল্যগ্রৈঃ স্রজমনুপমাং চক্রবদ্ভ্রাময়িত্বা
হর্ষোৎকর্ষাৎ ক্ষিপতি স তথা মণ্ডলে তত্র নৃত্যন্।
ইচ্ছাপূর্ব্বং যমনু চকমে চেতসা তস্য কণ্ঠে
দূরস্থস্যাঽপি চ বত তথা রাজতে চিত্রমেতৎ ॥৪৮॥

ইত্যেবং বহুধা বিধায় নটনং রম্যং শচীনন্দনঃ
শ্রীনীলাচলমৌলিনীলতিলকস্যাগ্রে পথি প্রেমবান্।
দৃষ্ট্বা তন্মুখচন্দ্রসুন্দররুচিং পীযূষবচ্ছীতল-
মানন্দাম্বুনিধৌ মমজ্জ সুভৃশং সার্দ্ধং নিজাঙ্ঘ্রিপ্রিয়ৈঃ ॥৪৯॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে মহাকাব্যে
ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

এই জগন্নাথদেব শ্রীগৌরচন্দ্রের অভিলষিত মাধুর্য্যশালি নৃত্য দেখিয়াই কি নেত্রের নিমেষ নিক্ষেপ করিতে অক্ষম হইয়াছেন? যেহেতু উৎফুল্ল কমললোচন এই শ্রীজগন্নাথদেব সমস্ত আত্মার সহিতই গৌরভাবে যথেষ্ট মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন ॥৪৭॥

গৌরচন্দ্র অঙ্গুলির অগ্রভাগে নিরুপম মালাকে চক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত করিয়া অতিশয় হর্ষহেতুক সেইরূপেই পুনর্বার নৃত্য করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং ইচ্ছাপূর্বক চিত্তমধ্যে যাঁহাকে কামনা করিয়াছিলেন, দূরস্থ হইলেও তাঁহারই অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথদেবের কণ্ঠেই সেই মালা শোভা পাইতেছে, ইহা অতীব আশ্চর্য্য ॥৪৮॥

শচীনন্দন গৌরসুন্দর শ্রীনীলাচলমৌলিতিলক জগন্নাথদেবের অগ্রপথে অতীব প্রেমাবিষ্ট হইয়া এইরূপে বহুবিধ রমণীয় নৃত্য করিয়া এবং অমৃতবৎ-সুশীতল নীলাচলনাথের মুখচন্দ্রের সুন্দরকান্তি সন্দর্শন করিয়া নিজপাদ-পদ্মানুরক্ত ভক্তবৃন্দের সহিতই আনন্দসাগরে সাতিশয় মগ্ন হইলেন ॥৪৯॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ

নটনান্তরেঽথ ঘনঘর্মবারিণা বিলসত্তনুর্ব্বরবিলোহিতাংশুকঃ।
পুরতোঽসিতাচলপতের্মুহুর্ব্বভৌ কনকাচলো রুচিরধাতুনির্ঝরঃ ॥১॥

অভিতোঽভিতঃ পথিরথান্তরান্তরে প্রতিমাস্তথাস্য জগতাংপতের্মুহুঃ।
অবলোক্য তেন কনকাদ্রিকান্তিনা কিমিবেশিতৃত্বমিহ তাভ্য আদধে ॥২॥

সুচিরং বিলস্য পুরতো রথস্য স প্রবিবেশ শীতলতলদ্রুমাবহম্।
অসিতাদ্রিমৌলিতিলকস্য বল্লভং শ্রমশান্তয়ে হ্যুপবনং মনোরমম্ ॥৩॥

নবজাতি-কুন্দ-করবীর-যূথিকা-নবমালিকা-ললিতমাধবীচয়ৈঃ।
বকুলৈ রসালশিশুভিশ্চ চম্পকৈঃ পরিতঃ সমাবৃতমমন্দবিভ্রমম্ ॥৪॥

(যুগ্মকম্)

নৃত্য সমাপনপূর্বক ঘন ঘন ঘর্মবারিতে বিলসিতাঙ্গ হইয়া এবং উৎকৃষ্ট অরুণ বসন পরিধান করিয়া নীলাচলপতির অগ্রে যেন মনোহর ধাতু নির্ঝরযুক্ত কনকাচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১॥

কনকাচল কান্তি গৌরসুন্দর রথমার্গের মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ জগন্নাথদেবের প্রতিমূর্ত্তি সকল বারম্বার সন্দর্শন করিয়াই কি ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বরত্ব আধান করিলেন ? ॥২॥

অভিনব জাতি, কুন্দ, করবীর, যূথিকা, নবমালিকা, মনোহর মাধবীসমূহ বকুল, রসাল শিশু তথা চম্পকবৃক্ষে সমাবৃত ও গুরুতর শোভাযুক্ত তথা যাহার তলপ্রদেশ সুশীতল, সেই বৃক্ষরাজীদ্বারা বেষ্টিত এবং নীলাচলপতির যাহা অতীব প্রিয়, সেই সেই মনোরম উপবনমধ্যে গৌরাঙ্গসুন্দর সুদীর্ঘকাল রথাগ্রে বিলাস করিয়া শ্রম শান্তির নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন ॥৩॥৪॥

পরিতঃ প্রসূনভরমাশ্লিষংস্তথা সরসাং বহন্ সরসশীকরোৎকরম্ ।
তদনুসঙ্গি-ঘর্মকণিকাঃ সমাহরন্নভজৎ প্রভুং লঘু লঘু ক্ষণং মরুৎ ॥৫॥

বনদেবতাভিরনিশং মনোরমৈর্নবপল্লবৈর্নবশিরীষচামরৈঃ ।
লঘুবীজ্যমানতনুরুৎসুকাত্মভিঃ সদৃশং বভৌ বিহিতগৌরবিগ্রহঃ ॥৬॥

মধুরোল্লসদ্বদনদীধিতিচ্ছটামৃতধারয়া স্নপয়তীব কিং জগৎ ।
ত্রিবিধৈশ্চ তাপতপনৈর্দুরাসদৈর্নহি বাধ্যতামিতি স গৌরচন্দ্রমাঃ ॥৭॥

অথ কেচনাস্য জগতাং পতেঃ প্রিয়াঃ পরমপ্রভাবভরভূরিভূষিতাঃ ।
রসসারসিন্ধব ইব যযুঃ প্রভোঃ পদপঙ্কজদ্বয়মবেক্ষিতুং তদা ॥৮॥

সসনাতনানুপমরূপরূপিণঃ স্বপদাব্জভক্তিরসসাগরত্রয়ান্ ।
প্রদদর্শ বিস্ফুরিতভাববীচিভির্জগদাপ্লুতং বিদধতঃ কৃপানিধিঃ ॥৯॥

সুশীতল জলবিন্দুবাহী বায়ু ইতস্ততঃ পুষ্পসমূহকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভুর অঙ্গসঙ্গি ঘর্ম্মকণা অপহরণ করিয়া মন্দ মন্দ সঞ্চালনে গৌরচন্দ্রকে ভজনা করিতে লাগিল ॥৫॥

বনদেবতাগণ নূতন পল্লব ও নূতন শিরিশপুষ্প রূপ চামর দ্বারা নিয়ত যাঁহার অঙ্গে সমুৎসুকচিত্তে মন্দ মন্দ বীজন করিতেছেন, সেই বিহিত গৌরবপুঃ গৌরচন্দ্র নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬॥

"আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে ত্রিবিধ সন্তাপরূপ তপন এই জগৎকে বাধিত না করে" এই নিমিত্তই কি গৌরচন্দ্র মধুরোল্লাস বিশিষ্ট বদন দীধিতির ছটামৃত ধারায় জগৎকে প্লাবিত করিতেছেন ॥৭॥

রসসারের সাগর স্বরূপ অর্থাৎ মহারসিক চূড়ামণি কতকগুলি জগন্নাথ-দেবের প্রিয় ভক্ত মহাপ্রভাবাতিশয়ে সমধিক ভূষিত হইয়া গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম যুগল দর্শনার্থ সমাগত হইলেন ॥৮॥

যাঁহারা বিস্ফুরিত ভাবতরঙ্গ দ্বারা জগৎকে আপ্লুত করিতেছেন এবং পাদপদ্মের ভক্তিরসের তিনটি সমুদ্রতুল্য ও জগন্নাথদেবের অনুপমরূপে যাঁহার

অথ তে সমেত্য নিকটং মহাপ্রভোরনুভাবসোদরতমা ইব ত্রয়ঃ।
প্রিয়সোদরা বিহিতকাকুভাষিতা ভৃশমস্তুবন্ জলজজন্মনস্তবৈঃ ॥১০॥

অথ ভূয়শো গলিতনেত্রবারিভিঃ পুলকোৎকরৈর্মৃদুতয়া চ চেতসঃ।
বিবশা মহাপ্রভুসমীপমাস্থিতাঃ স্তবনং প্রচক্রুরথ বীতসাধ্বসাঃ ॥১১॥

স নিশম্য তত্তদবহিত্থয়া প্রভুর্নিজগাদ ভূয়শ ইদং কৃপানিধিঃ।
অয়মেষ নীলগিরিমৌলিচন্দ্রমাঃ পুরতঃ সমেত্য কুরুত স্তবং ন কিম্ ॥১২॥

নিবিড়ানুরাগপটলীবলত্তরদ্রঢ়িমান এত ইতি যান্তু বা কথম্।
শ্লথতাং ততোঽধিকমভিপ্রযত্নতঃ স্তবনং প্রচক্রুরপি বীতসাধ্বসাঃ ॥১৩॥

বিবিধপ্রকারমপনীয় সাহসং ন শশাক বারয়িতুমেষ তান্ যদা।
অতিহর্ষবারিনিধিপূরসঞ্চয়ৈরবগাহিতা বিদধিরে তদৈব তে ॥১৪॥

রূপী অর্থাৎ প্রভুরূপধারী সেই জনত্রয়কে অর্থাৎ সনাতন, অনুপম ও রূপ এই তিনকে কৃপানিধি গৌরচন্দ্র অবলোকন করিলেন ॥৯॥

অনুভাবে সোদরতম সেই তিনটি সহোদরভ্রাতা মহাপ্রভুর নিকটে সমাগত হইয়া অতীব বিনয়বাক্যবিধানপূর্ব্বক ব্রহ্মস্তবদ্বারা অতিশয় স্তব করিতে লাগিলেন ॥১০॥

সেই তিনজন মহাপ্রভুর নিকটে বিগতভয় হইয়াও বিগলিত নেত্রজলে ও পুলকসঞ্চয়ে পরিব্যাপ্ত শরীর হইয়া মৃদুচিত্তে বিবশ হইয়া পুনর্ব্বার স্তব করিতে লাগিলেন ॥১১॥

কৃপানিধি গৌরচন্দ্র সেই স্তব শুনিয়া কহিলেন যে “এই নীলাচল-মৌলী জগন্নাথদেবই কি আকার গোপন করিয়া আমার অগ্রে আসিয়া স্তব করিতেছেন ? ॥১২॥

এই কথা শুনিয়া ভ্রাতৃত্রয় ততোধিক যত্নে স্তব করিতে লাগিলেন, কারণ নিবিড়তম অনুরাগ কি কখন শিথিল হয় ? ॥১৩॥

গৌরচন্দ্র বিবিধ প্রকার সাহসকে অপনীত করিয়াও যখন তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই, তখন সমধিক আনন্দ সাগরের প্রবাহ-

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং সচ পূজ্যো যথা হ্যহং ॥১৫॥

ইতি সংনিপঠ্য মধুরং মহাপ্রভুঃ প্রণনাম ভূমিষু নিপত্য দণ্ডবৎ।
তদতিপ্রগল্ভমনসো ন তে ততো ভয়মাযযুঃ প্রবলভক্তিমত্তয়া ॥১৬॥

মধুরোল্লসদ্বদ বদেতি ভূয়শো বচনং যদাবিরভবন্মহাপ্রভোঃ।
দদৃশুস্তদাভিমতরূপমুত্তমং শতচন্দ্রসান্দ্রকিরণপ্রকাশবৎ ॥১৭॥

সতু গৌরচন্দ্র ইতি নির্ভরোৎসুকো দ্বিগুণপ্রকাশমধুমাধুরীময়ঃ।
অবদন্মুহুর্বদবদেতি নির্ভরং স্মিতদীধিতিস্নপিতভূমিমণ্ডলঃ ॥১৮॥

রাশি দ্বারা তাঁহাদিগকে অবগাহন করাইলেন অর্থাৎ অতীব হৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥১৪॥

চতুর্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত নহে কিন্তু আমার ভক্ত যদি শ্বপচ হয় অর্থাৎ চণ্ডাল হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও আমার প্রিয়, আমি তাহাকে দান করি এবং তাহারই নিকট গ্রহণ করি, আমি যেমন পূজনীয়; সে ব্যক্তিও তদ্রূপ পূজনীয় হয় ॥১৫॥

মহাপ্রভু এই শ্লোকটির মধুরস্বরে পাঠ করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলে, প্রগল্ভচিত্ত সেই ভ্রাতৃত্রয় প্রবল ভক্তিমত্ত্বহেতু তাহাতে ভীত হইলেন ॥১৬॥

"বারম্বার বল" এইরূপ মধুর উল্লাসযুক্ত বাক্য যখন মহাপ্রভু হইতে আবির্ভূত হইল, তখন ভ্রাতৃত্রয় শত শত চন্দ্রের নিবিড় কিরণ প্রকাশের ন্যায় উত্তম অভিমত রূপ গৌরচন্দ্রকে সন্দর্শন করিলেন ॥১৭॥

ঐ সময়ে দ্বিগুণ প্রকাশরূপ মধুর মাধুর্যময় গৌরচন্দ্র সাতিশয় উৎসুক হইয়া "বল বল" এই কথা যখন বারম্বার বলিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সুমধুর হাস্যকান্তি দ্বারা ভূমণ্ডল সিক্ত হইতে লাগিল ॥১৮॥

অথ তে বিহায় জলজোদ্‌ভবস্তবং তৃণসঞ্চয়ং চ পরিগৃহ্য দন্তকৈঃ।
অধিকণ্ঠমভিনিবধ্য বাসসোঽঞ্চলমুৎসুকা বিদধিরেতরাং স্তুতিম্ ॥১৯॥

স্বমনোঽনুকূলমভিবাঞ্ছিতপ্রদং বিনিপঠ্য গোপরমণীজনোদিতম্।
বিদধুস্তবং নয়ননীরভূষিতাঃ সুখসাগরে পরিমমজ্জুরপ্যমী ॥২০॥

ইতি নির্ভরং পরমকাকুভাষিতৈর্মধুরং সুধাময়মিবাকলয্য সঃ।
ভৃশমানয়ানয় বিধীয়তাং দ্রুতং সুমহাপ্রসাদ ইতি সস্পৃহোঽভবৎ ॥২১॥

অথ তে পদাম্বুজযুগস্য সন্নিধৌ ক্ষিতিমূলমধ্যতিশয়প্রবেপিতাঃ।
নিপতন্ত এব নয়নাম্বুনির্ঝরৈঃ পরিধৌতসর্ব্বতনবঃ সমাসত ॥২২॥

অথ সপ্রসাদিতমহাপ্রসাদকো ললিতৈর্ঘসাভিধঘটৈস্ত্রিভিস্ততঃ।
মধুরোল্লসদ্‌বদনচন্দ্রসুন্দরো রুরুচে বিভুর্নিজজনপ্রিয়ঙ্করঃ ॥২৩॥

ভ্রাতৃত্রয় ব্রহ্মস্তব পরিত্যাগপূর্ব্বক দন্তদ্বারা তৃণগুচ্ছ ধারণ করিয়া গললগ্নী কৃতবাসা হইয়া অতিশয় উৎসুকচিত্তে অত্যন্ত স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৯॥

ভ্রাতৃত্রয় নেত্রজলে ভূষিত হইয়া নিজমনে অনুকূল ও অভিলষিতপ্রদ গোপরমণীগণের কথিত বাক্য পাঠ করিয়া স্তব করিলেন এবং তজ্জন্য সুখসাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥২০॥

গৌরচন্দ্র এইরূপে পরম কাকুবাক্যে সুমধুর ও সুধাময় বাক্য শ্রবণ করিয়া "শীঘ্র আনয়ন কর আনয়ন কর" এই কথা বলিয়া অতিশয় স্পৃহাযুক্ত হইলেন ॥২১॥

সেই ভ্রাতৃগণ প্রভুর পাদপদ্মের নিকটে ক্ষিতিতলে কম্পিতাঙ্গ হইয়া নয়নাম্বু নির্ঝরে সমস্তাঙ্গ ধৌত করিয়া যেন পতিত হইতে হইতেই উপবিষ্ট হইলেন ॥২২॥

নিজজনের প্রিয়কারী প্রভু গৌরচন্দ্র ঘস নামক তিনটি ঘট পূর্ণ মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া মধুর ও উল্লসিত মুখচন্দ্রের সুন্দর শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৩॥

অথ তেঽপি নির্বৃতহৃদো মনোরথানুমতপ্রকাশরুচিদর্শনোৎসুকাঃ।
বিগলদ্বিলোচনঝরাপ্লুতাঙ্গকাশ্চলিতা বভূবুরতিভাগ্যরাশয়ঃ ॥২৪॥

উপবনমধি হর্ষবারাংনিধির্নটনরভসলোলচিত্তস্তদা।
অথ মধুমধুরং চকারোদ্ভটং নটনমভিরসং সমং তদ্বিধৈঃ ॥২৫॥

সরভসমপি তত্র বক্রেশ্বরদ্বিজকুলশশিনা সমং প্রেমবান্।
মধুমধুররুচিচ্ছটাসুন্দরঃ সততমিহ ততান লীলায়িতম্ ॥২৬॥

ক্ষণমপি পরিরভ্য বক্রেশ্বরং সরভসমনুচুম্বতি শ্রীযুতঃ।
ক্ষণমপি লঘু বিন্যসন্ রাজতে সমধুরুচিরপাদপদ্মদ্বয়ম্ ॥২৭॥

ক্ষণমপি পরিতো মুহুর্বিভ্রমং সচ পরিরভতেঽথ তং ভূয়শঃ।
লঘু লঘু মধুরং কলং গায়তি স্মিতরুচিররুচা ক্ষণং দীপয়ন্ ॥২৮॥

মনোরথের অভিমত প্রকাশিতকান্তি গৌরচন্দ্রের সন্দর্শনে যাঁহারা উৎসুক এবং লোচন বিগলিত জলধারায় যাঁহাদিগের অঙ্গ আপ্লুত সেই মহাভাগ্যরাশি ভ্রাতৃগণ সুস্থমনে গমন করিলেন ॥২৪॥

আনন্দনিধি গৌরচন্দ্র নৃত্যহর্ষে চঞ্চলচিত্ত হইয়া উপবনমধ্যে ভক্তগণের সহিত সুমধুর ও রসবহুল এবং উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২৫॥

সুমধুরকান্তি অর্থাৎ অতি বিস্তীর্ণ দীপ্তিচ্ছটায় সুন্দরাঙ্গ গৌরচন্দ্র দ্বিজকুল-চন্দ্র বক্রেশ্বরের সহিত প্রেমাবিষ্ট হইয়া সানন্দে নিয়ত বিবিধ লীলা বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

শ্রীযুক্তগৌরচন্দ্র সহর্ষে কখনও বক্রেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতেছেন, কখনও বা সুমধুর পাদপদ্মদ্বয় ভূতলে শীঘ্র শীঘ্র বিন্যাস করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥২৭॥

গৌরচন্দ্র কখনও মুহুর্মুহুঃ বিবিধ বিলাস বিস্তার করিয়া পুনঃপুনঃ সেই বক্রেশ্বরকেই আলিঙ্গন করিতেছেন এবং সুমধুর হাস্যরুচিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্দীপ্ত করিয়া সুমধুর অস্ফুটস্বরে গান করিতেছেন ॥২৮॥

ইতি নিভৃতমনেন বক্রেশ্বরদ্বিজকুলশশিনাথ সম্পাদয়ন্।
নটনমভিরসং রসাম্ভোনিধির্ন্যধিত স পরিতঃ পদাম্ভোরুহম্ ॥২৯॥

তত্তথৈব রভসাদুপবনতো বাসুদেব ইতি নির্ভরমধুরঃ।
গান কৌতুকরসৈর্নিজদয়িতং রঞ্জয়ন্ কলপদং রহসি জগৌ ॥৩০॥

এককঃ সুমধুরং কলনিনদো গীতমুত্তমতমং মধুমধুরং।
যজ্জগৌ কথময়ং তমতিরসো নো বিকারমিহ জাত্বহহ কিমু ॥৩১॥

গায়তীহ মধুরং ভিষগৃষভে বাসুদেব ইতি নির্ভরমধুরে।
আননর্ত্ত রভসাদবশতনুর্ভাবভাবিততনুদ্যুতিমধুরঃ ॥৩২॥

অশ্রুভিঃ সুবহলৈঃ পুলকঘটাপূরিতৈরবয়বৈরতিমধুরৈঃ।
স্তম্ভ-ঘর্ম-হসিতাদিভিরনিশং তাণ্ডবাকুলিততনুঃ স বিজয়তে ॥৩৩॥

রসনিধি গৌরচন্দ্র এইরূপে দ্বিজকুলচন্দ্র বক্রেশ্বর দ্বারা অতীব নির্জনে রসযুক্ত নৃত্য সম্পাদন করিয়া তৎপরে নিজেই ইতস্ততঃ পাদনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২৯॥

সাবেগে সমাগত বাসুদেব অতিশয় মধুর চিত্ত হইয়া সেই সেই রূপেই নিজ প্রিয় প্রভুকে গান কৌতুকরস দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া নির্জনে পদগান করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

মধুরভাষী বাসুদেব একাকী যে উত্তম মধুরস্বরে গান করিলেন, আহা! সেই অত্যন্ত অনুরাগী গৌরচন্দ্র সেই গানে কেন না বিকার প্রাপ্ত হইবেন? ॥৩১॥

বৈদ্যরাজ বাসুদেব এই প্রকার গান করিলে ভাবান্বিততনু কান্তিতে সুমধুর গৌরসুন্দর অতিহর্ষে অবশাঙ্গ হইয়া নৃত্যারম্ভ করিলেন ॥৩২॥

বহুল পরিমাণ নেত্রধারা পুলকাচিত অতএব অতিমধুর অবয়ব, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম এবং হাস্যাদি দ্বারা অনিয়ত নৃত্যকৌশলে আকুলিত তনু গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥৩৩॥

চন্দ্রবর্ত্ম পিহিতং বদনরুচা মেরুরেষ বিজিতোঽপঘনরুচা।
নিন্দিতং নু কমলং পদকমলৈর্নৃত্যতোঽস্য মধুরং মধুররুচঃ ॥৩৪॥

যত্তু গায়তি মহারসবলিতং তত্র যদ্‌যদিহ নাস্ত্যতিললিতম্।
ভাবভাবিতমসৌ নিজদয়িতে তত্ততো দ্বিগুণিতং সমকলয়ৎ ॥৩৫॥

অষ্টভাববলিতং সতু যুগপৎ শ্রীমদঙ্গতলতঃ পরিকলয়ন্।
আননর্ত্ত রভসাদবশতনুর্গায়তোঽস্য মধুরং বহু রচয়ন্ ॥৩৬॥

তত্তথোপবনমধ্যতিমধুরঃ শ্রীশচীজঠরবারিধিশশভৃৎ।
রম্যতাণ্ডবরসস্ফুরিততনুঃ সর্ব্বতোঽতনুত নির্ভরললিতম্ ॥৩৭॥

যো বিলোকয়তি তস্য তু হৃদয়ং তৎক্ষণেন চুলুকীকৃতমভবৎ।
কিন্তু তস্য নয়নং গতনিমিষং তত্র তত্র সুভৃশং পরিমিলতি ॥৩৮॥

নৃত্যকারি মধুরকান্তি গৌরচন্দ্রের বদনকান্তিতে চন্দ্রবর্ত্ম অর্থাৎ আকাশপথ আচ্ছাদিত, অঙ্গকান্তিতে এই সুমেরু পর্ব্বত পরাজিত এবং পাদকমল দ্বারা কমলও নিন্দিত হইতেছে ॥৩৪॥

বাসুদেব মহারস প্রচুর যে যে পদ গান করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে যদিও কোন স্থলে অতিশয় ভাব নাই, কিন্তু গৌরচন্দ্র নিজপ্রিয়জনের গানে সর্ব্বত্রই দ্বিগুণতর ভাবরাশি অবলোকন করিলেন ॥৩৫॥

গৌরচন্দ্র মহাহর্ষে অবশাঙ্গ হইয়া যুগপৎ অষ্টসাত্ত্বিক ভাবভূষিত শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিয়া বিবিধ মাধুর্য্য বিস্তার করিয়া গায়ক বাসুদেবের নিকটে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

শ্রীমতিশচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রের চন্দ্র মাধুর্য্যময় গৌরচন্দ্র উপবনমধ্যে রমণীয় নৃত্যরসে স্ফুরিতাঙ্গ হইয়া বিবিধ লালিত্য বিস্তার করিলেন ॥৩৭॥

যে ব্যক্তি একবার গৌরচন্দ্রকে দেখিতেছে তখনই তাহার হৃদয় চুলুক অর্থাৎ গণ্ডূসের ন্যায় হইয়া যেন প্রভুর দর্শনামৃত পান করিতেছে, কিন্তু তাহার নেত্র নিমেষশূন্য হইয়া সেই সেই সময়েই পরিমিলিত হইতেছে ॥৩৮॥

এবমেষ ভগবানতিললিতং বাসুদেবসহিতো নটনরসম্।
আবিধায় পরিতো লঘুবিলসংস্তত্র তত্র সরসস্তটমগমৎ ॥৩৯॥

ফুল্লপঙ্কজরজঃপটলীকয়া কুর্ব্বতাসিতরুচিভ্রমরকুলম্।
দীর্ঘিকারুচিরশীকরনিকরৈর্বায়ুনা পরিধুতং প্রভুমভজৎ ॥৪০॥

তত্র শীতলতটে প্রসৃমরয়া চ্ছায়য়া সুমধুরে মধুরমুখঃ।
আদধে সপদি বিশ্রমণবিধিং কং ন হর্ষতি বস্তু ত্যতিললিতম্ ॥৪১॥

সূপবিষ্টবতি কারুণিকতরে সঙ্গতাঃ সমভবন্নথ কতরে।
ভাগ্যসিন্ধুনিবিড়াপ্লুততনবস্তৎপদাব্জপরিলোকনকুতুকাৎ ॥৪২॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দপদাব্জপ্রতিপন্নস্তন্মধ্যে কোঽপি মহাত্মা বহুভাগ্যঃ।
কৃষ্ণাহ্বো দাসঃ স ধরিত্রীষু রম্যঃ শ্রীগৌরাঙ্গং তং তত্র
বিলোক্যাভিননন্দ ॥৪৩॥

ভগবান্ গৌরচন্দ্র এইরূপে বাসুদেবের সহিত অতি মধুর নৃত্যরস বিধান করিয়া ইতস্ততঃ দ্রুতপদে বিলাসপূর্ব্বক সরোবরের তীরে গমন করিলেন ॥৩৯॥

প্রফুল্লিত পদ্মসমূহের পরাগপটলী এবং মনোহর জলকণিকা দ্বারা যে বায়ু ভ্রমরগণকে শুভ্রকান্তি করিতেছে সেই শৈত্য, সৌগন্ধ্য ও মান্দ্য ও গুণ-বিশিষ্ট বায়ু কর্ত্তৃক কম্পিতাঙ্গ গৌরচন্দ্রকে দীর্ঘিকা ভজনা করিতে লাগিল, অর্থাৎ গৌরচন্দ্র গিয়া দীর্ঘিকায় প্রবেশ করিলেন ॥৪০॥

তৎপরে সুমধুর মুখ গৌরচন্দ্র সুবিস্তৃত ছায়ায় সুশীতল তীরভূমিতে বিশ্রাম কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, যেহেতু ললিতবস্তু কাহাকে না হৃষ্ট করে? ॥৪১॥

কারুণিকশ্রেষ্ঠ গৌরচন্দ্র সুখে উপবেশন করিলে পর গৌরাঙ্গের পাদদর্শন কৌতুহলহেতু ভাগ্যসাগরে নিবিড়তর আপ্লুতাঙ্গ কতিপয় ভক্তগণ প্রভুর নিকটে আগমন করিলেন ॥৪২॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্মানুরক্ত কোন এক বহুভাগ্য মহাত্মা ও ধরণীতলে রমণীয় কৃষ্ণদাস নামক ভক্ত তথায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥৪৩॥

তমথ মধুরমুখচন্দ্রমবেক্ষ্য ক্ষিতিসুরবর ইহ গৌরসুধাংশোঃ।
নটনরভসভরঘর্মজলাক্তং স্নপয়িতুমতনুত চেতসি চেষ্টাম্ ॥৪৪॥

স কুতশ্চিদাত্তঘটএব মহাত্মা লঘুদীর্ঘিকাজলচয়েন সতৃষ্ণম্।
প্রভুমূর্দ্ধ্নি নেত্রসলিলাপ্লুতদেহঃ পুলকাবলীবিলোসিতোঽথ সিষেচ ॥৪৫॥

ইত্যানীয় দ্রুতমথ সলিলং চক্রে সেকং কলসশতহৃতম্।
অদ্বৈতোঽয়ং তদবসরগতঃ শ্রীমানেজে প্রভুমুখপুরতঃ ॥৪৬॥

তং পরিলোচ্য মনোরমদেহো গৌরশশী করমস্য বিধৃত্য।
পাণিদলেন তদাত্মসমীপং স্নানরসায় নিনায় কৃপালুঃ ॥৪৭॥

অদ্বৈতোঽয়ং তত্তথৈবোপবিষ্টঃ স্নানার্থং শ্রীগৌরচন্দ্রস্য সঙ্গে।
সোপ্যেবং তং গৌরচন্দ্রং চ ভূয়ঃ স্বচ্ছস্বচ্ছৈর্ব্বারিভিঃ সিঞ্চতি স্ম ॥৪৮॥

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস গৌরচন্দ্রের সুমধুর ও নৃত্য হর্ষজনিত ঘর্মজলে অভিষিক্ত মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া স্নান করাইবার নিমিত্ত মনে মনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥৪৪॥

সেই মহাত্মা কৃষ্ণদাস কোন স্থান হইতে ঘট সংগ্রহ করিয়া লোচন-সলিলে আপ্লুতাঙ্গ ও পুলকিত হইয়া দীর্ঘিকার জল দ্বারা অতীব সাভিলাষ-চিত্তে শীঘ্র শীঘ্র প্রভুর মস্তকে জলসেচন করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥

এইরূপে কৃষ্ণদাস দ্রুতগতিতে কলস আনয়ন করিয়া প্রভুর অভিষেক করিলেন, তদবসরে অদ্বৈত সমাগত হইয়া প্রভুর মুখাগ্রে শোভমান হইলেন ॥৪৬॥

সুন্দরাঙ্গ গৌরচন্দ্র অদ্বৈতকে দেখিয়া তদীয় কর ধারণপূর্ব্বক নিজ করপল্লব দ্বারা স্নান বিলাসের নিমিত্ত লইয়া গেলেন ॥৪৭॥

এই অদ্বৈতপ্রভু তদ্রূপেই গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে স্নানার্থ উপবিষ্ট হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ সুনির্ম্মল জলধারায় গৌরচন্দ্রকে অভিষেক করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

ভূয়োভূয়স্তৈঃ পয়োভিঃ সুশীতৈ-
রত্যোৎকণ্ঠাৎ সেচয়ামাস বিপ্রঃ।
নেত্রাম্ভোভিঃ সোঽপি তত্রাভিষিক্ত-
শ্চিত্রং চিত্রং গৌরচন্দ্রানুভাবঃ ॥৪৯॥

ততঃ সমাত্তোদ্গমনায়বস্ত্রো
গোবিন্দ আনন্দময়ো মহাত্মা।
সমাযযৌ তৎপুরতস্ততোঽসৌ
জগ্রাহ বাসঃ সকটীরসূত্রম্ ॥৫০॥

এবমাত্তবসনঃ প্রভুস্তদা
তত্র তত্র চ মহাপ্রসাদকম্।
স্বৈর্জনৈঃ সমমুপাস্য নির্ভরং
রম্যহাসপরিহাসবত্তয়া ॥৫১॥

তত্তথোপবনবিভ্রমেক্ষণে
সস্পৃহঃ প্রতিলতং প্রতিদ্রুমম্।
কৌতুকানি মনসা সমাবহ-
ন্নাবভৌ পরমরম্যচেষ্টিতঃ ॥৫২॥

বিপ্রবর অদ্বৈত অতীব উৎকণ্ঠায় সুশীতল জলদ্বারা প্রভুকে সেচন করিলেন এবং আপনিও নেত্রজলে সমধিক অভিষিক্ত হইলেন, অহো কি আশ্চর্য্য গৌরচন্দ্রের অনুভাব ? ॥৪৯॥

মহাত্মা গোবিন্দ আনন্দিত হইয়া উদ্গমনীয় অর্থাৎ উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গৌরচন্দ্রও কটি-সূত্রের সহিত বসন গ্রহণ করিলেন ॥৫০॥

এইরূপে গৌরচন্দ্র বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সেই সেই স্থানে স্বীয় ভক্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রমণীয় হাস্য ও পরিহাস করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন

ভূয়োঽপি তত্র রথসন্নিকটং সমেত্য
দৃষ্ট্বা জগৎপতিমমন্দবিলাসরম্যম্।
হর্ষাৎ সমং নিজজনৈঃ সমুপেত্য পশ্চাৎ
ক্ষিপ্যন্ রথং বিজয়তে পরমপ্রকাশঃ ॥৫৩॥

ক্ষণমপি করকমলজযুগকলিত-
ধ্বনি জয় জয় জয় জয় জয় জয় ভোঃ।
ইতি নিরবধি রথপরিসর পৃথিবী-
মভি কলপদময়মতিরহসি জগৌ ॥৫৪॥

ধৃত্বা ধৃত্বা স্যন্দনরশ্মীন্
শ্রীগৌরাঙ্গঃ পাণিসরোজৈঃ।
হর্ষোৎকর্ষৈঃ সাঙ্গবিভঙ্গং
রেজে রাজীবায়তনেত্রঃ ॥৫৫॥

করিলেন। এবং তৎপরে সেই সেই রূপে উপবনের শোভা সন্দর্শনে প্রত্যেক লতা ও প্রত্যেক বৃক্ষের প্রতি সস্পৃহ হইয়া মনে মনে বিবিধ কৌতুহল লাভ করিয়া পরম রমণীয় চেষ্টায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫১॥৫২॥

পুনর্ব্বার গৌরচন্দ্র রথের নিকট উপস্থিত হইয়া অমন্দবিলাসে রমণীয় জগৎপতি জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া হর্ষভরে নিজজনের সহিত গমন করিয়া পশ্চাৎদিকে রথক্ষেপণপূর্ব্বক পরম প্রকাশে জয়যুক্ত হইতে লাগিলেন ॥৫৩॥

গৌরচন্দ্র রথমার্গমধ্যে কখনও করতালী দিয়া অতিনির্জনে সুমধুর স্বরে বারম্বার জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৫৪॥

পদ্মের ন্যায় বিশাললোচন শ্রীগৌরাঙ্গদেব করকমল দ্বারা বারম্বার রথরজ্জু ধারণ করিয়া পরমানন্দে অঙ্গভঙ্গীর সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৫॥

উল্লাসৈর্হর্ষোৎকর্ষৈ রোমাঞ্চালীরাজদ্দেহো
গায়দ্ভিস্তৈস্তৈঃ স্বীয়ৈঃ স্বীয়াং লীলাগাথামেব ।
উন্মীলদ্বিদ্যুন্মালাকান্তিপ্রায়শ্রীমৎকান্তি-
র্বভ্রাজ শ্রীগৌরাঙ্গো ধৃত্বা ধৃত্বা তত্তদ্রশ্মীন্ ॥৫৬॥

উচ্চৈরুচ্ছ্রিতচূড়াকুম্ভগ্রস্তপতাকা-
চুম্বদ্ভাস্করবিম্বঃ শ্রীমান্ স্যন্দনমুখ্যঃ ।
সোঽয়ং নীলমহীধ্রশ্রীমন্মৌলিসুধাংশো-
র্লোকেঽস্মিন্ন হি কেষামানন্দং তনুতে বা ॥৫৭॥

ইত্যেবং পথি দৃষ্টা দৃষ্টা কৌতুকচেষ্টা-
মাত্রবিলাসো লাস্যোদ্দামসুমূর্ত্তিঃ ।
শ্রীমৎস্যন্দনযাত্রাং ত্রৈলোক্যাদ্ভুতরূপাং
গৌরাঙ্গোঽতিকৃপালুর্নেত্রাভ্যামপিবৎ সঃ ॥৫৮॥

উল্লাস ও হর্ষোৎকর্ষহেতু এবং গৌরগাথাই যাহারা গান করিতেছে সেই গায়কগণের সহিত রোমাঞ্চসঞ্চয়ে ব্যাপ্তাঙ্গ হইয়া উন্মীলিত বিদ্যুন্মালা অর্থাৎ সৌদামিনীর ন্যায় কান্তিশালী শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র সেই রথরজ্জু পুনঃ পুনঃ ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৬॥

যাহার সমুন্নত চূড়ার কুম্ভস্থিত পতাকা সূর্য্যবিম্বকে স্পর্শ করিতেছে নীলাচলমৌলিচন্দ্র শ্রীজগন্নাথদেবের সেই শোভমান মুখ্যরথ কাহার না আনন্দ বিস্তার করিতেছে ? ॥৫৭॥

কৌতুকচেষ্টাই যাঁহার বিলাস এবং যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি নৃত্যবিষয়েই উৎসুক সেই অতিকৃপালু শ্রীগৌরচন্দ্র এইরূপে পথমধ্যে ত্রৈলোক্য হইতেও আশ্চর্য্যরূপ রথযাত্রা স্বীয়নেত্রে দর্শন করিলেন ॥৫৮॥

অস্তাদ্রিস্থবনালীং বিশ্রামার্থমুপৈতি
ত্রৈলোক্যস্থতমিশ্রং ভূয়োভূয় উদস্য।
অর্কে স্যন্দনমুখ্যঃ শ্রীনীলাদ্রিসুধাংশো-
স্তর্কে তত্র নিষণ্ণো নোৎসাহো মনুজানাম্ ॥৫৯॥

আগত্যানয় কচ্ছে তত্রত্যান্ সুখসিন্ধৌ
ক্ষিপ্যন্ সায়মকার্ষীচ্ছ্রীনীলাদ্রিসুধাংশুঃ।
বর্ত্মন্যেব সমন্তাৎ সঞ্চার্য্যৈঃ কশিপুনা
ক্রামন্ পাদবিহারৈরুর্দ্ধাংস্তত্র নিবেশম্ ॥৬০॥

প্রাসাদং স নিবেশ্য স্বস্থানে কৃতবাসো
নানাবিভ্রমরম্যশ্চেষ্টামাত্রবিহারঃ।
ভোগান্ ভূরিরসাঢ্যাংস্তত্রোপাস্য কৃপালু-
র্বভ্রাজাসিতশৈলশ্রীমচ্ছীতময়ূখঃ ॥৬১॥

সূর্য্যদেব ত্রিভুবনের অন্ধকাররাশিকে ভূয়োভূয়ঃ বিনাশ করিয়া বিশ্রামার্থ অস্তাচলস্থিত বনরাজীমধ্যে উপস্থিত হইলে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে নীলাচলচন্দ্রের মুখ্য রথও গমন হইতে নিবৃত্ত হইয়া সুস্থির হইল, কিন্তু জনগণের উৎসাহের নিবৃত্তি হইল না, ইহাই বোধ করি ॥৫৯॥

নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথদেব আলয় সমীপে সমাগত হইয়া এবং পথমধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত পাদবিহার অর্থাৎ প্রভুর মন্দ মন্দ গমনে অবরুদ্ধ তত্রত্য ভক্তগণকে সুখসিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া কশিপু অর্থাৎ তুলিকাকে আক্রমণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে প্রবেশ সময়েই সন্ধ্যাকাল উপস্থিত করিলেন ॥৬০॥

যিনি স্বস্থানে নিবাস করিতেছেন ও চেষ্টামাত্রই যাঁহার লীলা সেই কৃপালু শ্রীমান্ নীলাচলচন্দ্র মন্দিরমধ্যে প্রবেশ এবং প্রচুর রসপূরিত ভোগ্যবস্তু সকল ভোজন করিয়া বিবিধ বিলাসে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬১॥

অত্রান্তে স নিশায়া আগত্যাম্বুজনেত্রো
দৃষ্ট্বা তন্মুখচন্দ্রং নির্যল্লোচনবাস্পঃ।
ভূয়ো গৌরসুধাংশুর্গোবিন্দেন সমেতো
রোমাঞ্চাঞ্চিতদেহো বভ্রাজামিতচেষ্টঃ ॥৬২॥

ইত্যেবঃ সতু গুণ্ডিচোৎসবরসং দৃষ্ট্বা সমাস্বাদ্য চ
প্রায়ঃ কীর্ত্তননর্ত্তনেন দিবসং নীত্বা মহোল্লাসবান্।
হর্ষোৎকর্ষমনোহরোঽতিমধুরঃ শ্রীশ্রীশচীনন্দনঃ
সর্ব্বেষাং হৃদয়ং জহার পরমানন্দৈর্বিমুগ্ধীকৃতম্ ॥৬৩॥

তত্তাদৃগ্‌বরভূষণোৎকরলসদ্‌বেশেন সদ্বিভ্রমং
তত্তাদৃগ্বরমাল্যসঞ্চয়লসৎসর্ব্বাঙ্গভঙ্গীশতম্।
তত্তাদৃগ্বরবৈভবপ্রসৃমরানন্দোৎসবশ্রীময়ং
দ্রাগ্‌দৃষ্ট্বৈব জগৎপতিং জনচয়াস্তত্রৈব চেতো দধুঃ ॥৬৪॥

ইত্যবসরে অম্বুজাক্ষ গৌরচন্দ্র রাত্রির পূর্ব্বেই সমাগত হইয়া বিগলিত নেত্রবাষ্পে নীলাচলচন্দ্রের মুখচন্দ্র দেখিয়াও অপরিমিতচেষ্টা প্রভু, গোবিন্দের সহিতই রোমাঞ্চিত শরীর হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬২॥

অতিশয় উল্লাসী গৌরচন্দ্র এইরূপে গুণ্ডিচা যাত্রার উৎসবরস দর্শন ও আস্বাদন করিয়া নৃত্য কীর্ত্তনেই প্রায় দিবস যাপিত করিলেন এবং হর্ষোৎকর্ষে মনোহর ও অতিমধুর শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র বিমুগ্ধীকৃত জনসকলের হৃদয় হরণ করিলেন ॥৬৩॥

তাদৃশ উৎকৃষ্ট ভূষণসমূহে যাঁহার বেশ উজ্জ্বল হওয়ায় বিশেষ শোভা প্রকাশ পাইতেছে এবং তাদৃশ নিরুপম ও উৎকৃষ্ট মাল্যসমূহে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গের ভঙ্গীসকল বিলাসযুক্ত হইয়াছে ও তাদৃশ শ্রেষ্ঠবৈভব বিস্তৃত আনন্দোৎসবে যিনি শোভমান, সেই জগৎপতি জগন্নাথদেবকে দেখিয়া জনসকল শীঘ্রই তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিলেন ॥৬৪॥

শক্ত্যা চেন্নয়নং নয়ত্যতিতরাং নীলাদ্রিরত্নে জন-
স্তৎস্বান্তং পুনরত্র চিত্রলিখিতপ্রায়ং শচীনন্দনে।
চেত্তত্রৈব দদাতি লোচনযুগং চিত্রং চরিত্রং ততো-
ঽকস্মাদ্বা জড়িমা বিমোহনকরোঽকস্মান্মুহুর্জায়তে ॥৬৫॥

ইত্যেবং রথযাত্রয়া সরভসং স্বৈঃ স্বৈঃ স্বকীয়ৈর্গুণং
সঙ্কীর্ত্ত্য স্বমবেক্ষ্য তত্র মুদিতঃ প্রত্যব্দমাক্রীড়তি।
তত্তল্লাস্যবিলাসকৌতুককথা কৈর্ব্বা সমুদ্গীয়তাং
ব্রহ্মাদেরপি নাস্তি নাস্তি নিতরাং শক্তিস্তথা তাদৃশী ॥৬৬॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে মহাকাব্যে
সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥

জনগণ যখন বলপূর্ব্বক নীলাচলচন্দ্রে নেত্রার্পণ করিতেছে, তখন তাহাদের মন যেন শচীনন্দনেই চিত্র লিখিতের ন্যায় রহিতেছে এবং যখন সেই শচীনন্দনেই নেত্র মন উভয় স্থাপন করিতেছে, তখন যেন কোথা হইতে হঠাৎ বিমোহনকারিণী জড়তা আসিয়া বারবার জন্মিতেছে ॥৬৫॥

শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র এইরূপে রথযাত্রায় সানন্দে স্বীয় ভক্তগণের সহিত স্বীয় গুণগ্রাম অর্থাৎ কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিয়া এবং নিজেই ভিন্ন মূর্ত্তিতে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মহাহৃষ্ট হইয়া প্রতি বৎসর যে লীলা করেন, সেই সব নৃত্য বিলাসের কৌতূহল বার্ত্তা, কে বলিতে সমর্থ হয়? এবং ইহাও বারম্বার বলিতেছি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণেরও তৎকথনে তাদৃশ শক্তি নাই ॥৬৬॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

অথ তত্র রথোৎসবে প্রভুঃ স্বজনেনৈব বিলস্য ভূয়শঃ।
মুহুরষ্টসু বাসরেষু চ প্রমুমোদোপবনে স কৌতুকী ॥১॥

ইহ রম্যসরঃসু সস্পৃহং বিহিতস্নানবিধির্যথাযথম্।
অবলোক্য সিতেতরাচলদ্যুমণিং রাজতি তত্র তত্র সঃ ॥২॥

প্রতিভূরুহমূলমুল্লসন্ প্রতিবল্লি-প্রতিকুঞ্জমঞ্জসা
প্রতিসৈকতরঞ্জিতস্থলং বিলসন্ ভ্রাজতি তত্র তত্র সঃ ॥৩ ॥

বিলসৎকলকণ্ঠকাকলীং কলয়ন্ কোমলচিত্তবৃত্তিকঃ।
মধুরং মধুপোৎকরধ্বনিং শ্রবণেনৈব পিবন্ বিরাজতে ॥৪॥

ইহ তত্তদদভ্রবিভ্রমৈর্ভ্রমমাণঃ স ইতস্ততো মুহুঃ।
বিজহৌ হৃদয়স্য কর্ষণং চিরবৃন্দাবনবিপ্রয়োগজম্ ॥৫॥

শ্রীগৌরচন্দ্র রথযাত্রায় স্বজনের সহিত ভূয়োভূয়ঃ বিলাস করিয়া আট দিবসেই উপবন মধ্যে কৌতুকী হইয়া প্রমোদানুভব করিলেন ॥১॥

এই রমণীয় সরোবরমধ্যে যথাক্রমে স্নান ক্রিয়া সমাপন করিয়া নীলাচল-চন্দ্রকে দর্শন করিয়া সেই সব স্থানে শোভা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥২॥

গৌরচন্দ্র সেইসকল স্থলে প্রত্যেক কুঞ্জে, প্রতিবৃক্ষ ও প্রতিলতার প্রতি সহসা উল্লাসিত হইয়া এবং বালুকারঞ্জিত প্রত্যেক স্থানে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩॥

গৌরচন্দ্র অতীব কোমল চিত্ত হইয়া সবিলাস কলকণ্ঠের কাকলী অর্থাৎ কোকিলের মধুরধ্বনি এবং মধুপগণের সুমধুরশব্দ শ্রবণ করিয়া বিরাজমান হইলেন ॥৪॥

গৌরচন্দ্র এইরূপে সেই সেই বিপুলতর বিলাসে বারম্বার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া চিরকালের বৃন্দাবন-বিয়োগ জন্য হৃদয়াকর্ষণ চিত্তোৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিলেন ॥৫॥

অথ তস্য বহির্বিহারতো বিজয়ে নীলগিরৌ জগৎপতেঃ।
স তথৈব পরিচ্ছদোৎকরৈরভবৎ সর্ব্বজনপ্রমোদকৃৎ ॥৬॥

নববাসরমধ্যতঃ প্রভুঃ স নরেন্দ্রাখ্যসরোবরে ততঃ।
স্বজনৈঃ সহ তোয়খেলনং সমমদ্বৈতমহাত্মনাকরোৎ ॥৭॥

উপগম্য নরেন্দ্রসংজ্ঞকাং সরসীং তাং সরসীরুহেক্ষণঃ।
কুতুকেন নিদাঘশান্তয়ে সললম্বে নিজভক্তবৎসলঃ ॥৮॥

অরুণারুণপাদপঙ্কজো দ্রুতচামীকরগৌরবিগ্রহঃ।
করুণারুণলোচনদ্বয়স্ত্রিবিধোত্তাপবিরামকৃৎ সদা ॥৯॥

অবলম্ব্য স ইত্থমঞ্জসা সরসীং সারসসালসেক্ষণঃ।
ক্ষণবান্ জলকেলিকৌতুকে সহ তৈস্তৈরমৃতাংশুবদ্বভৌ ॥১০॥

(যুগ্মকম্)

গৌরচন্দ্র সেই উপবনের বহির্ভাগে নীলাচল বিহারী জগৎপতি জগন্নাথদেবের রথযাত্রার পর তদ্রূপেই বিবিধ পরিচ্ছদে সমস্ত ভক্তজনের আনন্দকারী হইলেন ॥৬॥

মহাপ্রভু মহাত্মা অদ্বৈত ও ভক্তগণের সহিত নরেন্দ্র সরোবরে নয় দিবস ব্যাপিয়াই জলক্রীড়া করিলেন ॥৭॥

নিজভক্তবৎসল রাজীবলোচন গৌরচন্দ্র অতি কুতূহলে নরেন্দ্র সরোবরে সমুপস্থিত হইয়া গ্রীষ্মশান্তির নিমিত্ত অবগাহন করিলেন ॥৮॥

যাঁহার পাদপদ্ম সমধিক অরুণবর্ণ, অঙ্গ বিগলিত কাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ, লোচনযুগল কারুণ্যপূর্ণ ও রক্তাভ এবং যিনি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে ত্রিবিধ তাপের বিনাশকারী, সেই পদ্মবৎ সালসলোচন গৌরচন্দ্র ক্ষণবান্ অর্থাৎ উৎসবাভিলাষী হইয়া সহসা সরোবরে অবতরণ করিয়া সেই ভক্তগণের সহিত জলকেলি কৌতুকে অমৃতাংশু শশধরের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইলেন ॥৯॥১০॥

কতরে দলসঞ্চয়াঃ পরে নবকিঞ্জল্কচয়া ইব স্থিতাঃ।
স্বয়মেব বরাটকাকৃতিঃ স বভৌ গৌরশশী চ পদ্মবৎ ॥১১॥

করবারিভিরস্য কেচ তে সিষিচুস্তৎপদপঙ্কজং মৃদু।
কতরে নয়নাব্জরন্ধ্রকৈরিহ তদ্রূপসুধাঃ সমাপিবন্ ॥১২॥

স তু ভূরিবিলাসকৌতুকং রচয়ন্নিন্দুমুখঃ কৃপানিধিঃ।
শয়িতং কুতুকেন সংশ্রিতঃ সুখমদ্বৈততনুং ব্যরোচত ॥১৩॥

সুনিপাত্য কৃপানিধিস্তদা প্রভুমদ্বৈতমধোজলান্তরে।
তদুপর্য্যপি সালসঃ স্বয়ং পরিসুপ্তঃ স যযৌ সনিদ্রতাম্ ॥১৪॥

ইতি ভূয় ইহৈব বিভ্রমং রচয়িত্বা তটমুদ্‌যযৌ প্রভুঃ।
বিগলজ্জলবিন্দুসুন্দরং বসনং বিভ্রদুপাত্তকৌতুকঃ ॥১৫॥

এবং সেই সরোবরমধ্যে কতিপয় ভক্ত পদ্মাদিদলের ন্যায় ও কতিপয় ভক্ত অভিনব কিঞ্জল্কের তুল্য এবং কতিপয় ভক্ত নিজেই বরাটকাকৃতি অর্থাৎ পদ্মবীজের ন্যায় হইয়াছিলেন এবং গৌরচন্দ্রও পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১১॥

কতিপয় ভক্তবৃন্দ হস্ত প্রক্ষিপ্ত জলধারায় গৌরচন্দ্রের কোমল পাদপদ্মকে অভিষিক্ত করিলেন এবং কতিপয় ভক্ত নেত্রপদ্ম রূপ ছিদ্র দ্বারা গৌরচন্দ্রের সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতে লাগিলেন ॥১২॥

চন্দ্রবদন কৃপানিধি গৌরসুন্দর বিবিধ বিলাস কৌতুক বিস্তার করিয়া শয়ন করিবার নিমিত্ত অতিহর্ষে অদ্বৈতাঙ্গ সংশ্রয়পূর্ব্বক আনন্দ বিস্তার করিলেন ॥১৩॥

কৃপানিধি গৌরচন্দ্র তৎকালে অদ্বৈতকে অর্দ্ধ পাতিত করিয়াও নিজে তদুপরি সালস হইয়া শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রানুভব করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

মহাপ্রভু এইরূপে সরোবরমধ্যে বারম্বার বিলাস বিস্তার করিয়া তটে উত্থিত হইলেন এবং বিগলিত জলবিন্দু দ্বারা সুন্দর বসন ধারণ করিয়া অতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন ॥১৫॥

অথ নীলগিরীন্দ্রচন্দ্রমা বিদধেন্তর্বিজয়ং তথৈব সঃ।
স তথৈব শচীতনূভবঃ পরিলোচ্য ভ্রমদং যযৌ মুহুঃ ॥১৬॥

প্রথমাবসরং জগৎপতেঃ প্রযতো দ্রষ্টুমসৌ শচীসুতঃ।
শয়নাৎ প্রহরে সমুদ্যযৌ ক্ষণদায়াশ্চরমে কৃপানিধিঃ ॥১৭॥

শয়নাৎ স তথা শচীসুতঃ প্রভুরুত্থায় বিভোর্দিদৃক্ষয়া।
বিবিধং বিদধে বিধানতঃ সতু দৈনন্দিনকর্ম্ম নির্ম্মলম্ ॥১৮॥

বিমলৈঃ সলিলৈঃ পরিষ্কৃতৈর্বিহিতস্নানবিধির্মহাপ্রভুঃ।
কটিসূত্রসমেতমঞ্জসা বরবাসঃ স দধার লোহিতম্ ॥১৯॥

মদবারণরাজবিভ্রমো নিজনামগ্রহণে কৃতক্ষণঃ।
অরুণাম্বরসংবৃতাঙ্গকো বহিরেষোঽতিসুখেন নির্যযৌ ॥২০॥

নীলাচলচন্দ্র সেইভাবে মাঝখানে বিজয় করিলেন এবং শচীনন্দনও সেই রূপেই বিজয় দর্শন করিয়া বারম্বার প্রমোদলাভ করিলেন ॥১৬॥

কৃপানিধি শচীনন্দন জগন্নাথদেবের প্রথমযাত্রা সন্দর্শনার্থ অতীব সংযত হইয়া নিশার অবসানে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া গমন করিলেন ॥১৭॥

প্রভু শচীনন্দন সেইরূপ জগন্নাথের দর্শনেচ্ছায় শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক বিবিধ দৈনন্দিন নির্ম্মল কর্ম্ম বিহিত করিলেন ॥১৮॥

মহাপ্রভু পরিষ্কৃত বিমল সলিলে স্নানবিধি বিহিত করিয়া সহসা কটিসূত্র সমেত উত্তম লোহিত বসন ধারণ করিলেন ॥১৯॥

মদমত্ত গজরাজের ন্যায় যাঁহার বিলাস ও নিজে হরিনাম গ্রহণে যাঁহার সর্ব্বদাই উৎসব, সেই গৌরচন্দ্র অরুণ বসনে অঙ্গ আবৃত করিয়া অতিসুখে বহির্ভাগে নির্গত হইলেন ॥২০॥

করকং পরিগৃহ্য পাণিনা সতু গোবিন্দমহামতিস্ততঃ।
সততং প্রভুসঙ্গসঙ্গতঃ সতু দামোদর ইত্যসৌ যতিঃ ॥২১॥

নিজনামসুধাপয়োনিধেঃ সততাস্বাদলসন্মনোরথঃ।
সমুপেত্য ততঃ প্রভোঃ পুরং প্রবিবেশ প্রণতিং বিধায় সঃ ॥২২॥

অসিতাচলমৌলিচন্দ্রমোবদনেন্দুঃ পরিলোক্য নির্ভরম্।
বিগলন্নয়নাম্বুধারয়া পরিধৌতাঙ্গলতো বিরাজতে ॥২৩॥

ননু নীলগিরীন্দ্রচন্দ্রমাঃ পরিলোক্যৈনমদভ্রবিভ্রমম্।
অভিষিঞ্চতি তদ্‌বিলোচনদ্বয়নীরৈরতিহর্ষধর্ষিতঃ ॥২৪॥

নিমিষেণ দুনোতি মানসং বহুধেত্যস্য বিলোকনে প্রভুঃ।
অসিতাচলরত্নমঞ্জসা নয়নে নির্নিমিষে চকার কিম্ ॥২৫॥

স শচীতনুজো নিজাং তনূমভিষিচ্যাক্ষিপয়োঝরৈর্মুহুঃ।
পুলকৈর্দ্বিগুণীভবত্তনুর্মুমুদে হর্ষবশস্তথা তথা ॥২৬॥

তৎপরে মহামতি গোবিন্দ এবং সেই যতিবর দামোদর স্বীয় করে করক অর্থাৎ কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া নিয়ত প্রভু সঙ্গে আসিয়া সঙ্গত হইলেন ॥২১॥

তৎপরে যতিবর দামোদর হরিনামরূপ সুধাসমুদ্রে নিয়তাস্বাদে মনোরথে উল্লসিত হইয়া প্রভুর অগ্রে উপস্থিত হইয়া প্রণতি বিধানপূর্বক প্রবিষ্ট হইলেন ॥২২॥

যতিবর দামোদর নীলাচলচন্দ্রের বদনচন্দ্র নিয়ত দর্শন করিয়া বিগলিত নেত্রধারায় অঙ্গলতা ধৌত করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৩॥

নীলাচলচন্দ্রই কি অত্যন্ত হর্ষাকৃষ্ট হইয়া অতিশয় শোভাশালী যতিবরকে দর্শন করিয়া তাঁহারই লোচন সলিলে অভিষিক্ত করিতেছেন ? ॥২৪॥

দর্শন বিষয়ে নিমেষ এই যতিবরের মানসকে সন্তপ্ত করিতেছে এই নিমিত্তই কি প্রভু নীলাচলরত্ন ইহাঁর নয়ন যুগলকে নিমেষশূন্য করিলেন ? ॥২৫॥

শচীনন্দন গৌরচন্দ্র লোচনপতিত জলধারায় বার বার নিজ তনুকে

প্রথমাবসরং প্রভৃত্যথো সতু ধূপাবধি তত্র সুস্থিতঃ।
বহুধা প্রণতি-প্রদক্ষিণান্যপি কৃত্বা নিজামলয়ং যযৌ ॥২৭॥

সমুপেত্য নিজালয়ং ততো নিজনামানি মুহুর্মুহুর্জপন্।
উপবিশ্য ররাজ চন্দ্রবৎ জগদাহ্লাদকরঃ প্রকাশবৎ ॥২৮॥

অথ তত্র সুখং গৃহান্তরে স্থিতবন্তং করুণালয়ং প্রভুম্।
পরিলোকিতুমঞ্জসা মুহুঃ পরিতঃ স্বৈর্মুদিতাঃ সমাযযুঃ ॥২৯॥

প্রথমং পরিগৃহ্য সাদরং প্রভুপূজার্থমুপায়নং বহু।
পুলকাশ্রুঝরাকুলঃ সুখং প্রভুরদ্বৈত ইহাগমত্তদা ॥৩০॥

অভিষিক্ত করিয়া পুলকাবলীতে দ্বিগুণিতাঙ্গ হইয়াও হর্ষবশে মহাহৃষ্ট হইলেন ॥২৬॥

মহাপ্রভু জগন্নাথের প্রথমাবসর অর্থাৎ প্রথমাবকাশ হইতে ধূপাবধি সেই স্থানেই সুস্থিত হইয়া এবং বহুধা প্রণতি ও প্রদক্ষিণাদি করিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন ॥২৭॥

প্রভু নিজালয়ে উপস্থিত হইয়া মুহুমুহুঃ নিজ নাম জপ করিয়া জগদাহ্লাদকর গৌরচন্দ্র চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৮॥

গৃহমধ্যে সুখে অবস্থিত করুণালয় প্রভু গৌরচন্দ্রকে অনায়াসে দর্শন করিবার নিমিত্ত ভক্তগণ স্বজনবেষ্টিত হইয়া বারম্বার হর্ষভরে আগমন করিতে লাগিলেন ॥২৯॥

ঐ সময়ে প্রথমতঃ অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর পূজানিমিত্ত বিবিধ উপহার সাদরে গ্রহণ করিয়া পুলক ও অশ্রুভরে সমাকুল হইয়া সহর্ষে মহাপ্রভুর গৃহে উপস্থিত হইলেন ॥৩০॥

পদয়োর্বিনিবেদ্য ভক্তিতঃ সলিলং শুদ্ধতমং সুবাসিতম্ ।
মলয়োদ্ভবপঙ্কসঞ্চয়ৈরথ ভালস্থলমালিলেপ সঃ ॥৩১॥

কুসুমানি মনোহরাণ্যথো শুচিদূর্ব্বাক্ষতসঞ্চয়ং ততঃ
বিলিলেপ কৃপানিধিস্তদা প্রভুরদ্বৈতবিভুং বিশেষতঃ ॥৩২॥

অথ ভূসুরবংশচন্দ্রমাঃ প্রথিতো নারদ ইত্যসৌ ভুবি ।
বিহিতপ্রণিপাতসংহতির্নয়নাব্জেন তথা সমর্চ্চয়ৎ ॥৩৩॥

অথ যে প্রভুপাদপল্লবপ্রিয়ভৃত্যাঃ সুনিবারিতাশ্চ তে ।
সময়াৎ সমুপেত্য সস্পৃহং নয়নৈস্তদ্‌বদনং পপুর্মুহুঃ ॥৩৪॥

ইতরে বহবোঽপি সর্ব্বতঃ সমুপেতাঃ প্রভুদর্শনোৎসুকাঃ ।
সভয়স্পৃহকৌতুকত্রয়ং সততোঽধিকণ্ঠিতচিত্তবৃত্তয়ঃ ॥৩৫॥

বহিরেব চিরং সুখোৎকরৈঃ স্থিতবন্তঃ সুমহাকৃপালয়ম্ ।
দদৃশুঃ ক্রমশোঽতিসাধ্বসাদপি গোবিন্দনিবেদনান্তরে ॥৩৬॥

(যুগ্মকম্)

ভক্তিপূর্বক পাদযুগলে শুদ্ধতম ও সুবাসিত জল অর্পণ করিয়া তৎপরে মলয়োদ্ভব চন্দনপঙ্কে ললাটস্থল লেপন করিলেন ॥৩১॥

কৃপানিধি গৌরচন্দ্রও মনোহর পুষ্প, পবিত্র দূর্বা ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্যদ্রব্য সকল বিশেষরূপে অদ্বৈতের শরীরে লেপন করিলেন ॥৩২॥

পৃথিবীতে নারদরূপে বিখ্যাত দ্বিজকুলচন্দ্র শ্রীবাস পণ্ডিত বারম্বার প্রণতি বিধান করিয়া নয়নপদ্মদ্বারা অর্চনা অর্থাৎ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

যাঁহারা প্রভুপাদপল্লবের প্রিয়ভৃত্য এবং যাঁহারা একেবারে নিবারিত সকলেই সময় পাইয়া উপস্থিত হইয়া নয়নদ্বারা প্রভুর বদনচন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

তৎপশ্চাৎ বহুসংখ্যক লোক সর্বতোভাবে প্রভুদর্শনোৎসুকে উপস্থিত হইয়া ভয়, স্পৃহা ও কৌতুহলে সতত চিত্তবৃত্তিতে উৎকণ্ঠিত হইয়াও মহানন্দে

ইতি তে প্রহরদ্বয়াবধি প্রথিতা ভাবশতেন ভূয়সা।
দদৃশুঃ প্রভুমাত্তকৌতুকং বরকল্পক্রুমবন্মনোরমম্ ॥৩৭॥

হসিতৈরপি কাংশ্চিদঞ্জসা বচনেনাপি তথেতরান্ প্রভুঃ।
কৃপয়াচ কয়াচ নেতরানকরোদাত্তমনোরথোৎসুকান্ ॥৩৮॥

হৃদয়েষু পুনর্মনোরথানিহ যো যো বিদধে যথাবিধান্।
সকলান্ স্বয়মাত্তকৌতুকঃ সফলানেব চকার তাংস্তথা ॥৩৯॥

নচ নির্ববৃতে বিলোক্য তং নচ দৃষ্টীরহিতাশ্রুবাহিতা।
প্রপদান্তগমশ্রুনোজ্‌ঝিতং মনুজেনাস্য সমীপতস্তদা ॥৪০॥

বহির্দেশেই অবস্থিতি করিয়া অতিভয়ে গোবিন্দ নিবেদন করিলে পর সুমহান্ কৃপালয় গৌরচন্দ্রকে ক্রমশঃ দর্শন করিলেন ॥৩৫॥৩৬॥

এইরূপে দুইপ্রহরকাল ভক্তগণ উৎকৃষ্ট কল্পবৃক্ষের ন্যায় মনোরম ও কৌতুকাক্রান্ত গৌরচন্দ্রকে সুবিস্তৃত ভাবসমূহে বারম্বার দর্শন করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

মহাপ্রভু সমাগত ভক্তগণমধ্যে কাহাকে হাস্য দ্বারা, কাহাকেও ঝটিতি বাক্য দ্বারা এবং তদ্রূপ অন্যান্য কতিপয় ভক্তকেও বাক্য দ্বারা তথা অন্যান্য কতগুলিকে কোন এক অনির্বচনীয় কৃপাদ্বারা স্বীকৃত এবং মনোরথে আনন্দিত করিলেন ॥৩৮॥

পুনশ্চ যে যে ব্যক্তি মনোমধ্যে যে কোন মনোরথ করিয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গদেব মহাকৌতুকে এককালেই তাহাদিগের সমস্ত মনোরথকে সফল করিয়াছিলেন ॥৩৯॥

তৎকালে ভক্তগণের দৃষ্টি অবরুদ্ধ আনন্দাশ্রুতে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রভুকে দেখিয়াও সুস্থ হইতে পারে নাই এবং জনসকলের প্রভুর নিকটে নেত্র হইতে পাদাগ্র পর্য্যন্ত নেত্রের জলধারা প্রবাহিত হইয়াছিল ॥৪০॥

স বিধায় সমস্তদেহিনাং সুখমালোকনভাষণাদিভিঃ।
বিদধে মধুराননঃ সুখাদথ মাধ্যন্দিনকর্ম্ম শুদ্ধিমৎ ॥৪১॥

শুচিভিঃ সলিলৈঃ কৃতাপ্লবো ধৃতকৌপীনবহিঃসদংশুকঃ।
মলয়োদ্ভবপঙ্কভূষিতো নিজনামানি গৃণন্ বভৌ প্রভুঃ ॥৪২॥

উপযুজ্য চ শুদ্ধমোদনং কৃতশুদ্ধাচমনাদিকক্রিয়াঃ।
পরিধায় চ ভিন্নমংশুকং শুচিকান্তির্ববৃধে শ্রিয়া প্রভুঃ ॥৪৩॥

পুনরপ্যুপগম্য তে চ তে প্রভুপাদাম্বুজসীধুলম্পটাঃ।
নয়নাঞ্জলিভির্নিরন্তরং বহু তদ্রূপসুধাং পপুস্তদা ॥৪৪॥

স যথাতথমুক্তিমাধুরীমধুরস্মেরমুখেন্দুসুন্দরঃ।
মুদিতানথ তান্ স পূর্ব্ববৎ পরিসংভাষ্য চকার নির্ভরম্ ॥৪৫॥

মধুরানন গৌরচন্দ্র কৃপাদৃষ্টি ও বাক্য কথনাদিদ্বারা সমস্ত লোকের সুখ বিধান করিয়া তৎপরে মহানন্দে বিশুদ্ধ মধ্যাহ্নকালীন ক্রিয়া বিধান করিলেন ॥৪১॥

মহাপ্রভু পবিত্র সলিল দ্বারা স্নানবিধি সমাপন করিয়া কৌপীন ও উৎকৃষ্ট বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া এবং মলয়পর্ব্বতজাত চন্দনপঙ্কদ্বারা বিভূষিত হইয়া হরিনাম উচ্চারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪২॥

পবিত্রকান্তি গৌরচন্দ্র বিশুদ্ধ অন্নভোজনপূর্ব্বক শুদ্ধ আচমনাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া তৎপরে বসনান্তর পরিধান করিয়া স্বীয় অঙ্গকান্তিদ্বারা বৃদ্ধিশীল হইলেন ॥৪৩॥

মহাপ্রভুর পাদপদ্মের সীধুলম্পট অর্থাৎ শ্রীচরণে অত্যন্তাসক্ত ভক্তগণ পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া বারম্বার নয়নাঞ্জলী দ্বারা নিরন্তর গৌরাঙ্গের রূপামৃত পান করিতে লাগিলেন ॥৪৪॥

বাক্যমাধুরী ও সুমধুর হাস্যদ্বারা যাঁহার মুখচন্দ্র সুন্দর, সেই গৌরচন্দ্র পূর্ব্ববৎ যথাক্রমে ভক্তগণকে সম্ভাষণ করিয়া নিরতিশয় আনন্দিত করিলেন ॥৪৫॥

নিজনামসুধাং মুহুঃ পিবন্নিতি দৈনন্দিনকর্ম ভূষয়ন্।
শরদি প্রতিযাত্রমুৎসুকঃ সুখসিন্ধৌ পরিগাহতে স্ম সঃ ॥৪৬॥

বহুকৌতুকবীক্ষণক্ষণান্মুদিতো দ্বাদশযাত্রকেণ সঃ।
অসিতাচলমৌলিমণ্ডনং নয়নাভ্যামকরোদিবাত্মনি ॥৪৭॥

মকরোৎসবমধ্যতঃ প্রভুর্বিহিতাভীররুচির্যথারুচি।
ঘৃতদুগ্ধদধীনি ভারতো নিদধৎ কণ্ঠতটে বিরাজতে ॥৪৮॥

ক্ষণমপ্যতিসৌখ্যচঞ্চলো লগুড়োৎক্ষেপণকৌতুকী মুহুঃ।
বরগোপ ইবেহ হর্ষদো জয়তি শ্রীযুতগৌরবিগ্রহঃ ॥৪৯॥

ক্ষণমুৎক্ষিপতি ক্ষণং পদা ক্ষিপতি ভ্রাময়তি ক্ষণন্তু তম্।
ভুজকক্ষতটোরুজানুপৎকমলাধোঽধ ইতস্ততঃ প্রভুঃ ॥৫০॥

গৌরচন্দ্র হরিনাম সুধা নিয়ত পান করিয়া এইরূপে দৈনন্দিন কর্ম্ম সম্পাদন-পূর্ব্বক শরৎকালে প্রত্যেক যাত্রাতেই উৎসুকচিত্তে আনন্দসিন্ধুতে অবগাহন করিলেন ॥৪৬॥

গৌরচন্দ্র দ্বাদশবার যাত্রা করিয়া বহুবিধ কৌতুক দর্শনজন্য উৎসবে আনন্দিত হইয়া স্বীয় লোচনদ্বারাই যেন আত্মাতে নীলাচলরত্নের ভুষণ রচনা করিলেন ॥৪৭॥

মহাপ্রভু মকরযাত্রার মধ্যে স্বীয় অভিলাষ মতে আভীরশোভা বিধান করিয়া নিজস্কন্ধে ঘৃত, দুগ্ধ ও দধিভার অর্পণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪৮॥

শ্রীযুত গৌরবিগ্রহ মহাপ্রভু কখনও বা অতীব আনন্দে চঞ্চল হইয়াও লগুড়ক্ষেপণে কৌতুকী হইয়া মহানন্দপ্রদ গোপরাজের ন্যায় জয়যুক্ত হইতেছেন ॥৪৯॥

প্রভু কখনও সেই লগুড়কে উৎক্ষেপণ, কখনও পাদপদ্মে ক্ষেপণ এবং কখনও ঘূর্ণিত করিয়া কখনও ভুজ, কক্ষতট, উরু, জানু তথা পাদপদ্মের অধঃ অধঃ প্রদেশে ক্ষেপণ করিতেছেন ॥৫০॥

অতিকৌতুকচেষ্টয়া নৃণাং নয়নানন্দমতীব সান্দ্রকম্ ।
বিদধৎ সকলোৎসবেষু সপ্রভুরানন্দমমন্দমাযযৌ ॥৫১॥

অথ দোল ইতীরিতো হরেঃ সুমহানুৎসব এক উত্তমঃ ।
বিবিধৈঃ খলু কৌতুকেহিতৈঃ পুরতো নৃত্যতি গৌরবিগ্রহঃ ॥৫২॥

অরুণৈশ্চ সিতৈশ্চ কোমলৈরথ হারিদ্ররজোভিরুত্তমৈঃ ।
মলয়োদ্ভবরেণুভিশ্চ তৈর্ভগবাংশ্চিত্রিতবিগ্রহো বভৌ ॥৫৩॥

সফলক্রমুকদ্রুমোচ্চয়ৈঃ ফলনম্রৈঃ কদলীদ্রুমৈরপি ।
সুমনোভরনিষ্পতচ্ছিখৈস্তরুভিশ্চাধিকমণ্ডলীকৃতে ॥৫৪॥

বরমঞ্চবিভূষিতে লসদ্বরপর্য্যঙ্কতটোপরি প্রভো ।
নিজভক্তগণেন দোলিতে সতি গৌরাঙ্গশশী চ নৃত্যতি ॥৫৫॥

(যুগ্মকম্)

এইরূপে গৌরচন্দ্র সকল উৎসবেই বিবিধ কৌতুক চেষ্টায় মানবগণের অতীব নিবিড়তম নয়নানন্দ বিধান করিয়া নিজেও মহামহা আনন্দ লাভ করিলেন ॥৫১॥

দোলযাত্রা নামক হরির সুমহান্ এক উৎকৃষ্ট উৎসব উপস্থিত হইলে পর গৌরচন্দ্র বিবিধ কৌতুক চেষ্টায় অগ্রভাগে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৫২॥

তৎপরে অরুণবর্ণ, শুক্লবর্ণ ও উত্তম কোমল হরিদ্রারজোদ্বারা এবং মলয়জ চন্দনরেণুতে ভগবান্ গৌরাঙ্গদেব চিত্রিতাঙ্গ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৩॥

ফলবান্ ক্রমুকদ্রুমোচ্চয় অর্থাৎ সুপারী বৃক্ষসমূহ এবং পুষ্পভারে নতমস্তক অন্যান্য তরুগণে যাহা মণ্ডলীকৃত এবং উৎকৃষ্ট মঞ্চবিভূষিত সেই শোভমান পর্য্যঙ্কে অর্থাৎ দোলার উপরি প্রভু জগন্নাথদেব স্বীয় ভক্তগণ কর্তৃক দোলিত হইলে পর প্রভু গৌরচন্দ্রও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৫৪॥৫৫॥

কনকাচলকান্তবিগ্রহৌ মুহুরন্যোন্যবিলোকনোৎসুকৌ।
অভিদোলননৃত্যচঞ্চলাবথ গোবিন্দশচীসুতৌ প্রভূ ॥৫৬॥

নিজচেষ্টিতবৈভবশ্রিয়া জনতানাং নিবিড়ং সুখোৎকরম্।
অবিরামরসাদকুর্ব্বতামধিদোলোৎসবমুৎসুকাত্মনা ॥৫৭॥ (যুগ্মকম্)

ইতরেষু মহোৎসবেষু স প্রথিতো দোল ইতীহ যঃ সদা।
সমএব রথস্য কীর্ত্তিতো মধুমাসপ্রথমে স রাজতে ॥৫৮॥

ননু তৎ কিমিদং জগৎপতেরিহ দোলোৎসবকৌতুকং জনৈঃ।
কথনীয়মমুং মহাপ্রভুঃ পুরতঃ পশ্যতি নির্ভরৈঃ সুখৈঃ ॥৫৯॥

পুনরপ্যথ তৈঃ সমাগতৈরথযাত্রাসময়ে মহাপ্রভুঃ।
বিলসত্যনিশং তথা তথা নিজসঙ্কীর্ত্তননর্ত্তনাদিভিঃ ॥৬০॥

ইতি বিংশতিহায়নৈঃ প্রভুর্ব্বলদেবস্য রথাগ্রতো মুহুঃ।
নটনানি বিধায় কীর্ত্তনৈরিদমেতদ্ব্যকিরজ্জগত্তলে ॥৬১॥

যাঁহাদিগের বিগ্রহ কনকাচলের ন্যায় কমনীয় এবং পরস্পরের দর্শনেই পরস্পর উৎসুক, সম্যক্‌রূপ দোল নৃত্যে চঞ্চল, সেই প্রভু গোবিন্দ ও শচীনন্দন পরস্পরের স্বকীয় বিলাস শোভায় দোলযাত্রায় উৎসুকচিত্তে অবিরাম বিলাসরসে জনসকলের নিবিড় সুখরাশি বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন ॥৫৬॥৫৭॥

নীলাচলক্ষেত্রে অন্যান্য মহোৎসবের মধ্যে রথযাত্রার তুল্য "দোল"। সেই দোল যাত্রা চৈত্রমাসের প্রথমে হয় ॥৫৮॥

জগৎপতি জগন্নাথদেবের এই দোলযাত্রার কৌতুক জনসকল কি বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? মহাপ্রভু তাহা আনন্দসহকারে দর্শন করিয়া থাকেন? ॥৫৯॥

মহাপ্রভু পুনর্বার সমাগত ভক্তগণের সহিত সেই নিজ কীর্ত্তনাদিদ্বারা নিরন্তর বিলাস করিতে লাগিলেন ॥৬০॥

এইরূপে মহাপ্রভু বিংশতি বৎসর বলদেবের রথাগ্রে মুহুর্মুহুঃ নৃত্য করিয়া জগন্মণ্ডলে কীর্ত্তন বিকিরণ করিয়াছিলেন ॥৬১॥

স তু সর্ব্বজনান্তরস্থিতো জগদাধার ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ।
ইতি তস্য পুরো মুহুর্মুহুর্নটনং কীর্ত্তনমাততান সঃ ॥৬২॥

ইত্থং শ্রীপুরুষোত্তমে বিহরণং কৃত্বা শচীনন্দনো
হর্ষাদ্‌বিংশতিবৎসরেণ বিহিতক্রীড়ো বভৌ নির্ভরম্।
এতন্মধ্যমধিপ্রয়াণকুতুকাদাগত্য ভাগীরথী-
তীরে শ্রীমথুরামলঙ্কৃতিমতিং কর্ত্তুং স বিক্রীড়তি ॥৬৩॥

ইতি চৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

জগন্নাথদেব সমস্তজনের মধ্যস্থিত জগতের আধার বলিয়া কীর্তিত। মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের অগ্রে ইহাই বলিয়া বারম্বার নৃত্য ও কীর্তন বিস্তার করিয়াছিলেন ॥৬২॥

শচীনন্দন গৌরসুন্দর এইরূপে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিহার করিয়া অতিহর্ষে বিংশতি বৎসরকাল বিবিধ ক্রীড়া বিধানপূর্বক নিরতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন। এই বিংশতি বৎসরের মধ্যেই প্রয়াণকৌতূহলে ভাগীরথীতীরে আগমনপূর্বক শ্রীমথুরাকে সুশোভিত করিবার নিমিত্ত বিবিধ ক্রীড়ায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ॥৬৩॥

ঊনবিংশঃ সর্গঃ

দ্রুতচামীকরাকারো মথুরাং চলিতুং ততঃ।
লসৎকরিকরাকারোদ্দামদোর্দ্বিতয়ো বভৌ ॥১॥

প্রযাতুং যমুনাতীরং গঙ্গাতীরে মনো দধে।
যত্তটে সোঽবতীর্ণোঽস্তি তস্যাং প্রীতির্মহীয়সী ॥২॥

দক্ষিণাদাগতো যাবত্তাবত্তত্র মহাপ্রভুঃ।
মথুরায়াং চলত্যেব রামানন্দোঽত্র বাধতে ॥৩॥

চাতুর্মাস্যান্তরে নাথং কর্হিচিদ্গমনোদ্যতম্।
উবাচ বহুদুঃখেন শ্রীরামানন্দরায়কঃ ॥৪॥

দশম্যাং বিজয়ায়াং তু গমনং ভবিতা প্রভোঃ।
দশম্যাং বিজয়ায়াং তু দশায়ামহমগ্রতঃ ॥৫॥

যাঁহার শরীর গলিতকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং যাঁহার বাহুযুগল করিশুণ্ডের ন্যায় মনোহর, সেই গৌরচন্দ্র মথুরা যাইবার নিমিত্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১॥

যমুনাতীরে গমন করিবার নিমিত্ত গৌরচন্দ্র গঙ্গাতীরে মনোনিবেশ করিলেন। যে গঙ্গাতীরে তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি প্রভুর মহীয়সী প্রীতি ছিল ॥২॥

মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে আগত হইয়া যখন মথুরায় গমন করিতেছেন, তখন রামানন্দ রায় সেই বিয়োগ বেদনায় বাধিত হইতে লাগিলেন ॥৩॥

চাতুর্মাস্যের অবসানে কোন এক সময়ে মহাপ্রভুকে গমনোদ্যত দেখিয়া রামানন্দ রায় বহু দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন ॥৪॥

বিজয়াদশমীর পর প্রভুর গমন হইবে, ইহাতেই আমি বিজয়কারিণী দশমী দশায় অর্থাৎ মৃত্যুদশাতে অগ্রেই বর্তমান রহিয়াছি ॥৫॥

গোবিন্দো জগদানন্দঃ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ।
পরমানন্দপুরী চ তৎসঙ্গে মিলিতা যযুঃ ॥৬॥

গঙ্গাতীরে সমাগত্য বৈষ্ণবেভ্যো বিসর্জ্জিতুম্।
মহাপ্রসাদান্ বিবিধান্নেতুং তত্রাদিশৎ প্রভুঃ ॥৭॥

এতে নাথনিদেশেন মুদিতা ভূয় আদদুঃ।
মহাপ্রসাদান্ বিপুলান্ ডোরচন্দনমুখ্যকান্ ॥৮॥

মাত্রে নির্ম্মাল্যবসনমাত্মেচ্ছাভির্মহাপ্রভুঃ।
পরমানন্দপুর্য্যূঢ়াং পরমাং যুক্তিমাদধে ॥৯॥

ইদং শ্রীমজ্জগন্নাথনির্ম্মাল্যং পরমাংশুকম্।
প্রতাপরুদ্রেণ চ মে দত্তং পরমদুর্লভম্ ॥১০॥

গোবিন্দ, জগদানন্দ, শ্রীদামোদর পণ্ডিত এবং পরমানন্দ পুরী, ইহাঁরা সকলেই মহাপ্রভুর সঙ্গে গমন করিলেন ॥৬॥

মহাপ্রভু গঙ্গাতীরে সমাগত হইয়া তথায় বৈষ্ণবদিগকে দিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার মহাপ্রসাদ আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন ॥৭॥

ভক্তগণ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় হৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ডোর, চন্দন প্রভৃতি বিপুল মহাপ্রসাদ সকল গ্রহণ করিলেন ॥৮॥

মহাপ্রভু নিজের ইচ্ছাতেই প্রসাদিবসন "মাতাকে দেওয়া যাইতে পারে কিনা?" এই বিষয়ে পরমানন্দ পুরীর অঙ্গীকৃত মহতী যুক্তি অবলম্বন করিলেন ॥৯॥

এই উৎকৃষ্ট বসন শ্রীজগন্নাথদেবের নির্ম্মাল্য, প্রতাপরুদ্র আমাকে অর্পণ করিয়াছেন, ইহা অতি দুর্লভ ॥১০॥

কস্মৈ দাস্যামি তন্ন্যূনং গদিতুং ত্বমিহার্হসি।
ময়া সন্দিগ্ধমনসা স্থীয়তে সাম্প্রতং খলু ॥১১॥

ইত্যুক্তোঽসৌ পুরী স্বামী বভাষেঽথ মহাপ্রভুম্।
জনন্যৈ দেয়মেতত্তু মমৈতন্মতমুত্তমম্ ॥১২॥

ঊচে পূর্ব্বেদ্যুরসকৌ রসকৌতুকবিভ্রমঃ।
বিভ্রমচ্ছেদকৃদ্দৃষ্টির্হৃদ্দৃষ্টিসুখদঃ প্রভুঃ ॥১৩॥

গায়ং গায়ং গমিষ্যামি জগন্নাথং বিলোকিতুম।
দামোদরোঽসৌ মৎসঙ্গে গায়ন্ স্থাস্যতি নিশ্চিতম্ ॥১৪॥

ইত্যসৌ রজনীশেষে প্রথমাবসরং বিভোঃ।
নিজকীর্ত্তনসংহর্ষৈর্গচ্ছন্ পথি বভৌ প্রভুঃ ॥১৫॥

হে স্বামিন্! এ বস্ত্র কাহাকে দিব? আপনি বলতে পারেন, আমি সম্প্রতি সন্দিগ্ধচিত্তে রহিয়াছি ॥১১॥

পরমানন্দপুরী স্বামী মহাপ্রভু কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তৎপরে মহাপ্রভুকে কহিলেন, এই উত্তম বসন জননীকে দেওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই আমার উৎকৃষ্ট মত ॥১২॥

যাঁহার দৃষ্টি ভ্রান্তিচ্ছেদিকা ও আনন্দদায়িনী সেই এই রসকৌতুকশালী মহাপ্রভু পূর্ব্বদিবস কহিয়াছিলেন—॥১৩॥

আমি গান করিতে করিতে জগন্নাথ দর্শনার্থ গমন করিব, দামোদর আমার সঙ্গে গায়করূপে থাকিবেন, ইহাই স্থির করিয়াছি ॥১৪॥

এই বলিয়া প্রভু জগন্নাথের প্রথমোত্থান সময়েই রাত্রিশেষে নিজ কীর্ত্তনানন্দে পথিমধ্যে গমন করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৫॥

দৈবাদ্দামোদরঃ সোঽয়ং মিলিতো নাভবত্তদা।
সিংহদ্বারে ক্ষণং তস্থৌ তমপেক্ষ্য স্বয়ং প্রভুঃ ॥১৬॥

দৈববশতঃ সেই দামোদর মিলিত হইতে পারেন নাই, তন্নিমিত্ত স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁহার অপেক্ষা করিয়া কিয়ৎকাল সিংহদ্বারে অবস্থিতি করিলেন ॥১৬॥

ভাবাভাবাভিভাবাভিভবভাবে বভৌ ভবঃ।
বিভাবেবম্ভাবভাবে বভূব ভুবি বৈভবম্ ॥১৭॥ (দ্ব্যক্ষরঃ)

পদচ্ছেদঃ :—ভাব অভাব অভিভাব অভিভব ভাবে বভৌ ভবঃ।
বিভৌ এবম্ভাবভাবে বভূব ভুবি বৈভবম্ ॥

অন্বয়ঃ :— ভাব অভাব অভিভাব অভিভব ভাবে ভবঃ বভৌ, বিভৌ এবম্ভাব ভাবে (সতি) ভুবি বৈভবং বভূব।

দামোদরাগমনেন প্রভো র্ব্যাকুলতামাহ ভাবেত্যাদিদ্ব্যক্ষরশ্লোকেন। ভাবঃ সত্তা তস্য অভাবঃ অসত্তা অবিদ্যমানতা সচ শ্রীদামোদরস্যেতি জ্ঞেয়ম্। তেন ভাবাভাবেন অভি সমন্তাৎ যো ভাবঃ বিয়োগদশা তেন যোঽভিভবঃ তস্যভাবে সতি ভবো জন্ম শ্রীদামোদরস্যেত্যর্থঃ। বভৌ শুশুভে। বিভৌ প্রভৌ শ্রীগৌরাঙ্গে এবং ভাবস্য এবংপ্রকার ভাবস্য ভাবো বিদ্যমানতা যস্মিন্ তাদৃশে সতি ভুবি পৃথিব্যাং বৈভবং গৌরবং বভূব আসীৎ। ইদমত্র তাৎপর্য্যং, এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ শ্রীদামোদরস্যাভাবজনিতদুঃখেন প্রভৌ ব্যাকুলে সতি শ্রীদামোদরস্য জন্মৈব বভৌ। যদ্বিরহে প্রভো র্ব্যাকুলতা তস্যৈব জন্ম সফলং তস্যৈব গৌরবঞ্চেতি ফলিতম্। ইত আরভ্য একদ্বিত্র্যাদি-শ্লোকানন্তরমেকৈকং চিত্র্যকাব্যং বিদ্যতে ॥১৭॥

অভাবজনিত বিয়োগে মহাপ্রভু ব্যাকুল হওয়ায় দামোদরেরই জন্ম শোভা পাইয়াছিল এবং ভূমণ্ডলে মহাগৌরবও হইয়াছিল। মহাপ্রভু যাঁহার বিরহে ব্যাকুল, তাঁহারই জন্ম সফল ও তাঁহারই গৌরব ॥১৭॥

ততঃ কিঞ্চিদ্বিলম্বেন মিলিতোঽভূৎ স ভূসুরঃ।
প্রভুরাবিষ্টচিত্তোঽসৌ তং দৃষ্ট্বা কুপিতোঽভবৎ ॥১৮॥

তং তু গীতাপুস্তিকয়া পৃষ্ঠে ভূয়ো জঘান সঃ।
নিষ্পিপেষ পদাঘাতৈঃ প্রণয়াৎ প্রণয়াম্বুধিঃ ॥১৯॥

ইত্থং প্রবিশ্য প্রাসাদং দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্।
নত্বা স্তুত্বা চ চলিতুং মনশ্চক্রে কৃপানিধিঃ ॥২০॥

কিঞ্চিৎ বিলম্বে সেই দ্বিজবর দামোদর আসিয়া মিলিত হইলেন এবং মহাপ্রভুও আবিষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া কোপান্বিত হইলেন ॥১৮॥

প্রণয়সাগর মহাপ্রভু দামোদরের পৃষ্ঠদেশে একখানি গীতাপুস্তক দ্বারা আঘাত তথা অতি প্রণয়ে পদাঘাতেও নিষ্পেষিত করিলেন ॥১৯॥

কৃপানিধি প্রভু এইরূপে প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে নমস্কার ও স্তব করিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন ॥২০॥

কী র্ত্ত নং চ ক্রি রে কে চ স মু ৎ সু ক ম নো ল য়াঃ।
× × × × × × × × × × × × × × × × ×
ন র্ত্ত নং চ ক্রি রে কে চ স মু ৎ সু ক ম নো ল য়াঃ ॥২১॥
(গোমূত্রিকা বন্ধঃ)

কীর্ত্তনমিতি। অস্য পাঠক্রমঃ গবাং মূত্রপতনধারাক্রমেণ। তন্মূত্রধারা যথা বামাদ্দক্ষিণতো দক্ষিণাদ্বামতঃ ঘূর্ণনভঙ্গ্যা পততি। অয়মপি শ্লোকস্তথৈব পঠনীয়ঃ। অত্র উর্দ্ধে অধশ্চ বক্রগত্যা পুনস্তৃতীয়চরণস্যাদিবর্ণমাদায় ঊর্দ্ধাধঃক্রমগত্যা চ সমং পঠনম্ ॥২১॥

অতঃপর, কতকগুলি ভক্ত অতীব উৎসুক হইয়া কীর্ত্তন করিলেন। কতকগুলি ভক্ত বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে নৃত্যও করিলেন ॥২১॥

কাশীমিশ্রমুখাঃ সর্বে পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমাযযুঃ।
সমনুব্রজতস্তাংস্তান্ বিসসর্জ কৃপানিধিঃ ॥২২॥

নিশাবসানে তৈরেতৈঃ কীর্ত্তয়দ্ভির্মুহুর্মুহুঃ।
প্রতস্থে গানকলয়া লোলঃ শ্রীগৌরসুন্দরঃ ॥২৩॥

গোবিন্দো জগদানন্দঃ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ।
যতিশ্রেষ্ঠপুরীস্বামী কীর্ত্তয়ন্তঃ সমাযযুঃ ॥২৪॥

কাশীমিশ্র প্রভৃতি ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমাগত হইতে লাগিলেন কৃপানিধি গৌরচন্দ্র সেই অনুগামী ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিলেন ॥২২॥

শ্রীমান্ গৌরসুন্দর চঞ্চলমনা। সেই সমস্ত ভক্তগণ বারম্বার কীর্ত্তন করিতে লাগিলে স্বয়ং গান করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন ॥২৩॥

গোবিন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত এবং যতিবর পরমানন্দপুরী ইহাঁরা সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিলেন ॥২৪॥

ললল্লীলো ললল্লীলো লোলো লোলো ললল্ললঃ।
লীলালোলো ঽলিলীলালীং লীলালীং লোললাং ললুঃ ॥২৫॥

(একাক্ষরঃ)

ললন্তী শোভমানা ব্রজগমনরূপা লীলা যস্য স ললল্লীলঃ। ললন্তী লড়য়োরৈক্যাৎ লড়ন্তী ক্ষিপন্তী লীলাচলবাসরূপা লীলা যস্য স ললল্লীলঃ। লোলশ্চঞ্চলঃ পুনর্লোলঃ সতৃষ্ণঃ ব্রজগমনার্থং ইত্যর্থাৎ। লোলশ্চলসতৃষ্ণয়ো রিত্যমরঃ। ললল্ ঈপ্সন্ ললঃ লড়ঃ সমস্তজনপ্রেরণরূপঃ ক্ষেপো যস্য সঃ। নীলাচলং ত্যক্ত্বা ব্রজগমনার্থমেতাদৃগবস্থোঽপি মহাপ্রভুঃ নীলালোলঃ লীলয়া বিলাসেন লোলশ্চঞ্চল আসীৎ। তদর্থমেব ভক্তোৎকণ্ঠামাহ অলীতি। অলীনাং ভ্রমরাণাং লীলালীব লীলা তামিত্যুপমিতসমাসঃ। অত্র লীলাং চেষ্টাং ভ্রমরচেষ্টামিবেত্যর্থঃ। লোললাং লোলস্য চঞ্চলচিত্তস্য লা গ্রহণং যয়া সা তাং। যথা প্রভুর্ভ্রিয়েত তথেত্যর্থঃ। লীলালীং চেষ্টাকুলং ললুঃ প্রাপুশ্চক্রুরিত্যর্থঃ। অত্র ভক্তা ইতি যোজ্যং। চঞ্চলদলমপি জলজং যথা মধুলুব্ধোঽলির্ন ত্যজতি

পুনস্তদবরোহণায়ৈব যততে তথা প্রভুসঙ্গসুখিনো গোবিন্দদামোদরাদয়োঽপি ত্যজন্তমপি শচীনন্দনং ন তত্যজুঃ কিন্তু স্থাপয়িতুমেব যযতিরে। প্রথমাবধি দ্বিতীয়ার্দ্ধস্থ লীলালোল এতৎপর্যন্তং প্রভুবিশেষণং। ললুরিতি লা ল গ্রহণে ইত্যাদাদিকাৎ লিটি (ঠ্যাং) রূপমিতি বিবেকঃ ॥২৫॥

নীলাচললীলাকে ছাড়িয়া ব্রজগমনরূপ লীলাই যাঁহার অভিপ্রেত সুতরাং তন্নিমিত্তই মহাপ্রভু সতৃষ্ণ ও চঞ্চল হইয়া সমস্ত ভক্তজনকে ত্যাগ করিয়া বিলাসে চঞ্চলমনা হইলেন, অনুগামী ভক্তগণও যাহাতে সেই চঞ্চলমনা গৌরচন্দ্রকে ধরিতে পারা যায়, তাদৃশ ভ্রমরগণের লীলার ন্যায় বিবিধ লীলা করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

ইহার তাৎপর্য্যার্থ যথা—বায়ুতে পুষ্প চালিত হইলে মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন কিছুতেই ত্যাগ করে না, বরং বসিবারই চেষ্টা পায়, তদ্রূপ প্রভুপাদানুরক্ত ভক্তগণ বৃন্দাবন গমনার্থ চঞ্চলচিত্ত প্রভুকে না ছাড়িয়া ধরিবারই চেষ্টা করিতে তৎপর হইলেন ॥২৫॥

ততোঽনু দোলামারুহ্য শ্রীরামানন্দরায়কঃ।
এতদীয়াশ্চ যে চান্যে সমেতাস্তে ত আযযুঃ ॥২৬॥

শ্রুত্বা সর্ব্বে জনাস্তত্র স্ত্রীপুমাংসঃ সমন্ততঃ।
হরিং বদেতি সোৎকণ্ঠং বদন্তো ভূয় আযযুঃ ॥২৭॥

ততঃ সমুদিতে ভানৌ ভানুকোটিসমপ্রভঃ।
প্রাতঃকৃত্যং চকারাসৌ তৈরেতৈর্নিজভক্তকৈঃ ॥২৮॥

তৎপরে শ্রীরামানন্দ রায় দোলারূঢ় হইয়া এবং অন্যান্য যে সমস্ত ভক্তগণ তাঁহারা সকলেই আগমন করিলেন ॥২৬॥

স্ত্রী, পুরুষ সমস্তজনই মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া "হরি বল" এই কথা উৎকণ্ঠার সহিত ভূয়োভূয়ঃ উচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥২৭॥

তৎপরে কোটিসূর্য্য সমকান্তি গৌরসুন্দর সূর্য্যোদয়ের পর সমস্ত ভক্তবৃন্দের সহিত প্রাতঃকৃত্য নির্ব্বাহ করিলেন ॥২৮॥

স তত্র গমনারম্ভে নতত্রাত্রা ন নাববৌ।
পবিত্রাঙ্ঘ্রিজনানন্দং ভবিত্রাগমনাননম্ ॥২৯॥ (মুরজবন্ধঃ)

স তত্রেতি। "নতত্রাত্রাঃ ন ন আববৌ" ইতি দুরূহাংশস্য পদচ্ছেদঃ। তত্র তস্মিন্ গমনারম্ভে যাত্রাপ্রারম্ভে সতি নতত্রাত্রাঃ নতত্রাণাং প্রণতপালকানামপি ত্রাঃ পালকঃ সঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ পবিত্রাঙ্ঘ্রিজনানন্দং অঙ্ঘ্রিসেবিনো জনাঃ অঙ্ঘ্রিজনাঃ। মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ। পবিত্রঃ অঙ্ঘ্রিজনানাং পাদসেবি-ভক্তানাং আনন্দঃ সুখং যস্মিন্ তৎ। তথা। ভবিত্রে শুভদে আগমনে আননং মুখং যস্মিন্ তাদৃশং যথা তথা। ন আববৌ ন সম্যক্ জগাম ইতি ন, কিন্তু জগামৈবেত্যর্থঃ। যদৈব গমনোদ্যমস্তদৈব ভক্তেভ্যঃ সুখং দত্ত্বা পুনরাগমনে তেষামাশাঞ্চ বর্দ্ধয়িত্বা দ্রুতং জগামেতি ফলিতং ॥২৯॥

প্রণত পরিপালকগণেরও পরিপালক সেই মহাপ্রভু গমনোদ্যত হইবামাত্রই গমন করিলেন এবং সেই গমন দর্শনে ভক্তগণ বিশেষ আনন্দ সহকারে পুনরাগমন প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া থাকিলেন ॥২৯॥

প্রভাতে পৃষ্ঠতো দৃষ্ট্বা প্রহারস্য চ লক্ষণম্।
দামোদরস্য পিদধে বস্ত্রেণৈব পুরীপ্রভুঃ ॥৩০॥

কিয়দ্দূরং ততো গত্বা বিররাম মহাপ্রভুঃ।
শ্রীরামানন্দরায়েণ প্রণয়দ্বন্দ্ববাঞ্ছিথঃ ॥৩১॥

স ত্যক্তা গচ্ছতা তেন প্রভুনানুনয়ৈর্বহু।
তর্পিতোঽপি ন বৈ তৃপ্তিং জগাম ক্ষণমপ্যুত ॥৩২॥

প্রভু পরমানন্দপুরী প্রভাতসময়ে দামোদরের পৃষ্ঠে প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন ॥৩০॥

তৎপরে মহাপ্রভু কিয়দ্দূর গমন করিয়া শ্রীরামানন্দরায়ের সহিত প্রীতি-বিবাদ করিবার বাসনায় গমন হইতে বিরত হইলেন ॥৩১॥

সঙ্গত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু গমন করিলে পর রামানন্দ বিবিধ প্রকার অনুনয়ে প্রভুকর্তৃক প্রবোধিত হইয়াও ক্ষণকালও পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না ॥৩২॥

মনোজ্ঞদৃঙ্নামনোজ্ঞবিভ্রমভ্রমণাকুলঃ।
মনোজ্ঞদৃঙ্নামনোজ্ঞবিভ্রমভ্রমণাকুলঃ ॥৩৩॥

মনোজ্ঞেতি। "মনোজ্ঞদৃক্ নাম নো জ্ঞ বিভ্রম ভ্রমণাকুলঃ।" ইতি পরার্দ্ধস্য পদচ্ছেদঃ। পূর্ব্বার্দ্ধস্যার্থমাহ। মনোজ্ঞদৃক্ মনোজ্ঞে মনোহরে দৃশৌ যস্য সঃ। ন অমনোজ্ঞঃ বিভ্রমঃ শোভা যত্র তাদৃশেন ভ্রমণেন আকুলঃ উৎকণ্ঠিতঃ। অপি তু প্রভোর্মনোজ্ঞবিভ্রমযুক্তভ্রমণেনাকুল এব। তথা পরার্দ্ধস্যার্থমাহ। মনোজ্ঞা অন্তরঙ্গা দৃক্ দৃষ্টির্যস্য সঃ। নামেতি প্রাকাশ্যে। তথাচামরঃ। নাম প্রাকাশ্য-সম্ভাব্য-ক্রোধোপগম কুৎসনে। ইতি। জানন্তি বস্তুতত্ত্বমিতি জ্ঞাঃ তত্ত্বদর্শিনঃ। জানাতেঃ কর্ত্তরি কঃ। তেষাং বিশিষ্টঃ ভ্রমঃ ভ্রান্তির্যত্র তাদৃশেন ভ্রমণেন আকুলঃ ইতি নো ন। নিষেধে ন হ্ব নো নাপি। ইত্যমরঃ। ঈদৃশঃ রামানন্দঃ তৃপ্তিং ন জগামেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। প্রভুমনুগচ্ছন্ রামানন্দো বুধৈর্নাশোচীতি তাৎপর্য্যং। অস্য পূর্ব্বপরার্দ্ধয়োরাকৃত্যা সাম্যম্ ॥৩৩॥

মনোজ্ঞলোচন রামানন্দরায় মহাপ্রভুর মনোহর বিভ্রমযুক্ত ভ্রমণদ্বারা আকুল হইলেন কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিশীল রামানন্দকে জ্ঞানীগণ কোন বিশেষ ভ্রমের বিষয়রূপে দেখেন নাই ॥৩৩॥

স তু প্রেমাস্পদস্যাস্য রামানন্দো মহানিধিঃ।
তদলোকনদুঃখেন কথঙ্কারং ভবিষ্যতি ('করিষ্যতি' পাঠান্তরং) ॥৩৪॥

ততো মহাপ্রসাদৌঘঃ সদ্যস্তত্র চতুর্ব্বিধঃ।
বাণীনাথেন প্রহিতো মিলিতোঽভূদনেকশঃ ॥৩৫॥

সেই মহানিধি রামানন্দ প্রেমাস্পদ গৌরচন্দ্রের সেই অদর্শনদুঃখে কি জানি কি প্রকার হইবেন ॥৩৪॥

বাণীনাথ কর্ত্তৃক প্রেরিত চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয় ভেদে চতুর্বিধ মহাপ্রসাদরাশি বিপুল পরিমাণে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥৩৫॥

নীলাচলাৎ সমায়াস্তং সদ্যঃ শ্রীমদনূত্তমং ।
মহাপ্রসাদং দৃষ্টাসৌ মুমুদে পরমপ্রভুঃ ॥৩৬॥

তখন পরমপ্রভু গৌরচন্দ্র নীলাচল হইতে সদ্যই সমাগত সুদৃশ্য ও উত্তম মহাপ্রসাদ সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৩৬॥

নানানা হুনি নানেনে নানা নূনননূ নহু ।
নানা নূনে নাননান্নোনে নো নানা নহুন্নহু ॥৩৭॥
(পুনরেকাক্ষরঃ)

পদচ্ছেদঃ—নানানা হুনি নানা ইনেনান্ আ-অণূন্ অনণূন্ অহু ।
নানা অণূনে ন আনন অন্নউনে নো নানা ন হুৎ নহু ॥

অন্বয়ঃ—নহু নানানা হুনি আণূন্ নানা ইনেনান্ অনণূন্ অহু নানানূনে
ন আননান্নোনে নো নানা হুৎ ন নহু ॥

অথ শ্রীমন্মহাপ্রসাদবৈভবং বর্ণয়তি নানেত্যাদ্যেকাক্ষরশ্লোকেন। নহু ভো নানানা নানাপুরুষঃ কোঽপি ইত্যর্থঃ। হুনি সানুনয়ং যথা তথা আণূন্ আ সম্যক্ প্রকারেণ অণূন অল্পান্ অহু লক্ষীকৃত্য প্রচুরতয়া মত্বেত্যর্থঃ। নানাহুনে নানাপ্রকারবহুতরে অতএব নাননান্নোনে আননস্য মুখস্য যদন্নং তস্মাৎ ঊনং হীনং ন তাদৃগিতি তত্তস্মিন্ অধরামৃতস্যাল্পতরত্ববিষয়ে ইত্যর্থঃ। নো (ন) নানা ন বহুতরঃ ইতি হুৎ প্রেরকঃ এতদ্বাদী ন আসীদিতি শেষঃ। ইদমাকূতং যৎ, কোঽপি মহাত্মা অল্পানপি প্রভুসদৃশপ্রভুপ্রসাদান্ সবিনয়ং অনল্পান্ দৃষ্টা তেষাং চ বিবিধপ্রকারত্বে বহুপরিমিতত্বে অধরামৃতস্যাল্পতরত্বে চ বিষয়ে "ন প্রচুরাঃ" ইতি ন অবাদীৎ কিন্তু প্রচুরান্ এব অবাদীদিতি। প্রভু প্রসাদান্ অনল্পান্ অপি বহুতয়া সম্মানিতবান্ ইতি সংক্ষেপঃ। অয়মভিপ্রায়ঃ। শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রভাবাৎ যঃ কোঽপি পুরুষ এবং সিদ্ধান্তসারং নিশ্চিকায় যৎ প্রভুতুল্যত্বং মহাপ্রসাদস্য। তথাচ শ্রীমদ্‌বৃহদ্ভাগবতামৃতে। নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। ব্রহ্মবন্নির্বিকারেদং যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ইত্যাদি। হু বিতর্কাপমানয়োঃ। বিকল্পাহ্নয়েত্যাদি। মেদিনী। বিরুদ্ধধর্ম সমবায়ে ভূয়সাং

স্যাৎ সধর্মকত্বমিতি ন্যায়েন। অনেকদন্ত্যনকারসংসর্গাৎ "অণূন্ আনণুন্ ইত্যত্রাণোর্ণকারস্য দন্ত্যত্বং। ইনঃ প্রভুঃ। অজহৎস্বার্থলক্ষণয়া তৎপ্রসাদো জ্ঞেয়ঃ। ইনেন তুল্যঃ ইনতুল্যস্তাদৃশঃ ইনঃ। ইতি মধ্যপদলোপী সমাসঃ। ইনঃ পত্যৌনৃপার্কয়োরিতি মেদিনী। কৃতমিতি বিস্তরতঃ পরং সুগমং॥৩৭॥

কোন এক মহাত্মা বিবিধ প্রকারের প্রভুসদৃশ মহাপ্রসাদ অত্যল্প দেখিয়া ও "ইহা অত্যল্প কিন্তু প্রচুর নহে" একথা কেহই বলেন নাই অর্থাৎ অল্পতর প্রভুর প্রসাদকেও বহুরূপে জানিয়াছিলেন ॥৩৭॥

মহাপ্রসাদোপযোগং কৃত্বা তত্র কৃপানিধিঃ।
বিশ্রম্য চ ক্ষণং হর্ষাৎ প্রতস্থে তৈঃ সমং পুনঃ ॥৩৮॥

কঞ্চিদ্দেশং সমাসাদ্য স্থিতং তং সর্ব্বএব হি।
দ্রষ্টুং সমন্তাদৌৎসুক্যাদাযযৌ চিত্রমেব তৎ ॥৩৯॥

বিরমত্যেব যে বাস্মিন্ কৃষ্টা আসন্ সমন্ততঃ।
তত্রত্যা বায়ুনা সার্দ্ধং ধৈর্য্যসৌহিত্যসৌরভৈঃ ॥৪০॥

কৃপানিধি মহাপ্রভু সেইস্থানে মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার ভক্তগণের সহ প্রস্থান করিলেন ॥৩৮॥

কোন একদেশে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু অবস্থিতি করিলে পর তত্রত্য সমস্ত লোক দর্শনার্থ অতি উৎসুকচিত্তে সমাগত হইয়াছিল, ইহা অতীব আশ্চর্য্য! ॥৩৯॥

গৌরচন্দ্র গমন হইতে বিরত হইলেই তদ্দেশীয় জনসকল বায়ুর সহিত প্রভুর ধীরতা ও সুন্দর হিতকারিত্বরূপ সৌরভদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাৎপর্য্য এই যে সুশীতল সমীরণের ন্যায় প্রভুপাদের উক্তবিধ গুণসকলে সন্তুষ্ট হইয়াছিল ॥৪০॥

লীলা লোলালিললনা ললন্নলিন-লালনৈঃ।
নলাল ললনালীনাং লীলাং লাননিলো ললন্ ॥৪১॥
(দ্ব্যক্ষরঃ)

অনিলঃ পবনঃ নলিনলালনৈঃ কমলচালনৈঃ লীলালোলালিললনাঃ লীলয়া বিলাসেন লোলানাং অলীনাং ভ্রমরাণাং ললনাঃ কামিনীঃ ভ্রমরীরিত্যর্থঃ। ললন্ ঈপ্সন্ ললনালীনাং ললনাস্থিতাং লীলাং কেলীং লান্ গৃহ্নন্ ললন্ ঈপ্সন্ সুখিতঃ সন্নিত্যর্থঃ। নলাল চচাল। লড় কু ভ্রংশে অত্র ড়লয়োরৈক্যং স্বীকার্য্যং। প্রথমত্র ললৎ কেপ্সে ইতি নির্বিরোধঃ। লীলা কেলিবিলাসয়োরিতি মেদিনী। লা ল গ্রহণে ইত্যদাদিকাৎ শতৃপ্রত্যয়ঃ। অন্যোঽপি পতির্যথা বিলাসিনীং বনিতাং করেণাহ্বয়তি। তথা বায়ুরপি পদ্মকরচালনৈর্বিলাস-শালিনীঃ ভ্রমরবনিতাঃ অভিলসন্ চচালেতি ভাবঃ ॥৪১॥

পবনদেবও পদ্মসঞ্চালনদ্বারা বিলাসশালিনী অলিমালাকে অভিলাষ করিয়া স্ত্রীবিলাসকে ইচ্ছা করিয়াই যেন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়াছিল ॥৪১॥

পথি প্রেমাবিষ্কৃতিভিঃ কৃতিভিস্তৈঃ সমং ব্রজন্।
মজ্জতি স্মৈষ পরমামানন্দামৃতদীর্ঘিকাম্ ॥৪২॥

অথ বীক্ষ্য ক্রমং শ্রেষ্ঠং ধাবন্নারাদবারিতঃ।
স্কন্ধমুৎপ্লুত্য ধৃত্বা চ লম্বমানঃ শ্রিয়ং দধে ॥৪৩॥

গৌরচন্দ্র পথমধ্যে প্রেম বিতরণ করিতে করিতে বুদ্ধিমান্ ভক্তগণের সহিত গমন করিয়া আনন্দামৃতরূপ মহতী দীর্ঘিকাতে নিমগ্ন হইলেন ॥৪২॥

একটি বৃক্ষকে দেখিয়া নির্ব্বাধে ধাবমান হইয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ঐ বৃক্ষের স্কন্ধদেশ ধারণ করিয়া লম্বমান হইলেন এবং তাহাতে বিশেষ শোভাও পাইতে লাগিলেন ॥৪৩॥

আলিলিঙ্গ তরুং ভূয়ো লোচনাম্বুভিরাপ্লুতঃ।
কং বা কেন প্রকারেণ নোদ্দধার মহাপ্রভুঃ ॥৪৪॥

মহাপ্রভু পুনর্ব্বার লোচনজলে আপ্লুত হইয়া বনমধ্যে বৃক্ষ সকলকেও আলিঙ্গন করিলেন। সুতরাং কি প্রকারে কাহাকে না উদ্ধার করিলেন ইহা বলা যায় না ॥৪৪॥

কা কে নে ব ব নে কে কা
লা ব কে ন ন কে ব লা।
শু দ্ধা সা র র সা দ্ধা শু
নু তি রা সু সু রা তি নু ॥৪৫॥

(প্রতিলোমানুলোমপাদঃ ॥)

কাকেনেতি। "শুদ্ধ আসার রসা অদ্ধা আশু নুতি রা সুসুরা অতিনু।" ইতি পরার্দ্ধস্য পদচ্ছেদঃ। বনে কাননে কাকেন বায়সেন ইব লাবকেন তদাখ্যপক্ষিণা নকেবলা অকেবলা পূর্ণেত্যর্থ। শুদ্ধঃ আসারঃ ধারাসম্পাতঃ যত্র সঃ শুদ্ধাসারঃ বর্ষর্ত্তুঃ তত্র রস অনুরাগঃ যস্যাঃ তাদৃশী কেকা ময়ূরবাণী। কেকা বাণী ময়ূরস্যেত্যমরঃ। নু-ধাতো র্ভাবে ক্তিঃ নুতিঃ স্তবঃ তাং রাতি দদাতীতি রা ধাতোঃ কর্ত্তরি ডঃ স্ত্রিয়ামাপ্। তাদৃশী যা সু-সুখদা সুরা তামপি অতিক্রম্য নুঃ স্তবনং যত্র তাদৃশং যথা তথা দিদীপে ইতি শেষঃ। অস্য পাদচতুষ্টয়ে অনুলোমবিলোমপাঠে অর্থাৎ বামাদ্দক্ষিণতো দক্ষিণাদ্ বামতস্তুল্যঃ পাঠঃ ॥৪৫॥

কাননমধ্যে কাকের ন্যায় লাবকনামক পক্ষিগণের ধ্বনির সহিত ময়ূরের উচ্চধ্বনি পূর্ণ হইল। প্রকৃতপক্ষেই ময়ূরধ্বনি বিশুদ্ধ বর্ষাঋতুর সম্বন্ধবশতঃ উৎকৃষ্ট হইয়া যেন মদমত্ত ব্যক্তিকেও অতিক্রম করিয়া উচ্চ স্তবপাঠের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৫॥

বৃন্দাবনদ্রুমানিত্থমালিঙ্গয়তি বিহ্বলঃ।
তথালিলিঙ্গ স তরুং যথা চূর্ণায়তে মুহুঃ ॥৪৬॥

অধঃ কণ্টকসংকীর্ণে নিপতিষ্যন্তমঞ্জসা।
ভিয়া পুরিপ্রভৃতয়ো জগৃহুর্ব্বরবাহুভিঃ ॥৪৭॥

উচেঽথ পশ্য পশ্যায়ং কৃষ্ণচন্দ্রোঽভিতোঽভিতঃ।
প্রতিদ্রুমং বিলসতি জগত্যেতন্ময়ীক্ষ্যতে ॥৪৮॥

অবপয়োঽতিবিমলমনন্তমসকৃদ্বভৌ।
নিষ্পঙ্কং ভূতলং চাথ চিত্রচিত্রা প্রভোর্গতিঃ ॥৪৯॥ (শ্লোকাবৃত্তিঃ)

অধিকং শুশুভে তত্র বিজয়েন প্রভোরসৌ।
বিকসৎকাশকুসুমসুস্মিতা সুরসা শরৎ ॥৫০॥

এইরূপে গৌরচন্দ্র বিহ্বল হইয়া বৃন্দাবনের বৃক্ষগুলিকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন এবং প্রভু সেইপ্রকারে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন যাহাতে মুহুর্মুহু বৃক্ষগণকে চূর্ণ করিতে পারেন ॥৪৬॥

কণ্টকসমাকীর্ণ অধঃপ্রদেশে প্রভু পতিত হইবেন এমন সময়ে পরমানন্দপুরী প্রভৃতি ভক্তগণ সভয়ে শীঘ্র স্বীয় বিশাল বাহুদ্বারা ধারণ করিলেন ॥৪৭॥

গৌরচন্দ্র প্রেমে বিহ্বল হইয়া কহিলেন যে "দেখ দেখ এই কৃষ্ণচন্দ্র ইতস্ততঃ প্রত্যেক বৃক্ষে বিলাস করিতেছেন, আমি কৃষ্ণময় জগৎ দেখিতেছি" ॥৪৮॥

জলরাশি সমাকীর্ণ, অতি নির্ম্মল ও পঙ্কবিহীন অনন্ত ভূতল নিয়ত শোভা পাইয়াছিল এবং বর্ষা চাতুর্মাস্যের পর শরৎকালে বিচিত্র গতিতে প্রভুর গতি হইয়াছিল ॥৪৯॥

প্রভুর বিজয়ে উক্ত সুরসশালী শরৎ বিকসিত কাশকুসুম, সুমধুর হাস্যরূপে বিস্তার করিয়া সমধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫০॥

ভুবনেশ্বর আগত্য দদর্শ ভুবনেশ্বরম্ ।
মহাপ্রসাদং প্রোপাস্য তত্রৈব বিররাম সঃ ॥৫১॥

অন্যেদ্যু রজনীশেষে প্রতস্থে তৈঃ সমং প্রভুঃ ।
হরিদাসং পুরঃ প্রাপ্যাবিশদ্‌গ্রামং মহাপ্রভুঃ ॥৫২॥

সা র সা স র সা সা রং
র সা নূ ত ন নূ ত না
না ত নূ ন ত নূ সা র
রং সা সা র স সা র সা ॥৫৩॥
(প্রতিলোমানুলোমশ্লোকঃ)

তত্র নূতনগেহাদি কারয়িত্বা নিদেশতঃ ।
পুরা রামানন্দরায়ো নিনায় প্রভুমঞ্জসা ॥৫৪॥

লেপিতং শুদ্ধমালোক্য গৃহং তত্র কৃপানিধিঃ ।
উবাস পরমপ্রীত্যা পরমানন্দপূরিণা ॥৫৫॥

মহাপ্রভু ভুবনেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক শ্রীভুবনেশ্বর দর্শন এবং মহাপ্রসাদ-ভোজন করিয়া সেই স্থানেই বিশ্রাম করিলেন ॥৫১॥

মহাপ্রভু অন্য একদিন রজনীশেষে ভক্তগণ সহ প্রস্থান করিলেন এবং হরিদাসকে অগ্রে পাইয়া গ্রামের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন ॥৫২॥

শরৎকালের ভূমি বর্ষণ ভিন্নও রসে নতুন রূপ ধারণ করিয়াছিল। সারসাদি পক্ষিকুলেরদ্বারা শরীরী কি অশরীরী সকলকেই বরদান করিয়া বৃক্ষলতার উল্লাসে এবং শীতের অংশ থাকায় দিক্‌সমূহকে প্রসন্ন করিয়া শোভা পাইয়াছিল ॥৫৩॥

রামানন্দ রায় অনুমতি অনুসারে পূর্ব্বেই সেই স্থানে নুতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া শীঘ্র প্রভুকে লইয়া গেলেন ॥৫৪॥

কৃপানিধি গৌরচন্দ্র সেই গৃহকে শুদ্ধ ও আলেপনযুক্ত দেখিয়া পরম প্রীতি সহকারে পরমানন্দ পুরীর সহিত তাহাতে অবস্থিতি করিলেন ॥৫৫॥

ততো নীলাচলাদাশু সমায়াতোঽভবন্মুহুঃ ।
মহাপ্রসাদনিচয়ঃ স্বন্নপানকপিষ্টকঃ ॥৫৬॥

যদাজ্ঞা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈরাধায় শিরসীড্যতে ।
কিং তস্য বিভবো লোকৈর্জ্ঞায়তে বিভবো নু কৈঃ ॥৫৭॥

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ প্রেম্নোপাস্য চ তৈঃ সমম্ ।
শ্রীরামানন্দরায়েণ কথয়া রজনীং যযৌ ॥৫৮॥

এতেনৈব সমং নানাকথাকথনতৎপরঃ ।
নিনায় রজনীং নাথো রজনীনাথসুন্দরঃ ॥৫৯॥

প্রভুশ্চ পরমানন্দপুরী চাপি পুরো যযৌ ।
রামানন্দস্তু মতিমান্ পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমাযযৌ ॥৬০॥

এবমেবং পথি চলন্মধুরাধররোচিষা ।
জজাপ নিজনামানি করুণারসসাগরঃ ॥৬১॥ (অসংযোগঃ)

তৎপরে নীলাচল হইতে মুহুর্মুহুঃ সুন্দর অন্ন, পানা ও পিঠা প্রভৃতি অনেক অনেক মহাপ্রসাদ শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল ॥৫৬॥

ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার আজ্ঞাকে শিরোধারণপূর্ব্বক স্তব করেন, বিভবশালী লোক যে, তাঁহার বিভব জানিল ইহা আর কি ? কিছুই নহে ॥৫৭॥

মহাপ্রভু সেই মহাপ্রসাদ দর্শনে পরম প্রীত হইয়া অত্যন্ত প্রেমে ভোজন করিয়া শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত বিবিধ কথায় রজনী যাপন করিলেন ॥৫৮॥

রজনীনাথ শশধরের ন্যায় সুন্দর গৌরচন্দ্র রামানন্দ রায়ের সহিত নানা কথোপকথনে রজনী যাপন করিলেন ॥৫৯॥

মহাপ্রভু ও পরমানন্দপুরী অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন কিন্তু মতিমান্ রামানন্দ রায় তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন ॥৬০॥

করুণাসাগর গৌরহরি এইরূপে সুমধুর অধররুচি সহিত পথে পথে গমন করিয়া নিজ নাম অর্থাৎ হরিনাম জপ করিতেছিলেন ॥৬১॥

এবং ব্রজন্নুপনদি বীক্ষ্যাবাসং মনোরমম্ ।
উচ্চৈরনুগায়ন্মধুরং মধুরাধরসুন্দরঃ ॥৬২॥

অগ্রে গচ্ছত যূয়ং তু কটকে তত্র নীবৃতি ।
দর্শনং মম গোপীশপ্রাসাদেষু ভবিষ্যতি ॥৬৩॥

ইত্যুক্তাস্তে মহাত্মানঃ পুরীপ্রভৃতয়স্তদা ।
প্রযযুস্তত্র গৌরাঙ্গো বিশশ্রামাথ কেনচিৎ ॥৬৪॥

আয়াতি করুণাসিন্ধুরিতি শ্রুত্বা গজেশ্বরঃ ।
আজ্ঞয়া সকলং তীর্থং চকার করলালিতম্ ॥৬৫॥

(নিরোষ্ঠ্যঃ)

সর্ব্বাঙ্গীনৈরলঙ্কারৈর্মাধুর্য্যৌজঃপ্রসাদবান্ ।
গোপীনাথো ররাজাসৌ বাগ্‌বিলাসঃ কবেরিব ॥৬৬॥

এইরূপে মধুরাধর সুন্দর গৌরসুন্দর গমন করিতে করিতে নদীতীরে মনোরম বাসস্থান সন্দর্শন করিয়া মধুর স্বরে গান করিতে করিতে কহিলেন ॥৬২॥

আপনারা অগ্রে কটকদেশে গমন করুন, গোপীনাথের মন্দিরে আমার দর্শন প্রাপ্ত হইবেন ॥৬৩॥

তৎকালে পরমানন্দপুরী প্রভৃতি মহাত্মাগণ গমন করিলে পর গৌরাঙ্গদেব কোন একটি ভক্তের সহিত তথায় বিশ্রাম করিলেন ॥৬৪॥

"করুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র আসিতেছেন" গজপতি প্রতাপরুদ্র এই কথা শুনিয়া আজ্ঞানুসারে করদ্বারা সমস্ত তীর্থ পবিত্র করিলেন ॥৬৫॥

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অলঙ্কারদ্বারা গোপীনাথ ওজঃ এবং প্রসন্নতাযুক্ত হইয়া কবির বাক্যবিন্যাসের ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দোষাদিবিহীন, উপমা, নিদর্শনা ও দৃষ্টান্তাদি অলঙ্কারে শোভিত যে গুণ থাকিলে কাব্য শ্রবণ মাত্রে চিত্তকে দ্রবীভূত করে,

উৎকণ্ঠাং তরুণীং প্রাপ্য নিরন্তরনবাং নবাং।
ররাজ রাজা মধুরঃ সশ্রীক ইব চৈত্রিকঃ ॥৬৭॥

তত এতে মহাত্মানো গোপীনাথমহাপ্রভোঃ।
প্রাসাদং বিবিশুর্হৃষ্টাঃ প্রসাদোল্লসিতাননাঃ ॥৬৮॥

তত্র তান্ পরয়া প্রীত্যা বেত্রবেল্লিতপাণয়ঃ।
অনয়ন্নন্তরং বেশ্ম বিস্মৃতান্যমনোরথান্ ॥৬৯॥

তে বিলোক্যাথ তং প্রেম্না প্রীতিমাপুর্মহত্তরাম্।
অথ কশ্চিৎ সমাগত্য তত্রত্যঃ পৃথিবীসুরঃ।
ভিক্ষার্থমবৃণোত্তত্র পরমানন্দপুরিণম্ ॥৭০॥

ইহার রচনা টকারাদি কঠোরবর্ণ বিহীন এবং সমাসরহিত অর্থাৎ অল্পসমাস-যুক্ত তাহাই মাধুর্য্য, চিত্তদ্রবীভাবময়ো হ্লাদো মাধুর্য্যমুচ্যতে ॥১॥ যাহা সমাসবহুল দীর্ঘপদযুক্ত বাক্য ইহাই ওজঃ, ওজশ্চিত্তস্য বিস্তাররূপং দীপ্তত্বমুচ্যতে। বীর বীভৎস রৌদ্রেষু ক্রমেনাধিক্যমুচ্যতে ॥২॥ অগ্নি যেরূপ শুষ্ক কাষ্ঠকে শীঘ্র অধিকৃত করে তদ্রূপ যে বাক্য সহসা চিত্তকে অভিব্যাপ্ত করে, তাহা প্রসাদ, চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ। স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ ॥৩॥ তাদৃশ গুণত্রয়যুক্ত কবিদিগের বাক্য শোভায় যেরূপ শোভমান ॥৬৬॥

মধুরাঙ্গ রাজা প্রতাপরুদ্র ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন উৎকণ্ঠারূপ তরুণী প্রাপ্ত হইয়া সশ্রীক বসন্তকালের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬৭॥

মহাত্মা ভক্তগণ হৃষ্ট ও প্রসন্নতায় উল্লসিত বদন গোপীনাথরূপী মহাপ্রভুর প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৬৮॥

সেবকগণ বেত্রধারণ করিয়া করকম্পন করিতে করিতে পরমপ্রীতি সহকারে অন্য মনোরথশূন্য অর্থাৎ দর্শনার্থ একান্ত চিত্ত ভক্তগণকে গৃহমধ্যে আনয়ন করিলেন ॥৬৯॥

তাঁহারা গোপীনাথরূপী মহাপ্রভুকে মহাপ্রেমে দর্শন করিয়া সুমহতী

অত্রান্তরে গৌরচন্দ্রশ্চন্দ্রকোটিসমুজ্জ্বলঃ।
জ্বলৎকাঞ্চনশৈলাভো লাভোদয় ইবাগমৎ ॥৭১॥

দৃষ্ট্বা চিরং কৃপাসিন্ধুর্গোপীনাথং মনোরমম্।
মনোরথং মূর্ত্তিমন্তমিব তত্র মুদং যযৌ ॥৭২॥

অথ স্বপ্নেশ্বরো নাম সোঽয়ং ধরণিদৈবতম্।
ভিক্ষার্থমবৃণোত্তত্র গৃহেঽপি চ সমানয়ৎ ॥৭৩॥

অন্যাংস্তু জগদানন্দমুখ্যান্ সুখপরায়ণান্।
শ্রীরামানন্দরায়োঽসৌ নিনায় নিজমন্দিরম্ ॥৭৪॥

প্রীতিলাভ করিলেন, তৎপরে তত্রত্য কোন একজন ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়া সেইখানে পরমানন্দপুরীকে ভিক্ষার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন ॥৭০॥

ইতিমধ্যে কোটিচন্দ্রসমুজ্জ্বল গৌরচন্দ্র তপ্ত কাঞ্চনের শৈলসদৃশ উদয়লাভ করিয়াই যেন সমাগত হইলেন ॥৭১॥

কৃপানিধি গৌরচন্দ্র সেইস্থানেই মূর্ত্তিমান্ মনোরথের ন্যায় গোপীনাথকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥৭২॥

স্বপ্নেশ্বর নামক একজন ধরণিদৈবত ভিক্ষার নিমিত্ত প্রভুকে বরণ করিলেন এবং নিজগৃহে লইয়া গেলেন ॥৭৩॥

কিন্তু জগদানন্দ প্রভৃতি অন্যান্য আনন্দপরায়ণ ভক্তগণকে শ্রীরামানন্দরায় নিজ মন্দিরে লইয়া গেলেন ॥৭৪॥

আগারাহিত্যসুখদে মনোরামে স তানথ।
আগারাহিত্যসুখদে সদারামে তদানয়ৎ ॥৭৫॥

আগারেতি। অথানন্তরং সঃ রামানন্দরায়ঃ তদা তস্মিন্ কালে। তান্ ভক্তজনান্। হিতং করোতীতি হিত্যং ভাবে ষ্যঃ। সেতোঽণিতশ্চেতি নিয়মাৎ ন দীর্ঘত্বং। আগরস্য আ সম্যক্ হিত্যং হিতজনকং। সুখং দদাতীতি তস্মিন্। মনোরামেমনোহরে। তথা। ন গচ্ছন্তীতি অগাঃ পর্ব্বতাঃ তে এব ইতি স্বার্থে ষ্ণে

আগাঃ তেষাং অরাহিত্যসুখং অর্থাৎ পার্ব্বত্যসুখং দদাতীতি তস্মিন্ সদারামে গৃহসমীপবর্ত্তি প্রশস্তকাননে অনয়ৎ নীতবান্ প্রাপয়ামাস ইত্যর্থঃ ॥৭৫॥

অতঃপর রামানন্দ রায় ভবনের হিতকর এবং সুখপ্রদ পার্ব্বতীয় বনবিহার-জনিত আহ্লাদদায়ক মনোহর ও প্রশস্ত উপবনে সেই ভক্তগণকে লইয়া গেলেন ॥৭৫॥

আরামারামললিতান্ কৃত্বা তানথ সত্বরম্ ।
রামানন্দো জনানন্দোল্লাসকৃদ্ভূপমাসদৎ ॥৭৬॥

তে তত্র রন্ধনোদ্‌যোগং চক্রুর্বিশ্রমণান্তরম্ ।
কৃতভিক্ষঃ পুরীস্বামী প্রভুনা তত্র চাগমৎ ॥৭৭॥

তত্রোপবনমধ্যেঽস্তি সুচ্ছ্রিতো বকুলদ্রুমঃ ।
বিসারী নিবিড়চ্ছায়ঃ কুলানাং বকুলদ্রুমঃ ॥৭৮॥

পরমানেন ললিতা পরমানেন সর্ব্বতঃ ।
রাজীবনস্থ সাজীবরাজীবযুগথাভবৎ ॥৭৯॥

রামানন্দ রায় সেই সমস্ত ভক্তগণকে সুখপ্রদ আরামে সত্বর সুখী করিয়া জনসকলের আনন্দোল্লাসকারি ভূপতি প্রতাপরুদ্রের নিকট আগমন করিলেন ॥৭৬॥

তৎপরে সেই সকল ভক্তগণ বিশ্রামানন্তর রন্ধনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, এদিকে পরমানন্দ পুরীস্বামী ভিক্ষাকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক মহাপ্রভুর সহিত সেই উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৭৭॥

সেই উপবন মধ্যে এক অত্যুন্নত বকুলবৃক্ষ ছিল, যাহার শাখাপ্রশাখা সুবিস্তৃত, ছায়া নিবিড়তর এবং স্বজাতীয় বৃক্ষগণের মধ্যে যে বকুলরূপী দ্রুম অর্থাৎ কুবেরের ন্যায় প্রচুর ধনশালী, তাহা কল্পবৃক্ষ সদৃশ ॥৭৮॥

সুবৃহৎ পরিমাণশালী পরমান অর্থাৎ অন্যান্য বৃক্ষের পরিমাণে যাহা সমধিক সুন্দর, সেই বনরাজী জীব অর্থাৎ জীবিত রাজীবগণ যুক্ত হইয়াছিল ॥৭৯॥

বকুলদ্রুমমূলেঽসৌ বসন্ ভাতি স্ম সুস্মিতঃ ।
অনেন হেমরূপেণ জম্বূবৃক্ষং জিগায় সঃ ॥৮০॥

অত্রান্তরে গুরুশ্রীকো ভূপচক্রশিরোমণিঃ ।
বিজয়ং গৌরচন্দ্রাঙ্ঘ্রিদৃষ্ট্যৈ তত্র চকার সঃ ॥৮১॥

রামানন্দসহায়ঃ স সবসন্ত ইব স্মরঃ ।
চতুরঙ্গবলৈর্যুক্তঃ সময়াৎ সময়াত্ততঃ ॥৮২॥

অবতীর্য্য গজস্কন্ধাৎ গজস্কন্ধাতিসুন্দরঃ ।
তদারামং প্রতি প্রীত্যা ভূমৌ গচ্ছন্ বভৌ ভৃশম্ ॥৮৩॥

সদা সদানৈর্গুরুভির্নাগৈর্নাগৈর্হয়ৈর্বৃতঃ ।
পত্তিসংপত্তিসঞ্চায়ৈর্ভূয়ো ভূয়ো ররাজ সঃ ॥৮৪॥

গৌরচন্দ্র বকুলবৃক্ষের মূলদেশে উপবেশন করিয়া সহাস্যবদনে শোভা পাইতে লাগিলেন এবং দৃশ্যমান সুবর্ণ বিজয়িনী কান্তিমালায় জম্বুবৃক্ষকেও জয় করিয়াছিলেন ॥৮০॥

ইত্যবসরে বিপুলশোভাশালী ভূপতিগণের শিরোমণি প্রতাপরুদ্র গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম দর্শনে যাত্রা করিলেন ॥৮১॥

বসন্তসহ কন্দর্পের ন্যায় প্রতাপরুদ্র রামানন্দ রায়ের সহিত "হস্ত অশ্ব রথ পদাতি" এই চতুরঙ্গবল সমন্বিত হইয়া যথাসময়ে সমাগত হইলেন ॥৮২॥

গজস্কন্ধ হইতেও সুন্দর স্কন্ধ গজপতি প্রতাপরুদ্র গজস্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রীতি সহকারে উপবনের প্রতি ভূয়োভূয়ো গমন করিয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৮৩॥

নিরন্তর মদজলসিক্ত সুবৃহৎ ও ক্রূরচারী হস্তীদ্বারা তথা ঘোটক ও পদাতিরূপ সম্পত্তিসমূহে সর্বদিকে পরিবৃত হইয়া প্রতাপরুদ্র শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৮৪॥

নাস্ত্যেবাস্য সমো রাজা কিং স্বর্গে কিং মহীতলে।
ইতীয় তচ্চ তচ্চোচ্চৈঃ ক্ষুরৈরক্ষোভি ঘোটকৈঃ ॥৮৫॥

রামানন্দভুজং ধৃত্বা নিযোজ্যামাত্যসঞ্চয়ম্।
অভিতোঽভিযযৌ রাজা পূর্ণচন্দ্রোঽর্কযুগ্‌যথা ॥৮৬॥

অমাত্যৈরমরপ্রায়ৈরন্তর্ব্বলনিবেশিভিঃ।
প্রথমং বলয়ীভূতো ভূপ্রদেশো ররাজ সঃ ॥৮৭॥

তদ্‌বহিঃ পত্তয়োঽতিষ্ঠংস্তদ্‌বহির্হয়সঞ্চয়ঃ।
তদ্‌বহিশ্চ গজাঃ সর্ব্বে ব্যূহএবাভবত্তদা ॥৮৮॥

পাদারবিন্দযুগলং বীক্ষ্য তত্র দ্রবন্মনাঃ।
ভূপতির্ভূতলং ভূয়ঃ প্রাপ হর্ষাশ্রুণা সহ ॥৮৯॥ (অসন্ধ্যক্ষরঃ)

"প্রতাপরুদ্রের তুল্য রাজা কি স্বর্গে, কি ভূমণ্ডলে, কোনস্থানেই দেখিতে পাই না" উচ্চ ঘোটকগণ এই বলিয়াই যেন ক্ষুরদ্বারা ভূতলকে আলেখন করিতে লাগিল ॥৮৫॥

সূর্য্য সম্মিলিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রাজা প্রতাপরুদ্র রামানন্দ রায়ের বাহু ধারণপূর্ব্বক মন্ত্রিগণকে নিয়োজিত করিয়া ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিলেন ॥৮৬॥

মধ্যবন-প্রবিষ্ট দেবসদৃশ অমাত্যগণ প্রথমতঃ কাননের ভূভাগে গোলাকার হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥৮৭॥

মন্ত্রিগণের বহির্দ্দেশে পদাতিগণ, তদ্বহির্ভাগে ঘোটকগণ এবং তাহার বহির্ভাগে হস্তিগণ অবস্থিতি করায় তৎকালে সুমহান্ এক সেনানিবেশ হইয়াছিল ॥৮৮॥

ভূপতি প্রতাপরুদ্র সেইখানে প্রভুর পাদপদ্মযুগল দর্শন করিয়া দ্রবীভূত চিত্ত হইয়া আনন্দাশ্রুর সহিত ভূতলে পতিত হইল, রাজাও ভূমিলুণ্ঠিত হইলেন ॥৮৯॥

প্রণম্য বহুধা দৃগ্‌ভ্যামপিবদ্‌বদনাম্বুজম্।
নচ তৃপ্তিমগাদ্‌ভূপশ্চিত্রং গৌরাঙ্গচেষ্টিতম্ ॥৯০॥

বহুধা গৌরচন্দ্রোঽপি প্রেম্নাভাষ্য বচোঽমৃতৈঃ।
সিষেচ তস্য সর্বাঙ্গং সর্ব্বাঙ্গীনমিবাশ্লিষন্ ॥৯১॥

আজ্ঞায়াজ্ঞাং প্রসাদং চ কৃতকৃত্যঃ স নির্যযৌ।
অমাত্যনিচয়াঃ সর্ব্বে ততো দ্রষ্টুং যযুর্দ্রুতম্ ॥৯২॥

ভূপতি বহুপ্রকারে প্রণাম করিয়া নেত্রদ্বারা মুখপদ্ম দর্শন করিলেন কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। আহা! গৌরাঙ্গের কি অত্যাশ্চর্য্য চেষ্টা ॥৯০॥

গৌরচন্দ্রও বহুপ্রকার প্রেম সহকারে সম্ভাষণপূর্ব্বক ব্যাপিয়া আলিঙ্গন করিয়া বাক্যামৃত দ্বারা ভূপতিকে অভিষিক্ত করিলেন ॥৯১॥

প্রতাপরুদ্র কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক প্রভুর আজ্ঞায় পরিবারবর্গের প্রতি আজ্ঞা ও প্রসন্নতা করিয়া নির্গত হইলেন তৎপরে অমাত্যবর্গ সকলেই শীঘ্র প্রভু দর্শনার্থ গমন করিলেন ॥৯২॥

পারেচিত্রোৎপলং সোঽকূপারে চিত্রোৎপলং যথা।
যিযাসোঃ স্বমতং জ্ঞাত্বা ভূপঃ সৎপাত্রমব্রবীৎ ॥৯৩॥ (পদ্মভেদঃ)

পারে ইতি। সঃ ভূপঃ প্রতাপরুদ্রঃ চিত্রোৎপলানাম নদী তস্যাঃ পারে ইতি পারেচিত্রোৎপলং "পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বা" ইতি পারেশব্দেনাব্যয়ীভাবঃ। সপ্তমী স্থানে "বাৎ ক্তের্মোঽতোঽপ্যাঃ" ইতি মকারঃ। তস্মিন্ চিত্রোৎপলা-নদীপারে অকূপারে সমুদ্রে। সমুদ্রোঽব্ধিরকূপারঃ। ইত্যমরঃ। চিত্রোৎপলং যথা চিত্রোৎপলমিব যিযাসোঃ প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ প্রভোঃ স্বমতং নিজাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা চিত্রোৎপলাম্বাহর্ত্তুমিব প্রভুর্জগামেতি নিশ্চিতেত্যর্থঃ। সৎপাত্রং অন্তরঙ্গ-ভৃত্যমেকমঙ্গরাজনামানমব্রবীৎ প্রভুমানেতুমকথয়ৎ ॥৯৩॥

"চিত্রোৎপলা নাম্নী নদীর পারে সমুদ্রমধ্যে প্রভু চিত্রোৎপল আহরণার্থই বোধ হয় গিয়া থাকিবেন" গৌরচন্দ্রের এইরূপ স্বমত জানিয়াই যেন ভূপতি মঙ্গরাজ নামক একটি উত্তম ভৃত্যের প্রতি আজ্ঞা করিলেন ॥৯৩॥

মঙ্গরাজ ভবানেব হরিচন্দনসংগতঃ ।
পারেমহানদি মহাপ্রভুমন্বেতু সত্বরম্ ॥৯৪॥

তদাজ্ঞয়াথ তে সোঽপি শ্রীরামানন্দরায়কঃ ।
নৌকাঃ সুমহতীশ্চক্রে প্রভুং চাথ সমানয়ন্ ॥৯৫॥

উদিয়ায় তদা পূর্ণো ভগবান্ মৃগলাঞ্ছনঃ ।
করৈঃ সম্মার্জয়ামাস পন্থানমখিলং ততঃ ॥৯৬॥

ততো গচ্ছতি গৌরাঙ্গে রাজকীয়স্তদাগতঃ ।
তত্রত্যাংস্তত্র নির্ণীয় তদাজ্ঞাং নিজগাদ সঃ ॥৯৭॥

আজ্ঞাপয়তি দেবো যচ্ছ্রূয়তাং তন্মহোত্তমাঃ ।
আরপ্যোঽত্র স্তম্ভ একো যেন তীর্থং ভবেদিদম্ ॥৯৮॥

হে মঙ্গরাজ! আপনি হরিচন্দনের সহিত সম্মিলিত হইয়া দুইজনে সত্বর মহানদীর পারে মহাপ্রভুর পশ্চাৎ গমন করুন ॥৯৪॥

নরপতির আজ্ঞায় মঙ্গরাজ, হরিচন্দন ও রামানন্দ রায় সুমহতী নৌকা করিয়া প্রভুকে লইয়া গেলেন ॥৯৫॥

তৎকালে ভগবান মৃগলাঞ্ছন শশধর উদিত হইয়া স্বীয় কিরণমালায় নিখিল পথকে সম্মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন ॥৯৬॥

গৌরাঙ্গদেব গমন করিলে পর রাজকীয় ভৃত্যগণ গমন করিলেন এবং তাঁহারা রাজার আজ্ঞা নির্ণয় করিয়া তত্রত্য সমস্ত লোককে কহিলেন ॥৯৭॥

অহে মহত্তমগণ! মহারাজ যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহা শ্রবণ কর। এইস্থানে একটি স্তম্ভ আরোপন করিতে হইবে, যাহাতে এই স্থান তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হয় ॥৯৮॥

ইতি শ্রুত্বা নৃপাজ্ঞাং তে স্তম্ভমারোপ্য তত্র চ।
নৌকামারোপ্য মুদিতাঃ প্রভুং হর্ষাদুপাসত ॥৯৯॥

ইত্থং পারেনদি সতু চতুর্দ্বারমাগত্য তৈস্তৈ-
রাত্রৌ চন্দ্রাতপমধুরিমব্যাবৃতায়াং সমন্তাৎ।
স্বাপং চক্রে প্রভুরথ জগন্নাথসন্মণ্ডপান্ত-
র্লোকৈর্লক্ষাবধিভিরপিতু স্থানমেবাত্র নাপে ॥১০০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে মহাকাব্যে
ঊনবিংশ সর্গঃ ॥

জনসকল রাজার এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া প্রভুকে নৌকায় আরোহন করাইয়া প্রমুদিতচিত্তে সহর্ষে উপাসনা করিয়াছিল ॥৯৯॥

মহাপ্রভু সেই সেই ভক্তগণের সহিত নদীপার চতুর্দ্বারে সমাগত হইয়া চন্দ্রাতপের মাধুর্য্যব্যাবৃত রাত্রিতে জগন্নাথদেবের উৎকৃষ্ট মণ্ডপমধ্যে শয়ন করিলেন, অন্যান্য লক্ষাবধি লোক তথায় স্থানই প্রাপ্ত হইল না ॥১০০॥

বিংশঃ সর্গঃ

রাত্রির্যাতা নাথ তল্পং জহীহীত্যাকর্ণায়ং পক্ষিণাং কূজিতানি।
নেত্রে নিদ্রামুদ্রিতে জাগৃহীতি দ্রাগাক্ষিপ্যন্ পাণিনাথোদিয়ায় ॥১॥
(শালিনী ৩৬ পর্য্যন্ত)

নির্মাল্যান্নং তত্র সদ্যঃ সমেতং দৃষ্ট্বা হর্ষাদাহ্নিকান্যারভেত।
অন্নং পানং পিষ্টকাদি প্রকামং তৈস্তৈর্ভুক্ত্বা প্রীতিমাংশ্চ প্রতস্থে ॥২॥

তত্রামাত্যৌ তেন সম্যগ্বিসৃষ্টৌ তাভ্যাং ভূয়ো নেত্রপাথোজপাথঃ।
তেনে ক্ষামে তত্তনূ হন্ত তাভ্যামুৎসাহোঽয়ং কঃ প্রকারো
বিধাতুঃ ॥৩॥

দেশং দেশং প্রত্যুপেয়ুঃ সমন্তাদাজ্ঞা রাজ্ঞো লেখপূর্ব্বাঃ সমস্তাঃ।
স্থানে স্থানে নব্যনব্যং নিশান্তং সামগ্রীভিঃ কর্ত্তুমগ্রে পবিত্রম্ ॥৪॥

"হে নাথ! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে শয্যা পরিত্যাগ করুন" গৌরচন্দ্র পক্ষিগণের এই কূজন শ্রবন করিয়া "জাগ" এই কথা বলিয়াই নিদ্রা মুদ্রিত নেত্রদ্বয়কে ঝটিতি আপেষণ করিয়া তৎপরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥১॥

মহাপ্রভু শীঘ্র আনীত নির্ম্মাল্যান্ন দর্শন করিয়া সহর্ষে আহ্নিক আরম্ভ করিলেন এবং অন্ন ও পান যথেষ্ট ভোজনপূর্ব্বক প্রীতিলাভ করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥২॥

সেই স্থানে অমাত্যদ্বয় গৌরচন্দ্র কর্ত্তৃক সম্যক্ বিসৃষ্ট হইয়া নেত্রকমলের জল মোচন করিলেন এবং তৎকারণে স্বীয় কলেবরও ক্ষীণ করিয়া উৎসাহও বিস্তার করিয়াছিলেন, বিধাতার গতি কি আশ্চর্য্যবতী? ॥৩॥

স্থানে স্থানে নুতন গৃহ বিবিধ সামগ্রীদ্বারা সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বেই পত্রদ্বারা রাজার আজ্ঞা প্রত্যেক দেশে দেওয়া হইয়াছিল ॥৪॥

উত্থন্নাসীদ্‌যত্র তৈরেষ নাথো হর্ষোৎকর্ষাল্লক্ষসংখ্যৈর্মনুষ্যৈঃ।
নিষ্প্রত্যূহং তত্র তত্রেক্ষণাব্জৈঃ কাকুপ্রোক্তৈঃ পূজিতঃ সংস্তুতশ্চ ॥৫॥

অদ্য শ্বো বা নূনমত্রৈষ্যতীতি প্রোচ্চৈরাসীদগ্রতোহর্ষনাদঃ।
পশ্চাদায়াতীতি তস্মাদুপেতো ভো ভোঃ পশ্চাদেব সর্ব্বত্র ভূয়ঃ ॥৬॥

কেচিৎ কেচিত্তত্র পপ্রচ্ছুরার্য্যাঃ ক্বাসৌ ক্বাসৌ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ।
ইত্থং নাথং পূরিণং তং প্রভুং তং তাবন্যোন্যং দর্শয়ামাসতুস্তান্ ॥৭॥

বাসং বাসং প্রত্যুপেতে প্রভাতে রাজ্ঞামাজ্ঞা-যন্ত্রিতাঃ সর্ব্বএব।
দেশে দেশে শুদ্ধগেহানি কৃত্বা সামগ্রীঞ্চ প্রোন্মদা আনয়ন্তি ॥৮॥

রামানন্দো ভদ্রপর্য্যন্তমেত্য প্রত্যাবৃত্তস্তেন সম্যগ্ বিসৃষ্টঃ।
বিচ্ছেদার্ত্তঃ ক্ষেত্রমেব প্রতস্থে গৌরাঙ্গোহয়ং সোহপ্যুপেয়াদুদীচীম ॥৯॥

গৌরচন্দ্র যে যে দেশে উদিত হইলেন সেই সেই দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ হর্ষাতিশয় সহকারে নির্ব্বিঘ্নে নেত্রপদ্ম ও কাকুবাক্যদ্বারা প্রভুর পূজা ও স্তব করিতে লাগিল ॥৫॥

"গৌরচন্দ্র অদ্য বা পরদিন আসিবেন" পশ্চাৎ "আসিতেছেন" তৎপরে "অহে মহাত্মগণ! এই তথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন" এইরূপে গৌরচন্দ্রের আগমনের পূর্ব্বেই সকলের অগ্রে অর্থাৎ গন্তব্যদেশে উচ্চৈঃস্বরে মহান্ আনন্দনাদ উপস্থিত হইতে লাগিল ॥৬॥

তত্রত্য কতিপয় আর্য্যগণ "কৃষ্ণচৈতন্য কোথায়?" এই কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে, গৌরচন্দ্র ও পরমাসুন্দরী দুইজনেই পরস্পর পরস্পরকে উক্ত প্রভুদর্শনার্থ সমাগত গ্রাম্যজন সকলকে দেখাইতে লাগিলেন ॥৭॥

তৎপরে রজনী প্রভাতা হইলে, রাজাজ্ঞায় নিয়মিত লোক সকল দেশে দেশে বিশুদ্ধভবন রচনা করিয়া অতিহর্ষে বিবিধ সামগ্রী আনয়ন করিতে লাগিল ॥৮॥

রামানন্দ রায় ভদ্রেশ্বর পর্য্যন্ত আসিয়া মহাপ্রভু কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে বিযুক্ত

ওড্রং যাবদ্ভূপতের্লেখযুক্তা আসংস্তাবত্তাবদেবং ধুরীণৈঃ।
প্রাতর্ধূপান্তর্গতং রাজযোগ্যং নির্মাল্যং চানীতমেব প্রকামম্ ॥১০॥

শ্রীমান্ গৌড়ং দেশমাসাদ্য গঙ্গা দ্রষ্টব্যেতি প্রেমবৈহ্বল্যতুন্নঃ।
তৎসংস্পৃষ্টিস্নিগ্ধমুগ্ধান্তরাত্মা তত্তৎস্থানাপ্যায়িতাঙ্গঃ স রেজে ॥১১॥

আগত্য শ্রীরাঘবস্যাশ্রমান্তঃ শ্রীগৌরাঙ্গশ্চন্দ্রবৎ পূর্ব্বশৈলম্।
গন্ধৈর্মাল্যৈঃ পুষ্পধূপোপহারৈঃ প্রেমাবিষ্টঃ কৌতুকী সংমমাদ ॥১২॥

তত্র স্থিত্বা রাঘবস্যাশ্রমেঽসৌ নীত্বা নাথঃ পঞ্চষান্ বাসরান্ সঃ।
জ্যেষ্ঠং তাবচ্ছ্রীনবদ্বীপভূমাবগ্রে প্রীত্যা প্রেষয়ামাস হৃষ্টঃ ॥১৩॥

তস্মিন্ যাতে গৌরচন্দ্রঃ সমেতঃ শ্রীবাসস্য প্রেমপাত্রস্য গেহম্।
স্থিত্বা তত্র প্রাণিমাত্রে দয়ালুঃ সর্ব্বত্রাসৌ সংব্যধত্তানুকম্পাম্ ॥১৪॥

ও বিচ্ছেদার্ত্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীক্ষেত্রেই প্রস্থান করিলেন, এদিকে গৌরাঙ্গদেবও উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন ॥৯॥

ভূপতি প্রতাপরুদ্রের পত্রে সমস্ত উৎকলদেশীয় লোক নিযুক্ত হইয়াছিল এবং অগ্রগণ্য সকল লোক প্রাতঃকালের উপযুক্ত ধূপানান্তর্গত রাজযোগ্য বিবিধ নির্ম্মাল্য বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥১০॥

শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র "গৌড়দেশে গিয়া গঙ্গাদেবীকে দর্শন করিতে হইবে" এইরূপ প্রেমবিহ্বলতায় প্রেরিত হইয়া সেই ভক্তগণের সংসর্গে স্নিগ্ধ ও মুগ্ধান্তঃকরণ হইয়াও সেই সেই ভক্তগণ কর্ত্তৃক অবগাহন ক্রিয়ায় বর্দ্ধিতাঙ্গ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১১॥

পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তি উদয়শৈলে চন্দ্রের ন্যায় শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীরাঘবের আশ্রম-মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রেমাবিষ্ট ও কৌতুকী হইয়া গন্ধ, মাল্য, ধূপ ও উপহার দ্বারা সম্যক্ আমোদিত হইলেন ॥১২॥

গৌরচন্দ্র সেই রাঘবাশ্রমে পাঁচ বা ছয়দিন যাপন করিয়া মহাহৃষ্ট হইয়া অগ্রে শ্রীনবদ্বীপভূমিতে প্রীতিসহকারে জ্যেষ্ঠকে প্রেরণ করিলেন ॥১৩॥

জ্যেষ্ঠ গমন করিলে পর গৌরচন্দ্র ভক্তসঙ্গে প্রেমাস্পদ শ্রীবাসের গৃহে

দ্বিত্রৈরস্মিন্ বাসরৈর্লক্ষসংখ্যা ভূয়ো ভূয়ো হর্ষপাথোধিমগ্নাঃ।
যাতায়াতং সর্ব্বতশ্চক্রুরত্র চ্ছিদ্রং নাসীচ্চৈবমস্যানুভাবঃ ॥১৫॥

রথ্যাস্বোকদ্বারি কেচিদ্ দ্রুমেষু প্রাচীরেষু প্রায়শোঽন্যে মনুষ্যাঃ।
আসন্ লীলাভিত্তিচিত্রপ্রতীকা নোৎকণ্ঠানাং পারমীয়ুঃ কদাচিৎ ॥১৬॥

রাত্রাবেকোঽপহ্নুতো নৌকয়াসৌ তত্তদ্গ্রামস্যোত্তরেণান্যদেশম্।
আয়াতঃ শ্রীবাসুদেবস্য গেহং গত্বা পায়াৎ শ্রীশিবানন্দগেহম্ ॥১৭॥

অস্মিন্ গেহে রাত্রিমেকান্ত নীত্বা ভিক্ষাং চক্রে দেশ এবোত্তরে সঃ।
তত্তল্লোকৈর্লক্ষসংখ্যৈঃ সমেতো নৌকারূঢ়ঃ শান্তিপুর্য্যাং জগাম ॥১৮॥

অবস্থান করিয়া প্রাণিমাত্রের প্রতি দয়ালু হইয়া সর্ব্বত্রই অনুকম্পা বিধান করিলেন ॥১৪॥

মহাপ্রভু দুই তিনদিন শ্রীবাসের গৃহে অবস্থিতি করায় লক্ষ লক্ষ লোক হর্ষসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সকল দিক্ হইতে যাতায়াত করিতে লাগিল, মহাপ্রভুর মহিমা এইরূপ যে কেহ ছিদ্র প্রাপ্ত হয় নাই ॥১৫॥

কতিপয় লোক পথে, কেহ দ্বারদেশে, কেহ বৃক্ষে, কেহ বা প্রাচীরে দণ্ডায়মান হইয়া যেন, বিলাসগৃহের ভিত্তিতে চিত্রাঙ্কিত পুত্তলিকার ন্যায় শোভিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা কখনই উৎকণ্ঠার অবসান লাভ করিতে পারে নাই ॥১৬॥

রাত্রিকালে একজন চোর নৌকায় সেই গ্রামের উত্তরভাগে অন্যদেশ হইতে আসিয়া প্রদ্যুম্নের গৃহে বলিয়া গমন করিয়া শ্রীশ্রীশিবানন্দ সেনের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল ॥১৭॥

এইগৃহে একরাত্রি যাপন করিয়া ঐ গ্রামের উত্তরে ভিক্ষা করিয়াছিল এবং সেই গ্রামের লক্ষসংখ্যক লোকের সহিত নৌকারূঢ় হইয়া শান্তিপুরে গমন করিল ॥১৮॥

শ্রীবাসাদ্যৈস্তৈরথালোক্য নৈনং প্রত্যুদ্বিগ্নৈঃ সর্ব্বতোঽন্বিষ্য ভূয়ঃ।
যাবন্নৈষোঽদর্শি তাবৎ সুদুঃখৈর্গাঢ়ং গাঢ়মর্দ্দ্যমানৈরভাবি ॥১৯॥

নাবা গচ্ছন্ স্বর্ধুনীমধ্যভূমৌ নাম্নাং গাথাং লোলচিত্তঃ প্রকাশ্য।
অদ্বৈতস্য গ্রামমাসাদ্য নাথঃ প্রেম্নোত্তস্থৌ গন্তুমত্যন্তমুৎকঃ ॥২০॥

মধ্যেদ্বারং তেন সার্দ্ধং মহার্হঃ সঙ্গস্তস্যাশ্লেষকোলাহলেন।
আসীন্নৈষাং প্রাণিনাং ভাগ্যভাজাং চক্ষুঃশ্রোত্রদ্বন্দ্বতৃপ্ত্যৈ বভূব ॥২১॥

ভূয়ো ভূয়ো গাঢ়মাশ্লেষপীড়ৌ প্রেমাবিষ্টৌ তৌ তথাদ্বৈতগৌরৌ।
তত্রাস্তেঽসৌ তং তথা যোগমেনং পূজাচর্য্যাবাগ্‌বিলাসৈরুপাসীৎ ॥২২॥

আগত্যাথো শ্রীশচীনাম দেবী ত্রৈলোক্যানামেব মাতা তমেনম্।
দৃষ্ট্বা মেনে হর্ষপাথোধিমগ্নং তত্রাত্মানং সপ্রমোদার্ত্তিলজ্জম্ ॥২৩॥

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ উক্ত ব্যক্তিকে বারম্বার সকল দিকে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে না পাইয়া যতক্ষণ তাহাকে দেখিতে না পাইলেন ততক্ষণ দুঃখে প্রগাঢ়তর উন্মত্ত হইলেন ॥১৯॥

গৌরচন্দ্র চঞ্চলচিত্ত হইয়া স্বর্গনদী গঙ্গার মধ্যস্থানে গমনপূর্ব্বক নাম-গাথা প্রকাশ করিয়া অদ্বৈতের গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া গমনার্থ অত্যন্ত উৎসুক-চিত্তে সপ্রেমে উত্থিত হইলেন ॥২০॥

তৎপরে দ্বারমধ্যে অদ্বৈতের সহিত আলিঙ্গন কোলাহলে গৌরাঙ্গের সঙ্গ শান্তিপুরবাসি ভাগ্যবান্ প্রাণিগণের নেত্র ও শ্রবণযুগলের মহতী তৃপ্তি সাধনার্থই হইয়াছিল ॥২১॥

অদ্বৈত ও গৌরচন্দ্র উভয়ে পুনঃ পুনঃ প্রগাঢ় আলিঙ্গনে পীড়িত হইয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন, তৎপরে অদ্বৈত পূজাবিধি ও বাক্যবিন্যাস দ্বারা সহসা উপস্থিত গৌরচন্দ্রের উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥২২॥

ত্রৈলোক্যেরই জননী শ্রীশচীদেবী আগমন করিয়া গৌরচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ, পীড়া ও লজ্জাযুক্ত নিজেকে হর্ষসাগরে নিমগ্ন বিবেচনা করিলেন ॥২৩॥

তত্রৈবাসীৎ ষড়্ দিনানি ক্রমেণ শ্রীগৌরাঙ্গো মাতৃদত্তান্নতৃপ্তঃ।
আচার্য্যেণ প্রীত্যুপানীতচর্য্যো নেত্রানন্দং প্রাণিনামেব কুর্ব্বন্ ॥২৪॥

তেষাং তেষাং বাসরাণাং সমূহে যামো লোকা লক্ষকোট্যঃ সমীয়ুঃ।
আচার্য্যোঽসৌ প্রত্যহং তাংস্তথৈব দ্রব্যৈর্ভূয়ঃ প্রীণয়ামাস হর্ষাৎ ॥২৫॥

অন্যেদ্যুঃ স শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারেগঙ্গং পশ্চিমে ক্বাপি দেশে।
শ্রীমান্ সর্ব্বপ্রাণিনাং তত্তদঙ্গৈর্নেত্রানন্দং সম্যগাগত্য তেনে ॥২৬॥

কিম্বা মূকঃ কিন্নু পঙ্গুঃ কিমন্ধঃ কিম্বা বৃদ্ধঃ কিং শিশুঃ কিং স্ত্রিয়ো বা।
যে যে সর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপভুস্থাঃ প্রীত্যুদ্রেকাত্তে তএবাথ জগ্মুঃ ॥২৭॥

যাবত্তস্থৌ তত্র গৌরাঙ্গচন্দ্রস্তাবৎ সর্ব্বে সর্ব্বতো লক্ষকোট্যঃ।
গাঢ়োৎকণ্ঠানির্ভরার্ত্তাঃ সমীয়ুর্দ্রষ্টুং তং তে কিং স্ত্রিয়ঃ কিং পুমাংসঃ ॥২৮॥

গৌরচন্দ্র অদ্বৈত কর্ত্তৃক প্রীতি সহকারে আনীত বিবিধ পরিচর্য্যা গ্রহণ এবং সমস্ত প্রাণির নেত্রানন্দ সম্পাদন করিয়া তথা শান্তিপুরেই ছয়দিন কাল যথাক্রমে মাতৃপ্রদত্ত অন্নভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন ॥২৪॥

লক্ষ লক্ষ লোক সেই সেই দিনের প্রত্যেক প্রহরে সমাগত হইয়াছিল এবং অদ্বৈতপ্রভু প্রত্যহ সেই সমস্ত লোককে বিবিধ দ্রব্যদ্বারা বারম্বার হর্ষে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র অন্য একদিন নবদ্বীপ ভূমির পশ্চিমে গঙ্গাপারে কোন এক গ্রামে সমাগত হইয়া স্বীয় কোমল অঙ্গদ্বারা সমস্ত প্রাণীর নেত্রানন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

কি মূক, কি পঙ্গু, কি মূঢ়, কি বৃদ্ধ, কি শিশু, কি স্ত্রী নবদ্বীপভূমিস্থ সমস্ত লোকই সমধিক প্রীতির উদ্রেকবশতঃ সেই স্থানে সমাগত হইল ॥২৭॥

গৌরচন্দ্র যাবৎকাল সেইস্থানে অবস্থিতি করিলেন তাবৎকাল লক্ষ কোটি সংখ্যক কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকল লোকই প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় সাতিশয় কাতর হইয়া সমাগত হইল ॥২৮॥

মধ্যে মধ্যে তত্র লোকপ্রচায়ৈরত্যুদ্বিগ্নো ভূয়সোঽন্তর্দ্দধাতি।
কিন্তূৎকণ্ঠা বর্দ্ধতে গাঢ়গাঢ়ং তেষাং তেষাং ক্রন্দতাং মুক্তকণ্ঠম্ ॥২৯॥

এবং নীত্বা তত্র নাথো দিনানি প্রীত্যুদ্রেকাৎ পঞ্চষাণি ক্রমেণ।
নেত্রানন্দং সর্ব্বলোকস্য তন্বংস্তৈস্তৈর্দিব্যং দেশমেব প্রতস্থে ॥৩০॥

কঞ্চিদ্‌গোপীনাথশীতি-প্রসিদ্ধং গোপীনাথে শেত ইত্যন্বয়েন।
তস্মিন্ দেশে ক্বাপি গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ প্রেমাবিষ্টো বীক্ষ্য শশ্বন্ননন্দ ॥৩১॥

কালিন্দীয়ে তীর এব প্রযাতুং গাঢ়োৎকণ্ঠঃ পশ্চিমে ক্বাপি গত্বা।
প্রত্যাবৃত্তো ভূয় এষ স্বচিত্তে কিম্বালোক্য স্বর্ধুনীতীরমায়াৎ ॥৩২॥

তত্তদ্দেশে ভূয় এব প্রকামং স্থিত্বা কৃত্বা দীর্ঘদীর্ঘানুকম্পাম্।
শ্রীনীলাদ্রৌ ভূয়এব প্রতস্থে চিত্রং চিত্রং তস্য তত্তচ্চরিত্রম্ ॥৩৩॥

মধ্যে মধ্যে গৌরচন্দ্র সেই গ্রামে জনতাহেতু উদ্বিগ্ন হইয়া বারম্বার অন্তর্দ্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত জন মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করায় তাহাদিগের উৎকণ্ঠা প্রগাঢ়রূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥২৯॥

এইরূপে গৌরচন্দ্র সেই গ্রামে পাঁচ বা ছয়দিবস যথাক্রমে প্রীতিসহকারে যাপন করিয়া এবং সমস্ত লোকের দিব্য নেত্রসুখ বিস্তার করিয়া সেই সেই ভক্তের সহিত স্বীয় দেশে প্রস্থান করিলেন ॥৩০॥

"গোপীনাথে শেতে" এই সম্বন্ধে "গোপীনাথশী" এই নামে প্রসিদ্ধ সেই দেশে কোন একস্থানে কোন এক ব্যক্তিকে দেখিয়া গৌরচন্দ্র প্রেমাবিষ্ট হইয়া নিরন্তর আনন্দিত হইয়াছিলেন ॥৩১॥

গৌরচন্দ্র কালিন্দী তীরে গমনার্থ গাঢ়োৎকণ্ঠ হইয়া পশ্চিমে কোন এক স্থানে গমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিজমনে কিছু বিবেচনা করিয়া গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন ॥৩২॥

মহাপ্রভু সেই সেই দেশে পুনর্ব্বার যথেষ্ট অবস্থান করিয়া সমধিক অনুকম্পা বিধান করিয়া পুনরায় শ্রীনীলাচলেই প্রস্থান করিয়াছিলেন। অহো কি আশ্চর্য্যময় প্রভুর চরিত্র ॥৩৩॥

তত্তদ্ব্যাজাৎ স্বধু্নীতীরমায়াৎ যত্র শ্রীমাংশ্চিত্রমেবাবতীর্ণঃ।
নেত্রানন্দং সর্ব্বলোকস্য কৃত্বা নীলাদ্রিস্থপ্রীতয়ে ভূয় আসীৎ ॥৩৪॥

স্থিত্বা তত্র শ্রীময়ো গৌরচন্দ্রঃ কঞ্চিৎ কালং ভূয়োঽধ্বনৈব।
কালিন্দীয়ং তীরমেব প্রতস্থে বিচ্ছেদার্ত্তাংস্তত্র তাংস্তান্ বিধায় ॥ ৩৫॥

রামানন্দস্তদ্বিয়োগাধিপীড়াক্ষীণক্ষীণস্তত্যজেঽসূন্ মহাত্মা।
বিচ্ছেদে স্যাদেযোগ্যমেতচ্চরিত্রং প্রেম্নস্তাবত্তাদৃশস্যাস্য নূনম্ ॥৩৬॥

স্থিত্বা তত্র দিনানি হন্ত কতিচিদ্ভূয়োঽসিতাদ্রৌ প্রভুঃ
শ্রীমানেত্য ননন্দ নন্দয়তি চ স্মৈতানজস্রং জনান্।
এবং বিংশতিহায়নান্তরভবাং যাত্রাং বিলোক্যাখিলাং
স্বং ধামাথ জগাম কৈশ্চিদপি তৈঃ সার্দ্ধং কৃপাসাগরঃ ॥৩৭॥

প্রেমাম্ভোধৌ জগদতিশয়ে মজ্জয়িত্বা স ভূয়ো
বিচ্ছেদাগ্নাবপি চ বিদধে মগ্নমত্যন্তদুর্গে।
চিত্রং চিত্রং তদপি সততং প্রেমসিন্ধুর্বলীয়া-
নাসীৎ কোঽয়ং শিবশিব মহান্ গৌরচন্দ্রানুভাবঃ ॥৩৮॥

মহাপ্রভু সেই সেই ছলেই গঙ্গাতীরে আসিয়াছিলেন, যে স্থানে শ্রীমান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সমস্ত লোকের নয়নানন্দ বিধানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার নীলাচল প্রীত্যর্থই তথায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥৩৪॥

শোভাময় গৌরচন্দ্র সেইস্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার তত্রত্য লোক সকলকে বিচ্ছেদার্ত্ত করিয়া সেই কালিন্দীতীরে প্রস্থান করিলেন ॥৩৫॥

অতঃপর মহাত্মা রামানন্দ রায় গৌরাঙ্গ-বিয়োগজনিত মনঃপীড়ায় অত্যন্ত ক্ষীণাঙ্গ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। আহা তাদৃশ অলৌকিক প্রেম বিচ্ছেদের ইহাই উপযুক্ত স্বভাব ॥৩৬॥

শ্রীজগন্নাথদেবের বিংশতিবৎসরসম্ভূত উৎসবসমূহ দর্শন করিয়া কৃপানিধি গৌরচন্দ্র সেই ভক্তগণের সহিত নিজধামে গমন করিলেন ॥৩৭॥

গৌরচন্দ্র জগৎকে অতিশয় প্রেমাম্বুধিতে মগ্ন করিয়া পুনর্ব্বার অত্যন্ত

নানাদেশান্নিজনিজজনানেবমেকত্র কৃত্বা
তানন্যোন্যং প্রণয়নিবিড়ান্ কারয়িত্বা প্রকামম্ ।
তৈস্তৈঃ সার্দ্ধং বত বিলসিতো হন্ত গৌড়োৎকলেষু
স্বং ধামাস্মিন্ গতবতি গতা ভূর্ব্বিয়োগাগ্নিসিন্ধৌ ॥৩৯॥

চতুর্বিংশে তাবৎ প্রকটিতনিজপ্রেমবিবশঃ ।
প্রকামং সন্ন্যাসং সমকৃত নবদ্বীপতলতঃ ।
ত্রিবর্ষঞ্চ ক্ষেত্রাদপি তত ইতো যন্নগময়-
স্তথা দৃষ্ট্বা যাত্রা ব্যনয়দখিলা বিংশতিসমাঃ ॥৪০॥

ইত্থং চত্বারিংশতা সপ্তভাজা শ্রীগৌরাঙ্গো হায়নানাং ক্রমেণ ।
নানালীলালাস্যমাসাদ্য ভূমৌ ক্রীড়ন্ ধাম স্বং ততোঽসৌ জগাম ॥৪১॥

দুর্গম বিচ্ছেদাগ্নিতেও সেই জলমগ্ন জগৎকে নিহিত করিতেছেন, কিন্তু ইহা অতীব আশ্চর্য্য যে, তাহাতেও কোন এক এই অনির্ব্বচনীয় প্রেমসিন্ধু বলীয়ান্ হইয়াছিল ॥৩৮॥

গৌরচন্দ্র নানা দেশ হইতে নিজ নিজ ভক্তগণকে একত্র করিয়া এবং তাঁহাদিগের পরস্পর প্রীতি নিবিড় করাইয়া উক্ত ভক্তগণের সহিত গৌড় ও উৎকল দেশে বিলাস করিয়াছিলেন। সেই প্রভু স্বধামে গমন করিলে পর পৃথিবী বিয়োগরূপ অগ্নিসাগরে মগ্না হইয়াছিল ॥৩৯॥

মহাপ্রভু চতুর্ব্বিংশ বৎসরে নিজ প্রেম প্রকটন করিয়া যথেষ্ট বিবশ হইয়া নবদ্বীপ হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই ক্ষেত্র হইতে গমন করিয়া ইতস্ততঃ গমনাগমনে তিনবৎসর যাপন করিয়া সকল উৎসব দর্শন করিয়া বিংশতি বৎসর যাপন করিয়াছিলেন ॥৪০॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব এইরূপে সাতচল্লিশ বৎসরে যথাক্রমে নানাবিধ লীলানৃত্য বিধান করিয়া ভূমণ্ডলে ক্রীড়া করিয়া তৎপরে স্ব-ধামে গমন করিয়াছিলেন ॥৪১॥

আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈঃ
কেচিন্মুরারিরিতিমঙ্গলনামধেয়ৈঃ।
যদ্ যদ্বিলাসললিতং সমলেখি তজ্ জ্ঞৈ-
স্তত্তদ্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ ॥৪২॥

বদ্ধাঞ্জলিঃ শিরসি নির্ভরকাকুবাদৈ-
র্ভূয়ো নমাম্যহমসৌ স মুরারিসংজ্ঞম্।
তং মুগ্ধকোমলধিয়ং নন্থ যৎপ্রসাদা-
চ্চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমক্ষিপীতম্ ॥৪৩॥

চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমত্যুদারং সর্ব্বে দৃশা চ মনসা মুদা বহন্তু।
যদ্দৃষ্টমাত্রমপহন্তি দুরাপপারং সংসারসাগরমজস্রমুদগ্র-হিংস্রম্ ॥৪৪॥

নাহং স্তুতৌ বত নতৌ বিনতৌ চ শক্তো
যক্তৈশ্চ তৈর্জ্জনচয়ং স্ববশে করিষ্যে।
আশ্রিত্য কিন্তু নিজকারুণিকত্বমেব
যদ্যোগ্যমত্র তদহো রচয়ন্তু ধীরাঃ ॥৪৫॥

শৈশবাবধি যিনি প্রভুর চরিত্র বিলাস বিষয়ে সুবিজ্ঞ, সেই তত্ত্বজ্ঞ "মুরারি" এই মঙ্গলনামা কোন এক মহাত্মা যে যে বিলাস লালিত্য সম্যক্ লিখিয়াছেন এই আমি শিশু তাহাই দেখিয়া লিখিয়াছি ॥৪২॥

আমি মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নিরতিশয় কাকুবাক্যে পুনঃ পুনঃ সেই মনোহর ও কোমল বুদ্ধি মুরারি নামক মহাত্মাকে প্রণাম করিতেছি। যাঁহার প্রসাদে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরিতরূপ অমৃত আমার নেত্রপথের গোচর হইয়াছে ॥৪৩॥

চৈতন্যচন্দ্রের অতি উদার চরিতামৃত সকলেই আনন্দে নয়নে ও মনে বহন করুন, যে চৈতন্যচরিতামৃত দর্শন হিংস্রজন্তু সমাকুল দুষ্পার ভবপারাবারকে নিয়ত বিনাশ করেন ॥৪৪॥

আমি স্তুতি, নতি, বা বিনতি কিছুতেই সক্ষম নহি যে, তাহা দ্বারা জনসকলকে নিজবশে করিতে পারিব। কিন্তু নিজের কারুণিকতা অর্থাৎ

ইহ পরমকৃপালোর্গৌরচন্দ্রস্য কোঽপি
প্রণয়রসশরীরঃ শ্রীশিবানন্দসেনঃ।
ভুবি নিবসতি তস্যাপত্যমেকং কনীয়-
স্তৃকৃত পরমমৌগ্ধ্যাচ্চিত্রমেতং প্রবন্ধম্ ॥৪৬॥

ধীরোদাত্তমহত্তমো গুণনিধির্যস্মিন্নসৌ নায়কো
যত্রামূর্লিপয়ো নিরন্তরবলৎপ্রেমপ্রকাশাক্ষরাঃ।
যত্রানেকমহামহোত্তমধিয়াং চারিত্রমন্তর্গতং
তচ্চৈতন্যচরিত্রবর্ণনমিদং জীয়াদজস্রং ভুবি ॥৪৭॥

এতত্তাপত্রয়নিরসনং প্রেমমাত্রৈকবীজং
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রণয়বলিতোৎকীর্ত্তিমাত্রস্বরূপম্।
দৃষ্ট্বা স্বান্তঃকরণপদবীং মামনালোচ্য ধীরাঃ
শশ্বৎ কণ্ঠে দধতু মুদিতা রম্যমেনং প্রবন্ধম্ ॥৪৮॥

দীনতা অবলম্বন করিয়াই যদি বশে করিতে পারি, তবে হে ধীরগণ! আমার সেই কারুণিকতা আপনারাই বিধান করুন ॥৪৫॥

এই ধরণীমণ্ডলে পরম কৃপালু গৌরচন্দ্রের প্রণয়রসেরশরীর কোন এক শ্রীশিবানন্দ সেন নামক মহাত্মা ছিলেন, তাঁহারই সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পরম মুগ্ধতায় অর্থাৎ সমধিক মূঢ়তায় এই চিত্র প্রবন্ধ রচিত করিয়াছে ॥৪৬॥

যে এই কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের ধীরোদাত্ত ও মহত্তম গুণনিধি শ্রীগৌরচন্দ্র নায়ক, যাহার লিপিলেখার অক্ষরসমূহ নিরন্তর বর্দ্ধমান প্রেম প্রকাশে শোভিত, যাহাতে অনেক মহামহত্তমগণের চরিত্র অন্তর্গত রহিয়াছে, সেই চৈতন্যচরিত্র বর্ণন পুস্তক ভূমণ্ডলে নিয়তকাল জীবিত থাকুক ॥৪৭॥

এই চৈতন্যচরিত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে ত্রিবিধতাপকে দূরীভূত করে এবং প্রেমমাত্রই যাহার জীবন ও শ্রীগৌরাঙ্গ-চন্দ্রের প্রণয় সম্বলিত উৎকৃষ্ট কীর্ত্তিমাত্রই যাহার স্বরূপ অর্থাৎ নিজরূপ অতএব

বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি-প্রসিদ্ধে
শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি।
বারে সুধাকিরণনাম্ন্যসিতদ্বিতীয়া-
তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুষ্য ॥৪৯॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
বিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥২০॥

সমাপ্তমিদং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতং মহাকাব্যম্
শ্লোকসংখ্যাঃ ১৯১১। শ্রীচৈতন্যো জয়তি ॥

ধীরগণ আমার আলোচনা না করিয়া স্বীয় অন্তঃকরণ পদবী সন্দর্শন করিয়া অতিহৃষ্ট হইয়া এই রমণীয় প্রবন্ধকে নিয়তকাল কণ্ঠে ধারণ করুন ॥৪৮॥

বেদ ৪, রস ৬, শ্রুতি ৪, ইন্দু ১, এই প্রসিদ্ধ (১৪৬৪) শাকে, সুন্দর শুচি আষাঢ়মাসে ও সুধাকিরণ সোমবারে, কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিমধ্যে এই গ্রন্থরচনার সমাপ্তি হইয়াছে ॥৪৯॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশততমবার্ষিক আবির্ভাব উৎসব স্মরণে
এই গ্রন্থাঞ্জলি—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হউক

—:০:—